PANCHAGOTRA JNANAMANJARI.

পঞ্চগোত্র জ্ঞানমঞ্জরী।

সাবর্ণ গোত্রীয় বটে বেদগর্ভ হন,
শাণ্ডিল্য গোত্রীয় জন্মে ভট্টনারায়ণ,
ভরদ্বাজে জনমিল শ্রীহর্ষ প্রবর,
কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ বাৎস্যে ছান্দর,
এই পঞ্চ হ'তে ধারাবাহিক গণন,
বর্ণিত হয়েছে বংশাবলী অধস্তন।

শ্রীরাধাচরণ গাঙ্গোপাধ্যায় মোক্তার

কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।
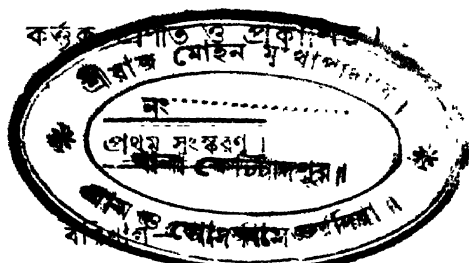
শ্রীযোগেন্দ্র সিংহ রায়কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।
ইং ১৯১৩ সন।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা

মন্বাদি ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া বেদব্যাস কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মুনিঋষিগণের প্রাচীনগ্রন্থ পাঠে, তাৎকালিক সমাজে পিতৃপুরুষগণের নাম কীর্ত্তনের আদর পরিলক্ষিত হয়। তৎপর আদিশূর বল্লাল সেন প্রভৃতি লব্ধপতিষ্ঠ হিন্দু নরপতিগণের ঐকান্তিক উদ্যম ও আগ্রহে কুলাচার্য্যগণ প্রতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম গোত্রাদি-সংগ্রহ ও রক্ষণের ভার অর্পিত হওয়ায়, বিভিন্ন সময়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের পরেও বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত ঐ প্রথা অল্পাধিক পরিমাণে রক্ষিত হইতে-ছিল। আজ কাল আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে কুলাচার্য্যগণ মধ্যে অনেকেই পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করতঃ মসিবৃত্তি ইত্যাদি রূপ ব্যবসায়ান্তরে প্রবেশ করায় উল্লিখিত অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যশিক্ষার উজ্জ্বল প্রতিভায় সকলেই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; ৫ম বর্ষীয় শিশু অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত যুবকগণ পর্য্যন্ত সকলেই বিজেতা উইলিয়ম হইতে ৫ম জর্জ্জ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ রাজন্যবর্গের নাম সমস্বরে আবৃত্তি করিতে সমর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদিগের ভিতরে স্বকীয় পিতামহ কিম্বা তদূর্দ্ধতন পুরুষের নাম উচ্চারণ করিতে অনেকেই অক্ষম। সমাজের এহেন দুর্গতির দিনে কতিপয় আত্মীয় ও বন্ধুর উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের বংশাবলী সংগ্রহে যত্নবান হইয়াছি। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণাদি চতুঃবর্ণের নাম গোত্রাদি সংগ্রহ করা বিশেষ সময় সাপেক্ষ ও মাদৃশ বৃদ্ধের পক্ষে চন্দ্র স্পর্শনোন্মুখ বামনের ন্যায় অসম্ভব প্রযুক্ত আপাততঃ যথাসাধ্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী পয়ারছন্দে লিখিত হইল। শিক্ষার অভাবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি না থাকায়

ও বার্দ্ধক্য নিবন্ধন গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে ছন্দপতন, বর্ণাশুদ্ধি ও কথঞ্চিৎ ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে; আশাকরি সহৃদয় পাঠকবর্গ সর্ব্ব প্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আদিশূর আনীত বেদগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণগণের নাম যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। প্রত্যেক গোত্র মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামোল্লেখে বংশাবলী ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থপাঠ কালে অনেকেরই বেদগর্ভ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণসহ নিজ নিজ সম্বন্ধ নির্ণয়ের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে, এই জন্য যিনি যে বংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে চান, তাঁহাকে সেই বংশের আদ্যন্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গ্রন্থপাঠে পাঠকবৃন্দের পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকৃষ্ট হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। গ্রন্থ প্রণয়নে সম্বন্ধ নির্ণয় ও কুলসার সংগ্রহ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানির অনেক প্রূফ দর্শন ও সংশোধন প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন বিধায়, তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সংবাদদাতাগণের শৈথিল্য হেতু কোন বংশের নামধামে ভ্রম পরিলক্ষিত হইলে, আশাকরি পাঠকগণ গ্রন্থকর্ত্তাকে ঐ সংবাদ প্রদানে বাধিত করিবেন। ইতি ১৩২০ সাল ২০শে বৈশাখ।

নিবেদক—

শ্রীরাধাচরণ দেবশর্ম্মা গঙ্গোপাধ্যায় মোক্তার।

সাকিন নলচিড়া, জিলা বরিশাল।

সূচীপত্র।

ক্রোড় পত্র ভ্রম সংশোধন।

২১ পৃষ্ঠায় শিশু গাঙ্গুলীর বংশে কোন কোন ব্যক্তির
২।৩ নাম থাকায় তাহা নিম্নে লিখা হইল।

শিশু-সুত গদাধর; তৎসুত হল।
হল-সুত আয়ু-সুত দিনা; তৎসুত বল।
বল, নিম্নে ভষমুখী নামে এক জন;
তাহার তনয় জন্মে শিবনারায়ণ।
শিব-সুত পুরাই বা পরমেশ্বর হন,
তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণন।

৭২ পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্রের পর তিন ছত্র পরিবর্ত্তে
নিম্নলিখিতরূপ বংশ হইবেক।

রাসমোহন ও হরমোহন সুজন।
রাসমোহনের পুত্র যদুনাথ হয়।
হরমোহনের জন্মে রজনী তনয়।

৭৪ পৃষ্ঠায় নীলমাধবের বংশ মধ্যে ৮ ছত্রের পর
নিম্নলিখিত বংশ হইবেক।

প্রসন্নকুমার-সুত আশুতোষ হন;
তাহা হ'তে হরিহর জনমে নন্দন।
কুঞ্জবিহারীর সুত সুকুমার হয়;
তাহার অনুজ তিনকড়ি জনময়।
অমরের সুবোধ ও সুধীর নন্দন।
হারাণের পুত্র চিত্ত ও সত্যরঞ্জন।

৯৮ পৃষ্ঠায় সদানন্দ বংশের ১৭ ছত্রে রাধাকৃষ্ণ বংশ
নিম্নলিখিত মত হইবেক।

রাধাকৃষ্ণ-বংশধর হয় দুই জন—
তারাচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র জনমে নন্দন।
তারাচন্দ্র-বংশধর গোলোক, ঈশান,
অপর ভারতচন্দ্র, নবীন সন্তান।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র দুই জন হয়—
পুলিনবিহারী আর বিপিন জন্ময়।
পুলিনবিহারী-সুত যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র।
বিপিনবিহারী-সুত ব্রজেন্দ্র রাজেন্দ্র,
অপর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মাইজপাড়া বন।
ঈশানচন্দ্রের জন্মে উপেন্দ্র নন্দন।
ভারতের ফটিক ও বিহারী তনয়।
নবীনচন্দ্রের পুত্র সুশীল জন্ময়।
জগচ্চন্দ্রের পুত্র মহেশ লভয়।
মহেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গা জনময়।

১২১ পৃষ্ঠায় পঞ্চম অধ্যায় রঘুনাথ বংশের
৬ ছত্রের পরে নিম্নলিখিত বংশ হইবেক।

রামসন্তোষের পুত্র রাধাকৃষ্ণ হয়,
রামকৃষ্ণ, ব্রজ, আর কেবল তনয়।
রাধাকৃষ্ণ-সুত শিব ও গোপীমোহন,
আর জন্মে তারাপদ, যুগল নন্দন।
গোপীর মোহন, কালীকুমার তনয়।
বৈকুণ্ঠ, মোহন-সুত ও রজনী হয়।

কেবলকৃষ্ণের শ্যামকিশোর নন্দন.
মুক্তকিশোর, রুষ্ণকিশোর সুজন।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র প্রসন্ন জন্মায়,
হরকুমার ও ষষ্ঠীকুমার তনয়।
হরকুমারের নিশিভূষণ নন্দন।
নিশি-সুত মাখনচন্দ্র আলতা ভবন।

১৭০ পৃষ্ঠার শেষে নিম্নলিখিত বংশ হইবেক।

রাধাকৃষ্ণ-সুত রামলোচন, জন্মায়।
রামলোচনের জন্মে শ্রীকান্ত তনয়।
শ্রীকান্তের জগচ্চন্দ্র, গোবিন্দ তনয়।
গোবিন্দ-তনয় শশী, অক্ষয়, বিজয়।
অক্ষয়-তনয় মধু, বিশ্বনাথ হয়।
শশীর ৫ মথনাথ, হারাণ তনয়।
জগতের বিশ্বেশ্বর যোগেশ নন্দন,
বাটীকামারী ও কাশীপুর বাসী হন।

.৭৯ পৃষ্ঠায় ২৩ ছত্রের পরিবর্ত্তে নিম্নরূপ বংশ হইবেক।

কালিদাস হ'তে বিশ্বেশ্বর, সুকুমার।
বিশো-সুত সূর্য্যমণি-সুত উগ্র রন।

২৯৩ পৃষ্ঠার ১৬ ছত্রে আত্মারাম স্থানে নিধিরাম
২০ ছত্রে নিধিরাম স্থানে আত্মারাম হইবেক।

৫১৬ পৃষ্ঠায় ৮ ছত্রের পর নিম্নলিখিত বংশ হইবেক।

ছান্দর সুত শ্রীধর কাঞ্জিলাল--বংশ।
কাঞ্জিলাল গাই প্রাপ্ত শ্রীধর তনয়;
তৎসুত যজ্ঞেশ্বর-সুত হেম হয়।

হেমগর্ভ-সুত বীর, রবি, বসুন্ধর।
বসু-সুত প্রাণেশ্বর-সুত বাণেশ্বর।
বাণের হিঙ্গুল কিম্বা নিশা ও বরাহ ;
হিঙ্গুল-তনয় কানু কুলীন প্রবাহ।
বরাহের কুতুহল জনমে সন্তান,
বল্লাল-বাছনি কালে কুল সংজ্ঞা পান।
কানু সুত চাঁদ, উধো, তিয়ো, দামো. জয়।
চাঁদ-সুত ত্রিলোচন, বাসু, নর হয়।
ত্রিলোচন-সুত নিশি, বিশো, পশো, জন।
জন-সুত গোপী, গঙ্গা, ভীম ও তপন।
তপনের কৌতুক ও ভৈরব তনয়।
কৌতুকের পুত্র বিশ্ব, নরপতি হয়।
নর হ'তে মধু, কৃষ্ণ আচার্য্য নন্দন,
আর বলভদ্র, কালে মেলের বন্ধন।
মধু-সুত কালিদাস, দামো. বাসু হয়।
কালিদাস হ'তে রঘু, মুকুন্দ তনয়।
মুকুন্দ-তনয় বন, কৃষ্ণ, পূর্ণ হন।
বন সুত নীলকণ্ঠ, রতিনাথ রন।
নীলকণ্ঠ-সুত গোপী, গোপাল জন্মায়।
গোপী-সুত রামভদ্র, জগদীশ হয়।
রামভদ্র-সুত বল বাণ বিশো হন।
বলরাম হ'তে বিষ্ণুরাম জন্ম লন।
বিষ্ণুরাম হ'তে রামকুমার তনয় ;
তৎসুত ভগবান, মাধব জন্মায়।

ভগবানচন্দ্র-সুত নিবারণ জ্যেষ্ঠ,
প্রসন্ন, শরৎ, কৃষ্ণ, নির্ম্মল কনিষ্ঠ।
নির্ম্মলচন্দ্রের পুত্র সিদ্ধেশ্বর হয়।
মাধবচন্দ্রের পুত্র হরিশ জন্ময়।
হরিশচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বড়,
অবিনাশ ও প্রবোধচন্দ্র অতঃপর।
শ্রীশচন্দ্র-বংশধর কালু জনময়,
যশোহর, মদনপুর বাসস্থান হয়।
(সুরভি ঘোষাল গাই তা হ'তে সাগর ;)
তৎসুত মনোর বা ভমোহ প্রবর।
মনো-সুত হলধর ব'লে কেহ কন ;
তাহার মুরারি নামে জনমে নন্দন।
মুরারি-তনয় বিশ্বামিত্র জনময় ;
জিতামিত্র জনমিল তাহার তনয় ;
তৎসুত ভগবান অথবা শরণী ;
তা হ'তে পিঙ্গল ; তৎসুত শিরোমণি।
সুকুলীন শিরো-সুত উদ্ধব জন্ময় ;
মার্কণ্ড ও কোচ, পশো তাহার তনয়।
কোচ-সুত আভো, শুভ, দুর্ব্বলী, পণ্ডিত,
আভো-সুত পশুপতি, গদাই গণিত।
পশুপতি-সুত তেই, হিঙ্গু, ত্রিলোচন।
ত্রিলোচন হ'তে সূর্য্য, উদয় নন্দন।
উদয়ের পুত্র তনু, ঈশ্বর জন্ময়।
তনু-সুত পরম ও বিশ্বনাথ হন।

বিশ্বনাথ হ'তে অর, কংশারি নন্দন,
সর্ব্বানন্দী নাম মেলে হইল বন্ধন।
কংশারির পুত্র রাম, সুঘোষ, ভুবন।
সুঘোষের রঘু, কর, শ্রীধর নন্দন।
শ্রীধরের গোপী, জনা, অনন্ত তনয়।
গোপী-সুত বলরাম, রামকৃষ্ণ হয়।
রামকৃষ্ণ-সুত বিষ্ণু। বিষ্ণু-সুত হয়—
কৃষ্ণদেব হ'তে জন্মে কন্দর্প তনয়।
কন্দর্পের পুত্র কৃষ্ণ, রামচন্দ্র হন।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর জয়নারায়ণ :
তৎসুত জন্মে কালীশঙ্কর ঘোষাল,
ভূকৈলাস বাস করি হন মহীপাল।
কালীশঙ্করের পুত্র কালীকান্ত হন,
সত্যপ্রসাদ ও সত্যকিঙ্কর নন্দন,
সত্যচরণ ও সত্যশরণ সন্তান,
সত্যভক্ত আর সত্যপ্রসন্ন তনয়।
সত্যপ্রসাদের সত্যজীবন নন্দন।
চরণের সত্যানন্দ, সত্যসত্য হন।
সত্যানন্দ-সুত সত্যনিধি জনমন,
সত্যশ্রী, সেবক, সত্যমোহন তনয়।
সত্যশ্রী-তনয় সত্যশান্তি জন্মে হন।
সত্যসত্য হ'তে সত্যশঙ্কর নন্দন,
সত্যবাদী, ভানু, ধ্যান, হর্ষ আর হন,
প্রসন্নের পুত্র সত্যকৃষ্ণ ও রঞ্জন।

ওঁ নমঃ সরস্বত্যৈ

পঞ্চকোট জ্ঞানমঞ্জরী।

নত্বা তাং কুলদেবতাং খলু সদা সন্মানসে হংসতাং

জাতাং ভক্তিবিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাম্ ॥

শ্রীমদ্বন্দ্যঘটিয়কাদিকমহাবংশাবলীং ব্যক্ততো।

বক্ষ্যে তৎ পরিবর্ত্ত বর্ত্তনবিধিং মিশ্রো ধ্রুবানন্দকঃ ॥

প্রথম অধ্যায়।

ভগবান স্তুতি।

ভগবানে প্রণমিয়া হরি নাম স্মরি,
নারায়ণ করি মনে মুকুন্দ মুরারি।
দুর্গা কালী প্রতি ভক্তি থাকে যেন হৃদে,
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত উদ্ধার বিপদে।
বাকদেবী পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ,
অর্চ্চিব কুলদেবতা শকতি যেমন;
সরস্বতী দেবী বর দিউন আমাকে—
"পুরুষাদি বংশাবলী লিখিনু পুস্তকে,
পূত বংশ মহতেরা অনুগ্রহ ক'রে
এ গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহ করেন সাদরে॥"
দীঘারির কীর্ত্তি অগ্রে করিব বর্ণন;
মিশ্রগ্রন্থে আছে যাহা জ্ঞানের দর্শন।

দীঘারি কীর্ত্তি।

সাজাহান বাদসাহ সমরাট ছিল,
সেই কালে রামভদ্র উদয় হইল।
ব্রহ্মবংশে জনমিয়া বাড়িলেক জ্ঞান,
রাজকার্য্যে অতি দক্ষ, পাইল সম্মান।
বাদশা সন্তুষ্ট সদা রামভদ্র প্রতি,
শিকদার পদ পায় রাজ-অনুমতি।

নিজের উপাধি পেয়ে চিন্তে মনে মন,
আনিব উপাধি পুত্রে করিনু এ পণ।
রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ, রামদেব নাম
তিন পুত্র বর্ত্তমান অতি গুণধাম।
চারি পুত্রে বিদ্যমান রামেশ্বর বড়,
মুকুন্দ তাঁহার পুত্র অতি মনোহর।
পুত্রগণের উপাধি পাইলেক "রায়"
পৌত্রের উপাধি বাঁধে রাজার সভায়।
চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত মুকুন্দ হইল ;
এইরূপে রামভদ্র কিছুকাল ছিল।
নলচিরা মৌজাধিন কাণ্ডপাশা গ্রাম,
রামভদ্র শিকদার করেন বিশ্রাম।
শ্রোত্রীয় সমাজ মধ্যে বংশ দীঘারির
জনমিয়া বহু দিন পূজেন হরির।
ভগবান ইচ্ছামত ব্রহ্মরূপ ধরি,
পঞ্চগোত্রে আবির্ভাব কলিযুগে হরি।
কুলীন শ্রোত্রীয় বংশ বিভাগ করিয়া,
শ্রোত্রী কষ্ট গৌণ দলে দীঘারি ফেলিয়া,
সিদ্ধ, সাধ্য, ও সুসিদ্ধ, অরি, শ্রোত্রী চারি
সিদ্ধ দলে রাখিলেন শুদ্ধই দীঘারি।
রামভদ্র ব্যস্ত হ'য়ে মাগিলেক বর,
কিরূপ সুসিদ্ধ হব বল পুনর্ব্বার।
তুষ্ট হয়ে দেবীবর ঘটক প্রধান
রামভদ্রে দিলা বর এই যে বিধান।

অদ্যাবধি সুকুলীনে কন্যা দান কর,
সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয় হৈলা আমি দেই বর।
রামভদ্র নিবেদিল ঘটকের ঠাই,
আমার দুহিতা নাহি কন্যা কোথা পাই।
দেবীবর বলিলেন রামভদ্র শুন,
পৌত্রী হইবে তোমার করিবা কুলীন।
বর পেয়ে রামভদ্র স্থির করে মন,
করিব পৌত্রী হইলে কুলীনে অর্পণ।
কিছুকাল গতে তার হল পৌত্রীদ্বয়,
ভাবিল কুলীনে দান করিব নিশ্চয়।
প্রথমে রামের কন্যা দুই সুভাষিণী,
শাস্ত্র মতে সম্প্রদানে কুলীন ঘরণী।
রামকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের বংশ করি ধ্যান,
গাঙ্গ গঙ্গানারায়ণে কন্যা কৈল দান।
মুখবংশে শুকদেবে দ্বিতীয় অর্পণ।
দ্বিকন্যায় বাসভূমি করিল সৃজন।
এইরূপে কুলকার্য্য করিতে লাগিল,
ফুলিয়া, খরদ মেলে কন্যার্পণ হ'ল।
অতঃপর রামভদ্র ডাকি পুত্রগণে,
তাঁহার মনের ভাব বলিল তথনে।
কন্যাবিক্রী, পরিবর্ত্ত করিবে না সত্য,
সুকুলীনে কন্যাদান করিবেক নিত্য।
দীঘারি প্রতিজ্ঞা হল শুন সর্ব্বজনে
আহার, ব্যবহারাদি করি কার সনে।

দীঘারির জ্ঞাতিবর্গ তাহার কুলীন,
কুটুম্ব মাতুল বংশ ব্যাবহারাধীন।
ইহা ভিন্ন অন্য স্থানে না যাবে কখন
দীঘারি প্রতিজ্ঞা এই শুন সর্ব্বজন
তাদের কুলীনগণে করা'ল প্রতিজ্ঞা—
আমরা যেথানে যাব করি এই আজ্ঞা,
মোদের কুলীনগণ তথায় যাইবে,
আমাদের ব্যবহার রদ না করিবে।
তদবধি রামভদ্র বংশাবলী যত,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে সবে কুলকার্য্যে রত।
শ্রীকৃষ্ণ, প্রসাদ আর হরিরাম গাঙ্গ,
বিষ্ণু মুথ, চট্টোপাধি রামনাথ সঙ্গ।
যোগেশ্বর মুখোপাধি পাল্টি প্রকৃতির,
রঘুরাম, রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী ধীর।
রুদ্র, কেশব চক্রের বংশধরগণ,
দীঘারিকে স্পর্শ করি দল বিলক্ষণ।
তাহাতে সুসিদ্ধ হল দীঘারির দল,
ঐ সব কুলীনগণে হইল প্রবল।
বহু সুকুলীনে দান হল কন্যাগণ,
তাহাতে দীঘারি বংশ হরষিত মন।
প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতে লাগিল,
দীঘারির সমাজেতে তিন দল হল।
রামকৃষ্ণ, দুর্গারাম, মুকুন্দ বিভাগ,
তাদের কুলীনগণ তিন দলে ভাগ।

পুরুষ দশম ধরি কুলকার্য্য চলে,
সমাজে দীঘারি বড় সব লোক বলে।
দীঘারির গুরু হন স্বগ্রামে প্রবীণ,
কবিরাজ চক্রবর্ত্তী ভক্ত যে কুলীন।
রাঘব চট্টের বংশ বংশজের আদি,
কুলীন করেন সদা, কুকাজে বিবাদি;
বিক্রী, পরিবর্ত্ত নাহি বংশে কদাচন,
বংশজের সৃষ্টি হ'তে নৈকষ্যে অর্পণ।
নৈকষ্য বিচ্ছেদ করি কন্যা দান হয়,
কবিরাজ সন্ততির নিয়ম নিশ্চয়।
পণ্ডিতে প্রধান অতি সর্ব্ব শাস্ত্রবিৎ,
প্রথম বিদায় পান, না জানে কচিৎ।
বড, দক্ষিণের বাড়ী পণ্ডিত আগার;
আরো দুই বাড়ী আছে জ্ঞাত সবাকার;
কবিরাজ চক্রবর্ত্তী বংশজ প্রধান,
নলচিরা বহু দিন কুলীনে সম্মান।
দীঘারি প্রধান হল নলচিরা মাঝে,
নন্দিগ্রামী শ্রোত্রীয়ের বুকে অতিবাজে।
দীঘারিরা সিদ্ধ ছিল সুসিদ্ধ হইল,
দীঘারির তুল্য হব মনেতে ভাবিল।
আমরা সুসিদ্ধ আছি সব লোক জানে,
দীঘারির সমকার্য্য করিব কেমনে।
নন্দিগ্রামী শ্রোত্রীগণ সঙ্কল্প করিল,
কুলক্রিয়া করি সবে প্রশংসা পাইল।

তাঁহারাও দীঘারির সঙ্গ লাভ করি,
বিক্রী, পরিবর্ত্ত ত্যাগ হইল সবারি।
অর্থাভাবে বংশনাশ অনেকের হল,
তবু কিন্তু নন্দিগ্রামী কুল না ছাড়িল।
অপর ব্রাহ্মণ যারা বংশজ শ্রোত্রীয়
চিরকাল আছে তাঁরা দীঘারির প্রিয়।
দীঘারির গুণকীর্ত্তি হইল বর্ণন,
পঞ্চগোত্র নামাবলি করুন শ্রবণ।

পঞ্চগোত্র নামাবলি।

সাবর্ণ, শাণ্ডিল্য গোত্র আর ভরদ্বাজ,
বাৎস্য, কাশ্যপ গোত্র ব্রাহ্মণ সমাজ।
তদভিন্ন সপ্তশতি আছে কদাচিত,
দুই এক পরাশর গোত্রের নিশ্চিত।
কান্যকুব্জ হতে পঞ্চ মুনি আগমন,
যাঁদের সন্ততি যত পঞ্চগোত্র হন।
পঞ্চগোত্র ব্রাহ্মণেরা বিভিন্ন বেদীয়,
মন্ত্রের প্রভাবে হয় দেবগণ প্রিয়।

বেদ বিভাগ।

বেদশাস্ত্র নিত্য হয়, নাহি তার ধ্বংস,
বেদব্যাস চারি খণ্ডে করে তার অংশ।
সাম. যজু, ঋক্ আর অথর্ব্ব নির্ণয়,
এই চারি বেদাধীন ব্রহ্ম বংশ হয়।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

তিলক ধারণ সদা করিবেক শিরে,
যজ্ঞসূত্র রাখিবেক গলার উপরে।
অতি সদাচারী পূত কুশার ধারণ,
সদা বেদ অধ্যয়ন তিনিই ব্রাহ্মণ।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চমুনির নাম।

বেদগর্ভ মুনিশ্রেষ্ঠ আগত প্রথম,
ভট্টনারায়ণ, দক্ষ মুনির উত্তম।
শ্রীহর্ষ মুনিবর হয়েন চতুর্থ,
পঞ্চম ছাঁদর মুনি বুঝিলেন অর্থ
বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞের কারণ,
করে পঞ্চ মহামুনি রাজ্যে আনয়ন।

পঞ্চমুনির আগমন বিবরণ।

বঙ্গাধিপ আদিশূর পুত্রেষ্টির আশে,
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যাচে বীরসিংহ পাশে।
কান্যকুব্জ অধিরাজ বীরসিংহ রায়,
আহিতাগ্নি পঞ্চমুনি বঙ্গেতে পাঠায়।
এক উন দশ শত সম্বত সময়,
এ বঙ্গে তাঁদের শুভ আগমন হয়।
কান্যকুব্জ রাজ্যাধীন পঞ্চকোটী গ্রাম,
তথা হ'তে নারায়ণ ভট্ট গুণধাম;

বামকোটী গ্রাম হ'তে মহামতি দক্ষ,
হরিকোটী পরিত্যাগি ছাঁদর সুদক্ষ;
কঙ্কগ্রাম পরিহরি শ্রীহর্ষ প্রবর,
বেদগর্ভ বট ছাড়ি আসে মুনিবর।
বাহনাশ্বে উপনীত রাজার সভায়,
চর্ম্মের পাদুকা পদে তাম্বুল চিবায়।
রাজার প্রহরীবর্গ জানাল রাজনে,
বীতশ্রদ্ধ হ'ল নৃপ হেন আচরণে।
মহাজ্ঞানী মুনিগণ অন্তর্য্যামী হন,
রাজার মনের ভাব বুঝেন তখন।
উপযুক্ত অভ্যর্থনা না হ'ল মুনির,
ক্রোধান্ধ হইয়া সবে হইল বাহির।
আশীর্ব্বাদ পুষ্প নিয়ে পুরে এসে ছিল,
মল্লকাষ্ঠোপরে ত্যজি দেশেতে চলিল।
মল্লকাষ্ঠে আশীর্ব্বাদ হইলে সংযোগ,
তখনি জীবিত বৃক্ষ উঠিলেক বেগে।
দ্বারপাল বিবরণ জানাল রাজায়,
অতিব্যস্তে মহারাজ বৃক্ষ স্থানে যায়।
জীবিত হইল কাষ্ঠ করি দরশন,
ত্বরা করি মুনি স্থানে করেন গমন।
বিশেষ স্তুতি করি করিল যতন,
মম অপরাধ ক্ষম মহামুনিগণ।
নৃপ প্রতি তুষ্ট হ'য়ে পঞ্চ মহামুনি,
মহাযজ্ঞ আয়োজন আরম্ভে তখনি।

যজ্ঞ সমাধান অন্তে রাজার আদেশ,
মহামুনি বাস জন্য পায় বহু দেশ।
পঞ্চমুনি বংশধর উনষট্টি হল,
উনষট্টি গ্রামে তারা বসতি করিল।
তদবধি উনষট্টি গাই সৃষ্টি হয়,
মুনিগণ বংশধর অতি সুখে রয়।

পঞ্চমুনির সন্তান পরিচয়।

বেদগর্ভ পুত্র বটে বারজন হয়,
ভট্টনারায়ণ সুত ষোড়শ উদয়।
মহর্ষি দক্ষের পুত্র ষোল জন হয়,
শ্রীহর্ষ মুনির সুত জন্মে চতুষ্টয়।
ছান্দর মুনির পুত্র আট জন হয়,
তিন পৌত্র যোগ করে একাদশ বয়।
পঞ্চমুনি সুত সংখ্যা ছাপ্পান্ন হইল,
তিন পৌত্র যোগে গাই উনষট্টি পূরিল।

উনষট্টি গাই।

বন্দ্যঘটী, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, ঘোষাল,
দীর্ঘাঙ্গি, কুসমকুলি, ভট্ট কাঞ্জিলাল।
কৈলবাটী, বটব্যাল, গড়গড়ি, বালি,
মাশচটক, পালধি, ভূরিশ, বাপুলি।
পীতমণ্ডি, দায়ঘরী, গুর পলসায়ী,
ঘণ্টেশ্বরী, চোতখণ্ডী, হর, সিমলায়ী।

পাকড়াশী, নন্দিগ্রামী, পারি, কুলকুলি,
বসুয়ারি, পুসলি ও করাল, অম্বুলী।
মূলগ্রামী, সিম্বলাল, রাঘী, পিপলাই,
পারিহাল, পুংসিক, আকাশ, ডিংসাই।
পূর্ব্বগ্রামী সাটিদাষী, মুখটী, কাঞ্জারী,
কেশরকুলি, চাটাতি, শেয়ক, পোড়ারী।
কুন্দগ্রামী, সিদ্ধল, মহিন্তা, কোয়ারী,
কুলভি, সাহরি আর সিয়ারি, কুশারী।
ঘোষলী, নায়রীগাই উনষট্টি হল,
বল্লাল বাছনি কালে দর্শন করিল।

গাইর গোত্র পরিচয়।

শাণ্ডিল্য।

বন্দ্যঘটী, গড়গড়ী, কুলভি, ঘোষলী,
পারিহাল, ও করাল, বট, কুলকুলী।
সেয়ক, মাশচটক, আর বসুয়ারী,
দির্ঘাঙ্গী, কেশরকুণী, আকাশ, কুশারী।
কুসুমকুলি, শাণ্ডিল্য গোত্রের নির্ণয়,
ষোল গাই প্রাপ্ত হয় ভট্টের তনয়।

কাশ্যপ।

তৈলবাটী, পীতমণ্ডী, ভূরিশ, অম্বুলী,
মূলগ্রামী, পাকড়াশী, পালধি, পুষলী।

চাটুতি, হড়, কোয়ারী, গুড়, পলসায়ী,
পোড়ারী, কাস্থপগোত্র ভট্ট সিমলায়ী।

ভরদ্বাজ।

মুখটী, সাহরী, রায়ী, ডিণ্ডশায়ী মাত্র,
শ্রীহর্ষ সন্তান গাই ভরদ্বাজগোত্র।

বাৎস্য।

পূর্ব্বগ্রামী, চোতখণ্ডী, মহিন্থা ঘোষাল,
পূতিতুণ্ড দাঘ অরি অথবা দিঘাল।
পীপলাই ও বাপুলি, পর সিম্বলাল,
কাঞ্জারী বাৎস্যগোত্র আর কাঞ্জিলাল।

সাবর্ণ।

গাঙ্গুলী, কুন্দ, সিদ্ধল, পুংসিক সিয়ারি,
দায়ী, বালি, ঘণ্টেশ্বরী, সাঢ়ক নায়ারী
নন্দী, পারি, বেদগর্ভে গাই দরশন,
সাবর্ণগোত্র নির্দ্দিষ্ট শুন সর্ব্বজন।

গাইর কুলিন নির্ণয়।

বন্দ্যঘটী, পূতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, ঘোষাল
চাটাতি, মুখটী, কুন্দ আর কাঞ্জিলাল।
আট গাই স্থকুলীন করিল বল্লাল,
ঘটক বাছনী তালে ঘটাল জঞ্জাল।

কুলীন-সংখ্যা।

সাবর্ণ বেদগর্ভের বংশে দুই জন,
শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে ছয় ব্যক্তি হন।
ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষের বংশে দুই হয়,
দক্ষের কাশ্যপ গোত্রে পঞ্চ মহাশয়।
বাৎস্য গোত্র ছাঁদরের চারি বংশধর,
পঞ্চগোত্রে উনবিংশ কুলীন প্রবর।

কুলীনের নাম।

সাবর্ণীয় বেদগর্ভে শিশু, রোষাকর,
শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে আদি মহেশ্বর।
মকরন্দ, ঈশান ও দেবল, বামন,
জাঙ্গল পুরুষবর সুকুলীন হন।
ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষের উৎসাহ, গরুড়,
কাশ্যপ দক্ষের বংশে অরবিন্দ শূর,
বহুরূপ, সুলোচন, হলায়ুধ আর
বাঙ্গাল, কুলীন হন বিদিত সবার।
গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর কুতূহল, শির,
ছাঁদরের বংশে কানু মহামতি ধীর।
দেবগণ জনমিল কুলীনের অংশে,
ভকতি করয়ে সবে শ্রোত্রীয়ের বংশে।

শ্রোত্রীয়।

তৈলবাটী, পূর্ব্বগ্রামী, বাপুলী, ঘোষলী,
দীর্ঘাঙ্গী, কুসুমকুলি, ধালী, কুলকুলী।

মাসচটক, সিদ্ধল, ছট্ট, পলসায়ী,
বটব্যাল, সিম্বলাল, পারি, সিমলায়ী।
বসুয়ারী, পাকড়াশী, আকাশ, সাহরী,
মুলগ্রামী, নন্দিগ্রামী, করাল, নায়েরী।
পালধী, অম্বুলি, ঘাট, ভুড়িশ, কাঞ্জারী,
পুসলী, কোয়ারী, দায়ী শিয়ারী কুশারী।
পুংসীক, সেয়ক গাই শ্রোত্রীয় প্রধান,
ষড়ত্রিংশ জনে করে কুলীনে সম্মান।

শ্রোত্রীয় আগত।

সাবর্ণ বেদগর্ভের আট জন হ'ল,
শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে দশ ব্যক্তি র'ল
ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষের এক জন হয়,
দক্ষের কাশ্যপ গোত্রে দ্বাদশ উদয়।
বাৎস্য গোত্র ছাঁদরের পাঁচ মহাজন,
পঞ্চগোত্রে ষড়ত্রিংশ শ্রোত্রীয় গণন।

গৌণ শ্রোত্রীয়।

সাবর্ণ বেদগর্ভের এক নাম হয়,
শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে পাঁচ বলি কয়।
ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষের বংশে দুই জন,
দক্ষের কাশ্যপ গোত্র বংশে চারি হন।
বাৎস্য গোত্র ছাঁদদের তিন মহোদয়,
পঞ্চগোত্রে পঞ্চদশ গৌণ শ্রোত্রী হয়।

গৌণ নাম।

সুসিদ্ধ, সাধ্য ও সিদ্ধ, কষ্ট শ্রোত্রী অরি,
পিপলাই, দীর্ঘাঙ্গী কিম্বা প্রসিদ্ধ দীঘারি।
ডিংসাই শ্রোত্রীয় তিন দল হল সিদ্ধ,
মংস্থা, হর ও গুর, পারিহাল সাধ্য।
কুলভি, কেশরকুনী, রায়ী, চোতখণ্ডী,
ঘণ্টেশ্বরী, গড়গড়ি আর পিতমুণ্ডী।
কষ্ট শ্রোত্রী সাত গাই অরি দলে র'ল,
পোড়ারী সুসিদ্ধ গাই ঘটক করিল।
মহাজ্ঞানী দেবাবর ঘটক প্রধান,
দেবীর আদেশ মতে করিল বিধান।
কুলীনের দোষগুণ আলোচনা হল,
ছয়ত্রিশ মেল বলি আদেশ করিল।

মেল।

ফুলিয়া, খরদ, ছই, শুভরাজখানি,
পণ্ডিতরত্নি, বল্লভী আর প্রমোদিনী।
বাঙ্গালপাশী, সুরাই, আচার্য্যশেখরী,
ছায়া, নরেন্দ্রী, নরিয়া, রাই, বিদ্যাধরী।
দশরথ ঘটকীয়, রাঘব ঘোষালী,
দেহাটী, শ্রীরঙ্গভট্টি, শ্রীবর্দ্ধনী বালী।
পারিয়াল, আশ্চম্বিতা, মালাধরখানি,
কাকুস্থি ও ধরাধরি সর্ব্বানন্দী আনি।

সদানন্দখানি আর মেল চন্দ্রপতি,
সঙ্গে সর্ব্বানন্দি, পরে বিজয়পণ্ডিতি।
ভৈরব-ঘটকী, চট্ট-রাঘবী, মাধাই,
হরিমজুমদারী ও হইল চান্দাই।
গোপাল ঘটকী মেল ছত্রিশ জন্মিল,
ঘটক বিচার করি বিভাগ করিল।

বংশজ।

মহাজ্ঞানী দেবীবর গুরুর তনয়,
কুন্দগ্রামী বংশধর রোষাকর হয়।
দেবীর আদেশ বলে নিষ্কুল করিল,
তদবধি রোষাকর বংশজ হইল।
রোষাকর বংশ যত বংশজের আদি,
অপর বংশজ হয় কুলধ্বংসে খ্যাতি।
অতঃপর কুলনষ্ট হয় যত জন,
তার চারি ব্যক্তি করে কুলীনে যতন।
ক্রিয়াগুণে চতুষ্টয় বংশজ হইল,
অপর নিষ্কুল দল বহির্গত র'ল।
গঙ্গারাম, পঞ্চানন, মুন্সী মুখো কাশী,
বড় আম, কবিরাজ, সিদ্ধ বঙ্গবাসী।
বংশজ প্রধান হ'ল রোষাকর তুল্য,
এ পঞ্চের ভঙ্গকুল কুলীন সাকল্য।
পঞ্চের দৃষ্টান্ত দেখি আর যত ছিল,
ক্রমে কুলক্রিয়া করি সম্মান পাইল।

রোষাকর অভিশাপে দেবী বংশ নাশ,
গুরুর সন্তান বঙ্গে সুখে করে বাস।
অতঃপর বংশজত্ব পে'ল ছয় জন,
তাহাদের পরিচয় করিব বর্ণন।
রাজপুরে হ'ল দান বলিতে বিস্ময়,
কুলীনেতে পঞ্চবিংশ স্বর্ণগাভী লয়।
অগ্রদানী হ'ল তারা ব্রাহ্মণ পতিত,
সকলেই অবহেলে সমাজ বর্জ্জিত।
ছয় কন্যা তাহাদের ছয়ে বিয়া করে,
পরিচয় তাহাদের বলি এক ক্রমে :
বশিষ্ঠ, দায়িক, চোট, কুল চক্রপাণি,
কুবের, কুলভূষণ এই ছয় গণি।
বিয়া ক'রে ছয় জনে কুল হারাইল,
বংশজ নামেতে তারা আখ্যাত হইল।

কুলীন, শ্রোত্রীয় লক্ষণ।

পঞ্চগোত্র মুনিগণ, বংশ বৃদ্ধি হল,
বল্লাল নৃপতি দেখি বিচার করিল।
আচার, বিনয়, বিদ্যা, সুপ্রতিষ্ঠাবান্,
তীর্থ দরশন করে, দেব-ভক্তিমান্।
আবৃত্তি সর্ব্বদা, থাকে তপস্যা-নিপুণ,
অতিদানশীল হয় এই নব গুণ।
তাহাকে কুলীন সংজ্ঞা অর্পণ করিল,
অপর কয়েক জন শ্রোত্রীয় হইল।

কুলীনের নবগুণ আবৃত্তি ব্যতীত,
অষ্টম যাহার গুণ তিনি শ্রোত্রী গত।

আবৃত্তি সংজ্ঞা।

আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু পরিবর্ত্তশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

আদিশূর বংশ।

বঙ্গাধিপ আদিশূর পুত্রের কারণ,
মহাযজ্ঞে পঞ্চমুনি করে আনয়ন।
মহাযজ্ঞ প্রভাবেতে বংশধর হ'ল,
ভূশূর তনয় তার ভূমিষ্ট হইল।
কুমার ভূশূরে ঘটে অকালে মরণ,
মহাশোকে আদিশূর বিষাদিত মন।
লক্ষ্মী নামে কন্যা প্রতি রাজ্যার্পণ হ'ল,
দৌহিত্র অশোক তার গর্ভে জনমিল।
অশোকের শূরসেন বংশধর হয়,
মহাবিজ্ঞ বীরসেন তাহার তনয়।
বীরসেন বংশধর হয়েন সামন্ত,
সামন্ত সেনের পুত্র প্রসিদ্ধ হেমন্ত।
তৎ সুত বিশ্বক, তৎ ক্ষেত্রজ বল্লাল,
নবম পুরুষ বঙ্গে, হয় মহীপাল।
হইল বল্লাল মতে কুলীন বাচনি,
তদবধি পঞ্চগোত্রে সুকুলীন গণি।

বল্লাল সেনের সুত বিখ্যাত লক্ষ্মণ,
তাহার তনয় হয় মাধব রাজন।
মাধব সেনের সুত প্রসিদ্ধ কেশব,
সুষেণ তাহার পুত্র অতীব বৈভব।
সুষেণ প্রসিদ্ধ নাম দ্বিতীয় লক্ষ্মণ,
ঘটক আদেশে হয় মেলের বন্ধন।
ধার্ম্মিক প্রবর রাজা করে রাজকার্য্য,
এসময় বিনাযুদ্ধে ত্যজিলেন রাজ্য।
বাদসা বংশের হায় অধিকার হ'ল,
মহারাজ রাজ্য ত্যজি পর্ব্বতে চলিল।

পঞ্চমুনি সহ পঞ্চ কায়স্থ আগমন বিবরণ।

পঞ্চ ঋষি সহ পঞ্চ কায়স্থ রতন,
আদিশূর মহাযজ্ঞে করে আগমন।
দক্ষ সহ দশরথ বসু পরিচয়,
কায়স্থ গৌতম গোত্র দাস বলি কয়।
ভট্টনারায়ণ সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ,
সৌকালীন গোত্র হন অন্তরে সন্তোষ।
শ্রীহর্ষ অধীনে আসে বিরাট গুহজা,
হয়েন কাশ্যপ গোত্র স্বধর্ম্মেরধ্বজা।
বেদগর্ভ সহ আসে কালিদাস মিত্র,
মুনির সেবক বলি বিশ্বামিত্র গোত্র।
ছান্দর মুনির ভৃত্য গোত্র মদগল্য,
দত্তের পুরুষোত্তম মৌলিক সাকল্য।

কায়স্থ পঞ্চমে রাজা যাঁচে পরিচয়,
প্রথমোক্ত চারিজনে ব্রহ্মদাস কয়।
পঞ্চম পুরুষোত্তম ভৃত্য অস্বীকার,
তাহাতে রাজার মনে ঘটিল বিকার।
ব্রহ্মদাস চারি জনে রাজার যতন,
রাঢ়, বঙ্গ, দুই স্থানে বাসের ভবন।
দত্তের পুরুষোত্তমে অশ্রদ্ধা হইল,
রাজার আদেশ মত রাঢ় দেশে র'ল।
বল্লাল বাছনি কালে বিচার করিল,
ব্রহ্মভৃত্য চারি বংশে কুল সংজ্ঞা দিল।
পুরুষোত্তমের বংশে অকুলীন হ'ল
মৌলিক কায়স্থ মধ্যে গণনা করিল।
ব্রাহ্মণ বাছনি কালে হইল বিধান,
তদবধি পঞ্চগোত্রে পাইল সম্মান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বংশাবলী।

গাঙ্গুলী বংশ।

সামবেদ ব্রহ্মকুলে বেদগর্ভ বড়,
গাঙ্গুলী সাবর্ণগোত্র পঞ্চম প্রবর।
ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব আর জামদগ্ন্য,
আপ্নবত যোগ দিলে প্রবরের লগ্ন।

বেদগর্ভ রায় সুত হল, যোগী, রাম,
মাধব বা মুরারি ও গুণাকর নাম।
রাজাধর বিশ্বরূপ, কুমার, বশিষ্ঠ,
মদন, মধুসূদন, দক্ষ অতি শ্রেষ্ঠ।
বেদগর্ভ মুনিশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রথম,
দ্বিতীয় হল, তৃতীয় শোভন উত্তম।
হল বীরব্রত নামে হন কুলপতি,
শোভন, শৌরি চতুর্থ আছে জনশ্রুতি।
পীতাম্বর পঞ্চম যে, ষষ্ঠ দামোদর,
সপ্ত কুলপতি নাম অষ্ট শিশুবর।
প্রথম উপাধি কুলে শিশু গাঙ্গুলীর,
তদবধি সুকুলীন হইলেক স্থির।
গদ, কোলাভব, মহী এ তিন নবম,
হল, রাম, কণ্ঠ, কুল, মুরারি দশম।
আয়ু, গদা, হল পুত্র একাদশ হয়,
বিনায়ুধ গণ, বটু দ্বাদশ উদয়।
বলি, নিত্যো ত্রয়োদশ হয় ভগরথী,
শিবনারায়ণ সুত চতুর্দ্দশ দেখি।
পুরাই, পরমেশ্বর ও পুরুষোত্তম,
পঞ্চদশ পুরুষীয় বটে নরোত্তম।
গাঙ্গুলী ভৈরবচন্দ্র ষোড়শ পুরুষ,
তাহার তনয় তিন অতি সুপুরুষ।
শ্রীধর, রাঘব গাঙ্গ, আর বিশ্বম্ভর,
শ্রীধর-তনয় হয় নীলকণ্ঠ বর।

নীলুর শ্রীপতি পুত্র কুলীন প্রধান,
তৎ সুত রামনাথ অতি জ্ঞানবান্।
দ্বিতীয় জানকী নাথ মগা বিচক্ষণ,
ভগীরথ বন্দ্য সঙ্গে কুলের বন্ধন।
রামনাথ চারিপুত্রে সুখী অতিশয়,
রাঘব গাঙ্গুলী তার প্রথম তনয়।
রামেশ্বর গাঙ্গোপাধি দ্বিতীয় কুমার,
তৃতীয় গোপালচন্দ্র জ্ঞাত সবাকার।
মহেশ্বর মহামতি চতুর্থ তনয়,
প্রসিদ্ধ গাঙ্গুলী চারি বংশ পরিচয়।
রাঘবের চারিপুত্র অতি মহামতি,
রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের বংশের উন্নতি।
রামকৃষ্ণ, রঘুনাথ অতঃপর হয়,
ফুলিয়া, খরদ এই চারি গাঙ্গ কয়।

শ্রীকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর বংশ।

শ্রীকৃষ্ণের ছয় পুত্র কুলীন প্রধান,
রামভদ্র শিবরাম অতি গুণবান্।
রামগোবিন্দের পর রঘুরাম হয়,
রামদেব, বলরাম, বংশ পরিচয়।

গাঙ্গুলী শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামদেব বংশ।

রামদেব সুত বড় গঙ্গানারায়ণ,
রামকৃষ্ণ রায়ের কন্যা করেন গ্রহণ।

দ্বিতীয় রামশরণ, কীর্ত্তি, সুধারাম,
হরি, রূপ, ইন্দ্র, রঘু, কৃষ্ণ, সীতারাম,
গোবিন্দ, গৌরীচরণ, বিশ্বনাথ হয়,
নীলকণ্ঠ, হরিদেব, নারাণ উদয়।
ষোড়শ তনয় হয় অতি মহীয়ান্,
কুলীন সমাজে পান বিশেষ সম্মান।

গাঙ্গুলী শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রঘুরাম বংশ।

রঘুরাম সুত রামকেশব সুধীর,
তৎ পুত্র নীলকণ্ঠ প্রশান্ত গভীর।
নীলকণ্ঠ সুত সপ্ত, রামগতি বড়,
কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনাথ পুরুষ প্রবর,
কৃষ্ণকান্ত যশোমন্ত পঞ্চ পরিচয়,
কিঙ্কর, আনন্দীরাম সপ্তম নির্ণয়।
রামগতি বংশধর হয় চারি জন,
জয়চন্দ্র, রত্নজয়, মাণিক্য গণন।
চতুর্থ তনয় রামগোপাল সুমতি,
সকলে বাখানে তারে অসীম শকতি।
জয়চন্দ্র বংশধর জগবন্ধু নাম,
রত্নজয়-সুত পূর্ণ অতি গুণধাম।
রামমাণিক্যের সুত হয় চারি জন,
কালিকাপ্রসাদ পরে মদনমোহন।
বৃন্দাবন আর চন্দ্রমোহন কনিষ্ঠ,
হিজুলতলায় বাস, হন জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ।

রামগোপালের সুত হয় ছয় জন,
রামচন্দ্র রামবিষ্ণু আলোক গণন।
রামচাঁদ, গৌরচন্দ্র ও পদ্মলোচন,
নলচিরা প্রভৃতিতে করেন যাপন।
জগবন্ধু-সুত বটে বিলাস অগ্রজ,
শ্রীকালীপ্রসন্ন আর দিগেন্দ্র অনুজ।
পৈতৃক বসতি স্থান আগরপুর ছিল,
বর্ত্তমান বাসস্থান রংপুর হইল।
পূর্ণচন্দ্র বংশধর রজনী প্রথম,
বসতি শিকারপুর অতি বিক্রম।
কালিকাপ্রসাদ সুত হয় বনমালী,
নারায়ণ, রাসলাল অতি মানশালী।
গাকুড়িয়া বাসস্থান অতি বিজ্ঞ হয়,
আর আর বংশধর স্থানান্তর রয়।
মদন মোহন-সুত হয় উমাকান্ত,
আশুতোষ তদনুজ বংশে অতি শান্ত।
বৃন্দাবন-সুত মতি, অশ্বিনী দ্বিতীয়,
পঞ্চানন বংশধর হয়েন তৃতীয়।
চন্দ্রমোহনের পুত্র অক্ষয় কুমার,
মহাকীর্ত্তিবন্ত হয় বিদিত সবার।
রামচন্দ্র-বংশধর শ্রীদ্বারিকানাথ,
রামবিষ্ণু-সুত দীন, অগ্রজ শ্রীনাথ।
আলোকের এক পুত্র অনন্ত সুজন,
রামচাঁদ বংশধর মহিমা গণন।

গৌরচন্দ্র গাঙ্গুলীর বৈকুণ্ঠ নন্দন,
পদ্মলোচনের পুত্র আনন্দমোহন।
রজনীনাথের সুত যামিনী, রমণী,
তরণী, অবনী আর কনিষ্ঠ রোহিণী।
দ্বারকানাথের পুত্র দীনেশ, সতীশ,
অতঃপর জনমিল ক্ষিতীশ, জ্যোতীশ।
শ্রীনাথের দুই পুত্র সারদা কনিষ্ঠ,
নন্দন উমাচরণ হয় তার জ্যেষ্ঠ।
দীননাথ-সুত হয় প্রমথ উত্তম,
বংশ মধ্যে হইয়াছে অতি বিজ্ঞতম।
রাধিকা, অনন্ত-সুত প্রথম নন্দন,
দ্বিতীয় মনোরঞ্জন বংশে শ্রেষ্ঠ হন।
নকুল, বৈকুণ্ঠ-সুত আর অনুকূল,
বিশুদ্ধচরিত্র হয়, শোভে দুই কুল।
আনন্দের বংশধর উমেশ, কৈলাস,
বর্ত্তমান সময়েতে আটকে নিবাস।
সতীশের ছয় সুত—অবনী, তরণী,
হরকান্ত, বাণীকান্ত, নলিনী, রমণী।
উমাচরণের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র, ভূপেন্দ্র,
তদগ্রজ মন্মথ, কনিষ্ঠ খগেন্দ্র।
নলিনী সারদা-সুত পরে জগদিন্দ্র,
অতঃপর জনমিল জিতেন্দ্র, শৈলেন্দ্র।
প্রমথনাথের সুত নিখিল কুমার,
সুবোধ বালক বটে প্রিয় সবাকার।

নলচিরা বাসস্থান ইহাদের হয়,
পূর্ব্ব-পুরুষের বংশ সবে সুখে রয় ।

গ.° শ্রীকৃষ্ণ-সুত বলরাম বংশ ।

বলরাম-বংশধর হয় দশ জন,
শুকদেব, নন্দরাম, লক্ষ্মীনারায়ণ,
কালিকাপ্রসাদ পরে ধীর রামেশ্বর,
রাজেন্দ্র, জানকীরাম, আর গদাধর
অনুজ অনন্তরাম নবম তনয়,
দেবীপ্রসাদের জন্ম সর্ব্বশেষে হয় ।
কালিকাপ্রসাদ পুত্র অগ্রে বিশ্বপতি,
মুকুন্দ, বিনোদরাম, তর্কভূষণ হরি ।
অনন্তরামের সুত রামরাম জ্যেষ্ঠ,
পরাণ, গোবিন্দরাম, তৎপর কনিষ্ঠ ;
প্রাণবল্লভের পর রামগঙ্গা আর
বংশধর নরসিংহ কনিষ্ঠ কুমার ।
গোবিন্দ-সুত সন্তোষ আদি দশ জন,
রামরত্ন, জগন্নাথ, শিবনারায়ণ,
রামরুদ্র, রামহরি, চন্দ্রনারায়ণ,
চন্দ্র ও রামকিশোর, বাঞ্ছারাম হন ।
শুকদেব-পুত্র হয় রামকান্ত জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর যাদুরাম হয়েন কনিষ্ঠ ।
রামেশ্বর সুত অষ্ট বিজয়নারায়ণ,
ভবানী, পুরুষোত্তম, কালাই, মোচন,

রামতনু, শিবগঙ্গা, কার্ত্তিক কনিষ্ঠ,
ভ্রাতৃগণ সবে হন সমাজেতে শ্রেষ্ঠ।
লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত গোবিন্দ, শঙ্কর,
রামমোহন, রামজয়, পাচু, তৎপর।
নন্দরাম-বংশধর হয় পাঁচ জন,
রামসন্তোষের পর কানাই সুজন,
রামজয়, কৃষ্ণচন্দ্র অতি মহামতি,
রামরাজা মহামান্য সুবিদ্বান্ খ্যাতি।
রামচন্দ্রের পুত্র বটে হয় একজন,
বিখ্যাত আনন্দীরাম অতীব সুজন।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামদেব-সুত গঙ্গানারায়ণ বংশ।

গঙ্গানারায়ণ-সুত হন রামকান্ত,
রামনিধি, রমাকান্ত আর রাধাকান্ত।
রামকান্ত-বংশধর গোবিন্দপ্রসাদ,
অনুজ গোকুলচন্দ্র ও শিবপ্রসাদ।
রামনিধি গাঙ্গুলীর পঞ্চ পুত্র হয়,
কিঙ্কর, কালাই, কীর্ত্তি, গোপী, মৃত্যুঞ্জয়।
কিঙ্করের তিন পুত্র জয়চন্দ্র জ্যেষ্ঠ,
বৈদ্যনাথ, দেবনাথ তাহার কনিষ্ঠ।
দেবনাথ সধর্ম্মিণী রামদুর্গা নাম
তৎপুত্র দীননাথ অতি গুণধাম।

জয়চন্দ্র গাঙ্গুলীর এক কন্যা ছিল—
অন্নপূর্ণা গর্ভে চট্ট ঈশ্বর জন্মিল।
স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবী মহেশ-নন্দিনী,
দীননাথ গাঙ্গুলীর ছিলেন গৃহিণী।
দীননাথ-বংশধর শ্রীরাধাচরণ,
শ্রীরাসবিহারী হয় দ্বিতীয় নন্দন;
মনসাচরণ বলি সবলোকে জানে,
ব্রজকান্ত নাম ছিল অন্নারম্ভ দিনে।
রাধাচরণের সুত শ্রীমনোমোহন,
কালীবন্ধু, কৃষ্ণবন্ধু কনিষ্ঠ নন্দন।
রাসবিহারীর সুত হয় চারি জন,
শ্রীমনোরঞ্জন আর শ্রীরসরঞ্জন;
তৃতীয় তনয় হয় শ্রীভবরঞ্জন,
চতুর্থ কুমার নাম শ্রীশান্তিরঞ্জন।
মনোমোহনের সুত সতীশ, গোপাল,
কালীবন্ধু-সুত হয় খোকাই ভূপাল।

গাং গোবিন্দপ্রসাদ বংশ।

গোবিন্দের এক পুত্র যে রাম দুর্লভ
রাখি তিন বংশধর ত্যজিলেন ভব।
রাম দুর্লভের সুত হরচন্দ্র হন,
বালক, আনন্দচন্দ্র এই তিন জন।
বালক চন্দ্রের সুত রামবিষ্ণু গাঙ্গ,
আনন্দের পুত্র নাই কন্যার প্রসঙ্গ।

দিনমণি দেবী আর দক্ষিণা প্রথম,
তনয় অন্নদা, বন্দ্য বংশেতে জনম।
দিনমণি-সুতদ্বয় চট্ট গঙ্গা, শশী,
কাগুপাশা পরিহরি রঙ্গপুর বাসী।
কীৰ্ত্তিচন্দ্র-পুত্র হন প্রসিদ্ধ ভৈরব,
জ্ঞাতিগণ মধ্যে ছিল অতীব বিভব।
গোপীচন্দ্র-সুত নাম হয় ত্রিলোচন,
দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণমোহন।
কালাইর তিন সুত গোবিন্দ, বলাই,
বিষ্ণুচন্দ্র গাঙ্গুলীর বংশধর নাই।
মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গ-পুত্র গৌরচন্দ্র ছিল,
স্ত্রী বামাসুন্দরী রাখি স্বর্গে চলি গেল।
ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর সুত রবি হন।
শ্রীকৃষ্ণমোহন সুত হয় পাঁচ জন—
অমর, মহিমা, মধু, গিরিশ, কৈলাস,
একক কৈলাস করে থানাবাড়ী বাস।
হরচন্দ্র-সুত হন প্রসন্নকুমার,
মুকুন্দ রবির পুত্র জ্ঞাত সবাকার।
মধুর কার্ত্তিক সুত; অমর নির্ব্বংশ, ;
রসিক, গিরিশ সুত; মহিমের ধ্বংস।
কৈলাসের তিন পুত্র বিহারী, হারাণ,
প্রথম পুত্রের নাম বরদা বাখান।
রামবিষ্ণু গাঙ্গুলীর সুত দুই জন,
গুরুপ্রসন্নের পর অনাথ সুজন।

প্রসন্নের পঞ্চ পুত্র দুর্গা, কুঞ্জনাথ,
রাজকুমার ও উমাকান্ত সখানাথ।
কার্ত্তিকের কালীপদ পুত্র এক জন।
গুরুপ্রসন্নের সুত হয় তিন জন—
নলিনী ও চন্দ্রকান্ত বাণীকান্ত হ'ন।
অনাথের এক পুত্র কালিদাস র'ন।
দুর্গাকুমারের সুত নরসিংহ নাম,
রাজকুমারের পুত্র হয় কোকারাম।
নলচিরা বাসস্থান ইহাদের হয়,
এক গ্রামবাসী ব'লে সদা সুখে রয়।

গাং শিবপ্রসাদ বংশ।

শিবপ্রসাদের সুত শম্ভুচন্দ্র নাম,
বসতি হিজলতলা অতি গুণধাম।
শম্ভুচন্দ্র-পুত্র দুই প্রসিদ্ধ ঈশ্বর,
দ্বিতীয় কুমার হয় নাম পীতাম্বর।
ঈশ্বর-অপত্য চন্দ্রকুমার অগ্রজ,
অতঃপর জনমিল কৈলাস অনুজ।
চন্দ্রকুমারের পুত্র বরদা, রমণী।
কৈলাসচন্দ্রের সুত চারি বলি গণি,—
নিশিকান্ত, কালীপদ, তৃতীয় যামিনী,
সুবোধ বালক বটে চতুর্থ কামিনী।
পীতাম্বর-পুত্র হয় রসিক সুজন,
আলোয়ার গ্রামে তার বাসের ভবন।

গাং গোকুল বংশ।

গোকুল-তনয় রামলোচন অগ্রজ,
অতঃপর জন্ম লয় গোপাল অনুজ।
গোপালের বংশধর কালাচাঁদ হন,
তৎ সুত গুরুনাথ, শ্রীনাথ দুজন।
রামলোচনের ব্রজমোহন নন্দন,
অনুজ তাহার হন মদনমোহন।
ব্রজমোহনের ক্ষেত্রমোহন তনয়,
তদনুজ বৃন্দাবন গাড়ুরিয়া রয়।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত গোবিন্দ-অপত্য রামরত্ন বংশ।

রামরত্ন সুত শম্ভু। শম্ভুর নন্দন—
গোপীনাথ, হরচন্দ্র, স্বরূপ সুজন।
স্বরূপের চারি পুত্র মহেশ, মহিম,
শিশুকালে পরলোক কি দুঃখ অসীম;
কাশী ও ঈশানচন্দ্র দুই সহোদর,
বর্ত্তমান থাকি তারা হয় বংশধর।
কাশীর কুমার আশু নিঃসন্তান লয়,
ঈশানচন্দ্রের ছয় বংশধর হয়।
নিশি, বাণীকান্ত, চন্দ্রকুমার উমেশ,
অল্পকালে মারা যায় শশী ও যোগেশ।
চন্দ্রকুমারের সুত হয় কৃষ্ণকান্ত,
অগ্রজ করুণাকান্ত, ছোট লক্ষ্মীকান্ত।

নিশিকান্ত-সুত হয় শ্রীমনোরঞ্জন,
শ্রীফণীন্দ্রলাল বলি ডাকে সবজন।
বাণীকান্ত বংশধর শ্রীজিতেন্দ্রলাল।
করুণাকান্তের সুত হয় মতিলাল।
গৌরীনাথ-সুত তিন রসিক অনুজ,
রজনী মধ্যম, উমাচরণ অগ্রজ।
উমাচরণের পুত্র হয় তিন জন,
রমেশ, দীনেশ আর অগ্রে নিবারণ।
রজনীর তিন সুত বনমালী বড়,
রামনারায়ণ, আর প্রতাপ সোদর।
নিবারণচন্দ্র সুত হয় চারি জন,
নরেশ, সতীশ, রাহু, শ্রীচতুরানন।
রামনারায়ণ-সুত প্রিয়নাথ হন,
কালীরঞ্জন, অবনী, লক্ষ্মীনারায়ণ।
প্রতাপের তিন পুত্র প্যারীলাল জ্যেষ্ঠ,
মধ্যম ব্রজেন্দ্রলাল কেশব কনিষ্ঠ।
দীনেশ-তনয় হয় অক্ষয়কুমার,
নলচিরা বাসস্থান বটে এ সবার।
হরচন্দ্র সুত রামদয়াল সুজন,
তৎ-সুত রামচন্দ্র (সিদ্ধ পঞ্চানন)।
রামচন্দ্র সুত হয় শ্রীহরিচরণ,
শ্রীলালমোহন আর ; ষোলনায় র'ন।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামদেব-সুত সুধারাম বংশ।

সুধারাম-সুত হয় শ্যাম, চন্দ্রচূড়,
রাজারাম, রামদাস, সম্মান প্রচুর।
শ্যামসুন্দরের সুত রত্নপ্রিয় হ'ল
রত্নপ্রিয় বংশধর ঈশ্বর জন্মিল।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত হল দুই জন,
তারামোহনের পর শ্রীকালীমোহন।
তারামোহনের পুত্র শ্রীপ্যারীমোহন;
তাহার অনুজ হয় ললিতমোহন।
কালীমোহনের সুত অশ্বিনীকুমার,
বাসস্থান টৈগলা গ্রাম জ্ঞাত সবাকার।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত গোবিন্দ-অপত্য চন্দ্রনারায়ণ বংশ।

চন্দ্রনারায়ণ-সুত হৃদয়, উদয়।
হৃদয়কৃষ্ণের পুত্র কালাচাঁদ হয়।
কালাচাঁদ সুত দুই কাশীচন্দ্র জ্যেষ্ঠ,
সহোদর হয় উমাচরণ কনিষ্ঠ।
কাশী-সুত শ্রীচরণ, অম্বিকাচরণ।
অম্বিকার বংশধর হয় চারি জন—
গোপাল, মাখমলাল, জ্যেষ্ঠ মতিলাল
তাহার কনিষ্ঠ হয় নাম হীরালাল।

উমাচরণের সুত অনাথ সুজন,
শরৎ, ঠাকুরচাঁদ নগচিরা র'ন।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্তরাম-সুত রামরাম বংশ।

রামরাম পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ সুজন,
তাহার ঔরসে কৃষ্ণমঙ্গল নন্দন।
কৃষ্ণমঙ্গলের সুত গৌর, বৃন্দাবন।
গৌরমোহনের পুত্র পূর্ণচন্দ্র হন।
পূর্ণের কুমার তিন অক্ষয় বড়,
অতুল ও অনুরাগ আছে রঙ্গপুর।
বৃন্দাবনের কুমার বনমালী হয়,
উজিরপুরেতে এবে বসতি করয়।

গাং বলরাম পুত্র অনন্ত-সুত গোবিন্দ অপত্য রামহরি বংশ।

রামহরি সুত রামদুলাল জন্মিল;
দীননাথ, সীতানাথ তৎপুত্র ছিল।
দীন-সুত অনুকূল অগ্রজ অশ্বিনী।
সীতার গোপাল পুত্র চন্দ্রহারে জানি

গাং বলরাম-পুত্র রামেশ্বর-সুত রামতনু বংশ।

রামতনু-সুত তিন নবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ,
রামমাণিক্য ও ব্রজমোহন কনিষ্ঠ।

নবকৃষ্ণ-সুত কালীমোহন গরীষ্ঠ,
তৎ সুত পাঁচ জন হয় অতি শ্রেষ্ঠ।
সীতানাথ, কুলচন্দ্র অগ্রে শশিকান্ত,
তৎপর জনমিল জানকী বসন্ত।
রামমাণিক্যের সুত হয় দুই জন,
কালীকুমারের পর প্রসন্ন নন্দন।
কালীকুমারের সুত শ্রীমধুসূদন।
মধুর তনয় হয় দীনেশ সুজন।
প্রসন্নের বংশধর দেবেন্দ্র, রাজেন্দ্র,
তৎপর জনমিল কুমার মহেন্দ্র।
ব্রজমোহনের সুত হয় গৌরচন্দ্র,
তৎ সুত বিশ্বেশ্বর বড় রামচন্দ্র।
রামচন্দ্র সুত হয় গোপাল, রমেশ,
তাহাদের বাসস্থান তারাকুপি দেশ।

গাং বলরাম পুত্র কালিকা-সুত
বিনোদ-অপত্য কালাচাঁদ বংশ।

কালাচাঁদ বংশধর ধর্মচন্দ্র নাম,
বংশ মধ্যে হন তিনি অতি গুণধাম,
ধর্মচন্দ্র বংশধর লোকনাথ হ'ন
লোকনাথ সুত হ'ন শ্রীচন্দ্রমোহন,
চন্দ্রমোহনের সুত অশ্বিনীকুমার,
বসতি কলসকাঠী জ্ঞাত সবাকার।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত গোবিন্দ-অপত্য জগন্নাথ বংশ।৮

জগন্নাথ বংশধর মুলুকচাঁদ হ'ন।
তাহার তনয় চন্দ্রমোহন সুজন।
চন্দ্রমোহনের সুত হয় তিন জন,
কৃষ্ণবন্ধু, নীলরত্ন, শ্রীগঙ্গাচরণ।
গঙ্গাচরণের পুত্র তমালবিহারী।
নীল-সুত পঞ্চানন, দুলাই, ভেকরী,
কৃষ্ণবন্ধু সুত হয় রোহিণীকুমার,
মতি, রামলাল, বড় অগ্রজ সবার।
শ্রীনন্দদুলাল সর্ব্ব কনিষ্ঠ তনয়,
পরিবার সহসবে কাশীপুর রয়।

বলরাম-সুত শুকদেব বংশ।

শুকদেব বংশধর যাদুরাম বড়,
অতঃপর রামকান্ত জন্মে সহোদর।
যাদুরাম সুত হয় তিন বিজ্ঞবর,
রামবিষ্ণু, কৃষ্ণদাস, গোকুল উত্তর।
রামবিষ্ণু পুত্র বটে হয় তিন জন,
রূপ ও ভৈরবচন্দ্র ও গঙ্গাজীবন।
ভৈরবচন্দ্রের সুত পার্ব্বতীচরণ,
নীলকমলের পর জগতমোহন,
কালীকুমারের জন্ম সর্ব্বশেষ হয়,
খুলনা-মঘিয়া গ্রামে বসতি করয়।

গাং বলরাম-পুত্র কালিকা-সুত,
বিনোদ-অপত্য নন্দকিশোর বংশ।

নন্দকিশোরের সুত ধর্ম্মনারায়ণ।
ধর্ম্মনারায়ণ-সুত হয় দুই জন—
আলোক, গোলোকচন্দ্র দুই সহোদর।
আলোকের বংশধর তিন বিজ্ঞবর—
বৈকুণ্ঠ, প্রসন্নচন্দ্র, শ্রীমণিমোহন।
গোলোকচন্দ্রের হয় কৈলাস নন্দন।
প্রসন্নের সুত তিন উপেন্দ্র অগ্রজ,
অতঃপর আশুতোষ, সতীশ অনুজ।
মণিমোহনের সুত বসন্ত, দীনেশ,
সর্ব্বাগ্রজ হরেশ্বর গাকুড়িয়া দেশ।
উপেন্দ্রনাথের হয় রাজেন্দ্র নন্দন,
বালক সুবোধ বটে অতি সুলক্ষণ।

গাং বলরাম-পুত্র লক্ষ্মী-সুত
রামমোহন বংশ।

রামমোহনের সুত রাধাকৃষ্ণ হয়,
কাশীশ্বর, বৈদ্যনাথ, কেবল, উদয়,
রাজচন্দ্র, কৃষ্ণহরি, কৃষ্ণনারায়ণ,
রামনাথ, ভোলানাথ, কমলা সুজন,
কাশীনাথ, বেচারাম ও কালীকুমার,
রামসুন্দরের পরে সনদকুমার।

রাধা-সুত কীর্ত্তিচন্দ্র, রামচাঁদ বড়,
কীর্ত্তি-সুত রামধন হয় অতঃপর।
রামধন-সুত জ্যেষ্ঠ বিশ্বেশ্বর হয়,
অন্নদা, সারদা তিন স্নানপাশা রয়।
বিশ্বেশ্বর-পুত্র বটে হয় চারি জন,
শরৎ, নবীনচন্দ্র, হরি, নিবারণ।
রামচাঁদ-সুত নন্দকুমার সুমতি;
তাহার রাখালচন্দ্র একই সন্ততি;
রাখালচন্দ্রের সুত অনুকূল বড়,
অনুজ নকুলচন্দ্র আছে রসুলপুরে।
বৈদ্যনাথ-বংশধর হয় তিন জন,—
গৌরীনাথ, হরনাথ, শিবনাথ হন।
গৌরীনাথ-সুত হয় প্রসিদ্ধ অভয়;
তৎসুত নতি, পাচু হরিপুরে রয়।
হরনাথ-সুত হয় শ্রীচন্দ্রকুমার।
চন্দ্রকুমারের পুত্র দেবেন্দ্রকুমার,
যোগেন্দ্রকুমার, পরে বিশ্বেশ্বর হয়,
ইঁহাদের বাসস্থান গৈলা গ্রামে রয়।
শিবনাথে বংশধর হয় তিন জন,
অন্নদা, সারদা, উমাচরণ নন্দন।
উমাচরণের সুত চারিজন হ'ল,
রাজেশ্বর, দুঃখীরাম, পুঁটি, অনুকূল।
বসতি মাইজপাড়া ঘটকের বাড়ী,
পালন করেন তারা পুনর্ভঙ্গ করি।

কাশীনাথ-সুত শিব; ভোলার দু সুত—
রাধানাথ, পরে রামকুমার আগত।
রামকুমারের সুত সারদা, কৈলাস,
অনুজ নবীনচন্দ্র আদাবাড়ী বাস।
কাশীশ্বর-বংশধর শিবচন্দ্র হন;
শিবের তনয় কালীপ্রসন্ন গণন,
মধ্যম যোগেন্দ্রনাথ মহেন্দ্র কনিষ্ঠ;
বসতি ইদিলপুর হয়েন গরিষ্ঠ।
উদয় চাঁদের সুত হয় একজন,
সুপ্রসিদ্ধ বটে রবিলোচন নন্দন।
রবি সুত কাশীচন্দ্র, মণিচন্দ্র হয়।
মণি-সুত রামচন্দ্র ভূমে জন্ম লয়।
রামচন্দ্র সুত হয় নাম বিশ্বেশ্বর।
কাশীচন্দ্র পুত্র হয় দুই সহোদর—
গোবিন্দের পর উমাচরণ নন্দন।
গোবিন্দচন্দ্রের সুত হয় চারি জন—
নিবারণ, হরলাল, অন্নদাচরণ,
অনুজ বিহারীলাল তারাকুণ্ডী র'ন।

শাং বলরাম-পুত্র শুকদেব-সুত
রামকান্ত বংশ।

রামকান্ত বংশধর রামনারায়ণ,
তদনুজ রাজকৃষ্ণ অতি বিচক্ষণ।
রাজনারায়ণ-সুত ফটিক সুজন;
তাহার তনয় দীনচন্দ্র ও মদন।

বদনচন্দ্রের সুত শ্রীচিন্তাহরণ,
পাকুড়িয়া বাসস্থান জ্ঞাত সব জন।
রাজকৃষ্ণ-পুত্র হয় রামমণি নাম,
বাগধায় বাসস্থান বটে গুণধাম।
রামমণি-সুত দুই স্বরূপ, জগৎ;
জগৎচন্দ্রের সুত মহিমা মহৎ।
মহিমাচন্দ্রের হয় হেরম্ব নন্দন;
হেরম্বর-বংশধর ধূর্জ্জটি সুজন।
স্বরূপচন্দ্রের সুত হয় চন্দ্রকান্ত,
অগ্রজ কৈলাসচন্দ্র বটে অতি শান্ত।
কৈলাস-তনয় মধু শ্রীমনোরঞ্জন।
চন্দ্রকান্ত-বংশধর হয় নিবারণ।

গাং বলরাম-পুত্র, রামেশ্বর-সুত

ভবানী বংশ।

ভবানীপ্রসাদ-সুত হয় তিন জন,—
রামমাণিক্য ও রামদুর্ল্লভ নন্দন,
তদনুজ রূপচন্দ্র বংশধর হ'ন।
রামমাণিক্যের সুত হয় সনাতন।
সনাতন সুত হয় মহিমা সুজন
মহিমাচন্দ্রের সুত দীনবন্ধু হন।
দীনবন্ধু-সুত হয় শীতল, যোগেশ,
প্রতাপ বসন্ত করে কনিষ্ঠ উমেশ।

রামদুর্লভের সুত মদনমোহন,
তাহার তনয় দুই শ্রীশ্যামাচরণ,
তদঙ্গজ হয় সূর্য্যকুমার তনয়,
বৈভদ্রুদি বাসস্থান তাহাদের হয়।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ-অপত্য রামকিশোর বংশ।

রামকিশোরের সুত হয় দুইজন,
রামলোচনের পর জয়চন্দ্র হন।
জয়চন্দ্র বংশধর কানাই সুজন,
রামকানাইর সুত হয় তিন জন,
রামচন্দ্র ও শ্রীনাথ, কাশীনাথ হয়।
রামচন্দ্র-সুত হয় কালী, রাস দ্বয়।
কালীপ্রসন্নের সুত শ্রীরাসবিহারী,
বর্ত্তমান কালে তার বাগধায় বাড়ী।
রাসবিহারীর সুত অগ্রজ হরেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল কুমার নগেন্দ্র।
কাশীনাথ-বংশধর শ্রীকালীকুমার,
বসতি কুটকস্থল জ্ঞাত সবাকার।

গাং রামলোচন বংশ।

রামলোচনের পুত্র হয় তিন জন,—
নবকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, সূর্য্যনারায়ণ।
নবকৃষ্ণ-বংশধর ভগবান নাম,
পরিবার সহ তিনি যান কাশীধাম।

সূর্য্যনারায়ণ-সুত কৃষ্ণনারায়ণ,
অনুজ নবীনচন্দ্র বংশধর হ'ন।
কৃষ্ণ-সুত কালীকান্ত বংশধর সহ হয়;
নবীন চন্দ্রের সুত তিন মহোদয়,—
রাখাল, বিনোদলাল, ছকড়ি আর,
নলচিরা করে বাস বিদিত সবার।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-সুত শিবরাম বংশ।

শিবরাম বংশধর হয় পাঁচ জন,
আত্মারাম, বিষ্ণুরাম, নিধিরাম হ'ন;
চিন্তামণি, পরে রামনীত [illegible];
বংশধরগণ সব [illegible] রয়।
রামনীতের সুত আদি গোপালরাম,
লক্ষ্মীনারায়ণ, পরে রাম[illegible] নাম,
জয়নারায়ণ পরে রূপচন্দ্র ছিল।
রামানন্দ-সুত কৃষ্ণ, ভবানী জন্মান।
কৃষ্ণচন্দ্র বংশধর হয় দুই জন,
মাধবচন্দ্রের পর শম্ভুনাথ হ'ন;
শম্ভুনাথ-সুত রামকানাই সুজন,
রামকানাইর সুত পূর্ণচন্দ্র হন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হয় তিন জন,
কুঞ্জলাল, মতিলাল, বিহারী নন্দন।
কুঞ্জলাল-বংশধর দুইজন হয়,
হেম ও মাখমলাল আমগাও রয়।

সোণারাম-সুত হয় নাম রামজয়।
রামজয়-বংশধর চারিজন হয়—
নিত্যানন্দ, হরিশ্চন্দ্র, জগতমোহন,
অতঃপর হয় ব্রজমোহন নন্দন।
হরিশ্চন্দ্র-বংশধর জগচ্চন্দ্র হয়;
জগতের বংশধর প্রহ্লাদ তনয়।
প্রহ্লাদ তনয় আশু, শ্রীরাসবিহারী;
ইহাদের সকলের বাকুপুর বাড়ী।
জয়নারায়ণ-পুত্র চন্দ্রনারায়ণ,
তৎপর রামরত্ন অতি বিচক্ষণ।
লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত চাঁদ, কালাচাঁদ,
কনিষ্ঠ অভয়রাম দশনে সুছাঁদ।
আত্মারাম-সুত হয় ভুবনমোহন,
রাজবল্লভের পরে নবনারায়ণ।
দিনমণি-পুত্র বটে রাম-হরি হর,
রামরুদ্র, পরে শ্যামসুন্দর নন্দন।
রামহরি সুত চাঁদ, এক পুত্র রয়,
শ্যাম-সুত যুগল ও রাধানাথ হয়।
রামরুদ্র সুত হয় রাম, রবি, পদ্ম,
এ তিনে লোচন যোগ করিবেক নিত্য,
চতুর্থ তিলকচন্দ্র হয়েন সন্তান।
রামগোবিন্দের সুত কেশব, পরাণ,
রুদ্ররাম, আত্মারাম বংশধর রয়,
আমগাও বাসস্থান ইহাদের হয়।

রাম কেশবের পুত্র কৃষ্ণদেব বড়,
হরিদেব, নন্দরাম হয় অতঃপর।
কৃষ্ণদেব-পুত্র ছিল যে বিজয়রাম,
হরিদেব-সুত হয় গোপাল সুনাম।
নন্দরাম-বংশধর গোপাল অগ্রজ,
অতঃপর রামরত্ন তাহার অনুজ।
কৃপারাম-বংশধর হয় রামরাম,
রতিরাম, রামদাস কাশী, ঘনশ্যাম।
আত্মারাম সুত তিন রামরাম বড়,
কৃষ্ণরাম, যাদুরাম ক্রমে অতঃপর।
পরাণ-তনয় হন বান্ধব অগ্রজ,
অতঃপর কৃষ্ণদাস তাহার অনুজ।

গাং শিবরাম-পুত্র রামবল্লভ-
সুত সোণারাম বংশ,

সোণারাম বংশধর রূপচন্দ্র জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর রামজয় তাহার কনিষ্ঠ।
রূপের কমলাকান্ত প্রথম তনয়,
অনুজ রামমানিক্য পরে জন্ম লয়।
কমলাকান্তের সুত কালাচাঁদ বড়,
কনিষ্ঠ জগৎবন্ধু হয় অতঃপর।
কালাচাঁদ-বংশধর রজনী নন্দন ;
রজনীর তিন পুত্র শ্রীচিন্তাহরণ,
মধুসূদনের পর আর বৃন্দাবন,
বাগধা গ্রামেতে এরা করেন যাপন।

রামমাণিক্যের সুত চারি জন হয়,
ব্রজ, রাধা, কৃষ্ণ আর ঈশ্বর তনয়।
ঈশ্বর চন্দ্রের সুত শ্রীচন্দ্রকুমার,
বসতি দেহেরগতি বিদিত সবার।

গাং শিবরাম-পুত্র বল্লভ-সুত
রামানন্দ-অপত্য ভবানী-বংশ

ভবানীপ্রসাদ-সুত শিবনারায়ণ,
তৎসুত কালাচাঁদ, ভগবান হন,
ভৈরবচন্দ্রের পর জনমে উদয়।
ভৈরব চন্দ্রের সুত দুইজন হয়,
গিরিশের পর দুর্গাচরণ নন্দন,
বসতি কচুয়াকাঠি জানে সব জন।

গাং শিবরাম-পুত্র
বল্লভ-সুত জয়নারায়ণ বংশ।

জয়নারায়ণ-সুত রাজনারায়ণ,
তাহার তনয় বটে হয় পঞ্চজন,
মহেশ, ভৈরবচন্দ্র, তৃতীয় ভরত,
বিষ্ণুচন্দ্র, অতঃপর, অনুজ জগৎ।
ভৈরবচন্দ্রের সুত গোলোক সুশান্ত;
গোলোকের পুত্র হয় অশ্বিনী, বসন্ত।
বসন্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় উমাকান্ত,
অতঃপর নীলকান্ত, ছোট কালীকান্ত।

অশ্বিনী-তনয় হয় বিনোদবিহারী,
প্রসিদ্ধ বানরিপাড়া গ্রামে বটে বাড়ী।
মহেশচন্দ্রের সুত কৈলাস অগ্রজ,
দ্বিতীয় ঈশানচন্দ্র তাহার অনুজ।
ঈশানচন্দ্রের হয় উমেশ তনয়;
উমেশচন্দ্রের সুত বেচারাম হয়।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামগোবিন্দ বংশ।

রামগোবিন্দের সুত হয় পাঁচ জন,
রামকেশবের পর আত্মারাম হন,
রাধাবল্লভের পর রুদ্রর'ম হয়,
অনুজ রাজবল্লভ পরে জন্ম লয়।
রামকেশবের সুত হয় তিন জন,
কৃষ্ণদেব, হরিদেব, নন্দরাম হন।
কালিকাপ্রসাদ, কৃষ্ণদেব-সুত হন,
কালিকাপ্রসাদ সুত কুলচন্দ্র র'ন।
কুলচন্দ্র-বংশধর হয় পাঁচ জন,
মাধব, তিলকচন্দ্র, গৌরচন্দ্র হন,
আর রত্ন হয় প্রাণবল্লভ নন্দন,
তদগ্রজ হন রামকানাই সুজন।
তিলকচন্দ্রের সুত শ্রীনাথ অগ্রজ;
তৎপর জনমিল জগৎ অনুজ,
জগচ্চন্দ্র-সুত চারি রোহিণী, মাখন,
বঙ্কিম, প্রফুল্ল শেষ লভয়ে জনম।

রোহিণীর দুই সুত কালীপদ জ্যেষ্ঠ,
দ্বিতীয় ধীরেন্দ্র বটে তাহার কনিষ্ঠ।
মাখমলালের ননিগোপাল তনয়,
কাগদি নামক গ্রাম বাসস্থান হয়।

গাং বলরাম পুত্র
অনন্ত-সুত রামগঙ্গা বংশ।

রামগঙ্গা-বংশধর রামচন্দ্র হন,
অতঃপর হয় রামসুন্দর নন্দন।
তাহার তনয় রামলোচন সুমতি,
তারিণীশঙ্কর হন তাঁহার সন্তাতি।
তারিণীশঙ্কর-সুত জানকী সুজন,
জানকীনাথের সুত হয় তিন জন—
কেদার, বিনোদলাল, নীলকণ্ঠ আর,
বসতি কলসকাঠী বিদিত সবার।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ-অপত্য রামকিশোর পুত্র
জয়চন্দ্র বংশ।

জয়চন্দ্র-সুত কুল, ভৈরব অগ্রজ,
অতঃপর শম্ভুচন্দ্র হয় তদনুজ।
শম্ভুচন্দ্র-বংশধর কালীকৃষ্ণ ছিল,
কালীর অনুজ রামকুমার জন্মিল।

কালীকৃষ্ণ হ'তে রামচরণ সন্তান,
প্রসিদ্ধ গোলকগ্রামে হয় বাসস্থান।

গাং বলরাম পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ-অপত্য চন্দ্রনারায়ণ বংশ।

চন্দ্রনারায়ণ-সুত ছিলেন কিঙ্কর;
জয় কিঙ্করের সুত হরেকৃষ্ণ বড়,
অনুজ কমলাকান্ত অতঃপর হন;
হরেকৃষ্ণ হ'তে দুর্গাচরণ নন্দন,
অনন্তর হয় শিবচরণ সুজন।
কমলাকান্তের সুত হয় তিন জন,
চণ্ডীচরণের পর সত্য, রাই নাম,
প্রসিদ্ধ খলিশাকোটা তাহাদের ধাম।

গাং বলরাম-পুত্র কালিকা-সুত
বিষ্ণু-অপত্য উদয় বংশ।

উদয়চাঁদের পুত্র জগবন্ধু ছিল;
তাহার তনয় চারি জনম লভিল—
হরমোহনের পর চন্দ্রকান্ত হ'ল,
শরৎ, রাজেন্দ্রলাল, মনোহর র'ল।
হরমোহনের হরবিলাস তনয়;
হরবিলাসের সুত হরিপদ হয়।
চন্দ্রকান্ত-বংশধর গোবিন্দ অগ্রজ,
অভিলাষচন্দ্র হয় তাহার অনুজ।

রাজেন্দ্রলালের পুত্র ব্রজেন্দ্র, যতীন্দ্র,
ইহাদের সহোদর ধীরেন্দ্র, মুনীন্দ্র ;
কলিকাতা নগরীতে বাসস্থান হয়,
উদয় বংশের বটে এই পরিচয়।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত সুত
গোবিন্দ-অপত্য বাঞ্ছারাম বংশ।

বাঞ্ছারাম-সুত বটে রাধাকান্ত হয়,
তৎসুত পূর্ণচন্দ্র জনম লভয়।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর যদুনাথ হ'ল,
মানপাশা গ্রাম মাঝে বাসস্থান র'ল।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ অপত্য শিবনারায়ণ বংশ।

শিবনারায়ণ-সুত হ'ল ত্রিলোচন;
ত্রিলোচন-পুত্র বটে বিশ্বনাথ হন।
বিশ্বনাথ-সুত কালী প্রসন্ন কুমার,
কালী-সুত আশুতোষ বিদিত সবার,
সোদর সারদাকান্ত, শ্রীকান্ত তনয়,
বসতি সাওরা গ্রামে ইহাদের হয়।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ-অপত্য রামকিশোর বংশ।

রামকিশোরের পুত্র জয়চন্দ্র হন,
জয়চন্দ্র-পুত্র বটে নিমচাঁদ র'ন।

নিমচাঁদ-বংশধর কুলচন্দ্র নাম ;
তৎসুত তিন জন কাশীপুর ধাম—
অম্বিকাচরণ, শ্যামাচরণ নন্দন,
তদনুজ হয় নাম শ্রীদুর্গাচরণ।

গাং বলরাম-পুত্র কালিকা-সুত

বিনোদ বংশ।

বিনোদরামের সুত হয় নয় জন,
রঘুনাথ, রামরাম আর জনার্দ্দন।
জগন্নাথ, পরে রামসুন্দর তনয়,
বিজয়রাম ও রামলোচন বলয়,
নন্দকিশোর ও চন্দ্রকিশোর নন্দন,
নন্দকিশোরের সুত গোবিন্দ, মদন।
মদনমোহন-সুত হয় পাঁচ জন,
তারক, গিরিশ, পূর্ণ, অন্নদাচরণ,
অতঃপর জনমিল অম্বিকাচরণ।
খলিশাকোটায় হয় বাসের ভবন

গাং বলরাম-পুত্র জানকী বংশ।

জানকীরামের পুত্র শিবচন্দ্র হন,
শিবচন্দ্র হ'তে বেণী, যাদব নন্দন।
বেণীমাধবের সুত হয় পাঁচ জন।
বিনোদবিহারী আর নীলমণি হন ;

কুমার দ্বারকানাথ ও আনন্দলাল,
অতঃপর জনমিল আর মতিলাল।
দ্বারকানাথের পুত্র শ্রীরাম অগ্রজ,
অতঃপর শ্রীকুমার তাহার অনুজ।
নীলমণি-বংশধর প্রিয়নাথ হন ;
মতিলাল-পুত্র হয় ভূপেন্দ্র সুজন,
আরো জন্মে কালিদাস, হীরেন্দ্র তনয়।
অনন্তলালের পুত্র চারিজন হয়—
শ্রীপতি, অতুলপতি ও প্রতুলপতি,
হরিদাস খ্যাতাপন্ন নামে শচীপতি।
বিনোদবিহারী-সুত হয় দুই জন,
সঞ্জীবন, শরদিন্দু কলিকাতা র'ন।

গাং বলরাম—পুত্র অনন্ত-সুত
প্রাণবল্লভ বংশ।

প্রাণবল্লভের সুত হয় পাঁচ জন,
জগন্নাথ, সদানন্দ, রামহরি হন,
তদনুজ হয় দেবীপ্রসাদ নন্দন,
সর্ব্বাগ্রজ বটে গঙ্গাপ্রসাদ সুজন।
দেবীপ্রসাদের সুত হয় তিন জন,
লক্ষ্মীকান্ত, কালাচাঁদ দ্বিতীয় নন্দন ;
সর্ব্বশেষে জন্মে রামদুর্লভ নন্দন।
সদানন্দ-পুত্র হয় শিবনারায়ণ,
অতঃপর হয় কৃষ্ণগোবিন্দ সুজন,
সবানুজ বটে রামসুন্দর নন্দন।

গাং বলরাম-পুত্র রাজেন্দ্র-সুত
আনন্দীরাম বংশ।

আনন্দীরামের সুত হয় ছয় জন,—
রামরত্ন, মনোহর, জয়নারায়ণ,
রামশঙ্করের পর মাধব নন্দন,
তদনুজ হয় রামলোচন সুজন;
রামলোচনের পুত্র দুই জন হয়,
বিশ্বেশ্বর, পীতাম্বর সহোদরদ্বয়;

গাং বলরাম-পুত্র কালিকা-সুত
বিষ্ণুহরি বংশ।

বৈদ্যনাথ, শম্ভুনাথ, মাণিক কনিষ্ঠ,
তনয় উদয়চাঁদ হয়েন গরিষ্ঠ।
উদয়চাঁদের হয় রাজেন্দ্র নন্দন,
শিবচন্দ্র, জগবন্ধু অতঃপর হন;
কালীশঙ্করের পর অনুজ ঈশ্বর,
সর্ব্বাগ্রজ বংশধর ভবানীশঙ্কর;
ভবানীশঙ্কর-সুত হয় একজন,
প্রসিদ্ধ তাহার নাম অভয়াচরণ।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত
গোবিন্দ-অপত্য চন্দ্রশেখর বংশ।

চন্দ্রশেখরের সুত রাজকৃষ্ণ হন,
তদনুজ রঘুমণি দ্বিতীয় নন্দন।

রাজকৃষ্ণ-বংশধর বৈদ্যনাথ হয়,
অতঃপর জন্মে গঙ্গাপ্রসাদ তনয়।
গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র কমল অগ্রজ,
কুমার গোলোকচন্দ্র হয় তদনুজ।
কমলাকান্তের সুত সারদা অগ্রজ,
মধ্যম মথুরানাথ, নকুল অনুজ।
সারদার সুত বটে শ্রীরাইচরণ,
শ্রীউমাচরণ আর অনুকূল হন।
মথুরানাথের কালু, জানকী নন্দন,
নকুলের সুত বিধু কলসকাঠী রত্ন।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত রামগঙ্গা বংশ।

রামগঙ্গা-বংশধর রামরুদ্র হন।
রামরুদ্র-পুত্র বটে হয় তিনজন,—
সদানন্দ, রামানন্দ, রামরত্ন হন,
রামরত্ন হ'তে নীলকমল নন্দন।

গাং বলরাম-পুত্র অনন্ত-সুত গোবিন্দ-অপত্য রামরত্ন বংশ।

রামরত্ন-বংশধর হয় পাঁচজন,
শিবচন্দ্র, রূপচন্দ্র, কীর্ত্তিনারায়ণ,
উত্তর তিলুকচন্দ্র, শম্ভু অবরজ।
শিবচন্দ্র-সুত হয় কমল অগ্রজ,

রামকুমারের পরে কাশীনাথ হয়,
গোলোক, উদয়চাঁদ পরে জন্ম লয়।
কীর্ত্তিনারায়ণ সুত বেচারাম হন,
তৎসুত রামকৃষ্ণ ষোলনায় র'ন।
রামকুমারের কালীচরণ নন্দন;
তৎসুত দীনবন্ধু, পূর্ণচন্দ্র হন।
কার্ত্তিক, অখিলচন্দ্র, অশ্বিনী-নন্দন,
সর্ব্বশেষ জন্মে শ্যামাচরণ সুজন।
দীনবন্ধু বংশধর সীতানাথ হন;
রমণীরঞ্জন আর শ্রীমনোরঞ্জন।
কমলকৃষ্ণের সুত বনমালী বড়,
অনুজ মথুরানাথ হন অতঃপর।
প্রসন্ন মথুরা-সুত অসিতরঞ্জন;
এ'দের কলসকাঠী বাসের ভবন।
উদয়চাঁদের রামকানাই নন্দন।
রামকানাইর সুত হয় চারিজন,—
রামলোচনের পর কমল তনয়,
জানকী, ঈশ্বরচন্দ্র অতঃপর হয়।
রামকমলের সুত হয় দুইজন—
মোহনচন্দ্র ও দুর্গাপ্রসন্ন নন্দন।
মোহনচন্দ্রের পুত্র অগ্রজ গোপাল,
অতঃপর জনমিল অনুজ রাখাল।
গোপাল-তনয় হয় সুধাংশুকুমার,
গাড়ুরিয়া বাসস্থান বটে এ সবার।

ঈশ্বরচন্দ্রের চণ্ডীচরণ নন্দন,
অতঃপর নিত্যানন্দ সহোদর হন।
নিত্যানন্দ-বংশধর হয় নিবারণ,
তাহার অনুজ বটে নাম জনার্দ্দন।
আনন্দীরামের সুত হয় ছয়জন,
রামরত্ন, মনোহর, জয়নারায়ণ
রামলোচনের পর মাধব, কিঙ্কর।
রামলোচনের সুত দুই সহোদর—
বিশ্বেশ্বর হয় তার তনয় অগ্রজ,
অতঃপর পীতাম্বর তাহার অনুজ।

গাং বলরাম-পুত্র কালিকাপ্রসাদ-সুত
বিষ্ণুহরি বংশ।

বিষ্ণুহরি বংশধর উদয়চন্দ্র হন ;
রাজেন্দ্রকুমার হয় তাহার নন্দন।
রাজেন্দ্রকুমার-সুত কাশীচন্দ্র হয় ;
কালীকান্ত হয় বটে তাহার তনয়।
তাহার মাখনলাল একই সন্তান ;
গোবিন্দপুরেতে তার হয় বাসস্থান।

গাং বলরাম-পুত্র নন্দরাম বংশ।

নন্দরাম-বংশধর হয় পাঁচজন
কৃষ্ণচন্দ্র, রামরাজা, রামজয় হন,
অতঃপর হয় কালীচরণ নন্দন,
অবশেষে জন্ম লয় সন্তোষ সুজন।

কালিকাপ্রসাদ-সুত বিনোদ-অপত্য রামরাম বংশ।

রামরাম-সুত রামমাণিক্য সুজন,
রামমাণিক্যের সুত কালাচাঁদ হন।
তৎসুত দীননাথ ; দীন-সুত হয়—
লেঙ্গু ও কুমুদগন্ধ রাজাপুরে রয়।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-সুত রামভদ্র বংশ।

রামভদ্র-বংশধর হয় তিন জন,
রামবল্লভের পর ইন্দ্রনারায়ণ,
তাহার অনুজ দুর্গাপ্রসাদ কুমার,
কলিকাতা বাসস্থান হয় এসবার।
ইন্দ্রনারায়ণ-সুত রামকান্ত হন,
লক্ষ্মীনারায়ণ পরে, রামনারায়ণ।
রামকান্ত-সুত হয় নিমানন্দ বড়,
অতঃপর গোরাচাঁদ হয় বংশধর।
নিমানন্দ-বংশধর হয় দুই জন,
ঈশ্বর, অনুজ নীলকমল নন্দন।
ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল নবীন তনয়।
তনয় অমৃত, নীলকমলের হয়।
গোরাচাঁদ-সুত ষষ্ঠীচরণ সুজন।
ষষ্ঠীচরণের-সুত হয় দুইজন,
যোগেন্দ্রনাথের পরে দেবেন্দ্র তনয় ;
বিছালি নামক গ্রামে বসতি করয়।

রামনারায়ণ সুত তিন জন, শ্রেষ্ঠ
মহানন্দ, গঙ্গানন্দ, শ্রীমন্ত কনিষ্ঠ।
শ্রীমন্তের বংশধর হয় চারিজন,
ভূধরচন্দ্রের পর অম্বিকাচরণ,
অতঃপর হয় শ্যামাচরণ নন্দন,
চতুর্থ তনয় তার ভগবতী হন।
অম্বিকাচরণ-সুত কুমুদরঞ্জন,
প্রমথ, মন্মথনাথ অতঃপর হন।
ভগবতী-বংশধর শ্রীপ্রসাদ হন।
নলিন, পুলিন হয় ভূধর-নন্দন।
মহানন্দ-পুত্র হয় তারক, রজনী।
তারকচন্দ্রের সুত তিনজন জানি—
সারদাপ্রসাদ পরে ললিতমোহন,
অতঃপর আশুতোষ কনিষ্ঠ নন্দন।
রজনীকান্তের সুত বসন্তকুমার,
সহোদর হয় তার হেমন্তকুমার।
গঙ্গানন্দ-বংশধর শ্রীক্ষেত্রমোহন;
ক্ষেত্রমোহনের হয় শ্রীচারু নন্দন।

গা শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামভদ্র-সুত

দুর্গাপ্রসাদ বংশ।

দুর্গাপ্রসাদের-সুত হয় পাঁচজন,
রামকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ হন।

মুকুন্দরাম ও রামকিশোর নন্দন,
প্রাণকৃষ্ণ-সুত চণ্ডীচরণ সুজন।
তৎসুত বংশীধর বিদিত সবার;
বংশীধর-সুত হয় শ্রীসূর্য্যকুমার।
সূর্য্যকুমারের পুত্র হয় তিনজন,
কালিদাস ও যতীন্দ্র, ললিতমোহন।
চব্বিশপরগণা জিলা গৈপুর পল্লীতে,
ইহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান তাতে।
মুকুন্দরাম—তনয় ভবানীচরণ,
তাহার অনুজ শ্যামসুন্দর নন্দন।

গাং শ্রীকৃষ্ণ-পুত্র রামদেব-সুত
সুধারাম-অপত্য চন্দ্রচূড় বংশ। ৮

চন্দ্রচূড়—বংশধর কেবল নন্দন;
কেবলকৃষ্ণের সুত হরচন্দ্র হন
হরচন্দ্র-বংশধর রাধানাথ হয়,
রাধানাথ গাঙ্গুলীর তিনটি তনয়—
কালীকান্ত, কাশীকান্ত, কৃষ্ণকান্ত গণি,
কালীকান্ত সুত হয় প্রমোদী, নলিনী।
কৃষ্ণকান্ত-পুত্র দুই অবনী, তরণী,
বাগী গ্রামে তাহাদের বাসস্থান জানি।

তৃতীয় অধ্যায়।

গাং রাঘব-তনয় রামচন্দ্র বংশ।

রামচন্দ্র-বংশধর হরিরাম হন,
দ্বিতীয় তনয় বটে রামনারায়ণ।

গাং হরিরাম বংশ।

হরিরাম ছয়পুত্রে হয়েন বিখ্যাত,
আত্মারাম, রত্নেশ্বর, রমাকান্ত-সুত,
সন্তোষ, রামজীবন ও রঘুনন্দন,
খরদহ মেলে তারা খ্যাতাপন্ন হন।
রামনারায়ণ-সুত হয় দুইজন,
গঙ্গারাম, রুদ্ররাম অতি বিচক্ষণ।

গাং হরিরাম-পুত্র আত্মারাম বংশ।

আত্মারাম-বংশধর হয় আটজন,
রাজারাম, নিধিরাম, ঘনশ্যাম হন,
শ্যামসুন্দরের পর দুর্গারাম হন,
মাণিক, অনন্তরাম, রামরাম র'ন।

গাং হরিরাম-পুত্র রত্নেশ্বর বংশ।

রত্নেশ্বর বংশধর তিনজন হয়,
রামেশ্বর, রাধাকান্ত, শ্রীরাম তনয়।

গাং হরিরাম-পুত্র রমাকান্ত বংশ।

রমাকান্ত-সুত অষ্ট হয় ঘনশ্যাম,
কৃষ্ণচন্দ্র, সুধারাম, আর রূপরাম,
সীতারাম, কাশীরাম বিনোদ, উদয়,
রমাকান্ত গাঙ্গুলীর হয়েন তনয়।

গাং হরি পুত্র রামজীবন বংশ।

রামজীবনের-পুত্র হয় পাঁচজন,
সদানন্দ আর রামপ্রসাদ, সুজন।
গোবিন্দপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ নন্দন,
বংশধর বটে শিবপ্রসাদ সুজন।

গাং হরি-পুত্র রঘুনন্দন বংশ।

রঘুনন্দনের-সুত জগন্নাথ বড়,
রাজবল্লভের জন্ম হয় অতঃপর।

গাং হরিরাম-পুত্র সন্তোষ বংশ।

সন্তোষের-সুত নন্দদুলাল সুজন,
কালাচাঁদ, রামরাম, বৈদ্যনাথ হন;
আনন্দীরামের পরে উদয়নারায়ণ,
আরও বিনোদরাম, সৃষ্টিধর হন।

গাং হরিরাম পুত্র আত্মারাম-সুত

শ্যামসুন্দর বংশ।

শ্যাম-সুত ছয়জন, রামজয় বড়,
রামকিশোরের পর শিবচন্দ্র আর;

কুমার গোকুল, কালীশঙ্কর, ভবানী,
কালীর প্রসিদ্ধ নাম নরসিংহ জানি।
১। রামজয় বংশধর হরচন্দ্র হন,
মাধব, তপস্যারাম, গঙ্গাগতি র'ন;
রত্নচাঁদ, তারাচাঁদ ও পদ্মলোচন,
কৃষ্ণচন্দ্র, রামরত্ন, গৌরকিশোর হন।
মাধব তনয় যাদু একজন হয়,
মহাবিজ্ঞ গুরুপদ তাহার তনয়।
তপস্যারামের সুত হয় চারিজন,
শ্রীনাথ ও দীননাথ, আধু, নাধু র'ন।
শ্রীনাথের, শরচ্চন্দ্র, কেদার নন্দন।
কৃষ্ণকিশোরের-সুত শ্রীনাথ সুজন
তাহার অনুজ প্যারীমোহন প্রবীণ।
বৈকুণ্ঠ, শ্রীনাথ-সুত গিরিশ, বিপিন।
প্যারীমোহনের-সুত রসিক প্রবর।
রামরত্ন-সুত কৃষ্ণচন্দ্র ও ঈশ্বর।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত মধু, গিরিশ, গণেশ,
বসতি বন্দরখোলা ইহাদের দেশ।
তারাচাঁদ—বংশধর জগন্নাথ হয়,
জগন্নাথ হ'তে হ'ল রজনী তনয়,
তাহার অনুজ কালী, রামচন্দ্র ছিল;
রামচন্দ্র—সুত চারি জনম লভিল,—
বিনোদ, বিহারীলাল, শ্রীহরিমোহন,
অনুজ গিরিশচন্দ্র অতঃপর হন।

বিহারীলালের-পুত্র দুই জন হয়—
বিরাজ, হেরম্বলাল কনিষ্ঠ তনয়।
বিহারী, বিপিন, কালীকুমার-তনয়।
রজনীকান্তের-সুত ছয় জন হয়—
নরেন্দ্র, প্রমথনাথ রমেশ, মণীন্দ্র,
মন্মথনাথের পরে জনমে বীরেন্দ্র।
পদ্মলোচনের-পুত্র রাজীবলোচন,
কালীপ্রসন্নের পর ভগবান হন।
রাজীবের হয় শ্যামাচরণ তনয়,
তাহাদের বাসস্থান সুলগ্রামে হয়।
কালীপ্রসন্নের হয় বৈকুণ্ঠ নন্দন,
ইছাপুরা গ্রামে তার বাসের ভবন।
হরচন্দ্র-বংশধর জগবন্ধু হন।
গৌরকিশোরের-সুত ভগবান রায়,
ভগবানচন্দ্র-সুত মহেশ অনুজ,
কুমার আনন্দচন্দ্র হয় তদগ্রজ।
গঙ্গাগতি-বংশধর রামতনু রয়
দ্বিতীয় তনয় গুরুচরণ জন্ময়।
রামতনু—বংশধর দুই জন হয়,
দুর্গাচরণের পর তারক তনয়।
গুরুচরণের—সুত দুই জন হয়।
হরনাথ ও শ্রীনাথ-সহোদর দ্বয়।
দুর্গাচরণের-পুত্র সাত বলি গণি,
জলধর, হরিহর, আর গুণমণি,

চন্দ্রশেখরের পর নটবর হয়,
হরেন্দ্রের পরে চিন্তাহরণ তনয়।
জলধর-বংশধর মথুরা, নবীন,
তারকচন্দ্রের-সুত বিহারী বিপিন।

গাং হরি-পুত্র আত্মারাম সুত
শ্যাম-অপত্য গোকুল বংশ।

২। গোকুল-তনয় সাত—ধর্ম্মনারায়ণ,
পীতাম্বর, তারাচাঁদ, গুরুদাস হন,
ভৈরবচন্দ্র ও কালীচরণ, ঈশ্বর।
ধর্ম্মনারায়ণ-সুত চারি বংশধর,—
সহোদর হর, কালীপ্রসাদ দুজন,
নবকুমার ও কালীচরণ নন্দন।
কালীপ্রসাদের-সুত প্রসন্নকুমার,
পাড়গাঁও বাসস্থান বিদিত সবার।
গুরুদাস-সুত হয় রাধা, কালী নাম,
অনুজ গিরিশচন্দ্র জপসায় ধাম।
গিরিশচন্দ্রের-সুত আশুতোষ হয়।
রাধাকিশোরের-সুত দুটী জন্মলয়—
গঙ্গাচরণের পর তারিণীচরণ,
মহিসার বাসস্থান জ্ঞাত সবজন।

গাং হরি-পুত্র আত্মারাম-সুত
শ্যাম-অপত্য শিবচন্দ্র বংশ।

৩। শিবচন্দ্র বংশধর হয় দুইজন,
উমাশঙ্কর ও বংশীবদন নন্দন।

বংশীর তনয়—এক ছিলেন মোহন,
বিবাহ রসূলপুর কুলভঙ্গ হন।
মোহনচন্দ্রের-সুত হয় ছয়জন,
বৈদ্যনাথ হরিদাস, কানাই সুজন,
উপেন্দ্র, যোগেন্দ্র আর ক্ষীরেন্দ্র তনয়।
কানাইর-সুত ভোলা কলিকাতা রয়।

গাং হরি-পুত্র আত্মারাম-সুত
শ্যাম—অপত্য কালীশঙ্কর বংশ।

৪। কালীশঙ্করের—সুত কৃষ্ণকান্ত হন,
গোপীকান্ত, গৌরীকান্ত আর যে মদন,
নিত্যানন্দ, জগবন্ধু ছয় বংশধর।
কৃষ্ণকান্ত—সুত হয় গিরিজাশঙ্কর,
মোহিনীমোহন আর রমেশ ত্রিপুরারি,
নবকুমারের পর জগতেরে গণি।
নবকুমারের-সুত হয় দুইজন,
কালীকুমারের পর শশী জন্ম লন।
গিরিজাশঙ্কর—সুত হয় পাঁচজন,
কালীপ্রসন্নের পর রজনী সুজন,
আর তারা, দুর্গা, হরি প্রসন্ন নন্দন।
গোপীকান্ত-বংশধর হয় চারিজন,—
ঈশ্বরচন্দ্রের পর হারাণ, অভয়,
কুমার গোবিন্দচন্দ্র অতঃপর হয়।
নিত্যানন্দ বংশধর শরৎ, নবীন,
শরৎচন্দ্রের আট তনয় প্রবীণ।

সারদা, বরদা, দুর্গা, হর, রাম, শ্যাম।
যোগেশ ও হেমচন্দ্র ইছাপুরা ধাম।
সারদাপ্রসাদ-সুত হয় দুইজন,
শিবপ্রসাদের পর শ্রীনীলরতন।
ঈশ্বরচন্দ্রের-সুত ছনু নাম ধরে,
নগর মালকদিয়া সবে বসে বাস।
জগবন্ধু—সুত বটে প্রসন্ন অগ্রজ,
অনাথবন্ধু ও রাজকুমার অনুজ।

গাং আত্মারাম-পুত্র অনন্ত বংশ।

অনন্তরামের পুত্র একাদশ জন,
গোবিন্দ, ঠাকুরদাস, কীর্ত্তিনারায়ণ,
রাজারাম, পরে রামসুন্দর নন্দন,
সদাশিব, আর দেবীপ্রসাদ সুজন।
নিত্যানন্দ, পরে গৌরসুন্দর হইল,
প্রাণকৃষ্ণ, পরে চন্দ্রশেখর জন্মিল।
সদাশিব-সুত বিশ রামরত্ন বড়,
রামচন্দ্র, কাশীনাথ, আর গঙ্গাধর,
তারিণীশঙ্কর, রামমোহন, ভবানী,
হরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, কালাচাঁদ গণি,
রাজেন্দ্রমোহন রামকুমার নন্দন,
ঈশ্বর, ব্রজেন্দ্র, রামলোচন সুজন,
কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণকান্ত ও গোপীমোহন,
প্রসাদের পরে কৃষ্ণমোহন নন্দন।

গাং অনন্ত পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ বংশ।

কীর্ত্তির তনয় সাত অগ্রে মনোহর,
রামশঙ্কর ও রামকিঙ্কর উত্তর,
কালীশঙ্কর ও রামদয়াল অনুজ,
রামরত্ন, গুরুদাস তাঁহার অগ্রজ।
রামকিঙ্করের সুত অভয়চরণ;
অভয়চরণ-পুত্র অম্বিকাচরণ।
অম্বিকাচরণ-সুত হয় রামধন;
গাড়ুরিয়া গ্রামে হয় বাসের ভবন।

গাং সদাশিব-পুত্র কৃষ্ণকান্ত বংশ।

কৃষ্ণকান্ত-সুত যদু, ত্রিপুরাচরণ,
হালিসহরেতে হয় বাসের ভবন।

গাং কীর্ত্তি-সুত মনোহর বংশ।

মনোহর-বংশধর নবকৃষ্ণ ছিল,
অনুজ হৃদয়কৃষ্ণ পরে জনমিল।
নবকৃষ্ণ সুত হয় কাশীনাথ বড়,
তদনুজ বিশ্বনাথ হয় অতঃপর।

গাং কীর্ত্তি-সুত রত্নকৃষ্ণ বংশ।

[illegible]-সুত [illegible]কা অগ্রজ,
অতঃপর হয় কালীকিঙ্কর অনুজ।
কালীকিঙ্কর-সুত কৃষ্ণনারায়ণ,
[illegible] ও গঙ্গানারায়ণ,

চতুর্থ পুত্রের নাম গুরুদাস হয়,
তৎসুত কৃষ্ণানন্দ বেচারাম রয়।

গাং সদাশিব-সুত রামকৃষ্ণ বংশ।

রামকৃষ্ণ-বংশধর হয় দশজন,
কালীকান্ত, যদুনাথ, গোপাল সুজন,
গোবিন্দ, প্রসন্ন, হরিমোহন তনয়,
কুমার তারাকালী অতঃপর হয়।
কালীচরণ ও মধুসূদন কুমার,
রাজেন্দ্র অনুজ হয় বিদিত সবার।
হরিমোহনের সুত শ্রীকুমার হন;
গোপালের বংশধর হয় নারায়ণ।
নারায়ণ-পুত্র হয় নাম রামধন,
হাবড়া জিলায় বালি বাসের ভবন।
সারদা, গণেশ হয় যদুর তনয়,
তাহাদের বাসস্থান দিগুনগর হয়।

গাং অনন্ত-সুত গোবিন্দ বংশ।

গোবিন্দপ্রসাদ-সুত হয় নয়জন,
রামগতি, বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ হন,
কৃষ্ণচন্দ্র, শম্ভুনাথ, যুগলকিশোর,
গোপাল, সাতু ও কৃষ্ণপ্রসাদ সোদর;
বৈদ্যনাথ-সুত গুরুচরণ অনুজ,
চন্দ্রনাথ সহোদর তাহার অগ্রজ।

শম্ভুনাথ-বংশধর হয় পাঁচজন,
বঙ্গচন্দ্র, কৃষ্ণ, চণ্ডীচরণ নন্দন,
তনয় কেবলকৃষ্ণ সবার অগ্রজ,
অতঃপর হয় দুর্গাচরণ অনুজ।
কাশীনাথ-বংশধর রামচাঁদ হয়,
পরীক্ষিত, চন্দ্রকান্ত তাহার তনয়।
নসিংহ, আনন্দচন্দ্র, প্রসন্নকুমার,
হয় পাঁচ সহোদর বিদিত সবার।
চন্দ্রকান্ত হ'তে শ্যামাচরণ নন্দন,
অনুজ কালীচরণ মাগ্রীসার র'ন।
রামগতি-সুত হয় তারাচাঁদ বড়,
তদনুজ গুরুদাস হয় অতঃপর।
গুরুদাস-সুত হয় অম্বিকাচরণ,
অম্বিকাচরণ হ'তে শৈলজা নন্দন।
কেবলের সুত কালী; তৎপুত্র দুজন,—
দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র সুত ইছাপুরা র'ন।
কৃষ্ণপ্রসাদের উমাচরণ নন্দন;
তাহার তনয় হয় বসন্ত সুজন।
বসন্তকুমার-সুত অবনীরঞ্জন,
তদনুজ হরলাল অতঃপর হন।

গাং অনন্ত—সুত ঠাকুরদাস বংশ।

ঠাকুরদাসের সুত হয় ছয়জন—
বলরাম আর চণ্ডীচরণ নন্দন,

রামচন্দ্র—জন্ম গোপীমোহনের হয়,
পরে রামময়, কৃষ্ণকুমার তনয়।

গাং অনন্ত—সুত চন্দ্রশেখর বংশ।

চন্দ্রশেখরের পুত্র হন তিনজন,
শ্যামাচরণের পর গঙ্গানারায়ণ,
তৃতীয় তনয় নাম ভগবতী হয়,
পরিবার সহ তারা বাগবাজার রয়।

গাং অনন্ত—পুত্র রাজারাম বংশ।

রাজারাম-বংশধর হয় একজন,
রামজগন্নাথ নামে পরিচিত হন।
রামজগন্নাথ-পুত্র লক্ষ্মীকান্ত হয়,
লক্ষ্মীকান্ত হ'তে রাজকিশোর তনয়।
রাজকিশোরের সুত হয় চারিজন,
গোপালের অগ্রে দুর্গাচরণ নন্দন,
তারিণীচরণ হন সকল অগ্রজ,
হেমন্তকুমার হন সবার অনুজ।
তারিণীচরণ-সুত হয় তিনজন,
মহেন্দ্র, সতীশ, কুঞ্জবিহারী নন্দন।
গোপাল-অপত্য তিন—শ্রীমনোরঞ্জন,
সত্যচরণের পর খোকাই নন্দন।
হেমন্তকুমার-সুত প্রফুল্ল অগ্রজ,
অতঃপর নরসিংহ হয় তদনুজ।
দুর্গাচরণের সুত ললিতমোহন
শশী, চিন্তা নিমচাঁদ মাত্র সার ধন।

গাং আত্মারাম-সুত ঘনশ্যাম বংশ।

ঘনশ্যাম-বংশধর হয় ছয়জন
শোভারাম, সুধারাম, সূর্য্যনারায়ণ,
রামশঙ্করের পরে রামহরি হয়,
অতঃপর রামগঙ্গা পরে ভক্ত লয়।
রামশঙ্করের পুত্র হয় পাঁচজন,
রামরত্ন, রামজয়, দুর্গারাম হন,
অতঃপর নিধিরাম জনম লভয়,
তদনুজ হয় রামলোচন তনয়।
শোভারাম বংশধর রামমণি হয়,
অন্য নাম সবে পদ্মলোচন বলয়।
তৎসুত হয় রামকুমার সুজন,
অপর গোবিন্দ কালীশঙ্কর নন্দন।
রামকুমারের সুত হয় তিনজন,
বৃন্দাবন, ভগবতী, মদনমোহন।
বৃন্দাবন বংশধর হয় চারিজন,
শশী, নব, ইন্দ্র আর অশ্বিনী নন্দন।
শশিকুমারের দেবীপ্রসাদ তনয়।
মদনমোহন-সুত তিনজন হয়,
আশুতোষ, জনার্দ্দন, ললিত অনুজ।
ভগবতী-সুত জ্যোতি, সুরেন্দ্র অগ্রজ।
গোবিন্দের হয় রামরঞ্জন সন্তান
এদের নথুল্লাবাদ হয় বাসস্থান।

কালীশঙ্করের সুত রসিক, অমৃত ;
বস'তি শিকারপুরে সবাকার জ্ঞাত।

হরিরাম-পুত্র আত্মারাম-সুত

রাজারাম বংশ।

রাজারাম বংশধর রামরুদ্র হয়,
রামচাঁদ পরে রাধাবল্লভ তনয়,
মৃত্যুঞ্জয় আর রবিলোচন নন্দন,
রামদাস আদি করে জনম গ্রহণ।
রাধাবল্লভের সুত দুইজন হয়,
লোকনাথ রাজচন্দ্র সহোদর দ্বয়,
লোকনাথ-সুত তিন শিব ও গোলোক,
বিরূপাক্ষ পুত্র রাখি হয় পরলোক।
বিরূপাক্ষ সুত হয় বসন্ত, অক্ষয়।
অক্ষয়ের সুত সীতা বোকাইল রয়।
রামরুদ্র বংশধর হরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর গৌরচন্দ্র তাহার কনিষ্ঠ।
হরচন্দ্র সুত হয় কালীকান্ত বড়,
অতঃপর পরীক্ষিত, মহেশ উত্তর।
কালীকান্ত-বংশধর ব্রজবাসী ছিল,
অতঃপর দীনবন্ধু, রজনী জন্মিল।
শ্যামাচরণের পর কেদার সুজন,
দীনবন্ধু হ'তে হ'ল শরৎ নন্দন।
শরৎচন্দ্রের সুত জন্মিল অক্ষয়।
গৌরচন্দ্র বংশধর সাতজন হয়,

শম্ভুনাথ, ভগবতী, মথুরা, অভয়,
ঈশান, দ্বারিকা, কৃষ্ণমোহন তনয়।
দ্বারিকার বংশধর হয় পাঁচজন,
চিন্তাহরণের পরে হরেন্দ্র নন্দন,
আশুতোষ, মতিলাল, আর অবিনাশ।
অভয়াচরণ-সুত অগ্রজ কৈলাস,
তাহার অনুজ শ্যামাচরণ নন্দন।
ভগবতী-বংশধর বৈকুণ্ঠ সুজন।
মৃত্যুঞ্জয়-বংশধর দুইজন হয়,
রামনিধি, কালাচাঁদ সহোদর দ্বয়।
রামনিধি-সুত হয় আনন্দমোহন,
শ্রীনাথ, আনন্দ-সুত চন্দ্রকান্ত হন।
মদন, মহিমাচন্দ্র—বংশধর হল,
মহিমার সুত হরি, রসিক, অকুল।
হরিমোহনের সুত নিশিকান্ত হয়,
বিপিন, শ্রীনাথ-সুত ইচ্ছাপুরা রয়।
কালাচাঁদ-সুত হয় অভয়াচরণ,
তারিণী, পার্ব্বতী গুরুচরণ নন্দন।
অভয়চরণ-সুত হয় দুইজন,
রামমোহন ও হরমোহন সুজন,
রামমোহনের পুত্র যদুনাথ হন,
হরমোহনের হয় রজনী তনয়।

গাং রাজারাম-সুত রামচাঁদ বংশ।

রামচাঁদ-বংশধর হয় রামধন,
ফকিরচাঁদের পরে গঙ্গানারায়ণ,
অতঃপর সোনারাম কনিষ্ঠ নন্দন।
ফকিরচাঁদের সুত হয় পাঁচ জন,
চন্দ্রকুমার ও কালীকুমার সুজন,
দ্বারিকা, শ্রীনাথ, আর বৈকুণ্ঠ নন্দন।
গঙ্গানারায়ণ-সুত অৰ্দ্ধচন্দ্র হন,
কনিষ্ঠ প্রসন্নচন্দ্র হালিসহর র'ন।
রামধন-বংশধর অগ্রজ জীবন,
অনুজ উমেশচন্দ্র সহোদর হন।
উমেশচন্দ্রের সুত তিনকড়ি নাম,
ইহাদের বাসস্থান নকিপুর গ্রাম।
সোনারাম—বংশধর রামকান্ত হন,
তাহার তনয় গোপীমোহন সুজন।
গোপীমোহনের সুত মহিম, গিরিশ,
গিরিশচন্দ্রের সুত জন্মিল সতীশ।
মহিমাচন্দ্রের সুত অশ্বিনীকুমার,
বসতি বঙ্গরাগ্রাম জ্ঞাত সবাকার।

রাজারাম-সুত রামদাস বংশ

রামদাস-বংশধর হয় সাত জন,
প্রাণনাথ, হরচন্দ্র, গোবর্দ্ধন,

নীলমাধবের পরে রামতনু হয়,
চন্দ্রমাধবের পরে গোলোক জন্মায়।
নীলমাধবের সুত ভৈরব অগ্রজ,
আলোকচন্দ্র ও ব্রজকিশোর অনুজ।
ভৈরব-তনয় চারি বৃন্দাবন বড়,
রসিক, প্রসন্ন, চন্দ্রকুমার উত্তর।
বৃন্দাবন-সুত কুঞ্জ; চন্দ্রের-অঙ্গর,
হারাণ, সুদন, ধনু আছে রঙ্গপুর।
আলোকচন্দ্রের সুত দুইজন হয়,
পূর্ণচন্দ্র, তদনুজ গিরিশ তনয়।
গিরিশচন্দ্রের সুত কামিনী অগ্রজ,
অতঃপর মতিলাল তাহার অনুজ।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর মুকুন্দ, হারাণ,
তাদের উজিরপুর হয় বাসস্থান।
ব্রজকিশোরের সুত হয় তিনজন,
রাজকুমার ও গঙ্গাচরণ নন্দন,
অগ্রজ বৈকুণ্ঠচন্দ্র বংশধর হয়,
পরিবার সহ তারা কীর্ত্তিপাশা রয়।

গাং হরিরাম পুত্র রত্নেশ্বর বংশ।

রত্নেশ্বর-বংশধর হয় তিন জন,
রাধাকান্ত, রামেশ্বর, শ্রীরাম নন্দন।
শ্রীরামের বংশধর হয় রামধন।
রামধন-সুত তিন—কীর্ত্তিনারায়ণ,

তাহার তিলকচন্দ্র হয়েন অগ্রজ,
অতঃপর হয় ব্রজকিশোর অনুজ।
কীর্ত্তিনারায়ণ হ'তে হয় শম্ভুচন্দ্র,
কৃষ্ণকিঙ্করের পর জন্মে জগচ্চন্দ্র।
শম্ভু-সুত রামচাঁদ, তারিণীচরণ,
অতঃপর হয় উমাশঙ্কর নন্দন।
উমাশঙ্করের গৌরমোহন তনয়,
তদনুজ বটে গোপীমোহন জন্মায়।
গৌরমোহনের-সুত হয় চারিজন,
কৃষ্ণনাথ, নিশিকান্ত চন্দ্রকান্ত হন,
পরেতে রজনীনাথ চতুর্থ তনয়,
ইহাদের বাসস্থান আ. ডুয়ল হয়।
রামচাঁদ হ'তে গুরুচরণ নন্দন।
গুরুচরণের-সুত শ্রীকালীমোহন।
কৃষ্ণনাথ সুত হয় গঙ্গানারায়ণ,
অপর ঈশানচন্দ্র, মহেশ নন্দন।
ঈশানের সুত কালী, বিশ্বেশ্বর বড়,
গঙ্গানারায়ণ-সুত যুগলকিশোর।
জগতের সুত চারি জয়চন্দ্র বড়,
আনন্দ, ঈশান, হরিমোহন উত্তর।
তিলক, আনন্দ-সুত করালি বসতি,
ব্রজকিশোরের সুত হয় রামনিধি।
জয়চন্দ্র বংশধর শ্রীশচন্দ্র হন,
ঈশানের সুত হয় শরৎ, মদন।

শরৎচন্দ্রের সুত হয় একজন,
কুমার শৈলেন্দ্রনাথ নামে জন্ম লন।
কৃষ্ণকিঙ্করের সুত হয় সাত জন,
মহেশ ঈশানচন্দ্র, হরচন্দ্র হন,
আনন্দের পরে রামকুমার জন্মিল,
অনুজ ঈশ্বরচন্দ্র অতঃপর হ'ল।
রসিক, ঈশান-সুত বিশ্বেশ্বর, কালী,
গোবিন্দ, ঈশ্বর-সুত বাস তন্ত্র বালি।

গাং রামধন-সুত তিলকবংশ।

তিলকচন্দ্রের-সুত হয় আট জন,
বৈদ্যনাথ, কাশীনাথ, শ্রীনাথ নন্দন
তার গুরু, কালী, দুর্গা "প্রসাদ" মিলিল,
গোলোকের পর নবকিশোর জন্মিল।
বৈদ্যনাথ—বংশধর হয় পাঁচ জন,
প্যারীমোহনের পরে অভয়চরণ।
কৈলাস, তারিণী, দুর্গাকুমার, তনয়,
দুর্গা, প্যারী সহোদর রমৎপুর রয়।
প্যারীমোহনের সুত তিন-জন হয়,
কুমুদ, জ্যোতীন্দ্র, শশিভূষণ তনয়।
শশিভূষণের সুত হয় চারিজন,
বিনোদ, দেবেন্দ্র, হেম, মতিলাল হন।
হেমের পরেশনাথ জন্মিল কুমার।
বিনোদ-তনয় খোকা বিদিত সবার।

জ্যোতীন্দ্র—তনয় চারি রমেশ অগ্রজ,
বীরেন্দ্র, রুক্মিণী, পরে বুধাই অনুজ।
দুর্গাকুমারের সুত হয় চারিজন,
নারায়ণ, লালু পরে অনঙ্গমোহন।
তারিণীচরণ-সুত রসিক, মোহন।
রমণী, রসিক-সুত রঙ্গপুর বাস।
কৈলাসনাথের সুত রজনী অগ্রজ,
কুমার আনন্দলাল তাহার অনুজ।
রজনীর আশুতোষ তনয় প্রকাশ,
রঙ্গশ্রী গ্রামেতে হয় বর্ত্তমান বাস।
বিহারী, আনন্দ-সুত পরে অবিনাশ,
গোপাল লালমোহনের পাংশায় বাস।
অভয়চরণ-সুত নগেন্দ্র, রজনী,
বন্দর খোলায় বাসস্থান ব'লে জানি।
গুরুপ্রসাদের হয় অনাথ তনয়,
বাণীকান্ত, চন্দ্রকান্ত পূর্ণ শশী হয়।
অনাথবন্ধুর সুত বিজয়, উকর।
বাণীকান্ত সুত পাঁচু রসিক, যাদব।
চন্দ্র-সুত নিশিকান্ত হলেন অগ্রজ,
কুমার অখিলচন্দ্র তাহার অনুজ।
নন্দকিশোরের-সুত আশু, মতিলাল।
আশুতোষ—সুত হয় নাম কুঞ্জলাল।
মতিলাল বংশধর হয় সাতজন,
মনোরঞ্জনের পর নীরদমোহন,

গোবিন্দ, মোহনলাল মতি, নন্দ নাম,
অনুজ ক্ষীরোদলাল থালিয়ায় ধাম।
গোলোকচন্দ্রের সুত হয় সাতজন,
তারক, রজনী, নীলু, নিশিকান্ত হন,
বরদা, বিলাসচন্দ্র, হারাণ নন্দন।
নীলকান্ত-সুত শ্যামাচরণ সুজন।
রজনীকান্তের হয় রমণী নন্দন।
নিশিকান্ত-সুত হয় যামিনী সুজন।
শ্রীনাথ-তনয় হয় গোচন্দ্র জ্যেষ্ঠ,
অবরজ নিমচাঁদ তাহার কনিষ্ঠ।
দুর্গাপ্রসাদের সুত মাধব অগ্রজ,
অপর ঈশানচন্দ্র তাহার অনুজ।
কালীনাথ গাঙ্গুলীর মথুরা সন্তান,
কুকুটিয়া তাহাদের হয় বাসস্থান।

গাং রত্নেশ্বর-সুত রাধাকান্ত বংশ।

রাধাকান্ত বংশধর হয় তিন জন,
রামমাণিক্য ও রামসুন্দর নন্দন,
তৃতীয় তনয় কালীশঙ্কর সুজন,
রামমাণিক্যের সুত হয় পাঁচ জন—
রাজচন্দ্র, ভোলানাথ, গোপাল সুজন,
নন্দকুমার ও কৃষ্ণপ্রসাদ নন্দন।
রাজচন্দ্র—বংশধর হয় তিন জন,
কেবল ও কালাচাঁদ, জয়নারায়ণ।

কেবলরামের সুত অনাথ, পার্ব্বতী,
উমা, চণ্ডী, রসিক ও হয় ভগবতী।
কালচাঁদ হতে রাধাচরণ কুমার;
তৎসুত বামেশ্বর অনুজ কেদার,
সর্ব্বশেষ বুড়পুত্র কনিষ্ঠ সন্তান,
রঙ্গপুর তাহাদের হয় বাসস্থান।
জয়নারায়ণে নীলকমল নন্দন,
নীলকমলের সুত রসিক সুজন।
রসিকচন্দ্রের সুত ক্ষীরোদমোহন,
ইচ্ছাপুরা গ্রামে হয় বাসের ভবন।
নন্দকুমারের হয় ঈশ্বর নন্দন।
দোহার গ্রামেতে হয় বাসের ভবন।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত শ্রীনাথ অগ্রজ,
অতঃপর সহোদর কামিনী অনুজ;
কামিনী-তনয় হয় সুরেন্দ্র কুমার,
অতঃপর ভগবতী জাত সবাকার।
গোপাল অপত্য তিন—চন্দ্রনাথ রন,
কালীনাথ, প্রাণনাথ তৎপর হ'ন।
প্রাণনাথ বংশধর দুই জন হয়,
তারক, কৈলাসচন্দ্র বৈমাত্রেয় দ্বয়।
কৈলাসচন্দ্রের সুত তরণী সুজন,
তরণীকান্তের হয় নলিনী নন্দন।
আত্মীয় স্বজন আর সহ পরিজন,
নলচিরা গ্রামে কাল করেন যাপন।

তারকচন্দ্রের সুত অশ্বিনী, গগন।
গগনচন্দ্রের সুত হয় ছয় জন—
হরলাল, পঞ্চানন, কার্ত্তিক, মাখন,
শিবলাল, কোটীশ্বর বাগধায় র'ন।
অনাথবন্ধুর সুত হয় একজন,
তাহার প্রসিদ্ধ নাম শ্রীচিন্তাহরণ।
পার্ব্বতীচরণ-সুত জয়চন্দ্র বড়,
প্যারী, লালমোহন, নন্দ, হয় অতঃপর।
জয়চন্দ্র-বংশধর হয় হৃষিকেশ,
যোগেশ, উমেশচন্দ্র, পরেশ, সুরেশ।
উমেশচন্দ্রের সুত প্রফুল্লকুমার,
বসতি মালকদিয়া বিদিত সবার।
চণ্ডীচরণের সুত হয় সাতজন,
অম্বিকাচরণ, দুর্গাপ্রসন্ন নন্দন,
রাসবিহারীর পরে মহিমা সুজন,
নীরদ, বিহারী আর পূর্ণচন্দ্র হন।
দুর্গাপ্রসন্নের সুত হয় তিন জন,
উপেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র পরে নগেন্দ্র নন্দন।
প্রসিদ্ধ কলসকাঠী গ্রামেতে এখন,
পিতৃ মাতামহ ধামে করেন যাপন।
ভগবতী-বংশধর ললিত, বসন্ত,
প্রসন্ন অগ্রজ চন্দ্রকুমার প্রশান্ত।
রামসুন্দরের সুত হয় সাতজন,
সূর্য্যনারায়ণ, জগ, ভগবান হন,

রাজচন্দ্র, হরচন্দ্র, তারাচাঁদ হন,
উত্তর স্বরূপচন্দ্র অতঃপর রন।
হরচন্দ্র বংশধর হয় ছয়জন,
গিরিশ, গোবিন্দচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত হন,
উমেশচন্দ্রের পরে প্রসন্ন তনয়,
অতঃপর বাণীকান্ত সর্বানুজ হয়।
কালীশঙ্করের সুত জগবন্ধু হয়,
অনুজ রাজকুমার মাজিকান্দা রয়।

৫।০ রত্নেশ্বর সুত রামেশ্বর বংশ।

রামেশ্বর পুত্র বটে হয় চারি জন,
রামকান্ত কালিদাস, দ্বিতীয় নন্দন,
গঙ্গাপ্রসাদের পর জানকীবল্লভ।
গঙ্গাপ্রসাদের দুই সুতের উদ্ভব—
জগন্নাথ অতঃপর ভোলানাথ হন,
জগন্নাথ-বংশধর হয় পাঁচজন,—
ব্রজনাথ, বংশীধর, কানাই নন্দন,
লোকনাথ ও ভৈরব বংশধর হন।
রামকানাইর পুত্র চণ্ডী ও নবীন,
ভোলানাথ সুত রামতনু যে প্রবীণ।
রামতনু হ'তে হল অনাথ নন্দন।
অনাথবন্ধুর সুত হয় ছয়জন—
পূর্ণচন্দ্র সীতানাথ, আনন্দমোহন,
ভুবনেশ্বরের পরে অক্ষয় সুজন,

তাহার অনুজ হয় রাজেন্দ্র তনয়,
কামিনী, অক্ষয়-সুত রসপুর রয়।
জানকীবল্লভ-সুত রামশঙ্কর হয়,
তৎসুত রামচন্দ্র তথা জন্ম লয়।
রামচন্দ্র-বংশধর শিবচন্দ্র নাম,
শিব-সুত পূর্ণচন্দ্র, শ্যাম গুণধাম।
পূর্ণচন্দ্র সুত সতীপ্রসন্ন, কামিনী,
পাংশা গ্রাম বাসস্থান হয় ব'লে জানি।
রামকান্ত-বংশধর চণ্ডচূড় হন,
তাহার তনয় গৌরমোহন সুজন।
তৎসুত হয় হরিমোহন, অক্ষয়,
ইহাদের বাসস্থল ইছাপুরা রয়।

গাং হরিরাম-পুত্র রমাকান্ত বংশ।

রমাকান্ত-বংশধর হয় আটজন,
সুধারাম, ঘনশ্যাম, রূপরাম হ'ন,
কাশীরাম, সীতারাম, কৃষ্ণচন্দ্র ছিল,
উদয়চাঁদের পরে বিনোদ জন্মিল।
সুধারাম-বংশধর হয় পাঁচজন,
রামগোপাল ও রামমোহন নন্দন,
অনুজ কেবলরাম, রামনিধি আর,
তাহার কনিষ্ঠ জয়গোপাল কুমার।
ঘনশ্যাম-বংশধর রামানন্দ হয়,
অনুজ রুক্মিণীকান্ত, জনম লভয়।

রামানন্দ-বংশধর হয় পাঁচজন,
বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, অভয়চরণ,
গৌরসুন্দর ও রামকিশোর নন্দন,
উত্তর কমলাকান্ত বংশধর হন।
বৃন্দাবন-বংশধর হয় পাঁচজন,
আনন্দ, ভারতচন্দ্র, গোপাল সুজন,
অতঃপর চন্দ্রনাথ, জানকী নন্দন।
রামকিশোরের পুত্র হয় অষ্টজন—
ভগবান, কাশী, কালীকিশোর নন্দন,
হরিমোহন ও প্যারীমোহন সুজন,
আনন্দচন্দ্র ও রামমোহন কুমার,
উত্তর ফকিরচাঁদ জ্যেষ্ঠ সবাকার।
গৌরসুন্দরের পুত্র হয় একজন,
তার নাম হয় কালীকুমার সুজন।
রূপরাম-বংশধর হয় সাতজন,
রামজয়, মনোহর ও রামলোচন,
যুগল, হৃদয়রাম ও রামমোহন,
উত্তর ফকিরচাঁদ জনমে নন্দন।
রামলোচনের পুত্র হয় সাতজন,
বিশ্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বর, পরাণ, জীবন,
জগবন্ধু, রামচাঁদ অতঃপর হয়,
অনুজ কমলাকান্ত জনম লভয়।
বিশ্বেশ্বর-বংশধর ছয়জন হ'ল,
আশুচন্দ্র, অনুকূল, অতুল, অমল,

অবিনাশ, অবতারচন্দ্র পরে হন,
বড় বাজারেতে হয় বাসের ভবন।
কমলাকান্তের পুত্র বটে একজন,
তার নাম হয় গুরুচরণ সুজন।
রামজয়-বংশধর রমেন্দ্র তনয়,
তাহার অনুজ চণ্ডীচরণ তনয়।
রামেন্দ্র হইতে রামসুন্দর জন্মায়।
রামসুন্দরের হয় কৈলাস তনয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র একজন রয়,
তাহার গিরিশচন্দ্র নাম বটে হয়।
যুগলের বংশধর হয় নয় জন,
কালাচাঁদ, পূর্ণচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র হন,
ফটীক, ভৈরবচন্দ্র, জগতমোহন,
কৃষ্ণ, দুর্গা আর রামকুমার নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হয় পাঁচজন,
অবিনাশচন্দ্র সর্ব্ব অগ্রজ নন্দন,
যদুনাথ, গুরুনাথ তমোনাশ হন,
অতঃপর হয় চন্দ্রকিশোর সুজন।
জগৎচন্দ্রের পুত্র মথুরামোহন।
রামকুমারের শশী অক্ষয় নন্দন।
কালাচাঁদ-বংশধর নিশিকান্ত হয়।
ফটিকচন্দ্রের চন্দ্রকান্ত সুত রয়।
জগৎমোহন-পুত্র শ্রীহরিমোহন,
অনুজ মহেশচন্দ্র বটে বিচক্ষণ।

হরিমোহনের পুত্র অম্বিকা, অক্ষয়,
ইহাদের বাসস্থান কলিকাতা হয়।
হৃদয়রামের পুত্র গঙ্গাগতি হন,
কাশী, মধু, ভগবান, ঈশ্বর নন্দন।
ভগবান-বংশধর ছনমে বিপিন;
ভ্রাতা গঙ্গাগতি হন অপত্যবিহীন।

গাং উদয়চাঁদ ও সীতারাম বংশ।

উদয়চাঁদের সুত চৌদ্দজন হয়,
জগন্নাথ, কাশীনাথ পরে রামজয়,
ঠাকুরদাস ও রামকুমার বলয়,
পরে কৃষ্ণ, কালী, রামপ্রসাদ তনয়।
দেবনাথ, রাধানাথ, কমললোচন,
পাচুরাম, হরেকৃষ্ণ, বিশ্বনাথ হন।
সীতারাম হতে হয় চারিটী সন্তান,
নীলমণি, কৃষ্ণকান্ত, দুর্লভ, পরাণ।
নীলমণি-বংশধর হয় সাত জন,
পীতাম্বর আর রামকিঙ্কর, মদন,
গোলকের পরে রামকুমার, ভুবন,
অতঃপর হয় গৌরমোহন নন্দন।
কিঙ্করের কাশীনাথ বংশধর হন
কাশীনাথ-সুত হয় অম্বিকাচরণ।
মদনের সুত হয় শ্রীনাথ সুজন;
তৎসুত রাজকৃষ্ণ, গোপীকৃষ্ণ হন।

রাজকৃষ্ণ-সুত দুই অগ্রজ যোগেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল অনুজ অতীন্দ্র।
পীতাম্বর-সুত হয় আনন্দ, ঈশ্বর,
অবিনাশ, পূর্ণচন্দ্র, চারি সহোদর।
ঈশ্বরচন্দ্রের-সুত শ্রীহরিমোহন,
উমেশচন্দ্রের পর জন্মে নিবারণ।
হরিমোহনের সুত সাতকড়ি হন।
উমেশচন্দ্রের হয় শরৎ নন্দন।
আনন্দচন্দ্রের বটে প্রবল তনয়।
অবিনাশ-সুত হরি, শিবচন্দ্র হয়,
অপর তারকচন্দ্র তিন সহোদয়।
রামকুমারের পুত্র তিন জন হয়—
হারাণ, নবীনচন্দ্র, রাজচন্দ্র হন।
হারাণচন্দ্রের পুত্র হয় পাঁচ জন—
জগবন্ধু, দীনবন্ধু, গিরীন্দ্র নন্দন,
তৎপর প্রাণকৃষ্ণ, কানাই সুজন।
জগবন্ধু-বংশধর দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র,
অতঃপর ভোলানাথ কনিষ্ঠ জ্যোতীন্দ্র।
দীনবন্ধু-বংশধর প্রসাদ গরিষ্ঠ,
রাজচন্দ্র-পুত্র হয় রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ।
প্রাণকৃষ্ণ—বংশে দুর্গাচরণ তনয়,
হরচন্দ্র, কালীনাথ, ভৈরব বলয়।
দুর্গাচরণের পুত্র প্রমথ অগ্রজ,
অতঃপর জনমিল গিরিশ অনুজ।

ভৈরবচন্দ্রের সুত অন্নদাচরণ,
তাঁহার অনুজ হয় কালাই নন্দন।
তিতুনামা কৃষ্ণ—সুত হয় দুই জন,
মাণিক, ও প্রাণকৃষ্ণ এ নামে দুজন।
রামমাণিক্যের সুত কাশীনাথ হন।
প্রাণকৃষ্ণ—সুত বংশীবদন সুজন।
ঈশানচন্দ্রের পরে হরচন্দ্র হন,
পরিবার সহ সবে কলিকাতা র'ন।
রামকুমারের সুত চারি জন হয়,
রামধন, অনুকূল, যাদব তনয়,
অতঃপর রামচন্দ্র হয়েন কনিষ্ঠ।
রামধন—বংশধর জন্মে দুই শ্রেষ্ঠ—
ক্ষেত্রনাথ তদনুজ তারিণীচরণ।
ক্ষেত্রের প্রকাশচন্দ্র, প্রবোধ নন্দন।
প্রবোধচন্দ্রের সুত নলিনীমোহন,
যাদব-তনয় হয় কেদার সুজন।
বিশ্বনাথ বংশধর হয় পাঁচ জন,
যাদবেন্দ্র তদনুজ রামনারায়ণ।
কৈলাসচন্দ্রের পরে মদনমোহন,
অতঃপর জনমিল মাধব নন্দন।
রামানন্দ-বংশধর হয় পাঁচ জন,
রামকিশোরের পরে বৃন্দাবন হন,
কমলাকান্ত ও গৌরসুন্দর তনয়,
অতঃপর তদনুজ বৈদ্যনাথ হয়।

রুক্মিণীকান্তের পুত্র পাঁচ জন হয়,
মনোহর, সহোদর হয় রামজয়,
রামলোচনের পর যুগলকিশোর,
অনুজ হৃদয়রাম হয় অতঃপর।
রামমোহনের সুত হয় চারি জন,
নব রাম, নন্দ, পরে রামনারায়ণ।
রামনারায়ণ-পুত্র হয় ষোল জন,
রামচন্দ্র, রামগতি, ভোলা, বৃন্দাবন,
নিমচাঁদ, হরনাথ, নবচন্দ্র হয়,
রামদুর্লভ ও বংশী, গোলোক তনয়,
মাধব, হৃদয়রাম, শম্ভুনাথ হন,
রামরাজা, শিবচন্দ্র, হরিশ নন্দন।
হৃদয়রামের পুত্র জয়চন্দ্র বড়,
উমাকান্ত, কালীকান্ত, গঙ্গা অতঃপর।

গাং রমাকান্ত—পুত্র সুধারাম-সুত কেবলরাম বংশ।

কেবলরামের পুত্র হয় ছয় জন,
তারাচাঁদ, সীতারাম, বাণীনাথ হন,
গঙ্গাপ্রসাদের পরে মহেশ তনয়,
পরমানন্দের জন্ম অবশেষ হয়।
তারাচাঁদের শধর হয় তিন জন,
বলরাম, কালিদাস, ও মধুসূদন।

বাণীনাথ-বংশধর বটে পাঁচ জন,
কালিদাস, বলরাম আর রামধন।
গুরুপ্রসাদের পরে কাশীনাথ হন,
বংশধরগণ সবে ইছাপুরা র'ন।
গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র শম্ভুচন্দ্র হয়;
অন্নদাচরণ হন তাহার তনয়।
বলরাম—পুত্র হয় হেমচন্দ্র বড়,
মাধব, বৈকুণ্ঠনাথ হয় অতঃপর।
কালিদাস-পুত্র হয় শ্রীরামচরণ,
অতঃপর হয় শ্যামাচরণ নন্দন।
অন্নদাচরণ-পুত্র বিনোদবিহারী,
বর্ত্তমান বাসস্থান পাঙ্গাশিয়া বাড়ী।
সর্ব্বেশ্বর-পুত্র হয় মহেশ সুজন,
কমলাকান্তের গুরুচরণ নন্দন।
পরাণের ধর্ম্মদাস গোবিন্দ নন্দন,
অতঃপর জন্মে কালীচরণ সুজন।
যজ্ঞেশ, ধনেশ, আশুচন্দ্র পুত্র হয়।
অনুকূলচন্দ্র-সুত অনন্ত, জন্ময়।
অমলচন্দ্রের পুত্র অবজপ্রকাশ,
অনীশ ও অরবিন্দ, অচিন্ত্যপ্রকাশ।
অবিনাশচন্দ্র-সুত অরুণ অগ্রজ,
অর্দ্ধচন্দ্র, অংশুচন্দ্র হয় তদনুজ।
অতুলচন্দ্রের পুত্র অমরেন্দ্র হয়।
অবতারচন্দ্র-সুত অখিল জন্ময়।

অজপ্রকাশের পুত্র অপূর্ব্ব, অজিত,
অমরিশ ও অহীন, অপীন বিদিত।
অখিল প্রকাশ-সুত আস্ত ও অপ্রিয়,
অরুণচন্দ্রের পুত্র অঘোর, অভয়।
অর্দ্ধচন্দ্র—সুত হয় অনেন্দ্রকুমার,
অংশুচন্দ্র-পুত্র হয় অম্বিকাকুমার।
অরবিন্দপ্রকাশের অমৃতকুমার,
ইহাদের বাসস্থান বড় শ্যামবাজার।

গাং রমাকান্ত-সুত
বিনোদরাম বংশ।

বিনোদরামের পুত্র বটে চারি জন—
রামনরসিংহ আর হয় রামধন,
রামসুন্দরের পর বলরাম হন।
রামনরসিংহ-পুত্র হয় ষোল জন—
ধনঞ্জয়, রঘুনাথ আর রামনিধি,
কাশীনাথ, কৃষ্ণকান্ত পরে গুণনিধি,
রামদুর্লভ ও রামকানাই নন্দন,
ভৈরবচন্দ্র ও চন্দ্রমোহন সুজন,
রবিলোচন ও কালীপ্রসাদ তনয়,
রামসুন্দরের পরে রাজকৃষ্ণ হয়,
আরও কমলাকান্ত বংশধর হন,
অতঃপর হন দুর্গাচরণ নন্দন।

ধনঞ্জয়-সুত বঙ্গ, মহেশ অগ্রজ,
অতঃপর রাধানাথ হয় তদনুজ।
রাধানাথ বংশধর জগচ্চন্দ্র হয় ;
চন্দ্রকান্ত ও বরদা তাহার তনয়।
রামকানাইর পুত্র হয় সাত জন,
রাজরাজেশ্বর আর গঙ্গাগতি হন,
গোলোকচন্দ্রের পরে হয় গুরুদাস,
রামকুমারের পরে কাশী, লক্ষ্মীদাস।
রাজরাজেশ্বর-সুত অম্বিকাচরণ।
সুরেন্দ্র, অম্বিকা-সুত অন্নদাচরণ।
গঙ্গাগতি-বংশধর হয় তিন জন,
কালী, তারা, আর হরপ্রসন্ন নন্দন।
কালীপ্রসন্নের পুত্র পাঁচ জন জানি—
বরদা, হেমেন্দ্র, সীতা, সুরেশ, যামিনী।
তারাপ্রসন্নের হয় অমর নন্দন।
হরপ্রসন্নের পুত্র হয় তিন জন,
শ্যামাকান্ত, জগদীশ, ত্রিপুরা তনয়,
বসতি পালঙ্গ গ্রামে ইঁহাদের হয়।
শ্রীরামের হয় মধুসূদন নন্দন,
মধুসূদনের পুত্র রামনাথ হন।
রামনাথ-বংশধর পাঁচ জন হয়,
প্রতাপ, বৈকুণ্ঠ, রামদয়াল তনয়,
মহিমাচন্দ্র ও কালিদয়াল নন্দন।
রামদয়ালের পুত্র চন্দ্রকান্ত হন।

কালীদয়ালের পুত্র সূর্য্যকান্ত হয়,
অতঃপর নিশিকান্ত, সুরেন্দ্র তনয়।
মহিমার সুত কালী, রমণী অগ্রজ,
তারাকান্ত শ্যামাকান্ত হয় তদনুজ।
শ্যামাকান্ত-বংশধর হয়েন যোগেশ,
তাহাদের বাসস্থান ছয়গাঁও দেশ।

গাং হরি পুত্র রামজীবন বংশ।

রামজীবনের সুত হয় পাঁচ জন,
গোবিন্দপ্রসাদ, রামপ্রসাদ নন্দন,
শিবপ্রসাদের পরে সদানন্দ হয়,
অতঃপর বটে দেবীপ্রসাদ তনয়।
গোবিন্দপ্রসাদ-সুত হয় ছয় জন,
রঘুনাথ, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র হন,
রাজকিশোরের পর কানাই সুজন,
অতঃপর হয় নবকিশোর নন্দন।
গোপীনাথ সুত চণ্ডী, বঙ্গচন্দ্র হন,
ফটিকচন্দ্র ও রাসমোহন নন্দন।
রাসমোহনের পুত্র মদনমোহন,
চন্দ্রমোহনের পরে শ্রীহরমোহন,
শ্রীহরিমোহন আর জনমে তনয়,
বালিগাও বাসস্থান ইহাদের হয়।
রঘুনাথ-বংশধর হয় তিন জন,
হরিশ, ভৈরবচন্দ্র ও রাধাচরণ,

রাধার অপর নাম গোলোক লয়;
প্রসন্ন, কৈলাস গিরি তাহা'র তনয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র বটে হরলাল,
মহেন্দ্র হয় তার কনিষ্ঠ দুলাল।
রাজকিশোরের সুত হয় পাঁচজন,
জ্ঞানকিশোরের পর জগচ্চন্দ্র হন।
অবরজ রাম রাজকুমার সুজন,
অক্ষয়কুমার হয় কনিষ্ঠ নন্দন।
জগৎচন্দ্রের সুত পাঁচজন হয়,
বিশ্বেশ্বর, ভগবান, কৈলাস তনয়।
উত্তর গিরিশচন্দ্র ইছাপুর বাস,
প্রসন্নকুমার কালান্দার নিবাস।
বিশ্বেশ্বর পুত্র বটে হয় একজন,
তনয় বিনোদীলাল খানিয়ায় র'ন।
বিনোদীলালের পুত্র হেমচন্দ্র হন।
কৃষ্ণচন্দ্র বংশধর হয় দুইজন,
রামচন্দ্র, অতঃপর তারিণীচরণ।
রামচন্দ্র-পুত্র চারি - চন্দ্রকান্ত হন,
বরদা, রসিক, শ্যাম অতঃপর হ'ল।
তারিণীচরণ-পুত্র তারক, প্রসন্ন।
কানাইর বংশধর কালীকৃষ্ণ হয়,
জয়কৃষ্ণ, জগবন্ধু ইছাপুরা রয়।

গাং রামজীবন পুত্র সদানন্দ বংশ।

সদানন্দ বংশধর হয় চৌদ্দজন,
রামগোপাল ও নন্দ, রাধাকৃষ্ণ হন,
হরচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র, বলরাম আর,
কালিকাপ্রসাদ রবিলোচন কুমার,
ভোলানাথ রামচন্দ্র, জয়চন্দ্র হন
চন্দ্রমাধব, দুলাল, লোকনাথ র'ন।
বলরাম-বংশধর আনন্দ অগ্রজ,
জগচ্চন্দ্র, কাশীচন্দ্র, মহেশ অনুজ।
কাশীচন্দ্র বংশধর রসিক, অক্ষয়,
বিশ্বেশ্বর আর প্যারীমোহন তনয়,
কুমার রজনীনাথ অপর নন্দন,
দাজিকান্দা গ্রামে কাল করেন যাপন।
রাধাকৃষ্ণ বংশধর হয় তিনজন,
তারাচাঁদ, জগচ্চন্দ্র, ঈশান সুজন।
তারার গোলোকচন্দ্র হয়েন নন্দন,
পরিবার সহ তিনি ইছাপুরা র'ন।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র পুলীন, বিপিন,
মাইজপাড়ায় থাকি যাপিছেন দিন।
পুলীনের বংশধর দেবেন্দ্র সুজন।
রামগোপালের রামকুমার নন্দন।
জগৎচন্দ্রের পুত্র ভারত নবীন,
কীর্ত্তিচন্দ্র-বংশধর দ্বারকা প্রবীণ।

দ্বারকানাথের হয় আদিত্য নন্দন।
ভোলানাথ-ব শধর নীলকণ্ঠ হন,
অতঃপর সহোদর শ্রীকণ্ঠ তনয়।
শ্রীকণ্ঠ-তনয় যদু জনম লভয়।
যদুর যামিনীকান্ত জনমে তনয়,
নীলকণ্ঠ হ'তে বটে জানকী তনয়।
রামচন্দ্র-সুত নীল ও চন্দ্রমোহন,
কালীকুমারের পরে নবীন নন্দন।
চন্দ্রমোহনের পুত্র ভুবনমোহন,
তদনুজ হয় প্যারী ও বামাচরণ,
কনিষ্ঠ হারাণচন্দ্র জনম লভয়।
ভুবনের সুমঙ্গল নামেতে তনয়।

গাং রামজীবন-সুত
রামপ্রসাদ বংশ।

রামপ্রসাদের হয় কেশব নন্দন,
নন্দকিশোরের পর রামগঙ্গা হ'ন,
রামসুন্দরের পর লক্ষ্মীনারায়ণ,
রাধামোহনের পরে ভারত নন্দন।
রামগঙ্গা-সুত বটে হয় যোগেশ্বর,
অপর গোপাললাল হয় বংশধর।
যোগেশ্বর-বংশধর গৌরচন্দ্র হয়,
অনুজ ভৈরবচন্দ্র স্থলগ্রাম বয়।

নন্দকিশোরের পুত্র হয় পাঁচ জন,
অমর, কালীশঙ্কর, রাজকৃষ্ণ হ'ন,
গোপালকৃষ্ণের পর রামরত্ন হ'ন,
কালীশঙ্করের পুত্র বাসি জন্মান।
রামরত্ন-বংশধর জগচ্চন্দ্র হয়।
জগচ্চন্দ্র বংশে রাজমোহন তনয়,
তদনুজ হয় চন্দ্রকিশোর নন্দন,
ইছাপুরা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
ভারতচন্দ্রের সুত দ্বীপচন্দ্র হয়,
অতঃপর কালীনাথ কানাই তনয়।

গাং রামজীবন-সুত শিবপ্রসাদ বংশ।

শিবপ্রসাদের সুত হয় পাঁচ জন,
কাশীনাথ, শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ হন,
রাধানাথ আর কৃষ্ণকিশোর তনয়।
কাশীনাথ বংশধর কুলচন্দ্র হয়,
গোরাচাঁদ, কালাচাঁদ, তারাচাঁদ হন,
কেবলরামের জন্ম ও জগমোহন।
গোরাচাঁদ-সুত নীলকমল অগ্রজ,
দীননাথ, কৃষ্ণধন তাঁহার অনুজ।
কৃষ্ণধন-সুত হয় শ্রীচন্দ্রভূষণ,
বসতি বাগনাপাড়া জ্ঞাত সবজন।
কুলচন্দ্র-বংশধর হয় সাত জন,
কালীনাথ, হরনাথ, পার্ব্বতীচরণ,

আনন্দ, গোপাল, উমাচরণ অগ্রজ,
আরও মহেন্দ্রনাথ, হন তদনুজ।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র বসন্তকুমার।
গোপালের হয় দুর্গাচরণ কুমার।
কালাচাঁদ-বংশধর কৈলাস তনয়,
পরিবার সহ বাস ইছাপুরা হয়।
শম্ভুনাথ-বংশধর কালীনাথ হন;
ভগবতী ও নবীন তাহার নন্দন।
ভগবতী হ'তে রাজকুমার তনয়,
রহমৎপুরে তার বাসস্থান হয়।
নবীনচন্দ্রের হয় প্রমথ সন্তান,
বাগবাজারেতে তার হয় বাসস্থান।
বিশ্বনাথ-বংশধর হয় সাত জন,
মহেশ, ফটিকচন্দ্র ও রামচরণ,
জগৎ, গোলোক, গুরুপ্রসাদ তনয়,
রাজচন্দ্র নামে এই সপ্ত পুত্র হয়।
গোলোকচন্দ্রের সুত কাশীকান্ত হয়,
এদের বসতি সালনগরেতে রয়।
রাজচন্দ্র—বংশধর দীননাথ হন,
ঈশানচন্দ্র ও রাজকুমার নন্দন।
কৃষ্ণকিশোরের সুত হয় ছয় জন,
দুর্গা, কালী, আর হরিপ্রসাদ নন্দন,
বিষ্ণু ও কালীচরণ ও কালীকুমার,
এই ছয় জন হয় তনয় তাহার।

কালীপ্রসাদের সুত অন্নদাচরণ,
আরও জনমে বটে হরিশ নন্দন।
হরিপ্রসাদের সুত ঈশান অগ্রজ,
বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, প্যারীমোহন অনুজ।
ঈশানচন্দ্রের বটে প্রতাপ তনয়।
বিহারী নন্দন, প্যারীমোহনের হয়।
কালীচরণের পুত্র বটে চন্দ্রকান্ত,
নীলকান্ত, ব্রজকান্ত, আর বাণীকান্ত,
আরও বরদাকান্ত এই পঞ্চ জন,
আমগ্রাম গ্রামে হয় বাসের ভবন।
চন্দ্রকান্ত-সুত হয় অম্বিকাচরণ।
কামিনীকুমার নীলকান্তের নন্দন।
দেবীপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণকান্ত হয়,
ইহাদের বাসভূমি ইছাপুরা রয়।

গাং হরিরাম-পুত্র সন্তোষ-
সুত আনন্দীরাম বংশ।

আনন্দীরামের সুত হয় দশ জন,
রামজয়, রামচন্দ্র, চন্দ্রনারায়ণ,
সূর্য্যনারায়ণ পরে নিমচাঁদ হয়,
অতঃপর মৃত্যুঞ্জয় জনম লভয়,
তিলক নামক সুত ও রামলোচন,
গোবিন্দরামের পরে গোকুল নন্দন।

রামজয়-সুত ব্রজকিশোর অগ্রজ,
অতঃপর শম্ভুচন্দ্র জনমে অনুজ।
শম্ভুর তনয় হন ঈশ্বর অগ্রজ,
জানকীনাথের পরে বাণী তদনুজ।
জানকীর দেবনাথ নামে সুত হয়,
তারপাশা গ্রামে বটে বসতি করয়।
তিলকের রামচাঁদ, কমল তনয়,
পদ্মলোচন ও চন্দ্রমাধব জন্ময়।
চন্দ্রমাধবের সুত আদিত্য অগ্রজ,
অন্নদাচরণ বটে হয় তদনুজ।
কমল তনয় কালী, মহেশ, ঈশান,
রামনারায়ণ, লোহজঙ্গে বাসস্থান।
পদ্মলোচনের সুত নবীন অনুজ,
প্রথম তনয় গুরুচরণ অগ্রজ।
সূর্য্যনারায়ণ-সুত গোপীকান্ত হন,
গোপীকান্ত-বংশধর হয় তিন জন—
কৈলাস, ঈশানচন্দ্র জনম লভয়,
আরও জনমে রাজকুমার তনয়।
চন্দ্রনারায়ণ-সুত জানকী অগ্রজ,
কৃষ্ণনাথ, রাম, নবকুমার অনুজ।
কৃষ্ণ-সুত কান্তি, শশী ও উমেশ হয়,
ইহাদের বাসস্থান কাশীপুরে রয়।
রামকুমারের সুত অটল অগ্রজ,
অতঃপর হয় রাসমোহন অনুজ।

অটলের অনুকূল হয় বংশধর,
অনুজ উপেন্দ্রচন্দ্র পরে যজ্ঞেশ্বর।
রাসমোহনের সুত নিবারণ নাম,
তাহাদের বাসস্থান হয় পেঁধেগ্রাম।
রাজকুমারের—সুত হয় তিন জন,
অন্নদা, গোপাল, আর শ্রীবিষ্ণুচরণ।
বিষ্ণুচরণের সুত উপেন্দ্র অনুজ,
নন্দলাল, রামচন্দ্র হয়েন অগ্রজ;
এদের কলসকাঠী বাসস্থান হয়,
পরিবার সহ কালযাপন করয়।
রামচন্দ্র—সুত কৃষ্ণ, কালী জনময়।
নিমচাঁদ হ'তে রাজকুমার তনয়।
নতুচন্দ্র—সুত বটে গোবিন্দ অগ্রজ,
অতঃপর হয় কৃষ্ণমোহন অনুজ।
গৌরসুন্দরের সুত কৃষ্ণচন্দ্র বড়,
রমানাথ; কালীনাথ হয় অতঃপর।
কালী সুত যদুনাথ, নবীন, গোপাল,
নীলমণি, ভোলানাথ, প্যারী, দেবলাল।
যদু-সুত হারাধন, আরও যোগেন্দ্র,
শ্যামাচরণের পরে জনমে জ্ঞানেন্দ্র।
প্যারীমোহনের পুত্র হীরালাল হয়,
নরেন্দ্র, ধরণীধর, ব্রজেন্দ্র, বলয়।
নীলমণি—সুত নন্দ, ললিত অনুজ,
ভোলা—সুত নগেন্দ্র ও রাজেন্দ্র অগ্রজ।

কৃষ্ণচন্দ্র—বংশধর শ্যামাকান্ত নাম,
অপর বরদাকান্ত বাস শালিগ্রাম।
উদয়নারায়ণের পুত্র ছয় জন,
কালীকিঙ্করের পর রামরাজা হন,
বলরাম, রামগতি, তিলক জন্মায়,
আরও গোকুলচন্দ্র জনমে তনয়।
রামরাজা-বংশধর বটে তিন জন,
ভোলানাথ, রাধানাথ, শম্ভুনাথ হন।
ভোলানাথ-পুত্র দীন, বনমালী হয়,
লক্ষ্মণ, আনন্দ, দেবী, মহেশ তনয়,
বংশধর জগবন্ধু জনম লভয়,
ইহাদের বাসস্থান পাঁচগাছে হয়।
কালীকিঙ্করের সুত হয় ছয় জন,
শম্ভুচন্দ্র, রামরত্ন, হরেন নন্দন,
নীলমণি আর রাধাকিশোর তনয়,
হরানন্দ আর রামকিশোর জন্মায়।
নীলমণি-বংশধর হয় তিন জন,
যদুনাথ, তারানাথ, বৈকুণ্ঠ নন্দন।

৫৫। সন্তোষ-সুত দুলাল বংশ।

নন্দদুলালের সুত হয় সাত জন,
রুদ্র, রামকিশোর ও নিমাই নন্দন,
ফকির চাঁদের পরে সদাশিব হয়,
রামমোহনের পরে সুগন্ধ তনয়।

রাজকিশোরের সুত হয় সাত জন,
রামচাঁদ, নীলাম্বর, মদনমোহন.
আর গৌর, রাধা, হরমোহন তনয়,
অতঃপর পীতাম্বর তদনুজ হয়।
নীলাম্বর-বংশধর হয় চারিজন,
শ্যামাচরণ ও কালীচরণ নন্দন,
তৃতীয় কৈলাসচন্দ্র জনম লভয়,
সর্ব্বশেষ জন্মে কালীকুমার তনয়।
শ্যামাচরণের সুত মহেশ অগ্রজ,
বসন্ত, রসিকচন্দ্র হয় তদনুজ।
কালীচরণের পুত্র জন্মিল অক্ষয়।
কালীকুমারের হয় বিহারী তনয়,
অপর গোবিন্দলাল বটেন তনয়,
পাংশা গ্রামে ইহাদের বাসস্থান হয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র হয় মতিলাল,
অমৃত, মুকুন্দ, হীরা আর প্রিয়লাল,
আনন্দলালের জন্ম সর্ব্বশেষ হয়।
রমেশ, সুরেশ বটে অমৃত-তনয়।
মতিলাল-পুত্র ভব, প্রেমতোষ, ধীর।
হীরালাল-পুত্র হয়, অপূর্ব্ব, শিশির।
প্রিয়লাল-পুত্র বটে হয় তিন জন,
রমেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র পরে নৃপেন্দ্র নন্দন।
নীলাম্বর গাঙ্গুলীর এসব সন্ততি,
খালিয়া নামক গ্রামে করেন বসতি।

বিহারীলালের পুত্র হয় চারি জন,
দীনেশ, রোহিনী, হরি, শ্যামলাল হন।
সুরেন্দ্র, জিতেন্দ্র সুত, গোবিন্দের হয়,
পাংশা নামক গ্রামে বসতি করয়।
হরমোহনের লালমোহন নন্দন।
লালমোহনের পুত্র হয় দুই জন—
ললিত, রাখালচন্দ্র এ দুই সন্তান,
বাইসারি গ্রামে বটে হয় বাসস্থান।
রামমোহনের পুত্র প্রাণনাথ হয়।
গোলোক, ঈশ্বর, সদাশিবের তনয়।
ব্রজকিশোরের পুত্র হরি, জগচ্চন্দ্র,
চন্দ্রশেখরের পর হয় জয়চন্দ্র।
হরিশ্চন্দ্র-বংশধর কাশীচন্দ্র হন,
তদনুজ চন্দ্রকান্ত জন্ময়ে নন্দন।
বিমল নামেতে চন্দ্রকান্ত বংশধর,
ইহার দ্বিতীয় নাম বলয় অমর।
কাশীচন্দ্র হ'তে বটে রসিক নন্দন।
রসিকচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
কিরণ, দীনেশচন্দ্র, কনিষ্ঠ সুরেশ,
এদের বসতি হয় ঘুঙ্গাকুল দেশ।
জয়চন্দ্র—পুত্র হয় শ্রীনাথ অগ্রজ,
অতঃপর হয় বটে রজনী অনুজ।
গৌরমোহনের উমাচরণ তনয়,
স্বরূপকাঠীতে বটে বাসস্থান হয়।

বৈদ্যনাথ বংশধর হয় গৌরীকান্ত,
রঘুনাথ, লক্ষ্মীকান্ত, অপর শ্রীকান্ত,
আরও কমলাকান্ত জনমে তনয়।
কালাচাঁদ—বংশধর লক্ষ্মীনাথ হয়।
কমলাকান্তের পুত্র হয় দশ জন,
রাজচন্দ্র, গুরুদাস, কৃষ্ণচন্দ্র হন,
রাজকৃষ্ণ, হারাধন, ও হরিপ্রসাদ,
সুধীর, ঈশানচন্দ্র ও কালীপ্রসাদ,
অপর জনমে কালীচরণ তনয়,
আরও জনম রামকুমারের হয়।
গৌরীকান্ত হ'তে হয় কানাই নন্দন;
তাহার তনয় চন্দ্রকিশোর, রতন।
বিনোদরামের পুত্র বলাই সুজন,
রাধাধন আর রামসুন্দর নন্দন।
রঘুনন্দনের পুত্র জগন্নাথ হন,
আরও জনমে রাজবল্লভ নন্দন।
জগন্নাথ-বংশধর রামরাজা হয়,
তাহার কনিষ্ঠ রামলোচন বলয়।
রাজবল্লভের পুত্র রামনাথ হয়;
তৎসুত জয়চন্দ্র জনম লভয়।
জয়চন্দ্র-বংশধর কালাচাঁদ হন।
কালাচাঁদ হ'তে হয় গোবিন্দ নন্দন।
গোবিন্দের সুত উমাচরণ তনয়,
উমাচরণের সুত শীতল জন্মায়।

শীতলচন্দ্রের হয় রাজেন্দ্র সন্ততি;
আলতা নামক গ্রামে এদের বসতি।

গাং ঘনশ্যাম পুত্র, রামশঙ্কর-সুত
রামরত্ন বংশ।

আত্মারাম বংশ মধ্যে রামরত্ন হন;
তাঁহার অনুজ রামসুন্দর সুজন।
রামরত্ন-বংশধর গৌরচন্দ্র হয়।
গৌরচন্দ্র গাঙ্গুলীর নবীন তনয়।
নবীনচন্দ্রের পুত্র প্রভাস, অরুণ।
অরুণ চন্দ্রের পুত্র জনমে হারাণ।
হারাণচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রভূষণ;
কলসকাঠী ত হয় বাসের ভবন।
রামসুন্দরের পুত্র বদন জন্মায়।
বদন-তনয় পূর্ণ, বিহারী, অখিল।
অখিলের হয় রামচরণ নন্দন।
বিনোদ, বিহারী-সুত বাবুখালী রন।

চতুর্থ অধ্যায়।

গাং রাঘব-পুত্র রামকৃষ্ণ বংশ।

রামকৃষ্ণ—বংশধর হয় এক জন,
বিখ্যাত গাঙ্গুলী রামগোপাল নন্দন।
তৎপুত্র কৃষ্ণদেব, গুরুপ্রসাদ, জীবন।
রামজীবনের সুত হয় তিন জন—

আনন্দীরামের পরে রামরাম হন,
তৃতীয় পুত্রের নাম হরিনারায়ণ।
আনন্দীরামের সুত তারাচাঁদ রন,
উদয়চন্দ্রের পরে বৈদ্যনাথ হন।
হরিনারায়ণ পুত্র এক জন হয়,
বংশধর রূপচন্দ্র জনম লভয়।
রামরাম বংশধর হয় আট জন,
গোকুল, মাধব, রাধাকৃষ্ণ, রামধন,
গোবিন্দপ্রসাদ, রামকিশোর তনয়,
অতঃপর শিব, দেবীপ্রসাদ জন্ময়।
কৃষ্ণদেব পুত্র নীলকণ্ঠ, সনাতন,
রামদাস, রাজারাম, নরনারায়ণ।
প্রসাদের অষ্ট সুত রামগঙ্গা, শ্যাম,
লক্ষ্মীনারায়ণ আর জন্মে নরোত্তম,
প্রেমনারায়ণ আর দর্পনারায়ণ,
মাণিক্য, কালাই এই হয় আট জন।
লক্ষ্মীনারায়ণ-পুত্র হয় চারি জন,
রামসুন্দরের পরে চন্দ্রনারায়ণ,
অতঃপর তদনুজ জয়কৃষ্ণ হয়,
সর্ব্বশেষে জন্মে রামশঙ্কর তনয়।
প্রেমনারায়ণ-সুত রামকান্ত বড়,
অতঃপর সদাশিব আর সৃষ্টিধর,
রমাকান্ত আর রামসন্তোষ তনয়,
ভবানীপ্রসাদ বটে জনম লভয়।

শ্যাম-সুত কাশীনাথ দ্বিতীয় রমণ,
তৃতীয় পুত্রের নাম শিবনারায়ণ।

গাং রামজীবন-পুত্র রামরাম-সুত গোকুল বংশ।

গোকুলচন্দ্রের পুত্র কাশীনাথ র'ন।
কাশীনাথ-পুত্র বটে নীলমণি হন।
তৎসুত আনন্দ ও গিরিশ, কৈলাস,
আরও মথুরানাথ কলসকাঠী বাস।
আনন্দের হয় শশিভূষণ নন্দন,
অতঃপর জনমিল শ্রীহররঞ্জন।
শশিভূষণের পুত্র অবিনাশ জ্যেষ্ঠ,
দ্বিতীয় তনয় হয় অমূল্য কনিষ্ঠ।
হররঞ্জনের পুত্র প্রফুল্ল, রমেন্দ্র,
তৃতীয় তনয় আর জনমে ভূপেন্দ্র।
মথুরা-তনয় হরি হয়েন কনিষ্ঠ,
ব্রজেন্দ্রকুমার পুত্র হয় তার জ্যেষ্ঠ।
গিরিশের বংশধর ছয় জন হন,
মণিচন্দ্র, পার্শ্বনাথ, সুরেশ জন্মন,
জ্যোতীন্দ্র, কালাই আর ছোট বটে কান্ত।
ব্রজেন্দ্রের পুত্র দুই সুধা ও বসন্ত।

গাং রামজীবন-পুত্র আনন্দী-সুত উদয়চাঁদ বংশ।

উদয়চাঁদের পুত্র গোপাল জন্ময়,
গোপালকৃষ্ণের গুরুপ্রসাদ তনয়।

গুরুপ্রসাদের হয় কৈলাস নন্দন,
কৈলাসচন্দ্রের সুত হয় তিন জন।
অনঙ্গ, রমণী, দুর্গামোহন তনয়।
অনঙ্গমোহন-সুত তিন জন হয়,
পুলিনবিহারী, রণজিৎ, বিশ্বেশ্বর।
দুর্গামোহনের হয় দুই বংশধর,
বিনোদবিহারী আর সুধীর সন্তান।
ইল্লাগ্রামে তাহাদের হয় বাসস্থান।

গাং জীবন-পুত্র রামরাম সুত রাধাকৃষ্ণ বংশ।

রাধাকৃষ্ণ-সুত তিন জনম লভিল,
কমল, যুগলকৃষ্ণ, রত্নকৃষ্ণ ছিল।
কমলের ভগবান জনমে তনয়;
যুগলকৃষ্ণের পুত্র জগত তন্ময়।
রত্নকৃষ্ণ হতে দুর্গাচরণ নন্দন।
দুর্গাচরণের পুত্র হরিনারায়ণ,
কালীনারায়ণ হয় কনিষ্ঠ তনয়,
তাহাদের বাসস্থান খলিসাকোটায়।
ভগবান-সুত দুই অগ্রে নীলাম্বর,
তাহার অনুজ রাজকুমার সোদর।
নীলাম্বর পুত্র দুই কালীকান্ত বড়,
তদনুজ তারাকান্ত দুই সহোদর।

কালীকান্ত-পুত্র হয় দেবেন্দ্র অগ্রজ,
মধ্যম হরেন্দ্র বটে বলাই অনুজ।
তারাকান্ত হ'তে চিন্তাহরণ সন্তান,
নরেন্দ্র ও হরিহর, বার্থী বাসস্থান।
রাজকুমারের পুত্র মণিচন্দ্র হয়।
মণির সুরেন্দ্র-সুত গৈলাগ্রামে রয়।
জগৎচন্দ্রের পুত্র তিন বলি জানি,
যামিনী অগ্রজ হয় পরে নিশি, বাণী।

গাং রামধন বংশ।

রামধন বংশধর শিবদাস হন,
তনয় গোপাল, আর শ্রীমধুসূদন।
গোপাল-তনয় হয় ভুবনমোহন,
বার্থীগ্রামে তাহা'দের বাসের ভবন।

গাং জীবন-পুত্র হরিনারায়ণ বংশ।

হরি সুত কৃষ্ণচন্দ্র; তাঁহার তনয়—
রামপতি আর নন্দ[illegible] জন্মায়।
নন্দ-পুত্র [illegible] অগ্রজ,
অতঃপর জন্মে রাজকিশোর অনুজ,
তদনুজ আর রজ[illegible] তনয়।
রাজকিশোরের [illegible] তনয়।
কৈলাস, অখিল [illegible] তনয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র [illegible] জন্ময়।

অখিলচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন,
অতুল, নকুলচন্দ্র, ভুবনমোহন।
তাদের উজিরপুরে বাসের ভবন।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র জগবন্ধু হন;
যোগেশ, উমেশ জগবন্ধুর তনয়,
গোলক গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।

গাং জীবন-পুত্র রামরাম-সুত
রামকিশোর বংশ।

রামকিশোরের পুত্র হরচন্দ্র হয়।
হরচন্দ্র হ'তে জন্মে মথুরা তনয়।
মথুরানাথের পুত্র বটে পাঁচ জন,
পার্শ্বনাথ, সীতানাথ, কাশীনাথ হন,
কেদার, অশ্বিনী আর জনমে নন্দন।
পার্শ্বনাথ-পুত্র হয় ভুবনমোহন,
আরও জনমে রাম ও কালীমোহন,
মানপাশা গ্রামে হয় বাসের ভবন।
কেদারনাথের পুত্র বিরাজমোহন,
জিতেন্দ্রমোহন আরো, রক্ষশ্রীতে র'ন।

গাং জীবন-পুত্র আনন্দী-সুত
উদয় বংশ।

উদয়চাঁদের পুত্র গৌরচন্দ্র বড়,
হরচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ, প্রমথ, ঈশ্বর,

কমল, জানকীনাথ ও রবিলোচন,
আরও জনম লভে গোপাল নন্দন।
রাধাকৃষ্ণ-বংশধর চন্দ্রনারায়ণ,
প্যারীমোহন ও কালীকুমার, মদন।
মদন-তনয় ক্ষেত্রমোহন জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান কীর্ত্তিপাশা হয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র নিত্যানন্দ হয়,
বিশ্বাধর, আর চণ্ডীচরণ তনয়।
নিত্যানন্দ-বংশধর হয় নিবারণ,
গোপাল, রাখালচন্দ্র, আর জনার্দ্দন,
আরও অনাথ, রামকমল জন্ময়,
নিত্যানন্দ-পুত্র এই ছয় জন হয়।
সুধাংশুকুমার হয় গোপাল-তনয়,
পাকুড়িয়া গ্রামে তার বাসস্থান হয়।

গাং কৃষ্ণদেব বংশ।

কৃষ্ণদেব-সুত হয় নরনারায়ণ।
নরনারায়ণ-সুত হয় পাঁচ জন,—
রামজয়, রামরত্ন, রাজারাম হয়,
কালীনাথ আর রামগোপাল তনয়।
রামজয়-পুত্র হয় ভৈরব ও কালী,
আরো হয় বৈদ্যনাথ বাটৈয়ারাবাসী।
ভৈরবচন্দ্রের নীলকমল নন্দন।
নীলকমলের পুত্র আনন্দ হয়েন।

নন্দকুমারের পুত্র সীতানাথ হয়।
কাশীর স্ফটিকচন্দ্র, গোবিন্দ তনয়,
আরও জনমে হরকমল নন্দন।
গোবিন্দের বংশধর হয় দুইজন—
এক জন হয় সত্যসরণকুমার,
অপর পুত্রের নাম অক্ষয়কুমার।
স্ফটিকচন্দ্রের রাধামাধব তনয়,
কৈলাস, শীতলচন্দ্র, মথুরা অন্বয়।
মথুরানাথের জন্মে বৈকুণ্ঠ নন্দন।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র হয় সাত জন—
গদাধর, কোটীশ্বর, রোহিণী, উপেন্দ্র,
কেতকীচরণ, চণ্ডী, আর পূর্ণচন্দ্র।
রাধামাধবের পুত্র বিমলা অন্বয়,
আশুতোষ, আর রাইচরণ তনয়।
রাজারাম পুত্র হয় গোপীনাথ নাম,
যুগলকিশোর, আর জন্মে শিবরাম,
হরিরাম, আর রামশঙ্কর সন্ততি,
নসুরাবাদেতে হয় এদের বসতি।

গাং প্রসাদ-পুত্র মাণিক্য বংশ।

রামমাণিক্যের পুত্র তারাচাঁদ হ'ন,
হরে, প্রাণ, গোপীকৃষ্ণ ও রাধামোহন।
রাধামোহনের রামকানাই তনয়,
হর, নর, রাজ, গৌরকিশোর অন্বয়,

যুগলকিশোর আরো জনমে নন্দন,
রাধামোহনের এই পুত্র ছয় জন।
রাজকিশোরের পুত্র গুরুদাস হন;
তৎসুত হয় কুঞ্জ ও কালীচরণ।
হরকিশোরের কালীকুমার তনয়,
অপর তনয় চন্দ্রকুমার অক্ষয়।
চন্দ্রকুমারের পুত্র প্রতাপ, প্রভাস,
গাঙ্গড়িয়া গ্রামে হয় ইহাদের বাস।

গাং প্রসাদ-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত
জয়কৃষ্ণ বংশ।

জয়কৃষ্ণ-বংশধর হয় তের জন,
কৃষ্ণকান্ত, রামগতি, প্রাণকান্ত হন,
প্রাণবল্লভ ও চন্দ্রশেখর, উদয়,
দ্বীপচন্দ্র আর রাধামাধব তনয়,
অপর মুলুকচাঁদ, ধর্ম্মনারায়ণ,
শিব, রাজনারায়ণ, প্রাণনাথ হন।
প্রাণবল্লভের পুত্র হয় এক জন,
তার নাম বটে গৌরমোহন সুজন।
গৌরমোহনের পুত্র হয় দুই জন,
রামচন্দ্র আর বটে শ্রীনাথ নন্দন।
রামচন্দ্র-বংশধর দুই জন হয়,
তারিণীচরণ, হরকুমার তনয়।

তারিণীচরণ হ'তে বিশ্বেশ্বর হয়,
রমণী, যামিনী জন্মে এ তিন তনয়।
হরকুমারের পুত্র হয় কালীকান্ত,
জন্ম লয় শ্যামাকান্ত আরো নিশিকান্ত।
কালীকান্ত সুত হন নাম দুঃখীরাম,
ইঁহাদের বাসস্থান হয় গৈলা গ্রাম।
প্রাণনাথ-সুত বটে গোবিন্দ জন্ময়।
গোবিন্দের জন্মে গুরুচরণ তনয়।
গুরুচরণের পুত্র দুই জন হয়,
হরপ্রসন্ন ও দুর্গাচরণ জন্ময়।
হরপ্রসন্নের পুত্র হয়েন পুলিন,
কলসকাঠিতে বাস আছে বহুদিন।
রামগতি-বংশধর মোহন, গণেশ।
মোহনচন্দ্রের সুত ছিলেন মহেশ।
মহেশচন্দ্রের সুত চারি জন হ'ল,
প্রসন্ন, হারাণ, মধুসূদন, শীতল।
শীতলচন্দ্রের পুত্র হয় জনার্দ্দন,
আরও জনমে কালীচরণ নন্দন।
গোপাল, সতীশ হয় প্রসন্ন-তনয়,
বাইটপাইকা গ্রামে বাসস্থান হয়।
ধর্ম্মনারায়ণে কালীশঙ্কর জন্ময়।
কালীশঙ্করের হরশঙ্কর তনয়।
তৎ-সুত পূর্ণচন্দ্র একই সন্তান।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর চারি বর্ত্তমান,

রাইচরণের পর কালী, উমা হন,
তদনুজ বটে হরিচরণ নন্দন।
কালীচরণের হয় উমেশ তনয়,
এদের নথুল্লাবাদ বাসস্থান রয়।
শিবচন্দ্র-বংশধর কাশীনাথ হন।
কাশীনাথ হ'তে হয় মহেশ নন্দন,
তদনুজ বটে হরকুমার তনয়।
মহেশচন্দ্রের সুত তিন জন হয়—
প্রসন্নকুমার, রাজকুমার তনয়,
তদনুজ আর চন্দ্রকুমার তনয়।
রাজকুমারের সুত বসন্তকুমার,
চন্দ্রকুমারের পুত্র রাজেন্দ্রকুমার।
প্রসন্ন হইতে শশিকুমার তনয়,
কুলকাঠী ইহাদের বাসস্থান হয়।

গাং জীবন-পুত্র রাম-সুত গোবিন্দ বংশ।

গোবিন্দের হয় রামলোচন নন্দন;
তৎসুত কৃষ্ণ আর কালীনাথ হন।
কৃষ্ণমোহনের সুত হয় দুই জন,
প্রসন্ন (কেদার) নাম, অন্নদাচরণ।
কেদার-তনয় নিশি; ফকা তৎসুত,
নলচিরা বাসস্থান বাতরোগযুত।
কালীনাথ-সুত গিরি, যোগেশ জনয়,
বাইসারি গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

গাং প্রসাদ-পুত্র প্রেমনারায়ণ-

সুত, ভবানীপ্রসাদ বংশ।

ভবানীর, কৃষ্ণকান্ত, ভৈরব নন্দন।
ভৈরবচন্দ্রের হয় পুত্র তিন জন—
প্রথম মহেশচন্দ্র দ্বিতীয় মোহন,
অতঃপর জন'মিল শ্রীনাথ নন্দন।
মহেশচন্দ্রের বাস গুঠীয়ায় হয়,
তাহার প্রসন্ন, রাজকুমার তনয়।
প্রসন্নের অন্য নাম শ্রীকালীকুমার;
অক্ষয়কুমার এক তনয় তাহার।
রাজকুমারের সুত তিন জন হয়,
বসন্ত, অনন্ত, হেম এ তিন তনয়।
মোহনচন্দ্রের সুত রসিকমোহন।
শ্রীনাথের সুত আশু, ললিতমোহন।
রসিকমোহন-সুত রমেশ, দীনেশ,
হরিপদ ও কুমুদ, অতুল, উমেশ,
এই পঞ্চ পুত্র বটে জনম লভয়,
ইহাদের বাসস্থান ইলাগ্রামে হয়।
কৃষ্ণকান্ত-বংশধর রাধানাথ হন।
রাধানাথ-সুত হয় জানকীজীবন,
গোবিন্দ, দ্বারিকা, গঙ্গাজীবন জন্মায়,
গোপীচন্দ্র সর্ব্বাগ্রজ পুত্র বটে হয়।

জীবন, গোবিন্দচন্দ্র চারি বসতি,
গোবিন্দ-তনয় হয় নাম ভগবতী,
তদসুত হয় কালী, রসিক নন্দন,
সুতাগার বাস করে এই দুই জন।
ভগবতী-সুত হয় ঠাকুর অগ্রজ,
অতঃপর কালাচাঁদ তাহার অনুজ।
গোপীচন্দ্র সুত বটে জাহ্নবীচরণ।
দ্বারিকানাথের হয় গোপাল নন্দন।
গোপালকৃষ্ণের সুত নিশিকান্ত হন,
আগরপাড়ায় হয় বাসের ভবন।

গাং প্রসাদ-পুত্র প্রেমনারায়ণ-সুত

রামসন্তোষ বংশ।

রামসন্তোষের সুত দুই জন হয়,
রঘুনাথ হন বটে প্রথম তনয়,
দ্বিতীয় তনয় কালীকুমার সুমতি,
মিশ্রগ্রন্থ পাঠে হন জ্ঞানবান্ অতি।
রঘুনাথ-সুত চন্দ্রকিশোর অগ্রজ,
অতঃপর হয় রাধাকিশোর অনুজ।
চন্দ্রকিশোরের সুত মধু ও যামিনী।
রাধাকিশোরের পুত্র অন্নদা, অশ্বিনী,
অতঃপর জনমিল শরৎ নন্দন,
বাথী গ্রামে তাহাদের বাসের ভবন।

গাং প্রসাদ-পুত্র নরোত্তম বংশ।

নরোত্তম-সুত রামলোচন সুজন।
তৎসুত বিশ্বনাথ অগ্রজ নন্দন,
তাহার অনুজ দুর্গাপ্রসাদ তনয়।
বিশ্বনাথ-বংশধর দুইজন হয়,—
প্রথম তনয় দুর্গাকুমার অগ্রজ,
সহোদর হয় কালীকুমার অনুজ।
দুর্গাকুমারের সুত হয় দুই জন,
প্রথম তারকচন্দ্র দ্বিতীয় ভুবন।
তারকের বিশ্বেশ্বর বংশধর হয়,
তদগ্রজ নিরঞ্জন রমেশপুর রয়।
দুর্গাপ্রসাদের সুত মণিচন্দ্র হন,
গোবিন্দচন্দ্র ও গঙ্গাচরণ নন্দন।
গঙ্গাচরণের সুত নরসিংহ নাম,
ইহাদের হয় বাস তেরদ্রোণ গ্রাম।

গাং প্রসাদ-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত রামকিঙ্কর বংশ।

রামকিঙ্করের হয় গোপাল তনয়,
জগচ্চন্দ্র, ভগবান জনম লভয়।
গোপালকৃষ্ণের হয় হারাণ তনয়।
হারাণচন্দ্রের পুত্র দুই জন হয়,
সারদা, পার্ব্বতী বটে সহোদরদ্বয়।
সারদাচরণ-পুত্র বিমল তনয়।

পার্বতীর বংশধর হয় চারিজন,
প্রভাতের পরে জন্মে শরৎ নন্দন,
তদনুজ হয় হেম, সতীশ তনয়,
ইহাদের বাসস্থান নলচিরা হয়।
জগৎচন্দ্রের পুত্র দীননাথ নাম,
অনুজ বসন্ত হয় বাহসারি ধাম।

গাং প্রসাদ-পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত রামসুন্দর বংশ।

রামসুন্দরের পুত্র গতিকৃষ্ণ হন,
হৃদয়, যুগলকৃষ্ণ জনমে নন্দন।
যুগলকৃষ্ণের পুত্র মহেশ জন্মায়,
তৎসুত তিন জন জনম লভয়,—
শরৎ, রসিকচন্দ্র আর নিবারণ,
আগলপাশায় হয় বাসের ভবন।
গতিকৃষ্ণ বংশধর হারাণ সন্তান,
জলাবাড়ী গ্রামে বটে হয় বাসস্থান।
হৃদয়ের পুত্র বটে জগবন্ধু হয়,
তাহার অগ্রজ রামদয়াল তনয়।
রামদয়ালের চন্দ্রমাধব নন্দন;
তৎসুত নিবারণ আর বৃন্দাবন।
নিবারণ-পুত্র শম্ভু, অনন্ত অগ্রজ।
জগবন্ধু-পুত্র রাম, প্যারী তদনুজ।

প্যারীমোহনের পুত্র শশিকান্ত হয়,
বাখরকাঠীতে বটে বাসভূমি রয়।

গাং প্রসাদ-পুত্র প্রেমনারায়ণ-সুত
সৃষ্টিধর বংশ।

সৃষ্টিধর বংশধর গঙ্গাদাস হন,
গঙ্গাদাস হ'তে হয় গোলোক নন্দন।
গোলোকচন্দ্রের সুত নবীন সুমতি।
তৎ সুত অনুকূল ; বাথী গ্রামে স্থিতি,
তদনুজ হয় বটে কেদার মধ্যম,
অবশেষে লয় রাসমোহন জনম।
রাসমোহনের পুত্র কৃষ্ণনাথ হয়,
তাহার অনুজ কানু জনম লভয়।

গাং প্রসাদ-পুত্র শ্যাম-সুত
রামরমণ বংশ।

রামরমণের পুত্র গুরুদাস হন।
গুরুদাস-বংশধর হয় তিনজন—
মহেশ, মদনচন্দ্র অম্বিকাচরণ।
মহেশচন্দ্রের পুত্র হয় তিনজন—
বংশধর বটে চন্দ্রমোহন অগ্রজ,
দুর্গামোহনের পর হারাণ অনুজ।
চন্দ্রমোহনের পুত্র শ্রীমনোরঞ্জন,
ক্ষেত্রমোহনের পর নকুল নন্দন।

মনোরঞ্জনের পুত্র পার্শ্বনাথ হ'ল।
নকুলচন্দ্রের পুত্র নির্ম্মল, বিমল।
ইঁহাদের বাসভূমি রমৎপুর হয়,
দুর্গামোহনের হয় চারিটি তনয়—
বিশ্বনাথ, মতিলাল, হরিনাথ নাম,
অনুজ বিনোদলাল বাগধায় ধাম।
বদনচন্দ্রের পুত্র ভগবতী হন,
ভগবতীচরণের পুত্র দুইজন,—
তনয় অগ্রজ হন নাম শশিকান্ত,
তদনুজ সহোদর জন্মে নিশিকান্ত।
অম্বিকাচরণ-পুত্র বিলাস অগ্রজ,
কৈলাসচন্দ্র ও শ্যামাচরণ অনুজ।

গাং প্রসাদ-পুত্র প্রেমনারায়ণ-সুত সদাশিব বংশ।

সদাশিব-বংশধর শম্ভুচন্দ্র হন,
রামদুলালের পর মনোহর র'ন।
রামদুলালের সুত হয় জয়চন্দ্র,
ভগবান, চন্দ্রমণি, আর গৌরচন্দ্র,
গুরুপ্রসাদের পর জগচ্চন্দ্র হয়,
অতঃপর হয় জয়গোপাল তনয়।
চন্দ্রমণি হ'তে শ্যামাচরণ নন্দন,
তাহার অন্বয়-পুত্র চন্দ্রহার র'ন।

ভগবানচন্দ্র হ'তে মহিম তনয়,
তাহার অনাথ সুত কাশীবাসী হয়।
গুরুপ্রসাদের হয় অখিল তনয়।
অখিল-তনয় তারাপ্রসন্ন চন্দ্রয়।
শম্ভুচন্দ্র-বংশধর হরচন্দ্র হন;
[illegible]ৎ-সুত [illegible]র, মনসাচরণ,
চণ্ডীচরণের পরে মণিচন্দ্র হন,
অন্নদা, [illegible] গঙ্গাচরণ-নন্দন।
মনসাচরণ সুত কৃষ্ণচন্দ্র হয়,
তাহার আধুনা গ্রামে বাসস্থান রয়।
চণ্ডীচরণের পুত্র জনমে যামিনী,
অন্নদাচরণ পুত্র লভয়ে কামিনী।
মানপাশা বাসস্থান ইহাদের হয়,
মণিচন্দ্র-সুত কুঞ্জ, ক্ষীরোদ জন্ময়,
তাহার অগ্রজ হয় শ্রীরাসবিহারী,
বর্ত্তমান বাস হয় রঙ্গশ্রীর বাড়ী।
মনোহর-বংশধর হয়েন হৃদয়,
রামহৃদয়ের সুত উমাকান্ত হয়।
কালীকিশোর ও নন্দকুমার নন্দন,
তাহার অনুজ হয় কুমার ব্যমন।
রসিকচন্দ্রের পরে ভুবনমোহন,
বিপিনচন্দ্রের পর মথুরামোহন।
কালীকিশোরের চাঁদমোহন নন্দন,
চন্দ্রকুমারের পর হয় নিবারণ।

চাঁদ সুত বাণীকান্ত জনম লভয়,
চন্দ্রকুমারের সুত সূর্য্য জন্ম লয়।
নন্দকুমারের সুত সীতানাথ হয়,
অতঃপর আদিনাথ সুরেন্দ্র তনয়।
সীতানাথ-বংশধর জিতেন্দ্রমোহন,
বার্থীগ্রাম মাঝে কাল করেন যাপন।
উমাকান্ত-সুত হয় যদুনাথ নাম,
বাসস্থান হয় মুনিনাগগ্রাম।
নিবারণ-বংশধর অমূল্য কুমার,
বাকাল নামক গ্রামে বসতি ইহার।

— —

পঞ্চম অধ্যায়।

গাং রাঘব—সুত রঘুনাথ বংশ।

রঘুনাথ-সুত পাঁচ শ্রীরাম, শরণ,
শ্রীচরণ, জয়রাম, রূপনারায়ণ।
শ্রীরাম-তনয় দুই, রামেশ্বর বড়,
অতঃপর জনমিল নাম গদাধর।
গদাধর-সুত চাঁদ, সন্তোষ অগ্রজ,
জয়নারায়ণ ষষ্ঠ তাহার অনুজ।
চাঁদ-বংশধর চন্দ্রশেখর জন্ময়,
শ্রীচরণ-পুত্র এক হরিরাম হয়।

চন্দ্রশেখরের সুত বিশ্বনাথ হয়,—
ত্রিলোচন, পদ্ম, রামলোচন তনয়,
গোবিন্দপ্রসাদ বটে, আর মনোহর,
সপ্তম পুত্রের নাম ভবানীশঙ্কর।
বিশ্বনাথ-বংশধর হরচন্দ্র হন,
হরচন্দ্র হ'তে প্যারীমোহন নন্দন।
প্যারীমোহনের সুত গুরুদাস হয়,
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে বটে বসতি করয়।
ত্রিলোচন-সুত হয় মদন, ঈশ্বর।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত হয় সর্ব্বেশ্বর,
অপর তারকচন্দ্র ভেগাটা নিবাস,
সর্ব্ব-সুত যজ্ঞেশ্বর, নাঝাবাড়ী বাস।

গাং ত্রিলোচন-সুত মদন-বংশ।

মদনমোহন-সুত শ্রীগঙ্গাচরণ,
তাঁহার অনুজ হয় গোবিন্দ সুজন।
গঙ্গাচরণের সুত নীলকান্ত হয়,
বিনোদিনী ধুরী আর কন্যা জন্ম লয়।
গোবিন্দ তনয় মধু মণিচন্দ্র হন,
রহমৎপুর গ্রামে বাসের ভবন।

গাং মনোহর বংশ।

মনোহর হ'তে চণ্ডীচরণ জনম,
চণ্ডীচরণের রামাচরণ তনয়।

উমাচরণের সুত দুই জন হয়,
প্রথম নবীনচন্দ্র জনম লভয়,
দ্বিতীয় জানকীনাথ জনমে নন্দন,
কাশীপুর গ্রামে বাস করেন ব্রাহ্মণ।

গাং শ্রীপতি-পুত্র জানকীনাথ-বংশ।

জানকীনাথের সুত বিশ্বনাথ হয়,
তৎ-সুত রামকৃষ্ণ জনম লভয়।
রামকৃষ্ণ-সুত হয় কামদেব বড়,
শুকদেব, আর রামগোবিন্দ অপর।

গাং কামদেব বংশ।

কামদেব-সুত আট—উদয়নারায়ণ,
রামবল্লভ ও কৃষ্ণবল্লভ নন্দন,
রুদ্ররাম, চাঁদ আর জগৎজীবন,
শ্রীনারায়ণ আরও রূপনারায়ণ।
রামগোবিন্দের সুত হয় দুই জন,
রাজকৃষ্ণ, রাজারাম সহোদর হন।
রাজারাম-পুত্র হয় সীতারাম বড়,
রামরাম, চাঁপারাম বটে অতঃপর।
শুকদেব-সুত হয় জয়দেব বড়,
তদনুজ রঘুদেব, দুই সহোদর।

গাং রুদ্ররাম বংশ।

রুদ্ররাম হ'তে রামকেশব নন্দন,
তৎ-সুত রামরত্ন, কালাচাঁদ হন,

রামজয় আর রাধামাণিক তনয়,
কালাচাঁদ সুত কালীশঙ্কর লক্ষয়।
কালীশঙ্করের সুত হয় তিনজন,
অভয়, আনন্দ, রামকমল নন্দন।
অভয়ের একাদশ জনমে নন্দন,
চন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র, মথুরা, লক্ষণ,
রজনী, কৈলাসচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র হয়,
অম্বিকাচরণ, কালীমোহন তনয়,
আরও মহিমা, চণ্ডীচরণ নন্দন,
লাখুটিয়া গ্রামে হয় বাসের ভবন।
রামচন্দ্র হ'তে বেণীমাধব জন্মায়,
বেণীমাধবের হয় যাদব তনয়।
মহিমাচন্দ্রের সুত হয় একজন
আশুতোষ নাম বটে, মল্লিগ্রামে র'ন।

গাং রূপনারায়ণ বংশ।

রূপনারায়ণ-সুত লক্ষীনারায়ণ,
রামশরণ ও রামসন্তোষ নন্দন।
রামসন্তোষের সুত হয় দুই জন,
সদাশিব, ঘনশ্যাম জনমে নন্দন।
সদাশিব-সুত চারি, গোপাল, শ্রীধর,
রাধাকৃষ্ণ, বিন্দুরাম হয় অতঃপর।
বিন্দুরাম-বংশধর হয় পাঁচজন,
তারিণীচরণ, রাজকিশোর নন্দন,

কমলাকান্ত ও রামকুমার তনয়,
তাহার কনিষ্ঠ রামচরণ তনয়।
রাজকিশোরের এক জনমে তনয়,
তাহার মহিমাচন্দ্র নাম বটে হয়।
মহিমাচন্দ্রের সুত হয় ছয় জন,
হরি, শশধর, দুর্গা, বরদা নন্দন,
বংশধর বনমালী হয়েন অগ্রজ,
অতঃপর হয় শশিভূষণ অনুজ।
বনমালী-বংশধর এক জন হয়,
তার নাম বটে রমাপ্রসন্ন তনয়।
শশিভূষণের চিন্তাহরণ তনয়,
জগদীশ, আর ভবতরণ তনয়,
আরও বঙ্কিমচন্দ্র অপর নন্দন,
ধুলগাঁও গ্রামে হয় বসতি ভবন।
কমলাকান্তের সুত পূর্ণচন্দ্র হ'ন,
তাহার অনুজ নন্দকুমার নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হয় একজন,
তার নাম হয় বটে লক্ষ্মীনারায়ণ।
লক্ষ্মী-সুত বেণীলাল, মুকুন্দ বালক,
বর্ত্তমান বাসস্থান হয়েছে লোহক।
রাধাকৃষ্ণ হ'তে হয় ভবানী নন্দন,
গোলোকচন্দ্র ও রামচন্দ্র, ত্রিলোচন।
রামচন্দ্র-সুত নবকুমার অগ্রজ,
হরকুমারের পরে পার্ব্বতী অনুজ।

হরকুমারের হয় সতীশ নন্দন।
পার্ব্বতীর বংশধর শ্রীমধুসূদন।
ত্রিলোচন-বংশধর ভগবান হন,
গোবিন্দ, মহেশচন্দ্র, জগৎ নন্দন।
জগৎচন্দ্রের চন্দ্রকুমার তনয়।
চন্দ্রকুমারের সুত হরেন্দ্র জন্ময়।
গোবিন্দ-অপত্য যদু ও নন্দকুমার,
ধুলগাঁও বাসস্থান বটে এ সবার।

গাং রূপনারায়ণ-পুত্র লক্ষ্মী-বংশ।

লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত সূর্য্যনারায়ণ।
সূর্য্যনারায়ণ-সুত বিশ্বনাথ হন।
বিশ্বনাথ-সুত কালীকিশোর অনুজ,
কুমার দ্বারিকানাথ তাহার অগ্রজ।
কালীকিশোরের সুত তারক, রজনী,
প্রিয়নাথ, যদুনাথ, যাদুরাম গণি।
রামপরাণের সুত হয় তিনজন,
গৌর, গোরাচাঁদ, রামলোচন নন্দন।
রামলোচনের পুত্র রামতনু হয়,
গোপাল, ফটিকচন্দ্র জনম লভয়।
রামতনু হ'তে কালীপ্রসন্ন নন্দন,
তদনুজ বিশ্বেশ্বর সুন্দরদীতে র'ন।
গোপালচন্দ্রের সুত আশুতোষ হয়।
ফটিকের বংশধর আনন্দ জন্ময়,

তাহার অনুজ প্যারীমোহন নন্দন।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র হয় দুইজন—
তাহাতে অগ্রজ শ্যামাচরণ তনয়,
প্রসন্নকুমার বটে তদনুজ হয়।
প্যারীমোহনের সুত দুর্গা, শান্তি নাম,
এদের বানরিপাড়া হয় বাসধাম।
গোরাচাঁদ হ'তে গুরুপ্রসাদ নন্দন।
গুরুপ্রসাদের পুত্র বনমালী হন।
বনমালী-সুত তারাপ্রসন্ন অনুজ,
বিপিনবিহারী বটে তাহার অগ্রজ।
বিপিনের সুত হয় যতীন্দ্রমোহন,
সুরেন্দ্র, বিনোদলাল, নলচিরা র'ন।
কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রামচন্দ্র হয়,
ভবানীপ্রসাদ হয় কনিষ্ঠ তনয়।
রামচন্দ্র-বংশধর রামগঙ্গা হন।
রামগঙ্গা হ'তে রামদুলাল নন্দন,
বৈদ্যনাথ আর পদ্মলোচন তনয়।
রামদুলালের সুত দুইজন হয়।
প্রথম পুত্রের নাম বটে পীতাম্বর,
তাহার অনুজ কালীকুমার সোদর।
কালীকুমারের সুত হয় তিনজন,
ভারত, জগৎচন্দ্র আর নিবারণ।
নিবারণচন্দ্র-সুত প্রথম উপেন্দ্র,
অতঃপর হেমচন্দ্র, কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র।

পদ্মলোচনের রামকানাই নন্দন।
তৎ-সুত হয় শ্যামা, তারিণীচরণ।
তারিণীর বিশ্বেশ্বর, অনঙ্গ তনয়,
ধূলগ্রাম বাসস্থান ইহাদের হয়।
বৈদ্যনাথ হ'তে চণ্ডীচরণ তনয়।
চণ্ডীচরণের সুত আনন্দ জন্ময়,
মণিচন্দ্র, কুলচন্দ্র অপর নন্দন।
আনন্দ-তনয় আশুতোষ জন্ম লন,
দ্বিতীয় জনমে মনোরঞ্জন সন্তান,
ইহাদের কর্ণপাড়া হয় বাসস্থান।

গাং জানকীনাথ-গোষ্ঠি রুদ্র-বংশ

রুদ্ররাম হ'তে রামকেশব তনয়।
রামকেশবের সুত রামজয় হয়।
রামজয়-বংশধর তিলক সুজন।
তিলকচন্দ্রের সুত হয় পাঁচজন,
জগবন্ধু, হরনাথ, তারিণীচরণ,
মোহনচন্দ্র ও গুরুচরণ নন্দন।
জগবন্ধু সুত হরচরণ অগ্রজ,
অশ্বিনী, রজনী হয় তাহার অনুজ।
তারিণীচরণ-সুত পূর্ণচন্দ্র হয়।
হরচরণের সুত কুমুদ জন্ময়।
গুরুচরণের সুত কালী, শ্যামা হন।
কালীচরণের পুত্র হয় রামধন,

তাহার অগ্রজ চন্দ্রকুমার নন্দন,
চন্দ্রহাব গ্রামে বটে বাসের ভবন।
শ্যামাচরণের সুত কালীধন হয়,
তাহার অনুজ মধুসূদন তনয়।
হরনাথ-সুত হয় ঈশান ও কালী,
বহুদিন হ'তে তারা তারাকুলীবাসী।
মোহনচন্দ্রের হয় অনাথ নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হয় তিনজন,
অন্নদা, শীতলচন্দ্র, শরৎ তনয়,
ইহাদের বাসভূমি নলচিরা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কাশ্যপগোত্র ঠাকুর বংশ।

কাশ্যপ গোত্রেতে জন্ম বংশজ প্রধান,
ভট্টাচার্য্য উপাধের শিবের সন্তান,
কামদেব-বংশধর কাশীনাথ হয়।
সদাশিব ভট্টাচার্য্য তাঁহার তনয়।
সদাশিব হতে কালীচরণ নন্দন,
অনুজ তারিণী, তাঁরা স্বর্গবাসী হন।
কালীচরণের সুত চারি জন গণি,
ঈশ্বর, বিপিন, কৃষ্ণ, মধ্যম অশ্বিনী।

অগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র গুরুদেব হন,
তাঁহার নিকট রাধা ইষ্টমন্ত্র লন।
রাধাচরণের বটে স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী,
স্বামী স্ত্রী উভয় মিলি ইষ্টপূজা করি,
৺ঈশ্বর ঈশ্বর হ'তে ইষ্টমন্ত্র লন,
সংসারের পাপ তাপ হরণ কারণ।
ইষ্টদেব ঈশ্বরের পদে নিবেদন—
করুন কল্যাণ আরো পাপের মোচন।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত জিতেন্দ্র, যোগেশ,
সতীশ, নগেন্দ্রচন্দ্র অপর সুরেশ।
ঈশ্বর গেলেন স্বর্গে পুত্র পঞ্চ রাখি,
রাধার বাসনা সদা তৎপদ দেখি।
ঈশ্বরের-ধর্ম্মপত্নী দেবী বিশ্বেশ্বরী
স্বামীর বিচ্ছেদে তিনি যান স্বর্গপুরী।
অশ্বিনীর হর্ষনাথ, অঘোর নন্দন,
প্রিয়নাথ সহোদর তদনুজ হন।
বিপিনের বংশধর হন তারাপদ।
কৃষ্ণঠাকুরের পুত্র জন্মে হরিপদ।
সতত ঠাকুর বংশ থাকে যেন সুখে,
রাধার প্রার্থনা এই ইষ্টদেব পদে।
ইষ্টদেব বংশধর রাধা করে ধ্যান।
পাঙ্গাসিয়া গ্রামে বটে হয় বাসস্থান।

পুরোহিত বংশ।

কাশ্যপ গোত্রের বটে প্রধান বংশজ,
রবিকর চট্ট সুত ছকড়ি আত্মজ,
কালিকাপ্রসাদ নাম, হন সুবিদ্বান্।
পৌরহিত্য কার্য্য করি জীবন কাটান।
রুদ্রকর জন্মভূমি সুপ্রসিদ্ধ হয়,
গাঙ্গ গঙ্গা বিজ্ঞ জেনে কালিকে বলয়।
উদ্বাহের মন্ত্র জন্য কালী আগমন,
রামকৃষ্ণ রায় কন্যা গঙ্গার গ্রহণ।
তদবধি নলচিরা কালীর আবাস,
গাঙ্গুলীর পুরোহিত হইল প্রকাশ।
কালিকাপ্রসাদ সুত রামজয় হয়।
জয়চন্দ্র, রামরত্ন তাহার তনয়।
রামরত্ন বংশধর রঘুদেব হন।
রঘু হ'তে রামদেব জনমে নন্দন।
রামদেব-সুত রামভদ্র জনময়।
রামভদ্র হ'তে রামসন্তোষ তনয়।
সন্তোষ-তনয় রামমাণিক্য সুজন,
রামহরি, গঙ্গাধর, যুগল, নন্দন।
মাণিক্যের সুত হয় তারিণী অভয়।
তারিণীর সুত কালীচরণ তনয়,
অনুজ দীনেশ, আর রমেশ তনয়।
অভয়চরণ-সুত তিন জন হয়,—

অক্ষয়, যামিনী আর বিমল নন্দন।
কালীচরণের সুত শ্রীমনোমোহন।
জয়চন্দ্র হ'তে রামশঙ্কর তনয় ;
শঙ্কর-তনয় রামগোবিন্দ জন্মায়।
তৎ-সুত বানেশ্বর ; তাহার তনয়—
রামদাস, রামকৃষ্ণ জনম লভয়।
রামদাস হ'তে রাধামোহন নন্দন।
রাধামোহনের পুত্র নবীন সুজন ;
নবীনচন্দ্রের সুত জনমে বিহারী,
তাহার তনয় হয় বালক ছকড়ি।

(১) কাশ্যপ গোত্র দক্ষ-বংশ।

কাশ্যপ গোত্রের দক্ষ পুরুষ প্রথম,
তাহার তনয় ষোল লভিল জনম,
সুলোচন, জটাধর, বনমালী, ধীর,
শুভ, শম্ভু, কৃষ্ণ, রাম, কাক, পাল্ল, নীর,
কৌতুক, কেশব, হরি, জন, শশিধর,
দক্ষ-সুত ষোল জন কাশ্যপ প্রবর।
(২) সুলোচন দ্বিপুরুষ, (৩) বাসুদেব পর,
তৎ সুত (৪) মহাদেব আর (৪) হলধর।
তৎ সুত (৫) কৃষ্ণদেব তনয় (৬) বরাহ,
(৭) সপ্তম শ্রীধর হন পুরুষ পরাহ।
(৮) বহুরূপ চট্ট হন প্রথম কুলীন,
অষ্টম পুরুষ ব'লে হয় জ্ঞানাধীন,

চট্টবংশে অন্তর বলি পরিচয়—
(৪) মহাদেব-বংশধর (৫) মহানন্দ হয়।
(৬) সামন্ত (৭) লৌলিক সুত ৮, অরবিন্দ হন,
(৮) হলায়ুধ ও (৮) বাঙ্গাল, (৮) শুচ, পঞ্চজন।
(৮) অরবিন্দ (৯) আয়িতের (১০) দ্যাকর তনয়,
(১১)ধন(১২)গণপতি(১৩)ব্যাস ১৪)আনাই জন্ময়
(১৪) আইন (১৫) শ্রীনাথ সিদ্ধপুরুষ-প্রবর।
তৎ সুত গঙ্গাদাস পুরুষ প্রবর।
গঙ্গাদাস-বংশধর ভুবন জন্মিল ;
তৎ-সুত রতিনাথ, রামনাথ ছিল।
রতি-পুত্র রামচন্দ্র, নারায়ণ, হয়,
শ্রীকৃষ্ণ ও রমাকান্ত, এ চার তনয়।
নারায়ণ-বংশধর ফুলিয়ার দলে,
রামচন্দ্র চট্ট হয় খরদহ মেলে।

খরদহ রামচন্দ্র চট্ট-বংশ।

রামচন্দ্র-বংশধর হয় দুইজন,
কৃষ্ণজীবন, বল্লভ বিংশ সংখ্যা হন।
কৃষ্ণজীবনের সুত চারিজন হয়,
রামবল্লভ ও রামকৃষ্ণ জন্ম লয়,
রামনাথ আর রামগোবিন্দ নন্দন।
রামবল্লভের সুত রামানন্দ হন।

চট্ট রামকৃষ্ণ বংশ।

রামকৃষ্ণ-বংশধর হয় তিনজন,
গঙ্গারাম, রামরাম, শ্রীধর নন্দন।
রামরাম-বংশধর রাধাকান্ত হয়,
মাণিক্য, গোকুল, রামপ্রসাদ তনয়।
রামপ্রসাদের সুত জগন্নাথ হন,
বংশধরগণ সব বার্থীগ্রামে র'ন।
জগন্নাথ-বংশধর তিলক, আনন্দ,
অপর পুত্রের নাম হয় নিত্যানন্দ।
তিলকের সুত কালীকুমার অগ্রজ,
বিশ্বেশ্বর ও অন্নদাচরণ অনুজ।
কালীকুমারের হয় যোগেন্দ্র নন্দন।
আনন্দচন্দ্রের সুত জন্মে তিনজন—
জগদীশ আর শ্যামাচরণ তনয়,
অপর পুত্রের নাম কালীবন্ধু হয়।
অন্নদাচরণ হ'তে গিরীশ নন্দন,
তাঁহাদের বার্থীগ্রামে বাসের ভবন।
গঙ্গারাম-সুতদ্বয় নীলকণ্ঠ বড়,
যাদু ও গোপালকৃষ্ণ হয় অতঃপর।
শ্রীধরের বংশধর হন পাঁচজন—
রতিকান্ত, রামকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত হন,
আরও রুক্মিণী, গুরুপ্রসাদ নন্দন।
রতিকান্ত-বংশধর কাশীনাথ হন,

তাহার অনুজ রামসন্তোষ তনয়।
কাশীনাথ-বংশধর গোপীনাথ হয়,
তাহার মহিম, কালীকুমার তনয়।
মহিমাচন্দ্রের সুত বাণীকান্ত হয়।
কালী-সুত সীতানাথ জগবন্ধু হন,
আমগাও গ্রামে কাল করেন যাপন।
রামকান্ত-সুত হয় ভবাণীচরণ;
তাহার তনয় জন্মে তারিণীচরণ।
তারিণীচরণ হ'তে দ্বারিকা নন্দন,
খালিয়া গ্রামেতে হয় বাসের ভবন।
নিত্যানন্দ হ'তে শ্যামাচরণ নন্দন।
শ্যামাচরণের সুত টোকানী সুজন।
রুক্মিণীকান্তের সুত রাজনারায়ণ;
তাহার তনয় শ্যাম, বলরাম হন।
শ্যামকিশোরের সুত রামনাথ হন।
বলরাম বংশধর মহেশ জন্মায়।
মহেশচন্দ্রের হয় রাখাল তনয়।
রামনাথ-সুত আশু বাস বাথী হয়।
রামসন্তোষের সুত রাধানাথ হন।
রাধানাথ-সুত কালী, অন্নদাচরণ।
কালীপ্রসন্নের সুত যদুনাথ হয়,
অনুজ রজনীনাথ জনম লভয়।
অন্নদাচরণ-সুত ভ'নাথ হন,
বর্ত্তমান বাসস্থান বীরনারায়ণ।

নীলকণ্ঠ-বংশধর বেচারাম হন,
অতঃপর বৃন্দাবন জনমে নন্দন।
বেচারাম-সুত পূর্ণ, আনন্দ অগ্রজ।
আনন্দের সুত কালী, মহিমা অনুজ।
কালীপ্রসন্নের সুত হয় দুর্গাধন,
তদনুজ নিশিকান্ত জনমে নন্দন।
মহিমাচন্দ্রের সুত অনাথ অগ্রজ,
অতঃপর কুলচন্দ্র তাহার অনুজ।
পূর্ণানন্দ-সুত হয় অশ্বিনী অনুজ,
অপর তনয় রামকুমার অগ্রজ।
অশ্বিনীর তিন সুত—বিনোদ জনম,
সর্বানুজ ছনু, রাসবিহারী মধ্যম।
রামকুমারের সুত অগ্রজ গোপাল,
বার্থীগ্রাম বাসী এরা. ছোট মতিলাল।
বৃন্দাবন-সুত গৌর, কমল উভয়।
গৌরচন্দ্র হ'তে হয় শ্রীনাথ তনয়,
আরও জনম উমাচরণের হয়।
রামকমলের হয় মথুরা তনয়।
উমাচরণের হয় অশ্বিনী সন্তান,
কীর্ত্তিপাশা গ্রামে বটে হয় বাসস্থান।

চট্ট রামবল্লভ-সুত রামানন্দ-বংশ।

রামানন্দ-বংশধর নয় জন হল,
রামধন্ত, রামনিধি, তিলক, গোকুল,

গোপাল, হৃদয়, রাজকিশোর তনয়,
কেবল ও রাধাকৃষ্ণ জনম লভয়।
রামরত্ন-সুত নব, বিশ্বনাথ হন,
রামজয়, জগন্নাথ, বলরাম র'ন।
রামজয়-বংশধর কাশীনাথ আর,
তারিণীচরণ, শ্যামাচরণ কুমার,
অপর উদয়চাঁদ। কাশীর কৈলাস—
তনয় জনমে, তার পীপলাকাঠী বাস;
অপর ভারতচন্দ্র অবিনাশ হয়,
শরচ্চন্দ্র আর কালীপ্রসন্ন তনয়।
তারিণীচরণ-সুত দুইজন হয়,
উমেশ, নবীনচন্দ্র জনম লভয়।
নবীনচন্দ্রের সুত হয় তিন জন,
কৈলাস, শরৎ, কালীপ্রসন্ন নন্দন।
কালীপ্রসন্নের জন্মে ললিত নন্দন,
ধোপাদহ গ্রামে হয় বাসের ভবন।
বলরাম বংশধর হয়েন আনন্দ;
তাহার যোগেন্দ্র-পুত্র আর শরচ্চন্দ্র।
গোকুলের সুত জন্মে হর, রূপচন্দ্র,
গৌর ও মোহনচন্দ্র, আর জয়চন্দ্র,
অতঃপর হয় রামলোচন নন্দন।
জয়চন্দ্র-সুত হয় ঈশ্বর সুজন।
হরচন্দ্র হ'তে চন্দ্রমাধব তনয়,
মাধবের সুত প্যারীমোহন জন্মায়।

রামভদ্রপুর, আর বটে বেঘে গ্রাম ;
উঁহাদের দুইস্থানে হয় বাসধাম।
হৃদয়রামের সুত হয় সাতজন,
শিবচন্দ্র, রঘুমণি, গৌরচন্দ্র হন,
ভবানীশঙ্কর, রামমোহন তনয়
অপর ভৈরবচন্দ্র জনম লভয়।
মোহনের রাজকৃষ্ণ, তারক তনয়।
তারকের সুত কালী, তারা নাম হয়।
রাজ-সুত কালীকৃষ্ণ মথুরা সুজন।
মথুরানাথের হয় পাঁচটী নন্দন—
আশুতোষ, পূর্ণচন্দ্র, অমৃত, গিরীন্দ্র,
আরও জনম লভে কুমার সুরেন্দ্র।
আশুতোষ হ'তে জন্ম নলিনীর হয়,
উলায় বসতিস্থান ইঁহাদের রয়।

চট্ট রামনিধি বংশ।

রামনিধি-বংশধর হয় ছয়জন,
নীলমণি, ব্রজ, কৃষ্ণ ও হরমোহন,
রাধামোহন ও গৌরমোহন তনয়।
নীলমণি-বংশধর তিন জন হয়,
জগৎ, উমেশচন্দ্র গোলোক নন্দন।
জগৎচন্দ্রের সুত হয় তিন জন—
গিরি আর রাজ, সূর্য্যকুমার সুজন।
গোলোকের যজ্ঞেশ্বর ভুবন তনয়।

গৌরমোহনের সুত হয় তিনজন,
দুর্গা, কালী আর জন্মে অভয়াচরণ।
অভয়াচরণ-সুত হয় চন্দ্রনাথ,
সীতা, শিব ও দ্বারকা আর প্রাণনাথ।
যাদব, দ্বারকা-সুত ও প্রতাপ হয়।
কালীচরণের পুত্র সুরেশ জন্মায়।
ব্রজমোহনের পুত্র কাশীচন্দ্র হয় ;
শ্রীনাথ ও হরিনাথ তাহার তনয়।
দুর্গাচরণের সুত হয় ছয়জন,
উমেশ, শরৎচন্দ্র, ক্ষিতীশ নন্দন,
মনোরঞ্জন ও জ্ঞানরঞ্জন তনয়,
অপর সতীশচন্দ্র কাশীপুর রয়।
কৃষ্ণমোহনের সুত গোলোক ঈশ্বর।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র দুই সহোদর,
জনমে হারাণচন্দ্র, অনঙ্গমোহন,
ইহাদের খালিয়ায় বাসের ভবন।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত চণ্ডী জনময়,
চণ্ডীচরণের সুত যদুনাথ হয়।
রাধামোহনের সুত হয় তিনজন,
শ্রীনাথ, আনন্দচন্দ্র, দৈবচন্দ্র হন।
হরমোহনের সুত তিনজন হয়,
নবীন, প্রসন্নচন্দ্র, মহেশ জন্ময়।
নবীনচন্দ্রের সুত হয় পাঁচজন,
ভুবন, ললিত, লালমোহন নন্দন,

আরো জন্মে চন্দ্রকান্ত, বিহারী তনয়।
প্রসন্নচন্দ্রের পুত্র চারিজন হয়—
কেদার, উপেন্দ্রনাথ ও ফণীভূষণ,
অপর পুত্রের নাম ভুবনমোহন।
কেবলকৃষ্ণের সুত হয় আটজন,
কৃষ্ণচন্দ্র, কালিদাস রামচাঁদ হন,
গঙ্গাদাস, আর মধুসূদন তনয়,
স্বরূপ, গোবিন্দচন্দ্র কানাই জন্মর।
কালিদাস-বংশধর হয় ছয়জন,
প্রসন্ন, শীতলচন্দ্র, তারক নন্দন,
মনোমোহন ও প্যারীমোহন জন্মর,
আরও জনমে গুরুচরণ তনয়।
প্রসন্নচন্দ্রের পুত্র হয় ছয়জন,
অবিনাশচন্দ্র, চিন্তা, শশাঙ্কমোহন,
কামিনী, অনাথ, নবকুমার তনয়,
ইহাদের বাসস্থান আমগাছে হয়।
গুরুচরণের সুত মতিলাল হয়,
মহেন্দ্রদী গ্রামে বটে বসতি করয়।
তারকের তিন পুত্র,—জগবন্ধু হয়,
আরো জন্মে দীনবন্ধু, সুধন্ব তনয়।
প্যারীমোহনের চন্দ্রমোহন তনয়।
চন্দ্রমোহনের হরিমোহন জন্মর।
শীতলচন্দ্রের হয় অমৃত তনয়,
আমগাও, কালাব্রধা বাসস্থান হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র পুত্র হয় গোপাল, ঈশ্বর।
ঈশ্বরচন্দ্রের হয় চণ্ডী বংশধর।
গোপালের সুত আশু, অনঙ্গমোহন,
হারাণচন্দ্র ও রাসবিহারী নন্দন।
রামচাঁদ হ'তে গুরুচরণ জন্মায়,
আরও জনমে শ্যামা, মহিমা তনয়।

চট্ট রাধাকৃষ্ণ বংশ।

রাধাকৃষ্ণ-বংশধর হয় তিন জন,
আনন্দ, গোপীমোহন ও দেবীচরণ।
আনন্দচান্দ্রর হয় দুই বংশধর,
ঈশ্বর একের নাম, গোলোক অপর।
গোলোকচন্দ্রের শিব, বিমল সন্তান,
খালিয়ায় ইহাদের হয় বাসস্থান।

চট্ট রাজকিশোর বংশ।

রাজকিশোরের পুত্র হয় চারিজন,
কমলাকান্ত ও গৌরসুন্দর নন্দন,
কালীকান্ত আর রামকুমার তনয়।
গৌরসুন্দরের সুত চারিজন হয়—
কাশীচন্দ্র, নীলমণি, অভয়াচরণ,
অতঃপর তদনুজ ভগবান হন।
অভয়াচরণ হ'তে মহেন্দ্র জন্মায়,
কাশীচন্দ্র হ'তে চাঁদমোহন তনয়,

তাহার অনুজ মনোমোহন জন্মায়।
নিমাই তনয় চাঁদমোহনের হয়।
মনোমোহনের হয় খোকাই সন্তান;
কাশীপুর ইহাদের হয় বাসস্থান।

চট্ট গোপাল বংশ।

রামগোপালের সুত হয় তিন জন,
মদনমোহন বংশী ও পদ্মলোচন।
মদনমোহন-সুত চারি জন হয়,
কালাচাঁদ, পঞ্চানন, হারাণ তনয়,
অতঃপর হয় নীলমাধব নন্দন।
বংশীর তনয় শ্যামাচরণ সুজন।
পঞ্চানন-বংশধর হয় তিনজন,
বনমালী, জনার্দ্দন ও মধুসূদন।
মধুসূদনের সুত সুরেন্দ্র, নরেন্দ্র,
মণীন্দ্র ও হরেন্দ্র, দেবেন্দ্র, যোগেন্দ্র,
মহেন্দ্র, জিতেন্দ্র আর হারাণ জন্মায়।
জনার্দ্দন-বংশধর দুই জন হয়,—
জগদীশ, কালাচাঁদ সহোদর দ্বয়।
ইহাদের বাসস্থান খাইসারি হয়।
নীলমাধবের সুত হয় নয় জন,
ললিতমোহন, কুঞ্জবিহারী, ভুবন,
বিপিন, অতুল, লালবিহারী, যামিনী,
অতঃপর জনমিল নিখিল, কামিনী।

ললিত-তনয় মতি, বড় হীরালাল,
অপর বিজয়লাল ও ননীগোপাল।
কুঞ্জবিহারীর হয় গিরিজা নন্দন,
প্রমথ ও কালাচাঁদ, প্রিয়নাথ হন।
ভুবনেশ্বরের সুত আশুতোষ হয়।
অতুলের সুত চারু, বঙ্কিম জন্ময়।
নিখিলেশ্বরের সুত হয় নারায়ণ।
লালবিহারীর হয় সুবোধ নন্দন।
যামিনীর বংশধর হয় বৈদ্যনাথ,
অপর তারকনাথ ও কেদারনাথ।
কামিনীর সুত হয় নলিনীমোহন,
ইছাপুরা গ্রাম বটে বসতি ভবন।
নীলমণি হ'তে গোপীমোহন জন্ময়।
গোপীমোহনের সুত মতিলাল হয়।

চট্ট-রামনাথ বংশ।

রামনাথ-বংশধর হয় তিন জন,
অযোধ্যারাম ও কৃষ্ণ, চন্দ্রনারায়ণ।
অযোধ্যারামের সুত হয় দুই জন,
রামলোচন ও রামমোহন নন্দন।
রামলোচনের সুত একাদশ জন,
বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও দুর্গাচরণ,
জগচ্চন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ভৈরব, ভবানী,
কৃষ্ণকান্ত, রামচন্দ্র, কালী ও তারিণী।

তারিণীচরণ-সুত পাঁচ জন হয়,
কৈলাস, মহিমাচন্দ্র, শীতল, অক্ষয়,
আরো বটে দীননাথ জনমে নন্দন।
কৈলাসচন্দ্রের সুত হয় ছয় জন,—
অধর, নবীনচন্দ্র, নিশিকান্ত হয়,
প্রভাত, রজনী হরিচরণ তনয়।
দীননাথ হ'তে হয় অমৃত নন্দন।
কৃষ্ণকান্ত-বংশধর হয় পাঁচ জন—
অভয়, গোবিন্দচন্দ্র, কানাই, মোহন,
অতঃপর গুরুদাস আমগ্রাম র'ন।
রামকানাইর সুত হয় ছয় জন,—
উমাকান্ত, কালীকান্ত, রজনী নন্দন,
নীলকান্ত, রতিকান্ত, পার্ব্বতীচরণ।
রজনীর হেমচন্দ্র, শরৎ নন্দন।
অক্ষয়কুমার-সুত হেম ও মহেন্দ্র,
বসন্ত, যোগেন্দ্র আর জনমে উপেন্দ্র।
গুরুদাস হ'তে হয় প্রবল নন্দন,
খালিয়া নামক গ্রামে বাসের ভবন।
অভয়াচরণ-সুত দুর্গাবর নাম,
মহেন্দ্র, শ্যামাচরণ সুন্দরাদি ধাম।
মোহনচন্দ্রের হয় মথুরা নন্দন,
বাকপুর গ্রাম বটে বাসের ভবন।
দুর্গাচরণের সুত কুলচন্দ্র হন,
অন্নদাচরণ আর, খালিয়ায় রন।

কুলচন্দ্র-সুত হয় শিরীষ কিরণ।
শিরীষচন্দ্রের হয় অমল নন্দন।
ভৈরবচন্দ্রের সুত গোলোক অগ্রজ,
অতঃপর, রামতনু তাহার অনুজ।
রামতনু হ'তে হয় প্রসন্ন তনয়,
অপর কেদারনাথ জনম লভয়।
প্রসন্নের সুত চিন্তা, বিলাস জন্ময়।
কেদারনাথের জন্মে বিপিন তনয়।
গোলোকচন্দ্রের শ্যামাচরণ নন্দন।
শ্যামাচরণের সুত শ্রীমধুসূদন।
রামচন্দ্র হ'তে রামকমল তনয়,
রামকৃষ্ণ আর রামগোপাল জন্ময়।
রামকমলের সুত শ্রীরামদয়াল।
রামদয়ালের সুত হয় হীরালাল,
অমুজ অমৃতলাল অপর মাখন,
গোপালপুরেতে কাল করেন যাপন।
রামগোপালের সুত হয় জনার্দ্দন।
রামকৃষ্ণ হতে জন্মে হারাণ নন্দন।
শম্ভু হ'তে হরচন্দ্র গোলোক নন্দন।
হরচন্দ্র-সুত কালী, আনন্দমোহন।
কালীমোহনের সুত শশধর হয়।
গোলোকচন্দ্রের কালীপ্রসন্ন তনয়।
কালীপ্রসন্নের সুত ললিতমোহন,
বসন্ত, হেমন্ত আর দীনেশ নন্দন।

চট্ট রামমোহন বংশ।

রামমোহনের সুত হয় নয় জন,
কাশীনাথ, নীলাম্বর, কীর্ত্তিনারায়ণ,
গোপীনাথ, রাধানাথ, যুগলকিশোর,
সূর্য্য নারায়ণ, গদাধর, পীতাম্বর।
গদাধর-সুত চন্দ্র, আনন্দ, মোহন,
মোহন তনয় শম্ভু, কাশীনাথ হন,
অপর মথুরানাথ জনম লভয়।
মথুরানাথের সুত দুই জন হয়,
আশুতোষ, মতিলাল, রঙ্গশ্রীতে রন।
আশুতোষ-বংশধর হয় তিন জন—
বিনোদ, নলিনীকান্ত, হৃষিকেশ হয়,
মতিলাল-বংশধর অনন্ত, জন্মায়।
শম্ভুর খগেশচন্দ্র, বিলাস নন্দন।
কাশীনাথ-সুত পাঁচু, নগেন্দ্র সুজন।
পীতাম্বর-বংশধর মহেশ জন্মায়।
মহেশ-তনয় শশিভূষণ, অভয়,
প্রিয়নাথ, সীতানাথ, অম্বিকাচরণ,
পিঙ্গলাকাঠীতে হয় যাঁদের ভবন।
শশী-সুত হরিকেশ, সুরেশ, মোহিনী।
অম্বিকাচরণ-সুত যাদবকে জানি।
অভয়ের মহেন্দ্র ও যোগেন্দ্র জন্মায়।
প্রিয়নাথ-বংশধর পরিমল হয়।

কাশীনাথ পুত্র হয় হরনাথ বড়,
শ্রীনাথ ও মহানন্দ, আনন্দ, ঈশ্বর।
হরনাথ-বংশধর তিন জন হয়,
রজনী, তারকনাথ, মথুরা তনয়।
তারকের বিধুলাল তনয় অগ্রজ,
মধ্যম অনন্তলাল, প্রিয় ভদনুজ।
মথুরানাথের হয় অনাথ নন্দন।
বিধু-পুত্র নরসিংহ নলচিরা র'ন।
শ্রীনাথের তিন পুত্র রাখাল অগ্রজ,
বিনোদ, কেদারনাথ, তাহার অনুজ।
ইহাদের বাসস্থান খালিয়ায় হয়,
কখন রাখালচন্দ্র দুর্গাপুর রয়।
যুগলকিশোর-পুত্র হয় বলরাম,
তাহার রজনী পুত্র খালিয়ায় ধাম।
নীলাম্বর-বংশধর ভোলানাথ হয়।
ভোলানাথ-পুত্র বটে তিন জন হয়—
হারাণচন্দ্রের পরে জনমে নগেন্দ্র,
আরও জনম লভে কুমার যোগেন্দ্র।
গোপীনাথ-বংশধর দ্বারিকা সুজন।
দ্বারিকার জগবন্ধু, বিনোদ নন্দন।
গদাধর-সুখানন্দ, রসিক জন্মায়।
রসিকের হয় হরকুমার তনয়।
বিনোদের হয় লালমোহন নন্দন,
খালিয়া ও আমগ্রাম বাসের ভবন।

জগবন্ধু হ'তে হয় রাজেন্দ্র নন্দন,
হরেন্দ্র, যোগেন্দ্র আর, সেনাপতি র'ন।
সূর্য্যের তনয় চণ্ডী, পার্ব্বতীচরণ।
পার্ব্বতীর হয় কালী, বসন্ত, নন্দন।
কালীকুমারের সুত গোপাল চন্দ্রায়!
বসন্তের হীরালাল জনমে তনয়।
চণ্ডীর প্রসন্ন সুত। তৎ-সুত হয়—
হারাণ; খালিয়াগ্রামে বসতি করয়।

চট্ট রামনাথ-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বংশ।

কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর হয় পাঁচ জন,
রামকিঙ্কর ও রামদুর্ল্লভ নন্দন,
রামকুমার ও রামদুলাল তনয়,
আরো জন্মে রাজচন্দ্র; খালিয়ায় রয়।
রামকিঙ্করের গৌরসুন্দর নন্দন,
রাধানাথ, কাশীনাথ, বলরাম হন,
রামচন্দ্র ও তিলক, মদনমোহন,
অপর গোলোকচন্দ্র জনমে নন্দন।
রাজচন্দ্র-পুত্র দুই গোপীনাথ হয়,
তদনুজ হয় দুর্গাচরণ তনয়।
মদনমোহন-পুত্র এক জন হয়,
প্রসন্নকুমার বটে জনম লভয়।
রাধানাথ-বংশধর হয় ছয় জন,
গোবিন্দ, মোহনচন্দ্র, মদনমোহন,

অরুণ, স্বরূপচন্দ্র মহিম তনয়,
থালিয়া ও আমগ্রাম বাসস্থান হয়।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র হয় সাত জন,
দ্বারিকা, শরৎচন্দ্র, পতিতভারণ,
কালীশ্বর, প্রভাচন্দ্র, পার্শ্বনাথ হন,
অগ্রজ শ্রীনাথ, বাস বীরনারায়ণ।
রামকুমারের পুত্র কাশীনাথ হয়।
তৎসুত ভবতোষ জনম লভয়।
রামদুর্লভের পুত্র কালাচাঁদ হন,
অতঃপর রামচাঁদ জনমে নন্দন।
কালাচাঁদ পুত্র চারি—প্রতাপ জন্ময়,
আর কৃষ্ণ, রাজ, চন্দ্রকুমার তনয়।
রামচাঁদ-বংশধর হয় বৃন্দাবন,
অপর জানকীনাথ জনমে নন্দন।
কৃষ্ণকুমারের পুত্র আশু, চিন্তা নাম,
ইহাদের বাসস্থান হয় আমগ্রাম।
রাজকুমারের সুত যামিনী জন্ময়।
বৃন্দাবন পুত্র শশী, নীলকান্ত হয়।
জানকীনাথের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়,
থালিয়ায় বাসস্থান ইহাদের হয়।
গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র ছয় জন হয়,
চন্দ্রকান্ত, শ্যামাকান্ত, গিরিশ জন্ময়,
অপর সারদা, শশিকুমার নন্দন,
অতঃপর জন্মে দেবীচরণ সুজন।

গিরিশচন্দ্রের পুত্র শরচ্চন্দ্র নাম,
অনুজ কিরণচন্দ্র বাইসারি ধাম।
গৌরীনাথ-বংশধর হয় তিন জন,
কালীনাথ, হরিশ্চন্দ্র, হরিনাথ হন।
হরিনাথ-বংশধর চারি জনময়,
মতিলাল, হর, শ্যাম, প্যারীলাল হয়।
কালীনাথ হ'তে গঙ্গাচরণ নন্দন,
অপর গোপাল, কুলচন্দ্র জন্ম লন।
দুর্গাচরণের পুত্র গুরুদাস বড়,
অতঃপর ভগবান দুই সহোদর।
গুরুদাস-বংশধর হয় তিনজন,
দীননাথ, চন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠ নন্দন।
ভগবান-সুত হয় শ্রী বরদাকান্ত,
অপর চিন্তাহরণ, আর নীলকান্ত।
বরদাকান্তের সুত মহাদেব হয়।
নীলকান্ত হ'তে ক্ষেত্র গোপাল জন্ময়।
বৈকুণ্ঠচন্দ্রের সুত মতিলাল হন,
নলচিরা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
গৌরসুন্দরের রামদয়াল তনয়।
অশ্বিনীকুমার তার নন্দন জন্ময়।
রামচন্দ্র হ'তে হয় প্রসন্ন নন্দন,
অপর তনয় রাসবিহারী সুজন।
রাজেন্দ্র প্রসন্ন-সুত, যোগেন্দ্র, নরেন্দ্র।
রাসবিহারীর পুত্র হারাণ, সুরেন্দ্র।

দ্বারিকা নাথের পুত্র প্রতাপ, কৈলাস,
সীতানাথ ও রাধিকা থালিয়ায় বাস।
অনন্ত, শ্রীনাথ-পুত্র ও ষষ্ঠীচরণ,
বর্ত্তমান বাসস্থান বীরনারায়ণ।
স্বরূপচন্দ্রের পুত্র হয় ছয় জন,
আনন্দ, যাদব, উমাচরণ নন্দন,
বিহারী ও পূর্ণ, চন্দ্রকুমার তনয়।
উমাচরণের পুত্র ছয় জন হয়—
প্রসন্ন, জাহ্নবী, আর ঋষিবশ হন,
সতীশ, যোগেশচন্দ্র, প্রভাত নন্দন।
প্রসন্নকুমার পুত্র শ্রীমনোমোহন,
অগ্রজ খগেন্দ্রনাথ জনমে নন্দন।
জাহ্নবীচরণ পুত্র অমূল্য তন্ময়,
রামভদ্রা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র বৈকুণ্ঠ, কৈলাস,
অপর বিলাস বেরমহলেতে বাস।
পূর্ণ পুত্র নিবারণ গুটিয়া নিবাস।
শরৎ, যাদব-সুত কাশীপুর বাস।
বিহারীর পুত্র হয় গোপাল প্রশান্ত,
চন্দ্র-পুত্র নীলমণি তারক, বসন্ত।
দীন-পুত্র হেমচন্দ্র ও যতীন্দ্র হয়,
যোগেন্দ্র, অতীন্দ্রচন্দ্র জনম লভয়।
চন্দ্রনাথ-বংশধর যামিনী, রমণী,
সেনাপতি বাসস্থান হয় বলে জানি।

অপর অখিলচন্দ্র, করুণা নন্দন,
সুনশিং ইহাদের বাসের ভবন।
যামিনীর পুত্র হয় অবনীরঞ্জন।
হেমচন্দ্র হ'তে হয় দেবেন্দ্র নন্দন।
ফতুল্লা ফেগুনাসার এই গ্রামদ্বয়,
বংশধরগণ সবে বসতি করয়।
মোহন চন্দ্রের পুত্র হয় ছয় জন,
গোপাল, জানকীনাথ, অন্নদাচরণ.
কালী, বিধু, আরো বটে মহেশ তনয়।
গোপালচন্দ্রের পুত্র রাজেন্দ্র তনয়।
কালীপ্রসন্নের পুত্র শ্রীনকুলেশ্বর,
আগলপাশায় হয় ইহাদের ঘর।
মহেশচন্দ্রের পুত্র সুধন্য, সুরেশ,
অপর পুত্রের নাম যোগেশ, রমেশ।
সুরেশের অমরেশ পুত্র তনময়।
বীরেন, নরেন হয় যোগেশ-তনয়।
সুরেশাদি তিন জন সেনহাটী বাস,
সুধন্যকুমার বেনেঝুরিতে নিবাস।
অন্নদাচরণ-পুত্র নেপাল যোগেশ,
নিবারণ, বিশ্বেশ্বর, কাশীপুর দেশ;
অপর শরৎচন্দ্র জনমে সন্তান,
এলাহাবাদেতে বটে হয় বাসস্থান।
অরুণ চন্দ্রের-পুত্র যোগেন্দ্র জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান কাশীপুর হয়।

পতিততারণ-পুত্র কালীপদ হয়,
অগ্রজ কিরণচন্দ্র জনম লভয়।
পার্শ্বনাথ-পুত্র চন্দ্রকুমার জন্ময়।
শরৎচন্দ্রের হয় রজনী তনয়।
কালীহর হ'তে হয় মাধব নন্দন।
প্রভাতচন্দ্রের পুত্র বিমলা, মাখন।
গৌরসুন্দরের চন্দ্রকুমার তনয়,
কালী, চণ্ডী, আর রামদয়াল জন্ময়।
কালীচরণের পুত্র হয় তিনজন,
বিলাস, উমেশচন্দ্র, হীরালাল হন।
চণ্ডীচরণের হয় যামিনী তনয়।
বিলাসের আট সুত জনম লভয়—
রমেশ, মুকুন্দচন্দ্র, গণেশ, জীবন,
যাদব, তারক, চন্দ্রমাধব নন্দন,
সিদ্ধেশ্বর বংশধর জনম লভয়,
কলসকাঠীতে বটে বাসস্থান হয়।
রামদয়ালের হয় তনয় অশ্বিনী।
চন্দ্রকুমারের সুত পাঁচ জন গণি—
দেবেন্দ্র, হারাণ, হরকুমার তনয়,
আরও শরৎ, রাসবিহারী জন্ময়।
রাসবিহারীর হয় প্রফুল্ল নন্দন,
বসতি মামুদপুর জ্ঞাত সবজন।

চট্ট রামনাথ-পুত্র চন্দ্রনারায়ণ বংশ।

চন্দ্রনারায়ণ হ'তে ভবানী নন্দন,
সদাশিব, রামকান্ত, রামসুন্দর হন।
সদাশিব পুত্র পাঁচ—তিলক জন্মায়,
গঙ্গা, রঘু, হরচন্দ্র, কমল তনয়।
হরচন্দ্র—বংশধর হয় ছয় জন,
গোবিন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র আর পঞ্চানন,
প্যারীমোহন ও চন্দ্রমোহন তনয়,
অতঃপর আর মধুসূদন জন্মায়।
প্যারীমোহনের হয় রাজেন্দ্র তনয়,
অপর পুত্রের নাম নীলরত্ন হয়।
রাজেন্দ্র হইতে কৃষ্ণ জনমে নন্দন।
পঞ্চানন-সুত রাম, মতিলাল হন।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র দুই জন হয়,
বিশ্বেশ্বর ও অনাথবন্ধু জনময়।
গোবিন্দচন্দ্রের হয় নকুল নন্দন।
অনাথবন্ধুর পুত্র হয় চারি জন,
জগবন্ধু, যদুনাথ, ললিতমোহন,
অতঃপর প্রিয়নাথ জনমে নন্দন।
জগবন্ধু বংশধর দীনবন্ধু হয়।
যদু সুত হীরা, নন্দলাল জনময়।
ললিত-তনয় হয় রমণীমোহন,
অতঃপর জনমিল শ্রীহরিমোহন।

বিশ্বেশ্বর-বংশধর তিন জন হয়,
বিনোদ ও হৃষিকেশ, সুরেশ জন্ময়।
গঙ্গানারায়ণ-সুত জগন্নাথ নাম,
তদনুজ সূর্য্যকান্ত বাস আমগ্রাম;
সূর্য্যকান্ত কাশীধাম করেন গমন,
তারহরি, কালীপদ, অন্নদা নন্দন।
কমলাকান্তের সুত হয় দুইজন,
জগচ্চন্দ্র আর নীলমাধব নন্দন।
জগৎচন্দ্রের সুত সাতজন হয়,
আনন্দ, ঈশানচন্দ্র, রসিক জন্ময়,
আরও উমেশচন্দ্র জনমে মহেন্দ্র,
হিরণ্যকুমার, আর তনয় উপেন্দ্র।
ঈশানের সুত যদু ও তারক হন,
গুরুপদ, নিতাই ও মধুসূদন,
উপেন, হেমন্ত, মনোরঞ্জন তনয়,
বসতি মাইজপারা গ্রামে বটে হয়।
মধুসূদনের সুত গোপাল, সুরেশ,
হর্ষনাথ; বাসস্থান ইছাপুরা দেশ।
আনন্দের পুত্র কৃষ্ণ, চন্দ্র, তারা হন।
কৃষ্ণ-সুত মতিলাল, বিহারী নন্দন,
অপর অমৃতলাল জনমে সন্তান,
শোলক নামক গ্রামে হয় বাসস্থান।
তারাকান্ত-বংশধর কেশব জন্ময়,
ইছাপুরা গ্রামে বটে ... সন্তান ...

নীলমাধবের সুত নীলরত্ন হন,
তাঁহার তনয় কৃষ্ণ, নন্দ, জন্ম লন,
তদনুজ হয় মণিমোহন নন্দন,
খালিয়া গ্রামেতে হয় বাসের ভবন।
ভবানীপ্রসাদ-সুত মহেশ তনয়।
মহেশচন্দ্রের হয় রজনী তনয়।
রজনীর বংশধর একাদশ জন,—
শ্যামাকান্ত, মতিলাল, কলসকাঠী র'ন ;
সীতানাথ বিপ্রলাল, জানকী, রাজেন্দ্র,
অপর দীনেশচন্দ্র, নিবারণচন্দ্র,
তারকেশ্বর ও রামকমল তনয়,
আরও অমৃতলাল জনম লভয়।
শ্যামাকান্ত হ'তে জন্মে যতীন্দ্র নন্দন,
কলসকাঠীতে হয় বাসের ভবন।
রামকমলের রামদয়াল তনয়,
গোপালপুরেতে তার বাসস্থান হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ফুলিয়া-নারায়ণ চট্ট বংশ।

নারায়ণ পাঁচ সুত অগে রামদেব,
যাদবেন্দ্র, আত্মারাম, রঘু, কামদেব।
রামদেব-সুত নয় রামকৃষ্ণ আর,
জয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণদেব তৃতীয় কুমার,

হরিদেব, শুকদেব; জন্মে বলরাম,
বলভদ্র, রামভদ্র, জয়দেব নাম।

চট্টনারায়ণ-পুত্র রামদেব-সুত শুকদেব বংশ।

শুকদেব-বংশধর হয় ছয় জন—
আনন্দীরাম ও রামশরণ নন্দন,
রামানন্দ আর রামশঙ্কর তনয়,
অনন্তরাম ও রাজারাম জনময়।
আনন্দীরামের সুত বড় সোণারাম,
চণ্ডী ও গোপাল, রঘুনাথ, ব্রজরাম।
রাজারাম-সুত রামদুলাল জন্মায়,
আরও জনমে দেবীপ্রসাদ তনয়।
রামদুলালের সুত হয় সাত জন—
গৌরচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, গোপীচন্দ্র হ'ন,
হরচন্দ্র, তারাচাঁদ, কান্তিচন্দ্র হয়,
অপর ভৈরবচন্দ্র জনমে তনয়।
গৌরচন্দ্র-বংশধর ব্রহ্মানন্দ হয়,
অপর অভয়ানন্দ জনম লভয়।
ব্রহ্মানন্দ-সুত হয় শ্রীনাথ সুমতি,
আর নিবারণ হালিসহরে বসতি।
ভৈরবচন্দ্রের সুত হয় ছয় জন—
হরনাথ, চন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন.

ঈশ্বর, মোহনচন্দ্র, মহেশ তনয়,
এই ছয় বংশধর ভৈরবের হয়।
আনন্দের সুত মধু, প্রসন্ন জন্ময়।
প্রসন্নের-বংশধর চারিজন হয়,
শশী ও মনোরঞ্জন অপর সুরেন্দ্র,
পরমেশ্বরদী বাস অনুজ যোগেন্দ্র।
মোহনচন্দ্রের কালীপ্রসন্ন তনয়।
মহেশ তনয় বিষ্ণু, কৈলাস জন্ময়।
বিষ্ণুচন্দ্র হ'তে জন্মে দক্ষিণা নন্দন,
বিহারী—কৈলাস-সুত ইল্লাগ্রামে র'ন।
হরনাথ-সুত দুই শ্রীচরণ বড়,
বিপিনবিহারী বটে জন্মে অতঃপর।
শ্রীচরণ-বংশধর শরৎকুমার।
বিপিন-অপত্য মধু, মনোমোহন আর।
শরতের তিন সুত—উপেন্দ্র, মাখন,
অনুজ শচীন্দ্রলাল বাগনায় র'ন।
গোপীচন্দ্র হ'তে রামকানাই জন্ময়,
অতঃপর জন্মে কৃষ্ণপ্রসাদ তনয়।
কৃষ্ণপ্রসাদের সুত বিশ্বেশ্বর হ'ন,
অপর কৈলাসচন্দ্র জনমে নন্দন।
বিশ্বেশ্বর-সুত জন্মে হারাণ সুমতি।
কৈলাসের রণজিৎ গোলক বসতি।
রামকানাইর সুত যদুনাথ হ'ন।
যদু-সুত শান্তিচন্দ্র, অসিতারঞ্জন,

কুমুদ, মাখন, আর গোপাল তনয়,
ইহাদের বাসস্থান রমংপুর হয়।
শম্ভু হ'তে চণ্ডী, নন্দকুমার নন্দন।
নন্দ-সুত বনমালী, শশিকান্ত হ'ন।
বনমালী-বংশধর হয় তিন জন,—
সুরেন্দ্র জিতেন্দ্রনাথ আর সনাতন।
চণ্ডীর গোবিন্দ, মধু, গোপাল তনয়,
ইহাদের বাসস্থান ঘুঙ্গাকুল হয়।
কীর্ত্তিচন্দ্র-বংশধর রামচন্দ্র, কাশী,
পরিবার সহ হয় কাশীপুরবাসী।
রামচন্দ্র-বংশধর মহিম অগ্রজ,
মধ্যম রসিকচন্দ্র, বিপিন অনুজ।
মহিমের বংশধর জুবাণ, রমণী।
রসিকের সুত হয় অক্ষয়, যামিনী।
বিপিনচন্দ্রের হয় সুরেন্দ্র নন্দন,
ইহাদের কাশীপুর বাসের ভবন।
দেবীপ্রসাদের শিবশঙ্কর তনয়।
শিবশঙ্করের সুত নবীন জন্মায়।
নবীনচন্দ্রের সুত কালীধন হয়,
অনুজ প্রসন্ন, রাইচরণ জন্মায়।
রাইচরণের সুত দামিনী ও কাশী,
কালীর গোপাল পুত্র গোলক নিবাসী।
আনন্দীরামের সুত সোণারাম হয়;
তৎ-সুত বটে রামশরণ জন্মায়।

রামপরাণের পুত্র হরচন্দ্র হ'ন,
তদনুজ বেচারাম জনমে নন্দন।
হরচন্দ্র-সুত প্যারী. চন্দ্রনাথ হয়
তদনুজ চন্দ্রকান্ত জনমে তনয়।
চন্দ্রকান্ত-বংশধর হীরালাল হ'ন,
অনুজ রসিকচন্দ্র জনমে নন্দন।
প্যারীমোহনের পুত্র তিন জন হয়,
যদুনাথ, প্রিয়নাথ সুরেন্দ্র তনয়।
যদুনাথ হ'তে দান্ত প্রবোধ নন্দন,
ত্রাহ্মণডিতনা গ্রামে বাসের ভবন।
রামানন্দ-পুত্র হয় যুগলকিশোর,
তদনুজ গোপীনাথ হয় বংশধর।
গোপীনাথ হ'তে হয় তিলক তনয়,
তিলকচন্দ্রের পুত্র ঈশান জন্মায়।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র হয় সীতানাথ,
নিশিকান্ত জনময়, আর লোকনাথ।
নিশিকান্ত-বংশধর যদুনাথ হন,
মণীন্দ্র, গোপালচন্দ্র জনমে নন্দন,
অপর পুত্রের নাম হীরালাল হয়,
বাঘিয়া গ্রামেতে বটে বসতি করয়।
যুগলকিশোর পুত্র রামচন্দ্র হন।
রামচন্দ্র হ'তে রামকানাই নন্দন।
রামকানাইর পুত্র মহাদেব হয়,
অনুজ নবীনচন্দ্র জনম লভয়।

মহাদেব-পুত্র হয় প্রথম সুরেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল অনুজ মহেন্দ্র।
মহেন্দ্র তনয় হয় অমূল্যরঞ্জন।
সুরেন্দ্র-তনয় সুধা ও শান্তিরঞ্জন।
নবীন-তনয় চারি চিন্তা, শশী হয়,
অতঃপর জনমিল নকুল, অক্ষয়।
অক্ষয়কুমার পুত্র হেমেন্দ্র জন্ময়।
নকুলচন্দ্রের হয় বঙ্কিম তনয়।
চিন্তাহরণের জন্মে সুশীল নন্দন।
রামচন্দ্র-বংশধর যদুনাথ হন।
যদুনাথ হ'তে হয় রোহিণী নন্দন,
মোরাকাঠী গ্রামে হয় বাসের ভবন।
অনন্তরামের পুত্র হয় পাঁচ জন,—
বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, রুষ্ণরাম হন,
হরিপ্রসাদ ও কালিদাস জনময়।
জগন্নাথ-বংশধর চারি জন, হয়—
গৌরীনাথ, তারাচাঁদ, জয়চন্দ্র হন,
অতঃপর রামচন্দ্র জনমে নন্দন।
তারাচাঁদ-বংশধর দীনবন্ধু গণি,
দীনবন্ধু-পুত্র হয় শ্রীনাথ, রজনী।
শ্রীনাথ-তনয় হয় সুরেন্দ্রকুমার,
বসতি রমৎপুর বটে এসবার।
হরিপ্রসাদের পুত্র হয় চারি জন,
ত্রিলোচন আর গৌরমোহন নন্দন,

কুমার হারাণচন্দ্র, রামনারায়ণ,
ইঁহাদের ইল গ্রামে বাসের স্থান।
ত্রিলোচন হ'তে হয় মহিমা-তনয়।
মহিমা-তনয় কালা, শ্যামা জনময়।
শ্যামাচরণের সুত অগ্রজ যামিনী,
অতঃপর জনমিল নলিনী, রমণী।
গৌরমোহনের পুত্র প্রসন্ন অগ্রজ,
অপর কৈলাসচন্দ্র তাঁহার অনুজ।
রামনারায়ণ পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়।
প্রসন্নের যদুনাথ জনমে তনয়।

রামদেব-সুত জয়দেব বংশ।

জয়দেব বংশধর রামচন্দ্র হয়,
তাঁহার তনয় শিবপ্রসাদ জন্মায়।
শিবপ্রসাদের রামসুন্দর নন্দন,
অতঃপর হরেকৃষ্ণ বটে জন্ম লন।
রামসুন্দরের পুত্র রাজনারায়ণ।
রাজনারায়ণ-পুত্র হয় তিন জন—
সনাতন ও আনন্দ, ঈশ্বর তনয়,
ইঁহাদের বাসস্থান গৈলাগ্রামে হয়।
সনাতন-বংশধর প্রসন্ন অগ্রজ,
শীতলচন্দ্র ও রাজকুমার অনুজ।
শীতলের পুত্র হীরা, মুকুন্দ জন্মায়,
অতঃপর কুঞ্জলাল জনম লভয়।

প্রদ্যুম্ন তনয় জন্মা, হারাণ, মহেশ,
হরেন্দ্র, অনঙ্গ আর অনাথ, সুরেশ।
রাজকুমারের জন্মে উপেন্দ্র সন্তান।
হারাণচন্দ্রের পুত্র নলিনী, জুরাণ।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত কামিনী জন্ময়,
সন্তোষ, কামিনী-পুত্র শিকারপুর রয়।
হরকৃষ্ণ হ'তে হয় ভৈরব নন্দন।
ভৈরবচন্দ্রের সুত গৌরচন্দ্র হন।
গৌরচন্দ্র-সুত দুর্গাচরণ জন্ময়।
দুর্গা-সুত চন্দ্র জন্মে, বাস হিজলায়।

চট্ট নারায়ণ-পুত্র রামদেব-সুত জয়কৃষ্ণ বংশ।

জয়কৃষ্ণ-সুত দুই রামগঙ্গা হয়,
অতঃপর বিষ্ণুরাম জনমে তনয়।
রামগঙ্গা-বংশধর ঘনশ্যাম হন,
তাহার অনুজ রামলোচন সুজন।
ঘনশ্যাম পুত্র বটে বঙ্গচন্দ্র হন,
ভুবন মোহন পদ্মলোচন নন্দন।
বঙ্গচন্দ্র-পুত্র পূর্ণচন্দ্র, গঙ্গাদাস,
অতঃপর জনমিল নাম কালিদাস।
গঙ্গাদাস-বংশধর অগ্রজ রমেশ,
তাহার অনুজ বটে জনমে ভবেশ।

পূর্ণচন্দ্র-পুত্র রাই, ভগবতী হয়।
পদ্মলোচনের দুই জনমে তনয়।
প্রথম যাদবচন্দ্র ও রত্নকিশোর।
ভুবন তনয় চন্দ্র, জগত সোদর।
রত্নকিশোরের রামকিশোর তনয়।
রামকিশোরের পুত্র চণ্ডী জনময়।
চণ্ডী-পুত্র কালীবন্ধু ললিত জন্ময়,
রাকুদিয়া ইহাদের বাসস্থান হয়।
কালীবন্ধু-পুত্র মধুসূদন, অনন্ত।
ললিতচন্দ্রের পুত্র হেমন্ত, বসন্ত।
রামলোচনের হয় গোলক নন্দন।
গোলকচন্দ্রের সুত মদনমোহন।
মদনের-সুত চণ্ডীচরণ জন্ময়,
মোরাকাঠী গ্রাম মাঝে বাসস্থান হয়।
চন্দ্রমোহনের সুত রসিকমোহন ;
তৎ-সুত ধনু আর বিজয় নন্দন।
জগৎবন্ধুর পুত্র ভগবান হয় ;
তৎ-সুত তিন জন জনম লভয়—
সতীশ জ্যোতীশচন্দ্র, ক্ষিতীশ নন্দন,
কলিকাতা ইহাদের বাসের ভবন।

বিষ্ণুরাম বংশ।

বিষ্ণুরাম-বংশধর কৃষ্ণ জ্ঞ হয়,
তাহার অনুজ হরিপ্রসাদ তনয়।

কৃষ্ণচন্দ্র-সুত ষষ্ঠী, দেবনারায়ণ,
আরও জনম লয় শিবনারায়ণ।
ষষ্ঠীর-ঈশ্বরচন্দ্র জনমে তনয় ;
তৎ সুত বিশ্বেশ্বর জনম লভয়।
দেবনারায়ণের রামদুর্লভ জন্ময়।
রামদুর্লভের কৃষ্ণমোহন তনয়।
শিবনারায়ণ-পুত্র রাধাকান্ত হয় ;
তৎ-সুত কৃষ্ণনাথ জনম লভয়।
কৃষ্ণনাথ হ'তে হয় মথুরা নন্দন ;
তদাত্মজ জলধর, লক্ষ্মীনারায়ণ।
লক্ষ্মীনারায়ণ-পুত্র হয় চারি জন—
মুকুন্দ, দেবেন্দ্র আর যতীন্দ্রমোহন,
তাহার অনুজ স্বর্ণকুমার জন্ময়,
বাগধা গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
হরিপ্রসাদের পুত্র হয় সাত জন—
দীনদয়ালের পর বেচারাম হ'ন,
সদানন্দ, নিমচাঁদ, কৃষ্ণানন্দ পর,
অভয়াচরণ জন্মে আর পীতাম্বর।
বেচারাম-পুত্র চন্দ্রমোহন জন্ময়,
অপর গিরিশচন্দ্র জনম লভয়।
চন্দ্রমোহনের পুত্র বরদা, যোগেশ।
গিরিশচন্দ্রের সুত খোসাল, ভবেশ,
অতঃপর বাণীকান্ত জনমে নন্দন,
সোলনা গ্রামেতে হয় বাসের ভবন।

দীনদয়ালের চন্দ্রকুমার নন্দন;
তৎসুত দুর্গাবর, বিপিন সুজন,
তদনুজ নিধি নামে জনমে তনয়।
দুর্গাবর-বংশধর দুই জন হয়—
তনয় নলিনীকান্ত জনমে অগ্রজ,
অতঃপর বংশধর ভোলাই অনুজ।
বিপিনবিহারী-সুত রমণী জন্ময়,
ইহাদের রূপাতলী বাসস্থান হয়।
নিমচাঁদ-সুত হয় অম্বিকাচরণ,
অতঃপর পূর্ণচন্দ্র জনমে নন্দন।
পীতাম্বর-বংশধর রামকৃষ্ণ হয়,
অনুজ কৈলাসচন্দ্র জনম লভয়।
কৈলাসের পুত্র ষষ্ঠীচরণ জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান রূপাতলী হয়।
অভয়াচরণ-সুত রামরূপ হ'ন,
আর গুরুচরণ ও মদনমোহন।
গুরুচরণের পুত্র হয় দুই জন—
তাহার অগ্রজ কালীপ্রসন্ন নন্দন,
অপর অনুজ তারাপ্রসন্ন জন্ময়,
রহমতপুর বটে বাসস্থান হয়।
রামরূপ-বংশধর হয় চারি জন—
হরকুমার ও কৃষ্ণকুমার নন্দন,
প্রসন্নকুমার ও দুর্গাকুমার তনয়.
হরকুমারের পুত্র তিন জন হয়—

রাইচরণ ও মণিমোহন, অক্ষয়,
খলিশাকোটায় বটে বাসস্থান হয়।

চট্ট নারায়ণ-পুত্র রামদেব-সুত রামকৃষ্ণ বংশ।

রামকৃষ্ণ-বংশধর কালিকা জন্ময়।
কালিকার জন্মে রামশঙ্কর তনয়।
রামশঙ্করেব রামকিশোর নন্দন।
রামকিশোরের হয় সুত তিন জন—
রামলোচন ও রামকানাই জন্ময়,
অতঃপর গুরুদাস জনমে তনয়।
রামকানাইর সুত রজনী অগ্রজ,
অতঃপর জগবন্ধু তাহার অনুজ।
রজনীর সুত হয় বসন্তকুমার,
রঙ্গপুর বাসস্থান ঘটিল তাহার।
রামলোচনের সুত অম্বিকাচরণ,
অতঃপর রামচাঁদ জনমে নন্দন।
অম্বিকার বংশধর তিন জন হয়,
অনাথ, বিহারী আর নকুল জন্ময়।

চট্ট নারায়ণ-পুত্র রামদেব-সুত কৃষ্ণদেব বংশ।

কৃষ্ণদেব হ'তে রামসন্তোষ তনয়,
নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ, জটাধর হয়।

অতঃপর জনময় ইন্দ্রনারায়ণ।
রামসন্তোষের পুত্র রামরাম হন।
রামরাম-বংশধর হয় দুইজন,
রামদুর্ল্লভ ও কেবল জনমে নন্দন।
কেবলকৃষ্ণের সুত দুইজন হয়,
স্বরূপচন্দ্র ও পদ্মলোচন তনয়।
পদ্মলোচনের সুত কালীনাথ হয়।
স্বরূপের পূর্ণচন্দ্র জনমে তনয়।
কালীনাথ-পুত্র চারি গোবিন্দ সুজন,
গোপাল, উমেশ আর বিপিন নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র হ'তে শ্যামাচরণ জন্ময়,
মানপাশা গ্রামমাঝে বাসস্থান হয়।
ইন্দ্রনারায়ণ-পুত্র রামকান্ত বড়,
অতঃপর শিবনাথ জনমে সোদর।
রামকান্ত-বংশধর ভৈরব জন্ময়।
ভৈরবচন্দ্রের চন্দ্রকুমার তনয়,
অনুজ জগৎচন্দ্র সহোদরদ্বয়,
পোনাবে'লে গ্রামমাঝে বসতি করয়।

চট্ট নারায়ণ-পুত্র রামদেব-সুত বলরাম বংশ।

বলরাম-বংশধর হয় গঙ্গাধর,
অতঃপর রাধাকৃষ্ণ জনমে সোদর।

গঙ্গাধর হ'তে রামপ্রসাদ নন্দন।
রামপ্রসাদের পুত্র হয় চারি জন,
রামচাঁদ আর কালীশঙ্কর তনয়,
তিলক ও গুরুদাস অতঃপর হয়।
রামচাঁদ বংশধর হয় আট জন,
গৌরকিশোর ও নীলকমল নন্দন,
রামকমল ও গৌরসুন্দর তনয়,
মদন, মহেশ, কৃষ্ণ, আনন্দ জন্ময়।
কৃষ্ণমোহনের সুত অম্বিকাচরণ।
গৌরকিশোরের সুত কালীকান্ত হন।
আনন্দচন্দ্রের জন্মে গিরিশ নন্দন।
কালীকান্ত-বংশধর হয় চারিজন—
অন্নদাচরণ আর অশ্বিনীকুমার,
তদনুজ মতিলাল, শরৎকুমার।
অন্নদাচরণ হ'তে প্রমথ নন্দন,
শিকারপুরেতে বটে বাসের ভবন।
কালীশঙ্করের সুত হয় তিনজন,
হরকুমার, ঈশান, অম্বিকাচরণ।
হরকুমারের সুত শ্রীমধুসূদন,
অপর বিরাজ, ঋক্ষ জনমে নন্দন।
অম্বিকার মনোমোহন প্রথম তনয়,
মনোরঞ্জন ও রাজকুমার জন্ময়।
তিলকচন্দ্রের সুত কমলনারায়ণ।
তাহার জনমে হরকুমার নন্দন।

রামকমলের সুত বিপিন জন্ময়,
রুক্মিণী, যামিনীকান্ত তাহার তনয়,
আরও নলিনী হয় কনিষ্ঠ নন্দন,
বিরুনা গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।
মহেশচন্দ্রের সুত গোপাল, অক্ষয়,
সর্ব্বাগ্রজ কুলচন্দ্র জনমে তনয়।
কুলচন্দ্র হ'তে শিব, গণেশ নন্দন।
অক্ষয়কুমার-সুত হয় একজন—
তনয় প্রমথনাথ জনম লভয়,
হিজলা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
গৌরসুন্দরের সুত প্রসন্নকুমার,
শোলক নামক গ্রামে বসতি ইহার।
নীলকমলের সুত জগবন্ধু হন,
রঞ্জিতকুমার নামে তাহার নন্দন।
মদনের সুত হয় দীনবন্ধু নাম,
উজিরপুরেতে বটে হয় বাস ধাম।
গুরুদাস-বংশধর সুবল জন্ময়,
প্রসন্ন, অম্বিকা, রাজ, নন্দ সুত হয়।
রাজকুমারের হয় রাজেন্দ্র নন্দন,
মাউল তলায় বটে বাসের ভবন।
রাধাকৃষ্ণ হ'তে কালীপ্রসাদ জন্ময়।
কালীর জনমে চণ্ডীচরণ তনয়।
চণ্ডীর জগতচন্দ্র, আনন্দ নন্দন।
জগতের বংশধর হয় তিনজন—

বিষ্ণুচন্দ্র, কালীনাথ, অম্বিকা তনয়।
হারাণ, অম্বিকা-সুত ললিত জন্ময়।
বিষ্ণুচন্দ্র হ'তে জন্মে শীতল নন্দন,
মোরাকাঠী গ্রামে হয় বাসের ভবন।
কালীনাথ বংশধর অনুকূল নাম,
খলিসাকোটায় বটে হয় বাস ধাম।

চট্টু নারায়ণ—পুত্র রামদেব-সুত
হরিদেব বংশ।

হরিদেব সুত হয় ইন্দ্রনারায়ণ,
জটাধর, নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ নন্দন।
ইন্দ্রনারায়ণ-সুত রামকান্ত হন,
তাহার অনুজ বটে শিবনারায়ণ।
জটাধর বংশধর কীর্ত্তিনারায়ণ,
সোণারাম আরো জন্মে শিবনারায়ণ।
সোণারাম হ'তে গৌরমোহন তনয়।
তৎ সুত কালী আর গোবিন্দ জন্ময়।
গোবিন্দের নীলমণি, বিহারী নন্দন।
নীলমণি বংশধর হয় দুই জন—
গোপাল, বিপিনচন্দ্র সহোদরদ্বয়,
বাকাল গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
কালীচরণের শ্যামাচরণ নন্দন,
অনাথ, গোপাল আর কেদার সুজন।
শ্যামাচরণের সুত যোগেশ জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান চন্দ্রহার হয়।

বিহারী-তনয় হয় জনার্দ্দন নাম,
বর্ত্তমানে হয় তার বাগধায় ধাম।
কীর্ত্তিনারায়ণ পুত্র হয় সাত জন,
প্রাণকৃষ্ণ, যষ্টীদাস, বলরাম হন।
রাধামাধব ও গুরুপ্রসাদ জন্ময়,
রামকানাই ও রামকিশোর তনয়।
রাধামাধবের গৌরীচরণ নন্দন।
তৎসুত নিবারণ, পতাকিচরণ,
শ্রীসত্যচরণ ও রাইচরণ জন্মায়।
নিবারণ হ'তে ধলু অমূল্য তনয়।
পতাকির সুত কালীকুমার, হারাণ,
ইল্লা গ্রামমাঝে বটে হয় বাসস্থান।
রাইচরণের পুত্র শশধর হয়,
তাহার মাতুলদেশ ঝাপাগ্রামে রয়।
রামকানাইর পুত্র তারিণীচরণ।
তৎসুত হয় রাম, অম্বিকাচরণ।
রামচরণের পুত্র উপেন্দ্রকুমার,
মণিন ও হৃষিকেশ, বসন্তকুমার।
যষ্টীদাস সুত রাধা, অন্নদাচরণ,
রামচন্দ্র, গঙ্গা, শরৎ, গোপাল নন্দন।
রাধাচরণের পুত্র কিরণ অগ্রজ,
অবিনাশ, হৃষিকেশ তাহার অনুজ।
রামচন্দ্র-বংশধর কালীপদ হয়,
অতঃপর বিধুলাল জনম লভয়।

গোপালচন্দ্রের পুত্র চারুচন্দ্র হন,
সুবোধ, সুধীর, শ্রীশ অপর নন্দন।
সুশীল, শচীন্দ্র হয় শরৎ-তনয়।
যোগেশ নরেশ পুত্র গঙ্গার জন্ময়।
বলরাম-বংশধর শম্ভুচন্দ্র হয়!
তৎসুত ভগবতী জনম লভয়।

চট্ট রঘুদেব বংশ।

রঘুদেব হ'তে দুর্গাপ্রসাদ নন্দন,
দুর্গাপ্রসাদের পুত্র রামেশ্বর হন।
রামেশ্বর-পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ জন্ময়,
গঙ্গাপ্রসাদের শিবশঙ্কর তনয়।
শিবশঙ্করের পুত্র কাশীশচন্দ্র হন,
তাহার অনুজ রবিলোচন নন্দন।
কাশীশচন্দ্র-পুত্র কালীচরণ অগ্রজ,
অতঃপর জন্মে শশিভূষণ অনুজ।
কালীচরণের পুত্র তিন জন হয়,
বসন্তকুমার আর জনমে অক্ষয়,
অপর পুত্রের নাম হয় নিবারণ,
গোবিন্দপুরেতে বটে বাসের ভবন।

চট্ট নারায়ণ-পুত্র কামদেব বংশ।

কামদেব বংশধর হয় দুই জন,
রামরতনের পর হরিশচন্দ্র হন,

হরিশ-তনয় পদ্মলোচন জন্ময়।
পদ্মলোচনের কালীকুমার তনয়।
কালীকুমারের সুত হন ভগবান।
ভগবান হ'তে তিন জনমে সন্তান—
মহিমা, নবীনচন্দ্র, রামচন্দ্র হন।
মহিমাচন্দ্রের হরিচরণ নন্দন।
রামচন্দ্র বংশধর পাঁচ জন হয়,
সীতানাথ, সূর্য্যকান্ত চিন্তা জনময়,
দীননাথ শান্তিচন্দ্র জনমে নন্দন।
নবীনচন্দ্রের সুত হয় পাঁচ জন—
বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকান্ত, গণেশকুমার,
উমেশ অনুজ পাঁচু বাস মালয়ার।
রামরতনের সুত জগন্নাথ হয়।
তৎসুত বটে কৃষ্ণকুমার জন্ময়।
কৃষ্ণকুমারের রামচরণ নন্দন।
রামচরণের পুত্র হয় তিন জন—
সুরেন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হীরালাল আর,
ইদিলপুরেতে বাস হয় এসবার।

চট্ট শুকদেব পুত্র অনন্ত সুত নন্দকিশোর বংশ।

অনন্তের আর নন্দকিশোর তনয়,
তৎসুত শম্ভুনাথ জনম লভয়।
শম্ভু-সুত হলধর; তৎসুত কাশী,
নবীন, অখিল, গিরি কাশীপুর বাসি।

কাশীশচন্দ্র বংশধর হরলাল জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর শ্যামলাল তাঁহার কনিষ্ঠ।
নবীনচন্দ্রের পুত্র রাজেন্দ্র অগ্রজ,
সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্র আর তাঁহার অনুজ।

দক্ষ বংশোদ্ভব কাশীনাথ বংশ।

কাশ্যপ গোত্রেতে দক্ষমুনির সন্তান,
গদাধর চক্রবর্ত্তী বংশজ প্রধান।
তৎসুত জনার্দ্দন, শঙ্কর দ্বিতীয়,
অতঃপর রুদ্ররাম জনম তৃতীয়।
শঙ্কর-তনয় জন্মে রাধানাথ জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর রামকৃষ্ণ তাহার কনিষ্ঠ।
রাধানাথ বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত কালীশঙ্কর জন্মায়।
কালীশঙ্করের সুত হয় দুই জন,
রামমাণিক্য ও রামচন্দ্র জন্ম লন।
রামমাণিক্যের সুত আনন্দ জন্মায়,
বৈকুণ্ঠ, বঙ্কিম, কৃষ্ণ, তদনুজ হয়।
জনার্দ্দন বংশধর রামচন্দ্র হয়,
তৎসুত কাশীনাথ জনম লভয়।
কাশীনাথ বংশধর হয় দুই জন,
উদয় কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ সূর্য্যনারায়ণ।
সূর্য্যনারায়ণ-সুত পার্ব্বতীচরণ,
অতঃপর জন্মে চণ্ডীচরণ নন্দন।

পার্ব্বতীচরণ সুত গোপাল জন্ময়।
চণ্ডীচরণের জন্মে গোবিন্দ তনয়।
চণ্ডী সধর্ম্মিণী হন দেবী কাশীপ্রিয়া,
তাঁহার জনমে পুরসুন্দরী তনয়া
তেরচর গ্রামে হয় বাসের ভবন,
শাস্ত্রমতে সম্প্রদানে কুলীনে অর্পণ।
পুরসুন্দরীর স্বামী শ্রীরাসবিহারী,
নলচিরা গ্রামমাঝে বসতীয় বাড়ী।
দীননাথ গাঙ্গুলীর বিহারী নন্দন।
বিহারীর জ্যেষ্ঠ হন শ্রীরাধাচরণ।

কবিরাজ চক্রবর্ত্তী বংশ।

দক্ষবংশে অরবিন্দ সুকুলীন হন,
আইত, শুকর, মনো ক্রমিক নন্দন।
গোবিন্দ তনয় মধু, তেকাই সন্তান,
তনয় রাঘব চট্ট পুরুষ প্রধান।
রাঘবের জন্মেজয় পুত্র হরিনাথ,
তাহার তনয় জন্মে বিজ্ঞ ভবনাথ।
ভবনাথ-পুত্র রামগোপাল জন্ময়,
কবিরাজ চক্রবর্ত্তী উপাধি লভয়।
তৎসুত রঘুদেব, মাধব, গণেশ,
প্রধান বিদ্বান বলি খ্যাত বঙ্গদেশ।
মাধব-তনয় রমাকান্ত জনময়,
রমাকান্ত-বংশধর কালিদাস হয়।

কৃষ্ণদেব, জগন্নাথ, দুর্গাদাস আর,
কালিদাস হ'তে সূর্য্যমণি, সুকুমার।
তৎসুত উগ্রনাথ, তাহার নন্দন,
অন্নদাচরণ মাত্র বংশধর হন।
জগন্নাথ-বংশধর সদাশিব হয়,
সদাশিব-পুত্র কালীনাথ জনময়।
কালীনাথ হ'তে জন্মে অখিল নন্দন,
অখিলনাথের পুত্র হয় তিন জন,
মথুরা ও রামচন্দ্র শশধর হন,
এই তিন বংশধর নলডিয়া রন।
কৃষ্ণদেব হ'তে হরিপ্রসাদ নন্দন,
হরিপ্রসাদের পুত্র গৌরী জন্ম লন।
গৌরীপ্রসাদের পুত্র নবীন জন্ময়,
তাহার তনয় এক পোষ্যপুত্র হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রের আদি ভট্টনারায়ণ।
তাহার তনয় বটে বিজ্ঞ ষোল জন।
আদি বরাহ, মাধব, রাম, লাল, বটু,
শাণ্ডে কিম্বা শান্তেশ্বর, গোঞী অতি পটু।
মধু, বুড়, মহামতি, নিপ, নীল, গণ,
বিকর্ত্তন, কোয়, সাধু, জনমে নন্দন।

দ্বিতীয় পুরুষ তার বরাহাদি হন,
বৈনত, সুবুদ্ধিক্রমে পুরুষ গণন।
বিবুধেয়, গোঞ্রী, গঙ্গা, সুহাস, শকুনি,
মহেশ্বর, জাহলন্ দুইকুল মণি।
মহেশ্বরে মহাদেব একাদশ হয়,
দুর্ব্বলি ও তিকু, পুতি তাহার তনয়।
দুর্ব্বলি-তনয় পঞ্চ হরি, নারায়ণ,
অনন্ত, ভাস্কর, শম্ভু ত্রয়োদশ হন।
হরির উদয় সুত মিশ্রগ্রন্থে কন,
মাধব, উদয়-সুত পঞ্চদশ হ'ন।
মাধবের বিষ্ণুমিশ্র পুত্র জনময়,
পৃথ্বীধর, ধ্রুবানন্দ তাহার তনয়।
পৃথ্বী-সুত গঙ্গাধর অষ্টাদশ হয়,
গঙ্গা-সুত ভগীরথ উনিশ বলয়।
ভগীরথ-সুত পঞ্চপুরুষ বিংশতি,
মনোহর জিতামিত্র, শ্রীমন্ত, শ্রীপতি।
দেবানন্দ কুল করে পৃথক করিয়া,
শ্রীমন্ত খরদ মেলে শ্রীপতি ফুলিয়া।

বন্দ্য শ্রীপতিবংশ মেল ফুলিয়া।

শ্রীপতি-তনয় দুর্গাদাস জনময়।
তৎসুত রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ হয়।
রমাকান্ত ও রাঘব এই চারি জন,
বিষ্ণুসহ কুল, গুণে চক্রবর্ত্তী হ'ন।

রাঘবের বংশধর জয়রাম হয়,
তৎসুত রঘু, রুদ্র, কেশব জন্ময়।

বন্দ্য রঘুরাম-বংশ।

রঘুরাম-পুত্র চৌদ্দ শ্রীধর, উদয়,
কালাচাঁদ, দুর্গারাম, ঘনশ্যাম হয়,
রামগঙ্গা, কৃষ্ণচন্দ্র, ভৃগুরাম আর,
রামসন্তোষ ও রবিলোচনকুমার,
রামপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ জন্ময়,
শ্যামসুন্দর ও নন্দকিশোর তনয়।

বন্দ্য রামপ্রসাদ-বংশ।

রামপ্রসাদের পুত্র হয় তের জন—
মণিরাম, ধনিরাম, ব্রজরাম হন।
নিধিরাম, রামহরি, যোগী, সোণারাম,
অপর হৃদয়রাম আর সুধারাম,
অযোধ্যারাম ও বিদ্যাধর জনময়,
নরোত্তম, রূপরাম জনমে তনয়।
সোণারাম-সুত কৃষ্ণমঙ্গল জন্ময়,
রাজচন্দ্র আর রামসুন্দর তনয়।

রামপ্রসাদ-সুত রামহরি-বংশ।

হরি-সুত রাজকৃষ্ণ, সূর্য্যনারায়ণ,
প্রাণকৃষ্ণ, বৈদ্যনাথ, রামগতি হন।
প্রাণকৃষ্ণ-সুত রামলোচন জন্ময়,
পদ্ম, রামমোহন ও ত্রিলোচন হয়।

পদ্মলোচনের সুত হয় সাতজন—
রামচাঁদ, নসিরাম, অভয়াচরণ,
মদনমোহন, কালীচরণ তনয়,
তারিণীচরণ, শ্যামা জনম লভয়।
রামচাঁদ-বংশধর নীলমণি হন,
ভবানীপ্রসাদ জন্মে তাহার নন্দন।
কালী হ'তে পঞ্চানন বিপিন তনয়,
শ্যামাচরণের সুত নীরদ জন্ময়।
কলিকাতা নিমতলা ষ্ট্রীট নাম হয়,
পরিবার সহ এরা বসতি করয়।
বৈদ্যনাথ-সুত পদ্ম, রবি, শিবচন্দ্র,
শিব-সুত ভগবান আর বঙ্গচন্দ্র।
বঙ্গ-সুত রামধন, গুরুধন হয়,
ভগবান-সুত জয়চন্দ্র জনময়।
পূর্ণচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র, শরৎ নন্দন,
জয়চন্দ্র-বংশধর হরিদাস হন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হেমচন্দ্র হন,
কেওটখালিতে বটে বাসের ভবন।
রবিলোচনের কালীপ্রসন্ন নন্দন,
তৎসুত জন্মে হরপ্রসন্ন সুজন।
বগলাপ্রসন্ন আর বাবুরাম হয়,
আমগাও গ্রামে বটে বসতি করয়।
পদ্মলোচনের সুত অন্নদা জন্ময়,
অন্নদা তনয় মধু বজ্রযোগিনী রয়।

রামগতি-সুত হয় যুগলকিশোর
অতঃপর রাম, রামকুমার, কিশোর।
যুগল-তনয় দুর্গা তৎসুত হয়—
কালীচন্দ্র ও গোবিন্দ জনম লভয়।
রামকুমারের সুত দীনবন্ধু হয়,
অতঃপর পূর্ণচন্দ্র, মহিম জন্মায়।
দীনবন্ধু সুত শ্যামাচরণ অগ্রজ,
অতঃপর জন্মে রামচরণ অনুজ।
সূর্য্যনারায়ণ-সুত হয় আট জন—
দুর্লভ, কানাই আর জগৎমোহন,
কাশীনাথ, নারায়ণ, মদনমোহন,
উদয়চাঁদ ও গুরুচরণ নন্দন।
কাশীনাথ-সুত দুর্গা, জগবন্ধু হয়,
তারিণীচরণ, রামচরণ জন্ময়।
দুর্গাচরণের উমাচরণ নন্দন।
জগবন্ধু-সুত বিষ্ণু, পার্ব্বতীচরণ।
তারিণীর সুত কালীচরণ জন্ময়,
চান্দনি গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
গুরুর তনয় রামকুমার, অভয়,
জনমে তনয় দুই আচুঁড়াতে রয়।
মদনমোহন-সুত মহেশ জন্ময়,
শ্রীনাথ, ঈশ্বর, রামদয়াল তনয়।
মহেশচন্দ্রের চন্দ্রকুমার নন্দন,
নাগপারা গ্রামে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রামপ্রসাদ-পুত্র হৃদয়রাম-বংশ।

হৃদয়ের পাঁচ সুত রামজয় হন,
জগন্নাথ, রামচাঁদ, দুলাল, জীবন।
রামজয়-সুত রাধামোহন জন্ময়,
রামলোচন ও রামসুন্দর তনয়।
রাধামোহনের সুত হয় সাত জন—
হরিশ্চন্দ্র, গৌরচন্দ্র, কাশীশ্বর হন,
হরচন্দ্র, বলরাম, কানাই জন্ময়,
আরও ভৈরবচন্দ্র জনমে তনয়।
হরিশ্চন্দ্রের চণ্ডী, পার্ব্বতীচরণ,
ঈশ্বর ও কালী, দুর্গা, নবীন নন্দন।
দুর্গাচরণের শিবচরণ নন্দন,
অতঃপর আশুতোষ ও রাইচরণ।
শিবচরণের সুত রণজিৎ হন,
জগদীশ ও ফটীক, শ্রীনীলরতন।
আশুতোষ হ'তে জন্মে শরৎ তনয়,
পীঙ্গলাকাঠীতে বটে বাসস্থান হয়।
বলরাম-সুত বংশী, মোহিনীমোহন,
অরও জনমে চন্দ্রমোহন নন্দন।
রামকানাইর সুত কৈলাশ অগ্রজ,
অম্বিকাচরণ, গুরু; শশি তদনুজ।
কৈলাশচন্দ্রের সুত রজনী জন্ময়,
শশি সুত ইন্দু, চন্দ্র, বিধু, ফণী হয়,

বংশীর তনয় শ্যাম ও রামচরণ,
চন্দ্রের অনাথবন্ধু, বিহারী নন্দন।
অম্বিকা-তনয় হরি, বিমলা, সুরেন্দ্র,
রেবতী, ললিতাক্ষয়, ষোড়শী, নগেন্দ্র।
অনাথবন্ধুর সুত ভুবন, হারাণ,
সুরেন্দ্র, গোপালচন্দ্র, জুবান, পরাণ।
নারায়ণ আর রাসমোহন, ললিত,
রজনীর সুতারুণ, বরুন, তড়িত।
বিহারী-তনয় ধনু, নিশি, ভবতোষ,
যামিনী, মাখনলাল, ধনু, আশুতোষ,
হারাণ, রাখালচন্দ্র, নকুল জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান শোলকেতে হয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত দুর্গা, লক্ষ্মী হয়,
দুর্গা-সুত কুমুদিনী, নলিনী জন্ময়।
লক্ষ্মীর বিনোদী, হীরা, জনমে নন্দন,
কুমুদ-তনয় হর, চাঁদসীতে রন।
নবীনচন্দ্রের জন্মে রসিক নন্দন।
চণ্ডীর তনয় কালী, বরদাচরণ,
যষ্টী, গঙ্গা, রাম, শ্যাম, মনসাচরণ।
পার্ব্বতীচরণ সুত হয় ছয় জন—
জানকী, মথুরানাথ, দ্বারিকা, মোহিনী,
শ্রীনাথ ও কালীনাথ চরাদিতে গণি।
জানকীর পরমেশ্বর জনমে নন্দন,
বিনোদ, মথুরা আর কুঞ্জ, নারায়ণ।

শ্রীনাথ-তনয় হয় প্রফুল্ল, জিতেন্দ্র,
বিপদভঞ্জন আর নলিনী, জ্ঞানেন্দ্র।
দ্বারিকার নিমচাঁদ, বঙ্কিম, নন্দন,
চরাদী ও রমৎপুর বাসের ভবন।
রামসুন্দরের হয় যুগল নন্দন,
অপর গোলোকচন্দ্র সহোদর হন।
যুগলকিশোর সুত হয় ছয় জন—
কেদার, গিরিশ, নন্দকুমার নন্দন,
রাজকুমার ও চন্দ্রকুমার তনয়,
অতঃপর আর হরকুমার জন্ময়।
রাজকুমারের জন্মে প্রসন্ন নন্দন,
বিপিন প্রসন্ন-সুত বাইসারি রন।
কেদারের পুত্র চারি বনমালী, মধু,
অতঃপর শিবেশ্বর আর জন্মে যদু।
নন্দকুমারের হয় দ্বারিকা নন্দন,
উজিরপুর ও কুলকাঠী বাসি হন।
গৌরচন্দ্র-সুত কালীমোহন ভারত,
কাশীশ্বর পুত্র বটে বরদা, জগত।
বরদাকান্তের পুত্র রাজেন্দ্র জন্ময়,
গোপালপুরে বটে বাসস্থান হয়।

হৃদয়-সুত জীবন-বংশ।

জীবনকৃষ্ণের পুত্র হয় সাত জন—
রামকৃষ্ণ, বেচারাম, নিমচাঁদ হন,

মাধব, ভৈরব, কালীশঙ্কর জন্ময়,
আরও জনমে দুর্গাচরণ তনয়।
নিমচাঁদ-বংশধর চন্দ্রকান্ত হয়,
তাহার অনুজ রাজকুমার জন্ময়।
কালীশঙ্করের উমাশঙ্কর সুজন,
হরশঙ্কর ও রামকমল নন্দন।
রামকমলের রাজমোহন তনয়।
চন্দ্রমাধবের পুত্র পাঁচ জন হয়,
কৃষ্ণচন্দ্র, কালীচন্দ্র ও ব্রজসুন্দর,
অতঃপর কালাচাঁদ ও গৌরসুন্দর।
কালীচন্দ্র পুত্র কাশীনাথ জনময়,
ইহাদের বাসস্থান চান্দনিতে হয়।
কৃষ্ণচন্দ্র-পুত্র গঙ্গা, সারদাচরণ,
কালীমোহন ও চন্দ্রমোহন নন্দন।
ভৈরবের পুত্র হরকিশোর জন্ময়,
অপর মহেশচন্দ্র কালীকাপুর রয়।

প্রসাদ-সুত ধনিরাম-বংশ।

ধনিরাম বংশধর হন মৃত্যুঞ্জয়,
তৎসুত তারাচাঁদ, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়।
গোপাল, উদয়চাঁদ, শম্ভুনাথ হন,
প্রাণনাথ ও তিলক জনমে নন্দন।
শম্ভুনাথ-বংশধর কালীকান্ত হয়,
কালীকান্ত হ'তে রাজ, অশ্বিনী তনয়।

গোপালচন্দ্রের জন্মে নৃসিংহ নন্দন,
নৃসিংহ-তনয় জন্মে রামনারায়ণ।
রামনারায়ণ-পুত্র জন্মে রামধন,
রামধন হ'তে উমাচরণ নন্দন।
উদয়ের নীল, কালীকমল তনয়,
অপর জগতচন্দ্র, চন্দ্রকান্ত হয়।
চন্দ্রকান্ত হ'তে জন্মে বিপিন নন্দন,
মানপাশা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
ব্রজমোহনের রামকিঙ্কর তনয়,
রামকিঙ্করের সুত ঠাকুরচাঁদ হয়।
তৎসুত দুর্গা, কালীপ্রসন্ন জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান কেওরাতে হয়।
যোগীরাম হ'তে হয় নৃসিংহ নন্দন,
তাহার তনয় এক লক্ষ্মীকান্ত হন,
লক্ষ্মীকান্ত-সুত চন্দ্রমাধব জন্মায়,
অপর আনন্দ, চন্দ্রকুমার তনয়।
চন্দ্রমাধবের হয় বিপিন নন্দন,
বেজনীসাতেতে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য হৃদয়-পুত্র রামচাঁদ-বংশ।

রামচাঁদ-বংশধর ভবানীশঙ্কর,
রামনিধি, গুরু, মদ, ঈশান, ঈশ্বর।
ভবানী-তনয় রামকমল জন্ময়,
দীনু, কালী, হরনাথ জনমে তনয়।

রামকমলের পুত্র হয় আট জন—
হরকুমার ও নবকুমার নন্দন,
রত্ন, হর, কালী, শিবভূষণ জন্ময়,
দেবচন্দ্র ও ললিতকুমার তনয়।
হরকুমারের পুত্র হয় হরলাল,
রামধন আরো জন্মে হীরা, চুনীলাল।
নবকুমারের পুত্র হয় ছয় জন—
মন্মথ, মাথন আর শেখর নন্দন,
নলিনী ও ভোলানাথ অতঃপর হয়,
অনুজ তারকনাথ জনমলভয়।
দীননাথ-বংশধর তিন জন গণি,
অশ্বিনী, কুহিনী আর কনিষ্ঠ যামিনী।
অশ্বিনীকুমার-সুত হেমন্ত জন্ময়।
হরনাথ-বংশধর দুই জন হয়,
বিপিনবিহারী, বনবিহারী নন্দন।
বিপিনবিহারী সুত হয় তিন জন—
জ্ঞানদারঞ্জন আর দক্ষিণারঞ্জন,
অতঃপর জনময় যশোদা রঞ্জন।
বনবিহারীর সুত হয় চারি জন—
বিনোদবিহারী আর বঙ্কিম, বিজন,
বিমলবিহারী হয় কনিষ্ঠ তনয়,
নলচিরা ইহাদের বাসস্থান হয়।
রামনিধি বংশধর মহিম জন্ময়,
চন্দ্রযোগিনীতে বটে বাসস্থান হয়।

হৃদয়-পুত্র জগন্নাথ-বংশ।

জগন্নাথ-বংশধর হয় আট জন —
রামচন্দ্র, জয়চন্দ্র, রাধাকান্ত হন,
রঘুনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র, গোপীচন্দ্র হয়,
মাণিকচাঁদ ও গৌরীকান্ত জন্মায়।
রঘুনাথ বংশধর বাণীকান্ত হয়।
গোপীর গোলকচন্দ্র জনমে তনয়।
রাধাকান্ত-সুত পাঁচ রামচন্দ্র হন,
নব, নীলমণি, চণ্ডী, বিহারী নন্দন।
রামচন্দ্র- বংশধর শ্রীনাথ সুজন।
শ্রীনাথের হরলাল, কেশব নন্দন।
নবকুমারের সুত পাঁচ জন হয়,
সুখময়, নলিনাক্ষ, পুলিন জন্মায়,
অঘোরনাথ ও রামতারণ নন্দন।
পুলিনবিহারী-সুত প্রতাপকাঠী রন।
নীলমণি-সুত ক্ষেত্রমোহন জন্মায়।
ক্ষেত্রমোহনের সুত পাঁচ জন হয়,
কুমার উপেন্দ্রনাথ অপর মহেন্দ্র,
যোগেন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ অনুজ সুরেন্দ্র।
রামচন্দ্র-বংশধর তিন জন হয়,
দীনবন্ধু, বঙ্গ, নবকিশোর তনয়।
নবকিশোরের সুত তারিণীকুমার,
তারিণীকুমার-পুত্র বসন্তকুমার,

তদনুজ হয় মধু, হেমন্ত তনয়।
আর সদানন্দ-পুত্র রাজাপুর রয়।
গৌরীকান্ত-সুত চারি কালীনাথ হন,
শান্তচন্দ্র, দুর্গা, কৃষ্ণকিশোর নন্দন।
কালীনাথ-সুত উমা, গোবিন্দ জন্ময়,
অতঃপর আর মধুসূদন তনয়।
উমাচরণের শ্যামাচরণ নন্দন,
কালীঘাট সানগর বাসের ভবন।
কৃষ্ণকিশোরের সুত শ্রীনাথ অগ্রজ,
অতঃপর যদুনাথ তাহার অনুজ।
শ্রীনাথ-তনয় জন্মে যামিনী অগ্রজ,
রমণী, নলিনী আর তরণী অনুজ।
যদুর দেবেন্দ্রনাথ তনয় জন্ময়,
গুঠিয়া গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
শান্তচন্দ্র-বংশধর হন ছয় জন—
মথুরা, কেদার, রাসমোহন নন্দন,
চিন্তা, মনমোহন ও বিমলাচরণ,
বজ্রযোগিনীতে বটে বাসের ভবন।
রাসমোহনের সুত ললিত, উমেশ,
কালা, হরিদাস, মনোমোহন, যোগেশ।
দুর্গাচরণের সুত সারদাচরণ,
অপর পুত্রের নাম ললিতমোহন।
সারদাচণ-সুত পাঁচ জন হয়,
প্রমথ, কুমুদ, মনোরঞ্জন, অক্ষয়,

অপর সুধাংশু বন্ধু যোলনা'য় রন।
ললিতের সুত'নন্ত নলিনী, মাখন।

বন্দ্য হৃদয়-পুত্র রামদুলাল-বংশ।

দুলালের কুল, হরি, তিলক তনয়,
কুল-সুত বঙ্গচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র হয়।
নবকৃষ্ণ ও ঈশ্বর, অভয়াচরণ,
আরও জনমে গৌর সুন্দর নন্দন।
বঙ্গচন্দ্র-বংশধর হয় দুই জন—
অখিলচন্দ্রের পর ভূবন মোহন।
ভুবনের সুত হয় আদিত্য, অপর,
রসিক, বিলাসচন্দ্র হয় অতঃপর।
আদিত্যচন্দ্রের সুত ললিতমোহন,
রামচন্দ্র ও অনন্ত বংশধর হন।
ললিতমোহন-সুত গোলক জন্ময়,
তাহার বসতি স্থান রমৎপুর হয়।

বন্দ্য রঘুরাম-পুত্র ঘনশ্যাম বংশ।

ঘনশ্যাম-বংশধর সম্পদ জন্ময়,
রাজারাম, সুধারাম, প্রাণকৃষ্ণ হয়,
সোণারাম, রামরত্ন, চম্পক, শঙ্কর,
রামমাণিক্যের জন্ম হয় অতঃপর।
মাণিক্যের সুত শিবচন্দ্র, গঙ্গাধর,
রাজকৃষ্ণ আর কৃষ্ণকিশোর, কিঙ্কর।

শিবচন্দ্র-বংশধর হয় তিন জন—
কানাই, মাধবচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র হন।
মাধবচন্দ্রের সুত চন্দ্রকান্ত হন,
গোবিন্দচন্দ্রের পর অভয়াচরণ।
বঙ্গচন্দ্র-বংশধর বিশ্বম্ভর হয়,
কালীকুমার ও রামকেশব জন্ময়।
কৃষ্ণকিঙ্করের সুত উমাকান্ত হন,
অতঃপর লক্ষ্মীকান্ত মগরেতে রন।
কৃষ্ণকিশোরের সুত হয় আটজন—
রাধানাথ, কালাচাঁদ, গৌরচন্দ্র হন,
জগচ্চন্দ্র, উমাকান্ত ও পদ্মলোচন,
অপর কমলাকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত হন।
রাধানাথ-সুত চন্দ্রমাধব, ঈশ্বর,
ভোলানাথ ও ঈশানচন্দ্র সহোদর।
চন্দ্রমাধবের সুত প্রসন্ন জন্ময়,
কুমার প্রভাসচন্দ্র চাদটায় রয়।
রাজকৃষ্ণ হ'তে কালীকিঙ্কর তনয়;
তৎসুত কৃষ্ণ, সত্যচরণ জন্ময়।
সত্য হ'তে প্যারী; তৎসুত দুই জন—
ইন্দ্রভূষণের পর গিরিজাভূষণ।
কৃষ্ণচন্দ্র হ'তে বামাচরণ কুমার,
মহেশপুরেতে বাস বিদিত সবার।
চম্পকের পুত্র রামসুন্দর জন্ময়;
তৎসুত গোলোকের রাম সুত হয়।

রামচন্দ্র-বংশধর নীলকণ্ঠ হন,
গাঙ্গুড়িয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
রামশঙ্করের কালীপ্রসন্ন তনয়,
তারিণীচরণ, রামগোপাল জন্মায়,
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র জনমে সন্তান,
বহর নামক গ্রামে হয় বাসস্থান।
রামময়-সুত কালীশঙ্কর জন্মায়,
রাজকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, উদয় তনয়,
দুলাল, গোপাললাল আর বৃন্দাবন।
কালীর তনয় দুর্গা রাপাড়াতে রন।
দুর্গাচরণের পুত্র বঙ্গচন্দ্র হয়।
বৃন্দাবন-সুত গৌর, কানাই জন্মায়।
গৌরসুন্দরের সুত তারাচাঁদ হয়,
মহেশ, জগচ্চন্দ্র, মাধব জন্মায়,
কৃষ্ণ, উমাকান্ত, আশুপ্রসাদ নন্দন।
উমাকান্ত-সুত প্যারী, ভুবনমোহন,
অপর তনয় রাসমোহন জন্মায়,
মগরা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
সম্পন্ন-তনয় গঙ্গাপ্রসাদ জন্মায়।
গঙ্গাপ্রসাদের জন্মে গোলোক তনয়।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র বঙ্গচন্দ্র হন,
রাপাড়া নামক গ্রামে বাসের ভবন।

রঘুরাম-পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র—বংশ।

কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রাধাগোবিন্দ জন্ময়,
বিজয়গোবিন্দ, হরগোবিন্দ তনয়।
রাধাগোবিন্দের পুত্র হয় এক জন—
জনম লভয় গৌরসুন্দর নন্দন।

রঘুরাম-পুত্র রামসন্তোষ-বংশ।

সন্তোষ-তনয় জন্মে প্রেমনারায়ণ,
তনুরাম, রাধাকান্ত, সুরনারায়ণ,
রামমাণিক্য ও রামশঙ্কর তনয়,
রামনাথ আর হরিচরণ জন্ময়।
শঙ্করের পুত্র বিদ্যা, রামজয় হন,
প্রাণকৃষ্ণ, রামধন, আনন্দী, মোহন।
তনুরাম-পুত্র হয় শিবনারায়ণ;
শিবনারায়ণ হ'তে রামকুমার নন্দন।
তাহার তনয় দুর্গাচরণ জন্ময়;
তাহা হ'তে নব, কালীচরণ তনয়।
কালীচরণের পুত্র মুকুন্দ অগ্রজ,
অপর সুরেন্দ্রলাল, জিতেন্দ্র অনুজ।
নবকুমারের পুত্র রমণীরঞ্জন,
মানপাশা রমৎপুর বাসের ভবন।
রামজয়-সুত নীলমণি, দীপচন্দ্র,
কালাচাঁদ ও গোকুল আর শিবচন্দ্র,

জগবন্ধু, রাজচন্দ্র, বল, রামচাঁদ,
মাধব, হরিশ্চন্দ্র ও উদয়চাঁদ,
গুরুপ্রসাদ ও জন্মে গোলোক নন্দন।
দ্বীপচন্দ্র-সুত হয় মদনমোহন,
তাহার অনুজ হরমোহন তনয়।
শীতল, মদন-সুত ও ললিত হয়।
শীতলচন্দ্রের পুত্র জনমে মাথন,
বার্থী গ্রামে হয় বটে বাসের ভবন।
হরমোহনের পুত্র হয় সাত জন—
প্রসন্নকুমার, শশিকুমার নন্দন,
শরৎ, গোপাল আর ভূপেন্দ্র, যামিনী,
অপর তনয় তার জন্মিল কামিনী।
শশি-সুত শ্যামলাল, সুরেশ, মাথন,
নলচিরা গ্রাম মাঝে করেন যাপন।
রামচাঁদ-বংশধর কালীকান্ত হন।
কালীকান্ত হ'তে হরিচরণ নন্দন।
হরিচরণের পুত্র রাধিকামোহন,
সিংহপাড়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
শিবচন্দ্র—সুত কালী, রমা, নীলাকান্ত,
কালীচরণ, ফটীক আর উমাকান্ত।
কালীচরণের পুত্র সারদাচরণ,
অপর হারাণচন্দ্র জনমে নন্দন।
উমাকান্ত-বংশধর হয় ব্রজকান্ত ;
তৎসুত শ্যামাকান্ত ও কুলদাকান্ত।

নীলাকান্ত-সুত চন্দ্র ও বরদাকান্ত,
অতঃপর জনমিল শ্রীরজনীকান্ত।
চন্দ্রকান্ত হ'তে প্যারীমোহন নন্দন।
বরদাকান্তের পুত্র কুমুদিনী হন।
শ্যামাকান্ত হ'তে হয় অবনী নন্দন,
মাত্রিসার গ্রামে বটে বাসের ভবন।
নীলমণি হ'তে বিদ্যাসুন্দর তনয়,
ভগবান, কালী, পাঁচু অন্নদা চন্ময়,
অপর কমল, হরসুন্দর সুজন,
রামচাঁদ আর দুর্গাচরণ নন্দন।
দুর্গাচরণের কালীপ্রসন্ন তনয়,
বাগাপাসা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রামচাঁদ-বংশধর কৈলাস জন্ময়।
বিদ্যাসুন্দরের হয় শীতল তনয়।
শীতলের কালাচাঁদ, রমণী তনয়,
গুঠিয়া নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
হরসুন্দরের পুত্র হয় তিন জন—
বরদা, নকুলেশ্বর, কৃষ্ণানন্দ হন।
নকুলের বিশ্বেশ্বর, বসন্ত তনয়,
অপর পুত্রের নাম নীলরত্ন হয়।
বিশ্বেশ্বর বংশধর সুরেন্দ্র, হারাণ,
এদের হোসেনপুর হয় বাসস্থান।
বরদার বংশধর গিরীশ জন্ময় ;
তৎসুত রাজচন্দ্র উজিরপুর রয়।

প্রেমনারায়ণ-সুত বিশ্বনাথ হয়,
ভোলানাথ, রামনাথ জনমে তনয়।
বিশ্ব-সুত বৈদ্যনাথ, রামনাথ আর,
মণিরাম ও গোলোক জনমে কুমার।
বৈদ্যনাথ-সুত হয় প্রসন্নকুমার।
প্রসন্নের বংশধর জনমে কেদার।
কেদার-তনয় দুই আশু, বলরাম,
বর্ত্তমান ইহাদের বাগধায় ধাম।
রামনাথ হ'তে শ্যামাচরণ নন্দন।
শ্যামাচরণের সুত হয় পাঁচ জন—
যোগেশ, শরৎচন্দ্র আর নারায়ণ,
বনমালী, বিশ্বেশ্বর জনমে নন্দন।
যোগেশের নিরঞ্জন। শরতের হয়—
প্রসন্নকুমার পুত্র সিদ্ধকাঠী রয়।
ভোলানাথ-বংশধর রামচন্দ্র হন।
রামচন্দ্র হ'তে জন্মে শীতল নন্দন।
শীতলচন্দ্রের পুত্র বিমলা, অক্ষয়,
ইহাদের বাসস্থান আধুনায় হয়।
রামনাথ-বংশধর অন্নদাচরণ।
অন্নদাচরণ-সুত হয় পাঁচ জন—
অমৃত, মণীন্দ্রলাল, চুণী, পান্নালাল,
পালং বসতিস্থান আর নন্দলাল।
গোলোকের কালীনাথ জনমে তনয়।
কালীনাথ-সুত বিষ্ণু, সারদা অক্ষয়।

বিষ্ণুচরণের রামচরণ নন্দন,
কলসকাটীতে বটে বাসের ভবন।
মণিরাম-সুত শ্যাম, আনন্দ তন্ময়।
শ্যামের যোগেশচন্দ্র জনমে তনয়।
আনন্দের নিশিকান্ত, গোপাল নন্দন,
গৌরীপাশা গ্রামে হয় বাসের ভবন।

রঘুর পুত্র কালাচাঁদ-বংশ।

কালাচাঁদ-বংশধর মাণিক, নয়ন,
যোগেশ্বর, বিদ্যাধর, অপর লক্ষ্মণ,
রাজারাম, গঙ্গাধর জনম লভয়,
বাঞ্ছারাম, নারায়ণ জনমে তনয়।
গঙ্গাধর-সুত রামসুন্দর জন্ময়,
রামসুন্দরের রামকানাই তনয়।
কানাইর বংশধর হয় দুই জন—
রামদয়াল ও হরকুমার নন্দন।
দয়ালের নকড়ি ও রাখাল নন্দন।
হর-সুত অন্নদা ও সারদাচরণ।
যোগেশ্বর হ'তে রামদুলাল নন্দন।
রামদুলালের পুত্র হয় পাঁচ জন—
মথুরা, ঈশ্বরচন্দ্র আর গোপীকান্ত,
অপর তনয় কালীকান্ত, নীলকান্ত।
নীলকান্ত-বংশধর বাণীকান্ত হন :
তাহার যামিনীকান্ত জনমে নন্দন।

কালীকান্ত-সুত জন্মে অভয়াচরণ।
বৈকুণ্ঠ অভয়-সুত পঞ্চসার রন।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র ঠাকুরচাঁদ হন;
তৎসুত নিবারণ, ক্ষেত্র, নিশি রন।
গোপীকান্ত-বংশধর প্রাণনাথ হয়,
অপর মহেশচন্দ্র, জগত তনয়।
প্রাণনাথ হ'তে জন্মে বিহারী নন্দন,
অপর বিপিনচন্দ্র বংশধর হন।
মহেশের পূর্ণচন্দ্র, তারক তনয়।
রমেশ, জগত-সুত রমৎপুর রয়।
বিদ্যাধর হ'তে রামলোচন তনয়,
রাধাকৃষ্ণ, শম্ভুনাথ অতঃপর হয়।
রাজকৃষ্ণ-সুত রামচাঁদ, লক্ষ্মী হন,
গোকুল, উদয়চন্দ্র, নীলমণি রন।
রামচাঁদ সুত কৃষ্ণ, মাধব তনয়,
সদাশিব, জয়চন্দ্র, ঈশ্বর তনয়।
বাঞ্ছারাম সুত রাম, হরিশ্চন্দ্র হয়,
অপর মাধব, বাস কাউলীপাড়ায়।
নয়নের বংশধর সদানন্দ হয়,
সীতারাম আর চন্দ্রশেখর তনয়।

রামপ্রসাদ-পুত্র বিদ্যাধর-বংশ।

বিদ্যাধর-সুত শিবনাথ জনময়,
অপর গোপালকৃষ্ণ জনমে তনয়।

গোপালকৃষ্ণের সুত কাশীচন্দ্র হন,
কাশীশ্চন্দ্র-বংশধর হয় দুই জন—
যদুনাথ তদগ্রজ দ্বারিক জন্ময় ।
যদুর অপত্য চারি জনম লভয়—
বিশ্বেশ্বর, চন্দ্রকান্ত, অশ্বিনী, যামিনী।
বিশ্বেশ্বর-বংশধর তিন জন গণি—
মুকুন্দ, যাদব আর জন্মে নারায়ণ,
তেরদ্রোণ গ্রামে বটে বাসের ভবন।
শিবনাথ-সুত রামকুমার জন্ময়,
অতঃপর আর রাজকুমার তনয়।
রামকুমারের পুত্র জগবন্ধু হয়,
অপর মহিমাচন্দ্র জনমে তনয়।
জগবন্ধু-বংশধর রজনী জন্ময়,
দ্বারিকানাথের পর নীলকণ্ঠ হয়।
দ্বারিকানাথের জন্মে প্রসন্ন নন্দন।
প্রসন্নের বংশধর হয় চারি জন—
সুরেশ, কেশবচন্দ্র, কুঞ্জলাল হয়,
অতঃপর আর হররঞ্জন তনয়।
মহিমাচন্দ্রের পুত্র নাম কালীধন,
কলসকাঠীতে বটে বাসের ভবন।
রাজকুমারের পুত্র হয় তিন জন—
দীননাথ, কাশীচন্দ্র ও হরমোহন।
হরমোহনের শ্যামাচরণ তনয়,
চৌরাশী নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।

প্রসাদ-পুত্র মণিরাম-বংশ।

মণিরাম-বংশধর কালিদাস হন ;
তৎসুত কীর্ত্তিচন্দ্র ; তাহার নন্দন—
রাধাকৃষ্ণ, হরচন্দ্র, গোলোক জন্ময়,
অতঃপর গৌরীনাথ জনমে তনয়।
রাধাকৃষ্ণ-সুত কালী, জগবন্ধু হন।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র হয় দুই জন—
প্রথম আনন্দচন্দ্র দ্বিতীয় মোহন।
কালীবন্ধু হ'তে জন্মে অশ্বিনী নন্দন।
অশ্বিনী-তনয় শশী, নিশি ও বিজয়,
ব্রাহ্মণদিয়ায় বটে বাসস্থান হয়।
আনন্দ-তনয় চিন্তাহরণ অগ্রজ,
অটলবিহারী, হরিচরণ অনুজ।
চিন্তাহরণের পুত্র শ্রীবিনোদলাল,
অতঃপর তারাপদ ও অমরলাল।
বিনোদলালের পুত্র বিশ্বেশ্বর হন।
অটলবিহারী-সুত জন্মে জনার্দ্দন।
হরিচরণের পুত্র দুই জন হল,
প্রেমমঙ্গলের পর শ্রীরামমঙ্গল।
মোহনচন্দ্রের পুত্র শ্রীরাইচরণ,
অনুজ গোপাললাল রমৎপুর রন।

বন্দ্য রঘু-পুত্র শ্রীধর-বংশ।

শ্রীধরের সাতকড়ি কীর্ত্তিনারায়ণ,
পঞ্চানন, রাধা, গঙ্গা, গোবিন্দ নন্দন।
গঙ্গাগোবিন্দের ব্রজকিশোর তনয়।
ব্রজকিশোরের পুত্র তিলক জন্ময়।
তিলকচন্দ্রের জন্মে ঈশান নন্দন।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র রজনী সুজন।
রজনীকান্তের সুত নিশিকান্ত হন,
ইহাদের কলিকাতা বাসের ভবন।
পঞ্চানন-সুত ব্রজকিশোর জন্ময়।
রাধামাধবের জন্মে কেবল তনয়;
জীবনকৃষ্ণ ও গৌরসুন্দর নন্দন।
জীবনের সুত দীন, প্রাণবন্ধু হন,
উমাকান্ত, কালীকান্ত, পীতাম্বর হয়।
কেবলের পুত্র শিব, কানাই, উদয়।

বন্দ্য শ্যামসুন্দর-বংশ।

শ্যামসুন্দরের পুত্র সদাশিব হন,
জীবন, স্বরূপচন্দ্র, সদানন্দ রন।
স্বরূপচন্দ্রের পুত্র গুরুদাস হয়,
তাহার অনুজ বিষ্ণুচন্দ্র জনময়।
গুরুদাস-বংশধর হয়েন যোগেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল কুমার নগেন্দ্র।

সদাশিব-বংশধর গদাধর হন।
গদাধর হ'তে রাজকৃষ্ণ জন্ম লন।
তাহা হ'তে রামচন্দ্র জনমে সন্তান;
তৎসুত রূপচন্দ্র, মহেশ, ঈশান।
রূপচন্দ্র-সুত জ্ঞানচন্দ্র, উমা, হয়,
অতঃপর আর গঙ্গাচরণ তনয়।
জ্ঞান হ'তে ননি, নিত্য, গোপাল নন্দন,
বজ্রযোগিনীতে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য উদয়নারায়ণ—বংশ।

উদয়ের সীতা, রাম, নৃসিংহ তনয়।
সীতা-সুত রাজকৃষ্ণ জনম লভয়।
রাজকৃষ্ণ হ'তে প্রাণনাথ জনময়।
প্রাণনাথ হ'তে চন্দ্রকুমার তনয়।
চন্দ্রকুমারের মধুসূদন নন্দন,
নীলরত্ন আর কৃষ্ণগোপাল সুজন।
মধুসূদনের সুত অসিতরঞ্জন,
তাহার অগ্রজ হয় অনাথ নন্দন।
নীলরত্ন-বংশধর হরিদাস হন,
তারাকুপী গ্রামে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রবিলোচন-বংশ।

রবিলোচনের রামলোচন তনয়,
গঙ্গা ও গোবিন্দ কৃষ্ণকিশোর তনয়,

শ্রীনারায়ণ ও কৃষ্ণজীবন নন্দন,
রাধাচরণের পরে কৃষ্ণকান্ত হন।
রামলোচনের কৃষ্ণগোপাল নন্দন,
তারণ, জগৎ, রামমোহন সুজন।
কৃষ্ণগোপালের সুত প্রেমচাঁদ আর
অমর, উমেশচন্দ্র, ভারতকুমার।
প্রেমচাঁদ হ'তে কালীমোহন নন্দন,
রাধিকা তনয় আর খালিয়ায় র'ন।
অমরচন্দ্রের সুত মতি, ননিলাল,
অপর আনন্দলাল ও বিনোদলাল,
দ্বারিক, রসিকলাল চুনীলাল হয়।
মতিলাল-বংশধর বীরেন্দ্র জন্ময়।
কৃষ্ণকিশোরের সুত রমানাথ হন,
রঘুনাথ, হরিনাথ অপর নন্দন।
রমানাথ হ'তে নন্দগোপাল জন্ময়,
আরও জনমে চন্দ্রশেখর তনয়।
নন্দগোপালের সুত সীতানাথ হয়,
গোলোক ও ব্রজনাথ অনাথ জন্ময়।
সীতানাথ হতে হয় উপেন্দ্র নন্দন।
উপেন্দ্রনাথের জন্ম সুত তিনজন—
জিতেন্দ্র, মহেন্দ্র আর দ্বিজেন্দ্র নন্দন
নারায়ণপুর গ্রামে বাসের ভবন।
অনাথবন্ধুর সুত সুরেন্দ্র, মাখন,
বাইসারী গ্রামে বটে করেন যাপন।

কৃষ্ণকান্ত-বংশধর ভৈরব তনয়,
হরচন্দ্র, জগবন্ধু, গোপাল তনয়।
ভৈরবচন্দ্রের সুত কাশীচন্দ্র হয়,
কাশী-সুত, শ্যামা, উমা, তারক জন্ময়।
শ্যামাচরণের জন্মে বিপিন নন্দন,
খালিয়া নামক গ্রামে বাসের ভবন।
উমাচরণের সুত মথুরা জন্ময়,
কালাম্রধা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

বন্দ্য রঘু-পুত্র দুর্গারাম বংশ।

দুর্গারাম হ'তে রামশরণ নন্দন,
বিশ্বেশ্বর, কৃষ্ণ, নিম, দর্পনারায়ণ।
রামশরণের সুত কাশীনাথ হয়,
কৃষ্ণ, ব্রজ, শ্যাম, রাজকিশোর তনয়,
শম্ভুনাথ, কৃষ্ণপ্রাণ, নন্দ জনময়,
সুন্দর, গোবিন্দচন্দ্র জনম লভয়।
কৃষ্ণের তনয় রাধা, সীতানাথ হয়,
অপর জানকীনাথ জনমে তনয়।
রাধানাথ-সুত চন্দ্রনাথ জনময়,
আরও তারকনাথ জনমে তনয়।
তারকনাথের সুত নীলমণি হয়।
গোবিন্দের শ্যাম, রাধা, দ্বারিক তনয়।
রাধাকিশোরের চন্দ্রশেখর নন্দন,
প্রসন্ন, গিরিশ, উমাচরণ সুজন,

হরিশ, শিরীষ, হরকুমার জন্মায়,
এ সবার বাসস্থান আমগ্রাম হয়।
দ্বারিকার পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ সুজন,
অপর মথুরানাথ জনমে নন্দন।
প্রসন্নের নীলরত্ন, যাদব নন্দন।
যাদবের বংশধর অমূল্যরঞ্জন।
উমাচরণের জন্ম বিপিন তনয়;
তৎসুত গোরাচাঁদ জনম লভয়।
গিরিশচন্দ্রের সুত হয় তিনজন—
নিশিকান্ত, হরলাল, যামিনী নন্দন।
নিশিকান্ত-বংশধর কুমুদ জন্মায়।
শিরীষের জগ, মনোরঞ্জন তনয়।
চন্দ্রশেখরের সুত হয় দুইজন—
গোবিন্দচন্দ্রের পর জগদীশ হন।
হরিশের সুত রাসবিহারী জন্মায়,
দীনেশ, ফটীক, শ্যামাচরণ তনয়,
অশ্বিনী, বিনোদলাল জনমে নন্দন,
আমগাও বজ্রযোগী বাসের ভবন।
ব্রজকিশোরের কৃষ্ণমোহন নন্দন,
কমলা, নীলু ও কালীপ্রসাদ, মদন।
কমলাকান্তের জন্মে গিরিশ তনয়।
গিরিশের সুত যদু, প্রিয়নাথ হয়,
অপর শরৎচন্দ্র জনমে নন্দন।
যদুনাথ বংশধর মোহিনীমোহন।

কালীপ্রসাদের সুত বিশ্বেশ্বর হন,
অতঃপর জগদীশ জনমে নন্দন।
বিশ্বেশ্বর হ'তে জন্মে নকুল তনয়।
জগ-সুত শ্রীধর ও অবনী জন্মায়।
শ্যামকিশোরের কৃষ্ণকুমার নন্দন,
কালী, রাম গোলোক ও গুরু জন্ম লন।
গুরুপ্রসাদের সুত পার্ব্বতীচরণ,
অপর পুত্রের নাম অম্বিকাচরণ।
অম্বিকাচরণ-সুত প্রবাশ জন্মায়।
পার্ব্বতীচরণ-সুত চারিজন হয়—
সীতানাথ ও বিহারী, ললিতমোহন,
অতঃপর জনমিল যোগেশ নন্দন।
ললিতমোহন সুত কালাচাঁদ হন।
হেরম্ব সীতার সুত ধনকোরা রন।
কৃষ্ণকুমারের সুত আনন্দ জন্মায়,
ষষ্ঠীদাস, হরিহর, আদিত্য তনয়।
হরিহর হ'তে জন্মে দীনেশ নন্দন,
বানরীপাড়ায় বটে বাসের ভবন।
নন্দদুলালের রামদুলাল তনয়;
তৎসুত জগবন্ধু জনম লভয়।
জগবন্ধু-সুত মনোমোহন জন্মায়,
খালিয়া নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
রাজকিশোরের পদ্মলোচন নন্দন,
অতঃপর জনমিল অভয়াচরণ।

অভয়াচরণ সুত শ্রীহরি জন্ময়,
আমগ্রাম গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
কাশীনাথ বংশধর রাধানাথ হন,
গৌর, কৃষ্ণনাথ, গুরুপ্রসাদ, ভুবন।
রাধানাথ-পুত্র রাসমোহন জন্ময়।
রাসুর কামিনী আর যামিনী তনয়।
গুরুপ্রসাদের জন্মে জানকী নন্দন,
অপর মথুরা করে জনম গ্রহণ।
মথুরানাথের পুত্র সীতানাথ হয়,
কোলা নামে গ্রামে বটে বসতি করয়।
ভুবনমোহন সুত প্রসন্নমোহন,
রাজমোহনের পর শশী, প্যারী হন।
প্রসন্নমোহন পুত্র নিবারণ হয়,
কুঞ্জবিহারী ও হরিপদ জনময়,
কালীপদ আর কালীপ্রসন্ন নন্দন।
কুঞ্জবিহারীর পুত্র সুধীর সুজন।
রাজমোহনের পুত্র উপেন্দ্র, অঘোর।
শশীমোহনের পুত্র দুই সহোদর—
কামাক্ষ্যাচরণ, সূর্য কুমার জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান আইড়ল হয়।
নীলমণি হতে কালীপ্রসাদ নন্দন,
আরও গিরিশচন্দ্র, জগদীশ হন।
জগদীশ-বংশধর যদুপতি হয়।
নন্দকিশোরের গুরুপ্রসাদ তনয়।

গুরুর ভুবন সুত। ভুবনের হয়—
শম্ভু, শশী, প্রসন্ন ও জানকী তনয়।
দর্পনারায়ণে রামকিশোর তনয়,
রাম, চন্দ্র, হরচন্দ্র, ঈশান জন্ময়,
রাজচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র, গৌরচন্দ্র হন।
রাজচন্দ্রে হ'তে জন্মে গোবিন্দ নন্দন।
হর-সুত মথুরা ও রজনী জন্মায়,
ইহাদের বাসস্থান কালাবধা হয়।
ঈশানচন্দ্রের জন্মে দীনেশ নন্দন,
গৌরচন্দ্র-বংশধর হয় দুইজন—
চন্দ্রনাথ ও গগনচন্দ্র জনময়।
চন্দ্রনাথ হ'তে রাসবিহারী তনয়;
অর্জুন, ভুবন, আশু ও লালমোহন,
শীঙ্গনাকাঠীতে হয় বাসের ভবন।

বন্দ্য রঘু-সুত ভৃগুরাম-বংশ।

ভৃগু-সুত সীতা, কৃষ্ণ, ভবানী, হৃদয়,
নর, চণ্ডী, শোভারাম, সদাশিব হয়।
শোভা সুত রামজয়, কুলচন্দ্র হন।
রামজয় হ'তে রাধামোহন নন্দন,
রাজীবলোচন আর কাশীনাথ হন।
রাজীবলোচন-সুত হয় চৌদ্দ জন
চন্দ্র, বিধু, কালী, ইন্দু, গিরিশ, ঈশ্বর,
ভব, গঙ্গা, শ্যাম, নৈত্য, যদুপতি পর,

ছোট বহু, গঙ্গাদাস ও কালীকুমার।
ঈশ্বর তনয় কান্তি, অবিনাশ, আর
রামচন্দ্র ও গোপাল জনম লভয়।
বিধুর বামন কৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ হয়।
বামনদাসের হয় গোবিন্দ নন্দন।
কৃষ্ণকিশোরের মন আনন্দমোহন।
গঙ্গানারায়ণ-সুত তিনকড়ি হন।
কালীকুমারের হরিপ্রসন্ন নন্দন।
কান্তিচন্দ্র-সুত মানগোবিন্দ জন্ময়,
নগেন্দ্র, গিরীন্দ্র আর জনম লভয়।
যদুপতি-বংশধর কেদার জন্ময়,
অপর দ্বারকানাথ, অনুকূল হয়।
রাধামোহনের রঘু, মহেশ নন্দন,
অতঃপর অবিনাশ, মদনমোহন।
মহেশ-তনয় রামলাল জনময়।
রামলাল-সুত সীতা, মন্মথ হয়,
অনুজ প্রমথনাথ জনমে নন্দন।
কুলচন্দ্র-বংশধর হয় পাঁচ জন—
রামদুলাল ও রামসুন্দর ভুবন,
জগচ্চন্দ্র আর কালীকমল নন্দন।
কালীকমলের পুত্র ভগবতী হন,
অপর পুত্রের নাম হয় নিবারণ।
ভগবতী-সুত ভীষ্ম আর পঞ্চানন।
নিবারণ হ'তে হয় প্রমোদ নন্দন।

শ্যামকিশোরের গুরুপ্রসাদ তনয়,
অপর তনয় কৃষ্ণ ভাটপাড়া রয়।
নরনারায়ণ-সুত রাজকৃষ্ণ হন,
জিরাট গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।

কেশবরাম চক্রবর্ত্তী-বংশ।

কেশবের ষোল সুত হরি নারায়ণ,
আনন্দীরাম, ও রাধাবল্লভ, নন্দন,
রামানন্দ, শুকদেব, মণি, বিষ্ণুরাম,
রামদেব, রাজামণি, শঙ্কর, গঙ্গারাম,
পুরুষোত্তম ও সূর্য্যদাস জনময়
রাধাকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, জনমে তনয়।
আনন্দীরামের-সুত বিদ্যাধর হন,
শিবচন্দ্র, রামনাথ, রামকৃষ্ণ রন।
সোণারাম, শ্যাম, রাধাগোবিন্দ তনয়,
রামলোচনের পর পরাণ জন্ময়।
রাধাগোবিন্দের সুত হয় দুই জন-
বিশ্বনাথ, হরিনাথ জনমে নন্দন।
বিশ্বনাথ বংশধর শ্রীনাথ অগ্রজ,
অতঃপর কালীনাথ তাহার অনুজ।
কাশী-সুত জগবন্ধু যদুনাথ হন,
কেদার, নবীনচন্দ্র, আশুতোষ রন।
জগবন্ধু- সুত লালবিহারী অগ্রজ,
কুমুদ, বিনোদ হয় তাহার অনুজ।

বিনোদের ফণীলাল, বিভূতি নন্দন,
হরিনাথ-বংশধর ভোলানাথ হন।
ভোলানাথ-সুত মধু গোপাল জন্মায়।
গোপালের বংশধর যদুনাথ হয়।
যদুর মাখমলাল জনমে নন্দন.
প্রতাপকাঠীতে বটে বাসের ভবন
রামলোচনের শম্ভু, কমলা তনয়
রামকানাই ও জয়গোবিন্দ জন্মায়
হরচন্দ্র, কাশীনাথ, তারিণী তনয়,
বালিকা শ্রীকান্ত, কালীনাথ জন্মায়।
কাশী-সুত পীতাম্বর, রঘুনাথ হয়।
পীতাম্বর- সুত দীননাথ জনময়,
অপর মথুরানাথ জনমে নন্দন।
দীননাথ-বংশধর হয় দুইজন-
রসিকচন্দ্র ও মনোমোহন তনয়,
ইটনা গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
জয়গোবিন্দের বংশী, ঈশ্বর তনয়,
অপর তনয় রামকমল জন্মায়
বংশীবদনের শ্যামাচরণ নন্দন,
অশ্বিনী কুমার আর সুন্দরদী বন,
আর পঞ্চানন পূর্ণ, মদন অক্ষয়,
ইহাদের বাসস্থান লক্ষ্মীপাশা হয়।
র-সুত বাণী, নীলকান্ত হন,
অতঃপর জন্মে চাঁদমোহন নন্দন।

কানাইর সুত চন্দ্রকান্ত উমা হন।
উমাচরণের সুত সীতা, লালু রন।
শ্রীকান্তের সুত রামমোহন ভুবন।
ভুবন-তনয় জন্মে অম্বিকাচরণ।
অম্বিকাচরণ-সুত পরেশ জন্মায়।
শম্ভুর ঈশান, জয়চন্দ্র সুত হয়।
ঈশানচন্দ্রের জন্মে বৈকুণ্ঠ তনয়,
তাহার প্রমথ সুত জনম লভয়।

কেশব—পুত্র রামানন্দ—বংশ।

রামানন্দ-বংশধর একাদশ জন—
রামকান্ত, রামচন্দ্র, জগৎমোহন,
হরগোবিন্দ ও নন্দকুমার জন্মায়,
রাধাকান্ত, কৃষ্ণকান্ত, মাণিক তনয়।
রূপরাম, ও গোবিন্দপ্রসাদ সুজন,
অপর জনমে ব্রজমোহন নন্দন।
নন্দকুমারের সুত হয় সাত জন·
রামজয়, রাধানাথ, সদাশিব হন,
কালীপ্রসাদ ও কুঞ্জবিহারী জন্মায়,
দ্বীপচন্দ্র, ও তিলক জনমে তনয়।
তিলকের সুত কাশী, পূর্ণ, লালু হয়।
পূর্ণ হ'তে বনয়ারি, বিলাস তনয়।
কাশী-সুত প্যারী আর সুশীলকুমার,
কাশীপুর বাসস্থান বিদিত সবার।

দ্বীপচন্দ্র—ব শধর জন্মে রামচন্দ্র,
অতঃপর গোরাচাঁদ আর হরচন্দ্র।
হরচন্দ্র-সুত রামকমল জন্ময়।
রামকমলের চন্দ্রকুমার তনয়,
মহিমা, কৈলাসচন্দ্র অপর নন্দন,
মাইজপারায় বটে বাসের ভবন।
রাধানাথ পুত্র গৌরমোহন জন্ময়,
নীলমণি, রত্নমণি, ঈশ্বর তনয়,
হরমোহন ও কালীশঙ্কর নন্দন,
অপর বালকচন্দ্র পরে জন্ম লন।
কালীশঙ্করের পুত্র কালীনাথ হয়।
কালী হ'তে গোবিন্দ ও আনন্দ তনয়।
গোবিন্দের প্রিয়নাথ, জনমে নন্দন,
অপর কেদারনাথ. আমগ্রাম রন।
গৌরমোহনের পুত্র হরনাথ হ'ন,
বিশ্বেশ্বর, অবিনাশ ও চাঁদমোহন।
হরমোহনের পুত্র ভুবনমোহন,
অতঃপর আর মনোমোহন নন্দন।
ভুবনমোহন-পুত্র সত্য জনময়।
মনোমোহনের পুত্র কেনারাম হয়,
নীলমণি হ'তে জন্মে দ্বারিকা নন্দন;
লক্ষীপাশা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
হরগোবিন্দের পুত্র চৈতন্য, ভবানী,
আর জন্মে দুর্গা, দেবীচরণ, তারিণী।

তারিণীর পুত্র গুরুচরণ জন্মায় ;
তৎসুত কালিদাস জনম লভয়।
কালিদাস-বংশধর হরলাল হন।
দুর্গাচরণের পুত্র হয় তিন জন—
কাশীচন্দ্র, শিবচন্দ্র, জানকী নন্দন।
কাশীচন্দ্র-বংশধর হরিশ্চন্দ্র হন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র গিরিশ জন্মায়,
কামিনী, বিলাস, শ্রীশ, বিশ্বেশ্বর হয়।
জানকী-তনয় বিষ্ণু, ললিতমোহন।
বিষ্ণুচন্দ্র বংশধর রামচন্দ্র হন।
শিবের তনয় জন্মে অন্নদাচরণ।
অন্নদার জন্মে রাজকুমার নন্দন।
বিশ্বেশ্বর হ'তে হয় উপেন্দ্র নন্দন,
ইহাদের কালাম্রধা বাসের ভবন।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরলাল জ্যেষ্ঠ,
বিহারী, মহেন্দ্র আর তাহার কনিষ্ঠ ;
হরলাল হ'তে জন্মে মাখন নন্দন,
রহমৎপুর বটে বাসের ভবন।
কালিকাপ্রসাদ-সুত জগচ্চন্দ্র হন।
জগৎচন্দ্রের পুত্র ভগবতী রন।
ভগবতী-সুত বিধুভূষণ জন্মায়,
অনুজ কুলচন্দ্র লক্ষ্মীপাশা রয়।
গোবিন্দপ্রসাদ-সুত রমাকান্ত হন।
রমাকান্ত-বংশধর রামচন্দ্র রন।

রামচন্দ্র হ'তে জন্মে পার্ব্বতী তনয়।
পার্ব্বতীচরণ-সুত কুলচন্দ্র হয়।
কুলচন্দ্র-সুত মধু, বসন্ত জন্ময়,
হস্তীশুণ্ড গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রামকান্ত-বংশধর জয়চন্দ্র হন,
তাহা হ'তে গোবিন্দপ্রসাদ নন্দন;
তৎসুত রামতনু, শ্যাম, জনময়।
রামতনু-সুত দীনবন্ধু, কালী হয়।
কালী-সুত রাখাল ও সুরেন্দ্র, অনাথ।
শ্যামের তনয় গুরুদাস, লোকনাথ,
রামকমল ও প্যারীমোহন নন্দন,
অতঃপর জনমিল অভয়াচরণ।
রামকমলের পুত্র মথুরা জন্ময়,
বরদা, হরেন্দ্রনাথ অপর তনয়।
মথুরার মণিচন্দ্র জনমে নন্দন,
কাঁচিয়াল গ্রামে বটে বাসের ভবন।
রাধার তনয় গৌরীনাথ জন্ম লন।
গৌরীনাথ-বংশধর চন্দ্রমণি হন।
চন্দ্রমণি-সুত রাধা, নীলকান্ত হয়,
আর গোপী, কালী, লালমোহন তনয়।
গোপীমোহনের পুত্র উপেন্দ্র জন্ময়।
কালীমোহনের রাজকুমার তনয়।
নীলকান্ত হ'তে জগ, ভারত নন্দন,
কোটালীপাড়ায় বটে বাসের ভবন।

রাজচন্দ্র হ'তে গৌরসুন্দর নন্দন,
শ্রীকান্ত, দুলাল, চণ্ডী, চন্দ্রকান্ত হন।
শ্রীকান্তের রাম, গৌরমোহন নন্দন।
গৌরমোহনের পুত্র কিশোরীমোহন।
কিশোরীমোহন-পুত্র যোগেশ জন্মায়,
লালমোহন ও কালীমোহন তনয়।
কালীমোহনের জন্মে যতীন্দ্র নন্দন,
লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
গৌরসুন্দরের জন্মে ঈশ্বর তনয়,
চন্দ্র, কৃষ্ণ, রাম, গোপী, রাধা জনময়।
গোপীর গোবিন্দ, বনমালী জন্মলয়,
মাইজপাড়ায় বটে বাসস্থান হয়।
গোবিন্দের শশধর, সতীশ নন্দন,
অতঃপর হীরালাল লক্ষ্মীপাশা রন।
রামমোহনের গিরি, মহিম নন্দন,
যাদব, আনন্দচন্দ্র, অবিনাশ হন,
অপর গোবিন্দচন্দ্র জনমে তনয়।
গোবিন্দ তনয় সতী লক্ষ্মীপাশা রয়।
ঈশ্বরের কাশীচন্দ্র, কৈলাস তনয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র প্রকাশ জন্মায়।
কাশীচন্দ্র-বংশধর জনমে অক্ষয়,
লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

বন্দ্য রামকৃষ্ণ-বংশ।

রামকৃষ্ণ হ'তে রাধামাধব নন্দন,
তাহার তনয় কৃষ্ণগোবিন্দ সুজন।
কৃষ্ণগোবিন্দের পুত্র নীলমণি হন।
নীলমণি বংশধর জগবন্ধু রন।
জগবন্ধু-বংশধর অন্নদাচরণ,
দ্বিতীয় তনয় তার হরিবন্ধু হন।
হরিবন্ধু হ'তে জন্মে রমেশ নন্দন
রাকুদিয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
অন্নদার পুত্র চিন্তাহরণ জন্ময়,
তদনুজ মতিলাল জনম লভয়।
চিন্তাহরণের জন্মে কিরণ নন্দন,
অতুল, মাখনলাল, নলচিরা রন।
নয়নের জগন্নাথ জনমে নন্দন;
তাহার তনয় জন্মে ভবানীচরণ।
ভবানীর রাধানাথ সুত জনময়;
তৎসুত কালীকান্ত জনম লভয়।
কালীকান্ত হ'তে চন্দ্রকুমার নন্দন,
প্রসন্ন, বিপিন আর রমৎপুর রন।
পুরুষোত্তমের রামশঙ্কর নন্দন।
রামশঙ্করের পুত্র রাজীবলোচন।
রাজীবের জন্মে চণ্ডীচরণ নন্দন;
তৎসুত হয় বংশীবদন সুজন।

বংশীবদনের কালীকুমার নন্দন ;
তৎসুত কৃষ্ণধন রমংপুর রন।

বন্দ্য হরিনারায়ণ—বংশ।

হরিনারায়ণ-সুত হয় চৌদ্দ জন—
সুধারাম, রূপরাম, কৃষ্ণানন্দ হন,
সচ্চিনন্দন ও রামগোপাল তনয়,
বলরাম আর চাঁদ, ভবানী জন্ময়,
রত্নেশ্বর, নীলকণ্ঠ রামকান্ত হয়,
শ্যাম ও গোকুল, রামরাম জনময়।
নীলকণ্ঠ-বংশধর দ্বীপচন্দ্র হয়।
দ্বীপচন্দ্র-সুত রামচাঁদ জনময়।
রামচাঁদ-সুত নীলমণি জনমিল।
বসন্তকুমার তার বংশধর ছিল।
বসন্তের আশুতোষ অমৃত নন্দন,
সরমঙ্গলেতে হয় বাসের ভবন।
রামগোপালের পুত্র শিবচন্দ্র হন।
শিবচন্দ্র-পুত্র গুরু, কাশীনাথ রন।
শ্যামসুন্দরের হরগোবিন্দ তনয়,
পদ্ম, শিব, রামচন্দ্র, নিধিরাম হয়।
হরগোবিন্দের গৌরসুন্দর নন্দন,
আরও জনমে রামমোহন সুজন।
গৌরসুন্দরের প্যারীমোহন নন্দন।
প্যারীর তনয় জন্মে সতীশ মাথন।

পদ্মলোচনের পুত্র জগন্নাথ হয়,
গদাধর, বংশীধর জনমে তনয়।
রামমোহনের পুত্র অবিনাশ হন।
মহিম, আনন্দ, গিরি, যাদব নন্দন,
এদের কামালপুর বাসস্থান রয়।
নিধিরাম বংশধর রাধানাথ হয়।
রাধানাথ হ'তে পুত্র জন্মে চারি জন—
কাশীনাথ, দুর্গাদাস ও উমাচরণ,
অপর মোহনচন্দ্র জনমে তনয়।
মোহন তনয় রাম, বসন্ত চন্দ্রয়।
কাশীনাথ সুত কালিদাস জনময়।
উমাচরণের পুত্র হরলাল হয়।
হরলাল-সুত প্রিয়, সুশীল, মাখন,
আমগ্রাম হয় বটে বাসের ভবন।
রামকান্ত হ'তে কীর্ত্তি. ভৈরব তনয়।
ভৈরবচন্দ্রের পুত্র তারাচাঁদ হয়,
কৃষ্ণচন্দ্র, রাধা, গৌর, বদন, জন্ময়।
বদনের হরিনাথ, গগন তনয়।
তারাচাঁদ হ'তে জন্মে ঈশ্বর নন্দন।
রাধা-সুত আনন্দ ও রামচন্দ্র হন।
ঈশ্বর, উমেশ, চন্দ্রকিশোর নন্দন।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
বিরাজ, অধরচন্দ্র, অরুণ জন্ময়,
ইহাদের বাসস্থান কালীঘাট হয়।

কীর্ত্তিচন্দ্র-বংশধর হয় সাত জন—
কাশীনাথ, গোরাচাঁদ, নসিরাম হন,
ঈশান, প্রসন্ন, কালীকুমার নন্দন,
অতঃপর জনমিল রামনারায়ণ।
কাশীনাথ-বংশধর রামকৃষ্ণ হয়,
আনন্দচন্দ্র ও মধুসূদন তনয়।
কালীকুমারের পুত্র হরিশ, অভয়।
অভয়াচরণ-সুত যোগেন্দ্র জন্মায়।
গোরাচাঁদ-বংশের যজ্ঞেশ্বর হন,
তাহার অনুজ রামচরণ নন্দন।
ঈশান-তনয় ভোলানাথ, গঙ্গা হয়।
গঙ্গা-বংশধর হরপ্রসন্ন জন্মায়।
হরপ্রসন্নের দুর্গাপ্রসাদ নন্দন,
পাথরিয়াঘাটা হয় বাসের ভবন।
নসিরাম বংশধর শ্রীনাথ, রতন,
বাগনাপাড়ায় বটে করেন যাপন।
রামনারায়ণ পুত্র হয় পাঁচ জন—
তারাচাঁদ, রঙ্গলাল ও হরিমোহন,
উমেশচন্দ্র ও মধুসূদন তনয়।
তারাচাঁদ-সুত ষষ্ঠীদাস জনময়।
রঙ্গ সুত পায় লাস, জহর জন্মায়।
মধুসূদনের কালীশঙ্কর তনয়।
উমেশ-তনয় কালী, তারাপদ হন।
হরিমোহনের পুত্র হয় চারি জন—

মণিলাল, ননিলাল, ফণীলাল হন,
বাণীর ক্ষীদিরপুর বাসের ভবন।
রূপ-সুত কৃষ্ণ, কালী, গঙ্গানারায়ণ,
ভবানী, কমলাকান্ত, গোপীকান্ত হন।
ভবানীর আনন্দী ও ঠাকুর নন্দন।
আনন্দীর বংশধর হলধর হন।
হলধর-সুত পূর্ণচন্দ্র, নিবারণ,
প্রতাপচন্দ্র ও উমাচরণ নন্দন।
নিবারণ হ'তে নিমচাঁদ জন্ম লন,
অপর গোকুলচাঁদ খরদহ রন।
সুধারাম-সুত শিবপ্রসাদ জন্মায়,
রামলোচন ও রামগোবিন্দ তনয়,
অতঃপর সদাশিব জনমে সুজন।
রামলোচনের কালীপ্রসাদ নন্দন,
যাদব, মাধব আর জনমে জীবন।
রামগোবিন্দের সুত রামনারায়ণ,
প্রাণকৃষ্ণ, রামচাঁদ, রাজকৃষ্ণ হয়।
রামচাঁদ-বংশধর মহিমা, অভয়,
ঈশ্বর, মহেশচন্দ্র, উমেশ জন্মায়।
মহেশের প্রতাপ ও ললিত তনয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের রাইচরণ নন্দন,
কৃষ্ণকাঠী গ্রামে বটে বাসের ভবন।
রাজকৃষ্ণ-সুত বন, গোরা, কালাচাঁদ,
গোলোক, জগত, ভোলা, তিলু রামচাঁদ।

শিবপ্রসাদের-সুত রাজকৃষ্ণ হন,
প্রাণ, লক্ষ্মী, নারায়ণ, প্রতাপ মদন।
মদনের সুত মনমোহন জন্ময়,
মোহিনীমোহন আর সেনহাটী রয়।

বন্দ্য হরি-পুত্র শচীনন্দন-বংশ।

শচীনন্দনের সুত হয় পাঁচ জন—
দুর্গরাম ও কন্দর্প, কিঙ্কর নন্দন
বিজয়, উদয়চাঁদ জনমে তনয়।
কৃষ্ণকিঙ্করের সুত সাত জন হন,
রামজয়, কৃষ্ণকান্ত, শ্রীকান্ত ভুবন,
জ্ঞানচন্দ্র, কাশীনাথ, জগন্মোহন।
রামজয় সুত হয় কালী, কাশীকান্ত,
রাধামোহনের পর জন্মে চন্দ্রকান্ত।
কাশীর শীতল-সুত আর নিস্তারণ।
উদয়ের কালী, মধু, হরেকৃষ্ণ হন।
হরেকৃষ্ণ-সুত পীতাম্বর জনময়।
কন্দর্পের ছয় সুত জনম লভয়।
বাঞ্ছারাম, গোরাচাঁদ, গঙ্গানারায়ণ,
দুলাল, কমলাকান্ত ও শ্রীনারায়ণ।
কমলাকান্তের সুত নব, সুখময়,
কালী ও কানাই, রামরতন তনয়।
রামকানাইর সুত কাশীচন্দ্র হয়।
কাশী-সুত রামনাথ জনম লভয়।

রামরতনের সুত জন্মগ্রহণ,
মাধব, ও গোপী, হরনাথ, জন্ম লন।
মাধবের সুত হরি, অবিনাশ হয়।
গোপী-সুত মোহিনী ও নলিনী জন্ময়।
কালীবর হ'তে মধুসূদন নন্দন।
মধু সুত সীতানাথ কলম্‌কাঠী রন।
গঙ্গানারায়ণ-সুত মদনমোহন,
তাহার অনুজ বটে জন্মে রামধন।
রামধন-বংশধর উমেশ জন্ময়।
শ্রীনারায়ণের জন্মে আনন্দ তনয়।
আনন্দ-তনয় রাই, শীতল জন্মায়,
অতঃপর নটবর দেবেন্দ্র তনয়,
বাঞ্ছারাম-সুত এক হয় নিবারণ।
গোরাচাঁদ-বংশধর প্যারী, যদু হন।
দুর্গারাম বংশধর নীলমণি হন,
রামচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র কালিদাস রন।
নীলমণি-সুত জন্মে বরুণা, মাধব।
রসিক মাধব সুত বসন্ত, কেশব।
রামের গোপালচন্দ্র, নেপাল তনয়।
কালিদাস সুত শিব, মহেশ জন্ময়,
আনন্দ, শরৎচন্দ্র অপর নন্দন।
শরৎচন্দ্রের সুত হয় তিন জন—
বলাই ও চারু. রামকুমার তনয়।
শিবচন্দ্র-বংশধর সাত জন হয়,

দাশরথি, রামদাস, হরিনারায়ণ,
বামন, প্রাণকিশোর, কৃষ্ণদাস হন।
মহেশচন্দ্রের বিষ্ণু তুলসী, নন্দন,
নপাড়া প্রতাপকাঠী বাসের ভবন।

বন্দ্য বিষ্ণুরাম-বংশ।

বিষ্ণুরাম বংশধর হয় ছয় জন—
চন্দ্রমণি, রামনাথ, রাধাকান্ত হন
রামশরণের পর নন্দরাম হয়,
অতঃপর রামজয় জনমে তনয়।
নন্দরাম হ'তে রাজকিশোর নন্দন,
তাহার অনুজ ব্রজকিশোর সুজন।
রাজকিশোরের সুত গুরুদাস হয়,
তাহার আনন্দচন্দ্র, কালী পুত্র হয়।
আনন্দচন্দ্রের হয় ত্রৈলোক্য নন্দন,
কুন্দসিদ্ধে হয় বাটী বাসের ভবন।
রামনাথ সুত রামমোহন জন্মায়।
রামমোহনের সুত শিবচন্দ্র হয়।
শিবের অমরচাঁদ জনমে নন্দন,
তাহার তনয় গঙ্গা অন্নদা চরণ।
গঙ্গাচরণের সুত অনুকূল হন।
অন্নদার সুত হীরা কালাত্রধা রন।
চন্দ্রমণি হ'তে দেবীপ্রসাদ তনয়,
নন্দরাম ও বিজয়রাম জনময়।

দেবীপ্রসাদের হয় ফটিক নন্দন।
গোলকচন্দ্রের পর গোপীনাথ হন।
ফটিক তনয় হরি, তারিণী রণ,
গুরুচরণ ও শ্যামাচরণ নন্দন।
শ্যামাচরণের দেবীচরণ তনয়,
অপর প্রতাপ চন্দ্র জনম লভয়।
দেবীচরণের বেণী, মাধব নন্দন,
লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী-বংশ।

রুদ্ররাম সুত রাজবল্লভ জন্মায়,
রামচন্দ্র, অভিরাম, শঙ্কর তনয়,
কৃষ্ণরাম, নন্দরাম যাদবেন্দ্র হন,
গোবিন্দ, অনন্তরাম মুকুন্দ নন্দন।

বন্দ্য যাদবেন্দ্র-বংশ।

যাদবেন্দ্র বংশধর নরনারায়ণ,
সীতারাম, রামকান্ত, প্রাণকৃষ্ণ রন।
নরনারায়ণ-সুত কীর্ত্তিনারায়ণ,
রাজকৃষ্ণ, বিশ্ব, শিবপ্রসাদ নন্দন।
শিবপ্রসাদের কৃষ্ণমোহন তনয়,
অতঃপর আর রাধামোহন জন্মায়।
রাধামোহনের চন্দ্রমোহন তনয়,
নবীন, রতনকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র হয়।

নবীনের পুত্র পূর্ণ, রামচন্দ্র হন।
চন্দ্রমোহনের হরকুমার নন্দন,
দুর্গাকুমার ও শশী, প্রসন্নকুমার,
অপর পুত্রের নাম বসন্ত কুমার।
হরকুমারের পুত্র সুরেন্দ্র অগ্রজ,
যতীন্দ্র, রাজেন্দ্র জন্মে তাহার অনুজ।
প্রসন্নকুমার পুত্র জনমে হরেন্দ্র।
দুর্গাকুমারের পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র।
বসন্তকুমার-সুত অমূল্যচরণ,
ধীরেন্দ্র, মণীন্দ্র আর তারাকুপী হন।
রতনের যজ্ঞেশ্বর, নকুল নন্দন।
রামচন্দ্র-সুত আশু, যামিনীরঞ্জন।
কৃষ্ণমোহনের শ্যামাচরণ তনয়;
তাহার তনয় রাধাচরণ জন্মায়।
প্রাণকৃষ্ণ বংশধর রাজচন্দ্র হয়;
তৎসুত নীলাম্বর, তারিণী জন্মায়।
নীলাম্বর হ'তে জন্মে গোবিন্দ নন্দন।
তারিণীর-বংশধর নবীন, মোহন।
মোহনের আশুতোষ, যোগেশ তনয়।
নবীন-তনয় মনোরঞ্জন জন্মায়,
অপর শীতল আর উমেশ নন্দন,
মানপাশা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
কীর্ত্তিনারায়ণ-সুত হরচন্দ্র হন।
হরচন্দ্র হ'তে কাশী, প্রসন্ন নন্দন,

অপর জগতচন্দ্র জনমে নন্দন।
জগতচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র হন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর সতীশ জন্ময়,
সুরেশ, দীনেশ, আর জনমে তনয়।
প্রসন্নচন্দ্রের জন্মে গোবিন্দ নন্দন,
অপর গোপাল, শশী, পাংশাগ্রামে রন।

বন্দ্য রুদ্র—সুত অভিরাম—বংশ।

অভিরাম-পুত্র মধু, মহাদেব হন,
রামরাম, রঘু, কালীচরণ নন্দন।
রামরাম-বংশধর আট জন হয়,
রত্নেশ্বর, গোপীনাথ, গণেশ তনয়,
বিশ্বনাথ, রাধানাথ, শিবনারায়ণ,
কালীশঙ্কর ও দুর্গাপ্রসাদ নন্দন।
রাধানাথ সুত দশ বংশী, প্রাণনাথ,
বিনোদ, জানকীনাথ, ব্রজ, কৃষ্ণনাথ,
অপর গোলোকনাথ, অভয়াচরণ,
রাধাচরণ ও কালীকুমার নন্দন।
কালীকুমারের পুত্র পার্ব্বতীচরণ।
পার্ব্বতীচরণ-পুত্র বিশ্বেশ্বর হন।
প্রাণনাথ-সুত সাত মহিমা জন্ময়,
কৈলাস, অখিলচন্দ্র জনমে তনয়,
রামচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, গোবিন্দ সুজন,
অপর নবীনচন্দ্র জনমে নন্দন।

রামচন্দ্র-বংশধর অম্বিকাচরণ,
রজনী, দ্বারকানাথ, গোপাল নন্দন।
অম্বিকাচরণ-সুত বিলাস জন্ময়,
মানপাশা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রজনীর সুত চারি রাই ও নকুল,
ধনকৃষ্ণ তদগ্রজ জন্মে অনুকূল।
দ্বারকার পুত্র নিশি, শশিকান্ত হয়।
গোপালের বিলাস ও সতীশ তনয়।
বিহারী, নবীন-সুত। অখিলের শ্যাম,
চিন্তাহরণ ও হরি চরাদিতে ধাম।
শ্যামের রাজেন্দ্র আর সুরেন্দ্র নন্দন,
খলিসাকোটায় বটে বাসের ভবন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর ভোলানাথ হন,
অপর খোসালচন্দ্র গাঙ্গড়িয়া রন।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র বিলাস জন্ময়,
অপর নকুলচন্দ্র জনম লভয়।
কৃষ্ণের ঈশ্বরচন্দ্র, বিপিন তনয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র গঙ্গা, প্যারী হয়,
যামিনী, নকুল আর মনোহর হন,
রূপাতলী গ্রামে হয় বাসের ভবন।
বিপিনের বনমালী, ঈশান তনয়,
মানপাশা গ্রামে বটে বসতি করয়।
জানকীনাথের চন্দ্রকুমার তনয়,
আর সূর্য্য, কালী, হরিমোহন জন্ময়।

কালীমোহনের হয় গোপাল নন্দন,
সেহলাপট্টিতে বটে বাসের ভবন।
সূর্য্য-সুত মতিলাল, হারাণ জন্ময়,
যোলনা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
চন্দ্রকুমারের দুর্গা, কামিনী নন্দন,
সারদা, বরদা বটে ব্রাহ্মণদিয়া রন।

বন্দ্য কালীশঙ্কর-বংশ।

কালীশঙ্করের পুত্র গোপী, কৃষ্ণকান্ত,
অতঃপর প্রাণকৃষ্ণ, ভৈরব, শ্রীকান্ত।
কৃষ্ণকান্ত-সুত বল, ধর্ম্মনারায়ণ।
বলরাম হ'তে বিশ্ব, রজনী নন্দন।
শ্রীকান্ত-তনয় জন্মে পার্ব্বতীচরণ;
মহেশ, ঈশানচন্দ্র তাহার নন্দন।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র জন্মে পঞ্চানন।
মহেশচন্দ্রের পুত্র হয় চারি জন—
কামিনী, যামিনী আর জনমে বসন্ত,
বীরমোহনেতে বাস অনুজ হেমন্ত।
গোপীনাথ-সুত ব্রজনাথ জনময়;
তৎসুত রামতনু জনম লভয়।
রামতনু হ'তে জন্মে গোপাল নন্দন,
হোসেনপুরেতে হয় বাসের ভবন।
কালীচরণের দেবীপ্রসাদ তনয়,
অতঃপর শ্যামচাঁদ জনম লভয়।

শ্যামের ভৈরব, দিগম্বরসুত হন ;
দুর্গাগতি, চন্দ্রকান্ত তাঁহার নন্দন।
ভৈরব-সুত কমলাকান্ত জনময়,
রসিক, আনন্দ, কালা তাহার তনয়।
দেবীপ্রসাদের গৌরমোহন নন্দন,
আর রাম, নন্দ, রাজ, ঈশ্বর সুজন।
রামকুমারের শশিভূষণ তনয়।
রাজকুমারের পুত্র অন্নদা জন্ময়।
নন্দকুমারের পুত্র অভয়াচরণ ;
তাহার দ্বারিকা, বিষ্ণু, ত্রৈলোক্য নন্দন।
গৌরমোহনের জন্মে কৈলাস নন্দন,
হরচন্দ্র ও নবীন যদগ্রজ হন।
হরচন্দ্র-সুত মধু রজনী জন্ময়,
আর প্যারী–বংশধর হোসেনপুর রয়।
রঘুনাথ-সুত হয় রামনারায়ণ,
প্রেমনারায়ণ আর জয়নারায়ণ।
রামনারায়ণ-সুত হয় সাত জন—
নীলকণ্ঠ, কাশীনাথ, রামতনু হন,
শ্রীকণ্ঠ, তিলক, শিবপ্রসাদ, শ্রীনাথ।
নীলকণ্ঠ-বংশধর জন্মে বিশ্বনাথ।
কাশীনাথ-সুত উমানন্দ জনময়।
শ্রীকণ্ঠের রামচন্দ্র জনমে তনয়।
মহাদেব-বংশধর হয় দুই জন—
পুরুষোত্তম ও রামসুন্দর নন্দন।

বন্দ্য রত্নেশ্বর-বংশ।

রত্নেশ্বর-বংশধর পাঁচ জন হয়,
নন্দলাল, গোলোক ও হরিশ তনয়,
ঠাকুরদাস ও কালীপ্রসাদ নন্দন।
গোলোকের সুত শ্যামাচরণ সুজন,
কীর্ত্তিচন্দ্র, শিবচন্দ্র, কৈলাস নন্দন।
কীর্ত্তির গোবিন্দচন্দ্র বংশধর হন।
গোবিন্দচন্দ্রের সুত হয় তিন জন—
সুরেন্দ্র, শরৎচন্দ্র, চন্দ্রনারায়ণ।
শিবচন্দ্র হ'তে জন্মে দ্বারিকা তনয়,
অপর কেদারনাথ জনম লভয়।
কেদারের কৃষ্ণচন্দ্র, হরেন্দ্র তনয়,
গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র বাস উত্তরপাড়ায়।
কৈলাসের হেমচন্দ্র, যোগেন্দ্র তনয়;
অতঃপর পূর্ণচন্দ্র, ঈশান জন্মায়।
হেমচন্দ্র-বংশধর অতুল, প্রতুল,
অপর অকুলচন্দ্র আর অনুকূল।
পূর্ণচন্দ্র বংশধর হয় তিন জন—
অমূল্য, প্রফুল্ল আর অনিল নন্দন।
ঈশানচন্দ্রের সুত বিমান, ধীমান,
সবানুজ হয় বটে নন্দন শ্রীমান।
হরিশচন্দ্রের সুত পার্ব্বতীচরণ;
অতঃপর রামকৃষ্ণ, জনমে নন্দন।

পার্ব্বতী-সুত সারদা, অন্নদাচরণ।
ঠাকুরদাসের সুত জনমে বদন ;
তৎসুত ধর্ম্ম ; তৎপুত্র প্রিয় হন,
উত্তরপাড়ায় বটে বাসের ভবন।
কালীশঙ্করের গোপী, প্রাণকৃষ্ণ হন,
ভৈরব, কেবলকৃষ্ণ, শ্রীকান্ত নন্দন।
গোপীকৃষ্ণ বংশধর রাজীবলোচন,
অতঃপর দীনবন্ধু ও শ্যামাচরণ।
রাজীবলোচন-সুত দীননাথ হন,
পরেশ, মহেশচন্দ্র অপর নন্দন।
শ্যামাচরণের সুত ভগবতী হয়,
সাবল নামক গ্রামে বসতি করয়।

অভিরাম-সুত মধুসূদন-বংশ।

মধুসূদনের সুত হয় নয় জন—
জগন্নাথ, হরচন্দ্র, জগৎমোহন,
রামলোচন, শিব ও লক্ষ্মীনারায়ণ,
আর রাম, শ্যাম, গৌরকিশোর নন্দন।
শিবনারায়ণ-সুত মদনমোহন।
কৃষ্ণমোহনের পর বিশ্বনাথ হন।
মদনমোহন-সুত ভগবতী হয়।
লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত গোলোক জন্ময়,
কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র হন।
বিষ্ণুর দ্বারকানাথ জনমে নন্দন।

গোলোকচন্দ্রের দুর্গাচরণ নন্দন,
অপর তারকনাথ, ভূতনাথ হন।
দুর্গার সুরেন্দ্র আর জিতেন্দ্র নন্দন,
বাগবাজারেতে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রুদ্র-সুত অনন্ত-বংশ।

অনন্তরামের রামগোবিন্দ তনয়,
নীল, বাঞ্ছা, কৃপারাম, মাণিক জন্ময়।
রামগোবিন্দের সুত দুর্গা, প্রাণনাথ,
দুলাল, বিজয়, রামনিধি, রামনাথ।
বিজয়রামের সুত শিব, রামধন,
তারাচাঁদ, রামচাঁদ, হরিনারায়ণ।
রামচাঁদ-সুত লক্ষ্মী, হল, রমা হন,
দিগম্বর, হরচন্দ্র হরনারায়ণ।
তারা-সুত নীলাম্বর, হারানন্দ হন।
শিবনারায়ণ সুত দিগম্বর রন।
হরিনারায়ণ-সুত পীতাম্বর হয়।
হারা-সুত রাজকৃষ্ণ খিদিরপুর রয়।
নীলাম্বর-সুত চন্দ্রশেখর জন্ময়;
অতঃপর আশুতোষ সরযূনা রয়।
প্রাণনাথ বংশধর হয় সাত জন—
শিবনাথ, রামনাথ, ক্ষেত্রনাথ হন,
রামধন, গঙ্গাদাস, গঙ্গানন্দ হয়,
অপর গোপালদাস জনমে তনয়।

নীলকণ্ঠ-বংশধর নিমাই, গোকুল,
রামনিধি, নিধিকৃষ্ণ, ভবানী, যুগল।
বাঞ্ছারাম সুত ব্রজকিশোর জন্ময়,
রামনিধি রঘুনাথ, দুলাল তনয়।
নিমাইর সুত হরি, শম্ভুচন্দ্র হন,
আনন্দ ও পরমানন্দ, দুলাল নন্দন,
শ্রীকান্ত, ভৈরবচন্দ্র, জনমে তনয়।
কৃপারাম বংশধর গোবিন্দ জন্ময়।
রামনিধি-সুত কৃষ্ণ ও ঠাকুরদাস।
ঠাকুরের দিগম্বর তনয় প্রকাশ।
দিগম্বর-সুত বামাচরণ জন্ময়,
রামলাল, ব্রজনাথ আর তনয়।
রামলাল সুত আশুতোষ জন্ময়,
বসতি বঁড়ুয়া জিলা বর্দ্ধমান হয়।
নিধিকৃষ্ণ-বংশধর প্রাণকৃষ্ণ হয়,
রঘুনাথ, রাধা, রামকুমার জন্ময়,
অপর বদন, নন্দ, গোপাল সুজন।
শ্রীনাথ, শ্রীকান্ত, জন্মে রঘুর নন্দন।
মাণিক্যের সুত রামচন্দ্র, উমাকান্ত,
চন্দ্রকান্ত, গোরাচাঁদ, আনন্দ, শ্রীকান্ত,
জয়গোপাল ও শিব, বদন তনয়,
কালীশঙ্কর ও নন্দ, জয়চন্দ্র হয়।
আনন্দ-তনয় পাঁচ নীলমণি হন,
তারক, মহেশ, নিম ও দুর্গাচরণ।

তারকচন্দ্রের সুত ঈশ্বর জন্ময়।
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মে উমেশ, তনয়।
নীলমণি-বংশধর কালীকৃষ্ণ হন,
বহুবাজার নগরে বাসের ভবন।
মুকুন্দ-তনয় বিষ্ণু, দুলাল জন্ময়।
বিষ্ণু হ'তে কালী, রামসুন্দর, তনয়।
দুলালের সুত রাজ ও কৃষ্ণমোহন,
রামকান্ত ও মোহন, কমলা, জীবন।
নন্দরাম-বংশধর প্রতাপ জন্ময়।
প্রতাপের রামেশ্বর, সার্থক তনয়।
রাম রাসু, জয় কালীপ্রসাদ নন্দন,
রামেশ্বর, বেচারাম, রামনারায়ণ।

বন্দ্য গোবিন্দরাম-বংশ।

গোবিন্দরামের সুত হয় নয় জন—
কৃপারাম, বাণেশ্বর ভবানীচরণ,
অযোধ্যারাম ও রামচরণ, শরণ,
বিষ্ণু, রামনাথ, রামলোচন নন্দন।
অযোধ্যার নন্দ, রামগোপাল নন্দন।
রামগোপালের সুত মাধব, তারণ,
বিষ্ণুচন্দ্র, রাধানাথ, প্রসন্ন, জন্ময়।
প্রসন্নের মহেশচন্দ্র, উমেশ তনয়।
উমেশের আশুতোষ, মহেশের হয়,
কালী, রাম, তিনকড়ি পুত্র জনময়।

মাধুর গোবিন্দ-সুত, বিষ্ণু সুত হয়,
নব। তদ্বংশধর উপেন্দ্র জন্ময়।
রাধানাথ বংশধর যাদব অগ্রজ,
আর নব, ব্রজ, চন্দ্রকুমার অনুজ।
নবকুমারের সুত জনমে অক্ষয়,
নদীয়া মাঝের গ্রাম বাসস্থান হয়।
ব্রজকুমারের সুত হয় ছয় জন—
বসন্ত, হেমন্ত আশু, সারদাচরণ,
বরদাপ্রসাদ আর শরৎ জন্ময়,
নদীয়া বেদেদিগরে বাসস্থান হয়।
কৃপারাম-সুত রামলোচন সুজন।
লোচনের কৃষ্ণ, বৈদ্য, আনন্দ নন্দন।
রামশরণের সুত হরি শম্ভুচন্দ্র,
রামগোপাল ও হরচন্দ্র কৃষ্ণ চন্দ্র,
কিঙ্কর কমলা, গৌরকিশোর নন্দন,
কালীপ্রসাদের পর রাজনারায়ণ,
তারাচাঁদ আর কৃষ্ণ, আনন্দমোহন,
নদীয়া নগরে হয় বাসের ভবন।
ভবানীর সুত কালীচরণ জন্ময়।
কালীচরণের সুত গৌরচন্দ্র হয়।
গৌরচন্দ্র হ'তে জন্মে বৈকুণ্ঠ নন্দন।
বৈকুণ্ঠের বংশধর হয় তিন জন—
পরেশ, অমৃতলাল, শিবনাথ নাম,
ইহাদের হয় বটে খুলনায় ধাম।

রামনাথ সুত কালীপ্রসাদ জন্মায়,
হরচন্দ্র, হারানন্দ, ঈশ্বর তনয়।
ভগবান, রামধন, কমলা নন্দন,
নদীয়ায় হয় বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রুদ্র-পুত্র রামচন্দ্র-বংশ।

রামচন্দ্র-সুত দুর্গাপ্রসাদ জন্মায়,
রতিরাম, রামকান্ত, সুধারাম হয়,
সোণারাম, রূপরাম, রামরাম হন।
রতিরাম-সুত গঙ্গা, লক্ষ্মীকান্ত রন।
সোণারাম বংশধর মনোহর হয়।
মনো-সুত রাজকৃষ্ণ, শ্রীধর জন্মায়।
রাজকৃষ্ণ হ'তে পদ্মলোচন নন্দন।
পদ্মলোচনের পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ।
কৃষ্ণরাম-সুত রামসন্তোষ জন্মায়,
হরিরাম, গঙ্গাধর, গোবিন্দ তনয়।
সন্তোষ-তনয় কালীশঙ্কর জন্মায়;
অতঃপর পঞ্চানন, ভবানী তনয়।
শ্যাম-সুত কৃষ্ণহরি, গঙ্গাহরি হন।
রাজবল্লভের পুত্র আনন্দী, শরণ।
আনন্দী তনয় শোভা, সুধারাম হন,
চব্বিশপরগণায় বাসের ভবন।

নবম অধ্যায়।

বন্দ্য রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী-বংশ।

রামেশ্বর বংশধর হয় সাত জন—
গোপীনাথ, রামনাথ, রামনারায়ণ,
রাম, রঘু, কামদেব অপর লক্ষ্মণ।
গোপীনাথ-সুত রামবল্লভ, ভুবন,
রঘুনন্দন ও কৃষ্ণ, গোবিন্দ নন্দন।
বল্লভের পুত্র ইন্দ্র, শূরনারায়ণ।
শূরনারায়ণ-সুত সদাশিব হন,
সৃষ্টিধর আর কালীশঙ্কর নন্দন।
কালীশঙ্করের রাজকিশোর তনয়,
কাশীনাথ, রামগতি, নরসিংহ হয়।
প্রাণকৃষ্ণ, গৌরী, হরিমোহন নন্দন,
কাশীনাথ বংশধর রামজয় হন।
রামজয় হ'তে হরিপদ জনময়,
কৃষ্ণধন ও আনন্দ অতঃপর হয়।
আনন্দচন্দ্রের জন্মে অধর নন্দন।
হরিপদ বংশধর জন্মে নারায়ণ।
রামগতি-সুত কৃষ্ণকিশোর জন্ময়,
অপর কানাই-পুত্র জনম লভয়।
কৃষ্ণকিশোরের সুত ভগবান গণি,
ভগবান-সুত হয় নগেন্দ্র, রজনী।

কানাই-তনয় হরমোহন জন্ময়।
রামনরসিংহ-সুত রূপনাথ হয়।
রূপনাথ হ'তে হরিমোহন নন্দন।
হরিমোহনের পুত্র অশ্বিনী সুজন।
সৃষ্টিধর-বংশধর নীলকণ্ঠ হন,
বলরাম, শম্ভুচন্দ্র, প্রাণনাথ স্থন,
বর্দ্ধমান জিলাধীন মুড়োগ্রাম হয়,
বংশধরগণ সব বসতি করয়।

বন্দ্য ইন্দ্রনারায়ণ-বংশ।

ইন্দ্রনারায়ণ-সুত রামহরি হন,
শিবচরণ ও রামশঙ্কর নন্দন।
শিব-সুত গঙ্গা, রামপ্রসাদি জন্ময়,
শম্ভু, বৈদ্যনাথ, বিষ্ণু, নিমাই তনয়।
রামের ফকিরচাঁদ, গগন নন্দন।
গঙ্গাপ্রসাদের সুত হয় ছয় জন—
জয়চন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র, শ্যাম, আরাধন,
রাধাচরণ ও কৃষ্ণচরণ নন্দন।
কৃষ্ণচরণের গুরুপ্রসাদ তনয়।
আরাধন বংশধর অষ্টাদশ হয়—
রামরত্ন শ্যামা, মনোমোহন, তারণ,
তেজচন্দ্র, কেনারাম, রামনারায়ণ,
কালিদাস তিনকড়ি, রামলাল হয়,
ঈশান, ঈশ্বরচন্দ্র, গিরীশ তনয়,

রামবল্লভ ও রামকমল নন্দন,
হরিশচন্দ্র ও রামকান্ত, পঞ্চানন।
মনোমোহনের সুত চন্দ্রলাল হয়।
তেজচন্দ্র-সুত কান্তিচন্দ্র জনময়।
কান্তিচন্দ্র-বংশধর হরিদাস হন।
কেনারাম-সুত নন্দলাল জন্ম লন।
তিনকড়ি—বংশধর হেমচন্দ্র হয়,
বৈচি, বলাগর গ্রামে বসতি করয়:
গিরীশের নন্দলাল, রাধিকা তনয়,
অপর কালিকাচন্দ্র, জনম লভয়।
রাধিকার হরিহর, রসিকনন্দন।
কালিকাচন্দ্রের সুত হয় দুই জন—
নারায়ণ ও পরাণ জনমে তনয়,
ইঁহাদের বাসস্থান হাবড়ায় হয়।
রামহরি-সুত গৌর, নীলমণি হন।
নীলমণি-সুত গঙ্গা, নিমচাঁদ রন,
বদন, বিষ্ণু ও রামলোচন নন্দন।
রামলোচনের সুত শ্যামানন্দ হন,
জগবন্ধু ও আনন্দ, গোপাল তনয়।
শ্যামানন্দ-সুত রামচরণ জন্ময়,
রামশরণ ও রাম চরণ নন্দন,
অপর উপেন্দ্রনাথ আর নিস্তারণ।
রামচরণের সুত নীরদবরণ,
বংশধরগণ সব কলিকাতা রন।

গঙ্গা-সুত মহানন্দ, আনন্দ জন্মায়।
আনন্দের সুত শশী গুরুনাথ হয়।
মহানন্দ হ'তে মনোমোহন জন্মায়।
নিমাইর নব রাজকিশোর তনয়।
নবকিশোরের চন্দ্রকুমার নন্দন;
তৎসুত শশধর, সতীশ সুজন।
বিষ্ণুর কেদারনাথ পঞ্চানন হন।
পঞ্চানন-সুত রাম, বিশ্বেশ্বর রম,
অপর বিনোদলাল জনমে নন্দন,
কুড়িষা, মালকদিয়া গ্রামের ভবন।

-বন্দ্য রামনারায়ণ-বংশ।

রামনারায়ণ-সুত কৃষ্ণদেব হয়।
কৃষ্ণদেব-সুত কালীচরণ জন্মায়,
নন্দরাম নীলকণ্ঠ, শ্যাম বেণীরাম,
রঘুনাথ রাজচন্দ্র ধনা. মাণরাম।
রাজচন্দ্র-সুত হয় রূপনারায়ণ,
বাণেশ্বর আর চন্দ্রশেখর নন্দন।
চন্দ্রশেখরের সুত রামরত্ন হন।
রামরত্ন সুত রাজমোহন সুজন,
যুগল, কমল, গুরুপ্রসাদ জন্মায়,
আরও জনমে রামসুন্দর তনয়।
যুগলকৃষ্ণের সুত বেচারাম হন,
অতঃপর আর রামদুলাল নন্দন।

বেচারাম-সুত শ্যামাচরণ জন্মায়।
রামদুলালের সুত নিবারণ হয়।
রামসুন্দরের হয় শ্রীনাথ নন্দন।
শ্রীনাথ-তনয় জন্মে দ্বারিকা সুজন।
দ্বারিকানাথের পুত্র তিন জন হয়,
কৃপানাথ, নীলকণ্ঠ, সতীশ জন্মায়,
কাশীপুর দেহেরগতি বাসের ভবন।
গুরুপ্রসাদের জন্মে আলোক নন্দন,
অতঃপর আর মধুসূদন জন্মায়,
মানপাশা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

বন্দ্য নীলকণ্ঠ-বংশ।

নীলকণ্ঠ হতে প্রাণবল্লভ নন্দন,
রাজা, রামনাথ, বাঞ্ছা, দয়ারাম হন।
দয়ারাম বংশধর কালিদাস হয়।
কালিদাস হতে গুরুদাস জন্ম লয়,
অপর কমলাকান্ত জনমে নন্দন।
কমলার বংশধর হয় তিন জন—
গোপী, চন্দ্র, সূর্য্যকান্ত জনমে তনয়,
চামারদ' গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
নন্দরাম-সুত রামরতন জন্মায়,
অতঃপর জন্ম লয় তেকড়ি তনয়।
শ্যামসুন্দরের রাজবল্লভ নন্দন,
অপর বিনোদরাম তনয় সুজন।

বিনোদের সুত দেবীপ্রসাদ জন্ময়,
তাহা হ'তে জন্মে হরিপ্রসাদ তনয়।
হরিপ্রসাদের সুত পীতাম্বর হন,
তাহার গোপালচন্দ্র জনমে নন্দন।
মণিরাম-বংশধর আনন্দী জন্ময়।
ধনি-সুত পদ্মনাভ জনম লভয়।
পদ্মনাভ হতে রামসুন্দর নন্দন;
তৎসুত রামকৃষ্ণ, জয়কৃষ্ণ হন,
অপর বিজয়কৃষ্ণ জনমে তনয়।
রাজচন্দ্র-বংশধর ভৈরব জন্ময়।
ভৈরবচন্দ্রের সুত নবীন অগ্রজ,
রাধিকারঞ্জন হয় তাহার অনুজ।

বন্দ্য কালীচরণ-বংশ।

কালীচরণের সুত হয় তিন জন—
ভবানী, সন্তোষ রামশঙ্কর নন্দন।
রামসন্তোষের রামলোচন তনয়;
তৎ সুত হরচন্দ্র, কালীনাথ হয়।
কালীনাথ হতে চন্দ্রকুমার নন্দন,
বসন্তকুমার আর অতঃপর হন।
দেওভোগ গ্রামে হয় বাসের ভবন,
ভবানীপ্রসাদ সুত কেবলকৃষ্ণ হন।
উমাকান্ত, কাশীকান্ত তাহার তনয়।
উমাকান্ত-বংশধর অন্নদা জন্ময়।

অপরার সুত শ্যামাচরণ জন্মর,
নলডিরা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

বন্দ্য বেণীরাম-বংশ।

বেণীরাম-বংশধর তিন জন হয়,
রামহরি, সদানন্দ, হৃদয় জন্ময়।
রামহরির সুত রামমাণিক্য, শ্রীধর।
শ্রীধরের রামকান্ত হয় বংশধর।
রামকান্ত বংশধর হরিশ্চন্দ্র হন।
হরিশচন্দ্রের গুরুচরণ নন্দন।
গুরুচরণের সুত যোগেন্দ্রকুমার,
কাশীপুর বাসস্থান বিদিত সবার।
রামমাণিক্যের সুত কমলা জন্ময়।
কমলাকান্তের পুত্র তিন জন হয়,
কালী, তারা, আর হরিপ্রসাদ সুজন।
কালীপ্রসাদের দুর্গামোহন নন্দন।
দুর্গামোহনের পুত্র শচীন্দ্রমোহন।
তারাপ্রসন্নের সুত সারদাচরণ,
অপর মহেন্দ্রনাথ জনম লভয়।
হরিপ্রসাদের সুত নরেন্দ্র জন্মায়,
অপর তনয় জন্মে সুরেন্দ্রমোহন,
ফুরশেল্ গ্রামে বটে বাসের ভবন।

রামেশ্বর-পুত্র লক্ষ্মণ-বংশ।

লক্ষ্মণের বংশধর রাজেশ্বর হন,
নীলকণ্ঠ, পঞ্চানন, কেশব নন্দন।
কেশবের পুত্র চণ্ডী, সন্তোষ, ভবানী।
চণ্ডীচরণের সুত কাশীনাথ গণি।
ভবানীর সুত নন্দদুলাল জন্মায়।
নন্দদুলালের জন্মে সপ্তটী তনয়—
কৃষ্ণচন্দ্র, রামজয়, গোকুল, লোচন,
আর রাধা, ব্রজ, রাজকিশোর নন্দন।
ব্রজকিশোরের পুত্র ভৈরব জন্মায়,
শম্ভুচন্দ্র, হরচন্দ্র জনমে তনয়।
শম্ভুচন্দ্র-সুত বিষ্ণুচন্দ্র জনময়।
বিষ্ণুর তনয় চন্দ্রনারায়ণ হয়।
শ্রীনারায়ণ ঈশান রামনারায়ণ,
তদগ্রজ শিবচন্দ্র জনমে নন্দন।
শিবচন্দ্র হ'তে জন্মে বিহারী তনয়,
বিহারী-তনয় কালীসহায় জন্মায়।
ইন্দ্রনারায়ণ সুত জনমে অক্ষয়।
শ্রীনারায়ণের সুত হরেন্দ্র জন্মায়।
রামনারায়ণ হ'তে সুরেন্দ্র নন্দন।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র হয় পঞ্চানন,
গোপাল, নেপালচন্দ্র, ভূপাল জন্মায়,
ভবানীপুরেতে বটে বাসস্থান হয়।

নন্দদুলাল-সুত কৃষ্ণচন্দ্র-বংশ।

কৃষ্ণচন্দ্র সুত ভগবান জনময়,
আর রামকানাই ও হরিশ তনয়।
ভগবান-সুত প্যারী, চন্দ্রকান্ত হন,
মথুরা, দ্বারকানাথ জনমে নন্দন।
মথুরার হরিদাস জনমে নন্দন,
চব্বিশপরগণায় বাসের ভবন।
দ্বারকানাথের সুত রামলাল হন।
রামলাল-সুত হয় অনন্তমোহন।
রামকানাইর কালীশঙ্কর তনয়।
কালীশঙ্করের সুত নসিরাম হয়।
নসিরাম-বংশধর মন্মথ হন।
হরিশচন্দ্রের কাশীপ্রসাদ নন্দন।
কাশীর রাখালদাস জনমে তনয়,
এদের ভবানীপুর বাসস্থান হয়।
রামজয় হ'তে জন্মে নিমাই নন্দন,
অপর তনয় রামরতন সুজন।
রামরতনের চাঁদমোহন কুমার;
তৎসুত সুকুমার ও রাজকুমার।
রামলোচনের সুত হল কালী হন।
কালীনাথ হ'তে কিনারাম জন্ম লন।
কিনারাম-বংশধর বসন্তকুমার,
তাহার তনয় জন্মে অশ্বিনীকুমার।

রাজকিশোরের সুত হয় রাধাধন,
অতঃপর দামোদর, প্রসন্ন নন্দন।
প্রসন্নচন্দ্রের সুত মথুরা জন্মায়।
দামোদর-সুত দীন, আদিনাথ হয়।
দীনবন্ধু হ'তে হরিমোহন নন্দন।
আদিনাথ-সুত সতা, চুচুড়াতে হন।
গোকুলচন্দ্রের সুত রামচন্দ্র হন,
অপর গোবিন্দচন্দ্র জনমে নন্দন।
রাধামোহনের রাজবল্লভ তনয়,
দেবনাথ ও ঠাকুরদাস জনময়।
পঞ্চানন-বংশধর হয় মৃত্যুঞ্জয়,
জয়গোপাল ও কৃষ্ণ তাহার তনয়।
জয়গোপালের সুত কাশীনাথ হন,
আনন্দচন্দ্র ও দেবীপ্রসাদ নন্দন।
কৃষ্ণহরি-বংশধর রামতনু হন;
তৎসুত শ্যামা আর জয়নারায়ণ।
জয়নারায়ণ-সুত অমৃত জন্মায়,
অতঃপর রামদাস জনমে তনয়।
শ্যামাচরণের সুত কান্তিচন্দ্র হয়,
কামাক্ষা, বরদা আর জনমে তনয়।

গোপীনাথ-পুত্র কৃষ্ণরাম-বংশ।

কৃষ্ণরাম হ'তে কালীপ্রসাদ নন্দন,
রাজেশ্বর, তনু, ধনী, বিনোদ, রতন।

জয়রাম-বংশধর জয়নারায়ণ।
জয়-সুত শ্যাম, রামসুন্দর সুজন।
শ্যাম-সুত হরচন্দ্র চন্দ্রকান্ত হয়,
অপর, গিরীশচন্দ্র জনম লভয়।
হরচন্দ্র-সুত দীননাথ জনময়।
দীননাথ হ'তে তারাপ্রসন্ন তনয়।
চন্দ্রকান্ত হ'তে নিত্যগোপাল নন্দন,
রামগতি, কালীপদ, অতঃপর হন।
নিত্যগোপালের পুত্র কালী, তারা, জয়,
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র জনম লভয়।
রামগতি-বংশধর কমল, বিজয়
শরৎ ও কুমুদকৃষ্ণ জনমে তনয়।
কালীপদ হ'তে জন্মে খগেন্দ্র নন্দন,
বলাগড়, কুড়িগ্রাম বাসের ভবন।
রামসুন্দরের গঙ্গাপ্রসাদ নন্দন,
রত্নেশ্বর সুত ভোলা, চন্দ্রমণি হন।

রামেশ্বর-পুত্র রামনাথ-বংশ।

রামনাথ-বংশধর হয় তিন জন—
রামচন্দ্র, লক্ষ্মীকান্ত ও রামজীবন।
লক্ষ্মীকান্ত-সুত জ্যেষ্ঠ রামভদ্র হন,
রামগোবিন্দ ও রামচরণ, শরণ।
রামগোবিন্দের পুত্র শিবনারায়ণ,
বিষ্ণুরাম, রামচন্দ্র ও গৌরীচরণ,

কালীপ্রসাদ ও ছকু অতঃপর হয়।
বিষ্ণুর তনয় রামগোপাল তন্ময়।
ছকু হ'তে জন্মে রাজকিশোর তনয়,
তাহার তনয় প্যারীমোহন জন্মায়।
প্যারীমোহনের পুত্র ভগবতী হন।
গৌরীচরণের পুত্র পার্ব্বতীচরণ।
পার্ব্বতীর পুত্র কালীকিঙ্কর তন্ময়,
অতঃপর জনমিল শ্রীধর তনয়।
কালীকিঙ্করের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ হন,
রসিক, ত্রৈলোক নাথ বৈকুণ্ঠ নন্দন।
রসিকচন্দ্রের হয় রাজেন্দ্র তনয়।
প্রাণকৃষ্ণ বংশধর বিপিন তন্ময়।
বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র জীবন সুজন।
শ্রীধরের ভবনাথ জনমে নন্দন।
ভবনাথ-বংশধর বসন্তকুমার.
বিজয়কুমার আর শরৎকুমার।
রামচন্দ্র হ'তে শ্যামসুন্দর তনয়,
অপর পুত্রের নাম শিবচন্দ্র হয়।
শ্যামসুন্দরের পুত্র দুর্গাদাস হন,
শিবচন্দ্র হ'তে জন্মে নিমাই নন্দন।
নিমাই-তনয় হরিদাস, সাতকড়ি;
তৎপুত্র সিদ্ধেশ্বর কালকাতা বাড়ী।
কৃষ্ণচরণের পুত্র রঘুরাম হন।
ভদ্রের ভবানী, গঙ্গা, রামজয় রন।

রামচরণের পুত্র শঙ্কর, গোপাল,
রামতনু ও সন্তোষ আর দেবলাল।
রামশরণের পুত্র কৃপা, রাধা হন।
কৃপারাম-বংশধর নীলমণি হন।
নীলমণি বংশধর হরকালী হয়।
হরকালী-পুত্র চন্দ্রকালী জনময়।

রামনাথ-সুত যাদবেন্দ্র-বংশ।

যাদবেন্দ্র বংশধর হয় তিন জন—
মুকুন্দচাঁদ ও চাঁদ, রামরাম হন।
মুকুন্দচাঁদের রামকিশোর নন্দন,
তাহার অগ্রজ হয় দর্পনারায়ণ।
দর্প-পুত্র ঘনশ্যাম, দেবনাথ হন,
প্রতাপনারায়ণ ও কার্ত্তিক নন্দন।
ঘনশ্যাম-পুত্র হরচন্দ্র, রামধন
রামধন, হ'তে বিষ্ণু ঈশ্বর নন্দন,
মাধব মহেশচন্দ্র জনমে নন্দন।
ঈশ্বর তনয় চণ্ডী, অভয়াচরণ।
চণ্ডীচরণের পুত্র নবীনাথ হয়।
বিষ্ণুচন্দ্র-সুত প্যারীমোহন জন্ময়।
মহেশচন্দ্রের হয় কৈলাস নন্দন।
মাধবচন্দ্রের পুত্র নবীন, রতন।
দেবনাথ-সুত ভোলা, প্রাণনাথ হন,
জগত, বদন, সূর্য্য, তিনকড়ি হন।

প্রাণনাথ-সুত রাধানাথ জনময়।
রাধানাথ হ'তে জন্মে উপেন্দ্র তনয়।
ভোলানাথ-বংশধর গঙ্গানারায়ণ।
গঙ্গানারায়ণ-সুত যদুনাথ হন।
তিনকড়ি-সুত রাজ, ব্রজ, নব হন।
জগচ্চন্দ্র-বংশধর কেদার সুজন।
বদনের মহেশ ও ঈশান তনয়।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র সুধাংশু জন্মায়।
মহেশচন্দ্রের সুত যোগেন্দ্র, সুরেন্দ্র,
হেমেন্দ্র, হরেন্দ্র আর জ্ঞানেন্দ্র, নরেন্দ্র।
প্রতাপের বংশধর গোপীনাথ হয়;
তৎসুত সর্ব্বচন্দ্র আয়দায় রন।
রামরাম হ'তে দেবীচরণ নন্দন,
রামভদ্র আর কৃষ্ণচরণ সুজন,
রামগোবিন্দ ও রামচরণ জন্মায়,
অতঃপর আর রামশরণ তনয়।
রামচরণের রামসন্তোষ নন্দন,
রামচন্দ্র, দেবনাথ, শঙ্কর গণন।
দেবীচরণের পুত্র গৌরী, নীলু হয়।
নীলু-সুত ক্ষেত্রনাথ জনম লভয়।
ক্ষেত্র-সুত সুখময়, সারদা, অভয়।
গৌরীর কেদার সুত জনম লভয়।
কেদারের জন্মে শ্যামাচরণ নন্দন।
শ্যামাচরণের পুত্র তারাপদ হন,

জয়শঙ্কর ও কালীপদ তনয়,
বহুবাজার, আয়দা বাসস্থান হয়।

গোপীনাথ-সুত ভুবনেশ্বর-বংশ।

ভুবনের পুত্র নব, মনো, রতিকান্ত,
সন্তোষ, গোবিন্দ, কাশী, রাম, রাধাকান্ত,
রামশরণ, চরণ, নন্দ তনয়।
রামশরণের হয় কন্দর্প তনয়।
কন্দর্পের তনয় আনন্দী নন্দন।
আনন্দীরামের পুত্র রামজয় হন,
কানাই, প্রসাদ, রামতনু, রামধন।
রামচরণের পুত্র গৌরাঙ্গ সুজন।
রতিকান্ত-সুত রাম, হরেকৃষ্ণ হন।
রামকৃষ্ণ-সুত নিম, কালী, নিধি মন।
কালী হ'তে তারাচাঁদ, ভৈরব তনয়।
তারাচাঁদ-সুত পীতাম্বর জনময়।
পীতাম্বর সুত রামপদ, বিষ্ণুচন্দ্র,
শশী, বিধু, যদুনাথ অপর মহেন্দ্র।
রামপদ-সুত হয় আচ্ছাবকুলাল,
অতঃপর জনমিল রঙ্গ, পঞ্চলাল।
যদুনাথ হ'তে চিন্তাহরণ নন্দন।
হরেকৃষ্ণ সুত রামলোচন সুজন,
রাজকিশোর ও হরি, রাজচন্দ্র হয়।
রামলোচনের পুত্র তারিণী জন্মায়।

তারিণী তনয় কালী, জগবন্ধু হন।
কালী হ'তে মহেশ ও নগেন্দ্র নন্দন।
মহেশচন্দ্রের জন্মে জ্ঞানেন্দ্র তনয়,
যতীন্দ্র, সত্যেন্দ্র আর জনম লভয়।
জগবন্ধু সুত হয় দীননাথ আর,
প্রিয়নাথ, অবিনাশ, অটলকুমার।
রামহরি-সুত রাম, গোরাচাঁদ হন।
মনোহর হ'তে রামকিশোর নন্দন,
তদগ্রজ রামরাম জনম লভয়।
রাধাকান্ত-সুত রামপ্রসাদ জন্ময়।
সন্তোষরামের পুত্র হয় চারি জন —
আনন্দীরাম ও ব্রজমোহন নন্দন,
কৃষ্ণচন্দ্র আর হরিমোহন সন্তান,
শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর বাসস্থান।

বন্দ্য যাদবেন্দ্র সুত চাঁদ-বংশ।

চাঁদ সুত দয়ারাম, হরিনারায়ণ,
যুগল, উদয়, কৃষ্ণ, কিঙ্কর নন্দন,
নিমাই, শ্যামসুন্দর, কৃষ্ণহরি হয়।
কিঙ্করের কাশীনাথ, ভৈরব তনয়।
কাশী-সুত রাধাকান্ত, কেদার অনুজ।
কেদার-তনয় শম্ভু, যদু তদনুজ।
শম্ভুনাথ সুত শশিকান্ত জনময়।
ভৈরবের হরচন্দ্র, তারিণী তনয়,

রামমোহনের পুত্র ভবানীচরণ,
অতঃপর গোপীনাথ, পাতুরাম হন।
রাজকিশোরের হয় কানাই নন্দন।
মহিমার পুত্র কালা, কান্তিচন্দ্র হন।
কান্তিচন্দ্র-বংশধর করুণা জন্ময়,
নারায়ণপুর গ্রামে বাসস্থান হয়।
হরিনারায়ণ-সুত রামচন্দ্র হন,
পদ্মলোচন ও নন্দদুলাল নন্দন।
দয়ারাম হ'তে নন্দ, কমল তনয়,
বাঘনাপাড়ায় বটে বাসস্থান হয়।

গোপীনাথ-সুত রঘুনন্দন বংশ।

রঘুনন্দনের পুত্র শ্রীকান্ত, মাধব,
প্রাণকৃষ্ণ, রামশরণ ও শ্রীবল্লভ।
শ্রীকান্ত-তনয় কালী, বিশ্বনাথ হন,
দুলাল, তারিণী কাশী, বিরনারায়ণ।
কালীচরণের পুত্র শম্ভুনাথ হন,
চন্দ্রশেখর ও গঙ্গা, গুরু, হরি রন।
শম্ভু-সুত রামধন দুর্গা ও জীবন।
রামধন-বংশধর রমানাথ হন।
জীবনের কৃষ্ণ, রাধাচরণ নন্দন।
হরিহর সুত ভোলা, রামাই, মদন,
রাধা, জগ, দিগম্বর, কৃষ্ণ, নারায়ণ,
তারাচাঁদ, কৃষ্ণনাথ, নিত্যানন্দ হন।

... সুত যে গিরীশ, মহেশ,
... জন্মে নন্দলাল, রমেশ, উমেশ।
... পুত্র জগ, বৃন্দাবন।
... গিরীশ সুত অনুজ কিরণ।
নন্দলাল সুত পূর্ণচন্দ্র জনময়,
বাগবাজারেতে বটে বাসস্থান হয়।
কৃষ্ণানন্দে হ'তে জন্মে ঈশান তনয়।
রাজেন্দ্র, গিরীন্দ্র পুত্র ঈশানের হয়।
নিত্যানন্দ হ'তে জন্মে কৈলাস নন্দন,
নীলকান্ত ও বৈকুণ্ঠ চোরবাগান রন।
রামচাঁদ-সুত উমাচরণ জন্ময়,
অবিনাশ ও ত্রৈলোক্য, মাধব তনয়।
গুরুপ্রসাদের রাধাকিশোর নন্দন,
তাহার কৈলাসচন্দ্র সুত জন্ম লন।
বিরনারায়ণ হ'তে ঈশ্বর তনয়,
ভৈরব, ঈশানচন্দ্র জনম লভয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের উমাচরণ নন্দন।
উমার তনয় দীন, সিদ্ধেশ্বর হন।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র দিগম্বর হয়;
তৎসুত রমানাথ, সারদা জন্ময়,
দক্ষিণাচরণ আর জনমে নন্দন,
শিমলা, জিরাট আর বড়ীঝাটী রন।
তারিণীশঙ্কর-সুত নিমাই অগ্রজ,
নীলমণি ও অভয়াচরণ অনুজ।

নীলমণি-বংশধর রমেশ্বর হন,
রাজধানী কলিকাতা বাসের ভবন।

রঘুনন্দন-পুত্র শ্রীকান্ত-সুত
দুলাল-বংশ।

রামদুলালের পুত্র শিবচন্দ্র হন,
রামচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, হরচন্দ্র রন,
অপর মাণিকচাঁদ, ভগবতী রন।
শিবচন্দ্র-বংশধর যদুনাথ হন।
গোবিন্দমোহন, চাঁদ জনমে তনয়,
বলাগর, ধারহাটা বাসস্থান হয়।
গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র অমর তনয়।
যদুর কৈলাস, সাধু, সত্যেন্দ্র তনয়।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র সিদ্ধেশ্বর হন।
মোহনের খুদিরাম, অন্নদা নন্দন।
অন্নদা-তনয় হরি ত্রিগুণাচরণ।
ত্রিগুণার শম্ভুনাথ, ভোলা সুত হন।
খুদিরাম-বংশধর জন্মে নারায়ণ।
শ্রীনাথের কালীনাথ, কেদার নন্দন।
বসন্ত, কেদার সুত বিজয়, বিনয়।
কালীনাথ বংশধর ক্ষেত্রদাস হয়।
বদনের সিদ্ধেশ্বর, মহিমা নন্দন,
শ্যামানন্দ, অবিনাশ, নবীন সুজন,

সারদা প্রসাদ, হরি বলাগরবাসী।
নবীনচন্দ্রের পুত্র জনমে তুলসি।
সারদাপ্রসাদ-সুত বসন্ত, বিজয়।
শ্যামার তনয় হরিনারায়ণ হয়।
শ্যামাচরণের পুত্র বনমালী হন,
দ্বারকা ও ভূতনাথ জনমে নন্দন।
রাধাকান্ত হ'তে হয় বৈকুণ্ঠ নন্দন,
দ্বারহাটা সানগরে বাসের ভবন।
রামচন্দ্র-সুত পূর্ণচন্দ্র, কৃষ্ণধন,
আরও জনমে রামকমল নন্দন।
পূর্ণ-সুত শরচ্চন্দ্র। কৃষ্ণের তনয়,
অন্নদা ও ভোলানাথ জনম লভয়।
ভোলানাথ-সুত গিরিজাপ্রসাদ হয়।
মহেশচন্দ্রের পুত্র পাঁচ জনময়,
লালচাঁদ, গুরুকান্ত, গিরীশ নন্দন,
অপর ত্রৈলোক্যনাথ ও ক্ষেত্রমোহন।
ক্ষেত্রমোহনের পুত্র হরি জনময়।
গিরীশের পুত্র চন্দ্র, মহানন্দ হয়।
ভগবতী-বংশধর সিদ্ধেশ্বর হন;
তৎসুত শ্রীদেবেন্দ্র দেবপুর রন।
মাণিকচাঁদের পুত্র হয় কালীধন,
কালিদাস আর শ্যামা, হরিশ নন্দন।
কালিদাস-বংশধর গোপাল তনয়;
তাহার রাজেন্দ্র-সুত কালীঘাট রয়।

কালীধন-সুত জন্মে অরুন, দেবেন্দ্র,
নিবারণ, নীলমণি, রাজেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র,
কলিকাতা রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ হয়,
তদাধীন যোরাসাকোঁ বসতি করয়।

বন্দ্য রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী-বংশ।

রামকৃষ্ণ বংশধর গোপীকান্ত হন।
গোপীকান্ত-সুত বটে হয় পাচ জন—
হরিরাম, গঙ্গারাম, রামরাম হয়
শ্রীধর, বিজয়রাম জনম লভয়।
হরিরাম-সুত রামচন্দ্র, জনার্দ্দন,
কৃষ্ণরাম রাজারাম, শ্রীরাম নন্দন।
রামচন্দ্র-বংশধর নরোত্তম হন,
রামনাথ আর রামশঙ্কর, শরণ।
জনার্দ্দন হ'তে যোগীরাম জন্ময়।
শ্রীরামের দেবীবর বংশধর হয়।
দেবী'র হ'তে রামসুন্দর নন্দন,
রামকান্ত, জগন্নাথ, রামনারায়ণ,
লক্ষ্মীকান্ত আর শ্যামসুন্দর জীবন।
রামসুন্দরের পুত্র গঙ্গানারায়ণ।
গঙ্গা-সুত মণি, হরি, গোলোক সুজন।
মণির সারদা-সুত মানাপাশা রন।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র সত্যকান্ত হন,
অপর সারদাকান্ত মুলগাঁও রন।

কৃষ্ণরাম বংশধর হয় চারি জন—
বাঞ্ছা, গঙ্গা, নদীরাম জয়নারায়ণ।
বাঞ্ছারাম-সুত রামসুন্দর, লোচন,
রামনিধি, যদুনাথ, রুক্মিণী নন্দন।

বন্দ্য রুক্মিণীকান্ত-বংশ।

রুক্মিণীকান্তের রামকানাই তনয়,
রামতনু, হরচন্দ্র, ফটিক তনয়।
রামকানাইর পুত্র দেব, প্রাণনাথ।
প্রাণনাথ-সুত গুরুনাথ, দীননাথ।
গুরুনাথ-বংশধর হয় দুই জন—
যোগেন্দ্রনাথ ও রাইচরণ নন্দন।
ফটিকচন্দ্রের পুত্র শ্রীনাথ অগ্রজ,
অতঃপর জন্মে কালীচরণ অনুজ।
শ্রীনাথের নীলরত্ন, রমেশ নন্দন
ললিতমোহন আর শ্রীদুর্গামোহন।
কালীচরণের পুত্র হরনাথ বড়,
অনুজ যোগেশচন্দ্র দুই সহোদর।
হরনাথ-বংশধর রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র,
অপর জিতেন্দ্রলাল, গিরীন্দ্র, রাজেন্দ্র।
যোগেশের গোবিন্দ ও মহেন্দ্র তনয়,
ইহাদের আমগ্রাম বাসস্থান হয়।

বন্দ্য বঞ্ছারাম-সুত রামলোচন-বংশ

লোচনের পুত্র হয়, রামচন্দ্র হন,
রামকিশোর ও ব্রজমোহন নন্দন।
রামকিশোরের নব শ্রীনাথ তনয়,
নবকুমারের পুত্র যোগেন্দ্র তনয়,
অতঃপর হেমচন্দ্র জনমে নন্দন,
তারাকুপী গ্রামে বটে বাসের ভবন।
শ্রীনাথের বংশধর এক জন হয়—
বসন্তকুমার বটে জনমে তনয়।
রাম চন্দ্র-বংশধর উমাকান্ত হন,
মানপাশা গ্রামে হয় বাসের ভবন।
ব্রজমোহনের পুত্র মহেশ তনয়,
মহেশচন্দ্রের জন্মে ঈশান তনয়।
ঈশানচন্দ্রের হয় যোগেশ নন্দন।
যোগেশচন্দ্রের পুত্র হয় দুই জন—
সুবোধ, তারকদাস জনমে তনয়,
রহমৎপুর বটে বাসস্থান হয়।
রামশঙ্করের রবি, সন্তোষ নন্দন,
শিব, দেবী, দুলাল ও দর্পনারায়ণ।
সন্তোষের বংশধর জগবন্ধু হন।
জগবন্ধু হ'তে হয় শ্রীমন্ত নন্দন।
শ্রীমন্তের কালীকান্ত, মথুরা তনয়,
আমগাও গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

রামনাথ হ'তে রামমাণিক্য তনয়,
অপর পুত্রের নাম রামনিধি হয়।
রামমাণিক্যের পুত্র কালচাঁদ হন।
কালাচাঁদ হ'তে কাশীকান্ত জন্ম লন।
কাশীর তনয় গোপী ও লালমোহন,
খালিয়া নামক গ্রামে যাদের ভবন।

বন্দ্য কৃষ্ণরাম-সুত গঙ্গাগোবিন্দ-বংশ।

গঙ্গাগোবিন্দের কালীশঙ্কর তনয়;
তৎসুত চণ্ডী, গুরুপ্রসাদ জন্মায়।
চণ্ডীপ্রসাদের পুত্র জগচ্চন্দ্র হন।
গুরুপ্রসাদের জন্মে আনন্দ নন্দন।
জগতচন্দ্রের পুত্র তিন জন হয়—
গোপাল, গোবিন্দ আর মহিম তনয়।
গোবিন্দের বংশধর সুরেশ জন্মায়।
মহিমাচন্দ্রের জন্মে রাধিকা তনয়,
অপর অনন্ত আর জনমে নন্দন,
চান্দনী নামক গ্রামে যাদের ভবন।

রামচন্দ্র-সুত নরোত্তম-বংশ।

নরোত্তম-সুত জগবন্ধু, রাধা হন,
কৃষ্ণ, ব্রজ আর গুরুপ্রসাদ নন্দন।
গুরুপ্রসাদের পুত্র গোবিন্দ জন্মায়।
গোবিন্দের চারি সুত জনম লভয়।

তারক, যোগেন্দ্রনাথ, মথুরামোহন,
অতঃপর জনমিল অম্বিকাচরণ।
তারকচন্দ্রের পুত্র অমর জন্মায়,
কাশীপুর গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
অম্বিকার আশুতোষ, নকুল নন্দন,
বাকপুর গ্রামে হয় বাসের ভবন।
যোগেন্দ্রের রাখাল ও বরদা নন্দন,
অনুজ যোগেশচন্দ্র, কলসকাঠী রন।
জগবন্ধু-সুত নীলমণি, কালাচাঁদ,
যুগলকিশোর, রামহরি, তারাচাঁদ।
যুগলকিশোর-সুত বলরাম হয়,
সীতানাথ ও গোবিন্দচন্দ্র জনময়,
উমেশচন্দ্র ও শ্যামাচরণ নন্দন,
বাগনাপাড়ায় বটে বাসের ভবন।
রামহরি-সুত কালীকুমার জন্মায়;
তৎসুত চন্দ্রনাথ জনম লভয়।
তারাচাঁদ হ'তে হয় শীতল নন্দন।
কালাচাঁদ-বংশধর গোবিন্দ সুজন।
ব্রজমোহনের পুত্র হরচন্দ্র হন,
ঈশান, মহেশচন্দ্র জনমে নন্দন।
মহেশের নিস্তারণ, অধর তনয়,
অপর প্রসন্নচন্দ্র জনম লভয়।
অধরের অনুকূল, অমূল্য তনয়,
অপূর্ব্ব, অনুপ, আধু, অমর জন্মায়।

অমূল্যের অরবিন্দ, অরুণ নন্দন,
অপর অমিয়চন্দ্র খিদিরপুর রন।
হরচন্দ্র হ'তে ষষ্ঠীচরণ নন্দন।
কৃষ্ণ-সুত কাশীনাথ থালিয়ায় রন।
গঙ্গারাম-বংশধর গোরাচাঁদ হন,
বেচারাম, বৃন্দাবন অপর নন্দন।
বৃন্দাবন হ'তে রামকমল তনয়,
অতঃপর গৌরচন্দ্র জনম লভয়।
গৌরচন্দ্র-বংশধর দিগম্বর হন,
অপর শ্রীনাথ, উমাচরণ নন্দন।
উমাচরণের-সুত অশ্বিনীকুমার,
আর দুর্গাকুমার ও সুরেন্দ্রকুমার।
দিগম্বর-বংশধর সারদাচরণ,
অপর বরদাকান্ত কীর্ত্তিপাশা রন।
বিজয়রামের-সুত কৃষ্ণচন্দ্র হন,
অতঃপর জন্মে কালীপ্রসাদ নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর রূপনারায়ণ,
তাহার তনয় রামনরসিংহ রন।
নরসিংহ-সুত নীলকমল জন্ময়,
ধুলখোলা গ্রামে বটে বসতি করয়।
কালীপ্রসাদের পদ্মলোচন নন্দন।
পদ্মলোচনের-সুত তিলক সুজন।
কৈলাস, মহেশ জন্মে তিলক নন্দন,
উলানিয়া গ্রামে হয় বাসের ভবন।

বন্দ্য রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী-বংশ।

রমাকান্ত-বংশধর হয় দশ জন—
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার প্রথম নন্দন,
রামভদ্র, বলরাম, রামনারায়ণ,
জয়কৃষ্ণ, শিবরাম, রাজীবলোচন,
রামগোবিন্দ ও রামগোপাল জন্ময়,
আরও জনমে রামজীবন তনয়।
রামগোবিন্দের-সুত রতিরাম হন,
কাশীনাথ, রামানন্দ, ভবানী নন্দন।
রামানন্দ-বংশধর আনন্দী জন্ময়,
অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র জনম লভয়।
আনন্দী রামের—সুত কৃপারাম হন,
রামরত্ন, রামধন, কৃষ্ণকান্ত রন।
কৃষ্ণকান্ত অন্য নাম নিমচাঁদ হয়;
তাহার তনয় তিন জনম লভয়,
নীলমণি, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ হন।
নীলমণি হ'তে বঙ্গ, ঈশান নন্দন।
বঙ্গ ন্যায়ভূষণের-সুত পাঁচ হয়—
কালী, তারা, হর, দুর্গা, লক্ষ্মী জনময়।
কালীপ্রসন্নের-সুত রাধিকারঞ্জন।
তারাপ্রসন্নের জন্মে অনন্ত নন্দন।
দুর্গাপ্রসন্নের-সুত নরসিংহ হয়।
হরপ্রসন্নের পুত্র পরেশ জন্ময়।

লক্ষ্মীপ্রসন্নর হয় সুধীর নন্দন,
ছয়গাঁও গ্রামে বটে বাসের ভবন।

রামগোবিন্দ-সুত রতিরাম-বংশ।

রতিরাম-বংশধর বিদ্যাধর হন,
প্রতাপ, ভুবনেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ রন,
নরোত্তম, সুধা, দর্প, প্রেমনারায়ণ,
রামকান্ত, নন্দরাম, শিবনারায়ণ।
বিদ্যাধর হ'তে রামমোহন নন্দন,
বিশ্বনাথ, দুর্গা, কৃষ্ণ, গদাধর হন।
রামমোহনের সুত কৃষ্ণচন্দ্র হন;
তৎসুত বৃন্দাবন, পূর্ণচন্দ্র রন।
বৃন্দাবন হ'তে জন্মে প্রসন্ন নন্দন।
পূর্ণের রসিক সুত কটকস্থল রন।
প্রসন্নকুমার সুত প্রফুল্ল অগ্রজ,
যোগেন্দ্র, নৃপেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদা অনুজ।
গদাধর-বংশধর রাজকৃষ্ণ হন;
তৎসুত জগবন্ধু, চণ্ডী, গুরু রন।
জগবন্ধু সুত হরচন্দ্র জনময়,
ইহাদের বাসস্থান ডোমসারেতে হয়।
ভুবনেশ্বরের সুত মাণিক, কিঙ্কর,
কীর্ত্তিচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র চারি সহোদর।
জগতের সুত রামগতি, মৃত্যুঞ্জয়,
রামকৃষ্ণ, ভগ, রবি, নকড়ি জন্ময়।

রবিলোচনের সুত হয় তিন জন—
চন্দ্রনাথ, দেবনাথ, শীতল নন্দন।
শীতলের বংশধর বসন্তকুমার,
কুকুরা বসতি স্থান বিদিত সবার।
মৃত্যুঞ্জয় হ'তে জন্মে মহেশ তনয়।
মহেশচন্দ্রের সুত পাঁচ জন হয়—
রামচরণ ও শশি, অম্বিকাচরণ,
অপর রসিকচন্দ্র, ললিতমোহন।
রামচরণের কুঞ্জবিহারী নন্দন,
পলাসিয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
দর্পনারায়ণ-সুত রত্নকৃষ্ণ হয়।
রতনের নীলমণি, মহেশ তনয়।
মহেশের চন্দ্রনাথ রসিক নন্দন,
অতঃপর দীনবন্ধু ও শ্যামাচরণ।
রসিকচন্দ্রের সুত নেপাল তনয়।
চন্দ্র-সুত কুমুদিনী আমগাঁও রয়।

রমাকান্ত-সুত রামজীবন-বংশ।

রামজীবনের সুত হরিহর হয়,
মথুরেশ, দেবী, কৃষ্ণপ্রসাদ তনয়,
চন্দ্রচূড়, রাধাকান্ত, নীলকণ্ঠ হন।
নীলকণ্ঠ হ'তে কালীচরণ নন্দন।
কালীচরণের-সুত কীর্ত্তিনারায়ণ,
অতঃপর লোকনাথ, দর্পনারায়ণ।

দর্পনারায়ণ—সুত গুরুদাস হয়,
অতঃপর কৃষ্ণরাম জনমে তনয়।
কৃষ্ণপ্রসাদের-সুত চন্দ্র[illegible]ন,
শ্যামা ও রসিক, বাণী আ[illegible]ম হন।
কীর্ত্তিনারায়ণ-সুত জগচ্চন্দ্র হয়,
তদনুজ রঘুমণি জনম লভয়।
রঘুমণি হ'তে জন্মে আনন্দ নন্দন।
লোকনাথ-সুত রাম, গৌরচন্দ্র হন।
চন্দ্রচূড় সুত হয় ভবানীশঙ্কর,
অপর মাণিকচাঁদ ও কালীশঙ্কর।

জীবন-সুত দেবীপ্রসাদ-বংশ।

দেবীপ্রসাদের-সুত গঙ্গানারায়ণ,
কৃষ্ণ, হরিনাথ, রঘু, সদাশিব হন।
গঙ্গা-সুত রামদাস, রামনিধি হয়।
নিধির অভয়া পুত্র জনম লভয়।
অভয় হইতে হরকুমার নন্দন,
ধলছত্র গ্রামে বটে বাসের ভবন।
রামদাস-বংশধর কৃষ্ণ, হরি হয়,
ঈশান, মহেশ, বঙ্গ তাহার তনয়।
ঈশান-তনয় চন্দ্র, মদনমোহন,
অতঃপর আর চন্দ্রমোহন নন্দন।
হরিহর-বংশধর হয় দুই জন—
বিষ্ণুচন্দ্র অতঃপর খেলারাম হন।

খেলা হ'তে রাম, রাজকিশোর তনয়।
রাজকিশোরের-সুত অমর জন্ময়,
চন্দ্রকান্ত, গৌরী, তারা, কাশীকান্ত হন।
অমর কৃষ্ণের জন্মে ভৈরব নন্দন,
অপর ঈশান, নবকুমার তনয়।
ঈশানচন্দ্রের সুত কাশীনাথ হয়,
আর কালী, হর দুর্গা, জানকী নন্দন।
হরপ্রসন্নের সুত শশাঙ্কমোহন।
ভৈরবের গুরুনাথ, শ্রীনাথ তনয়।
শ্রীনাথের দীননাথ বংশধর হয়।
নবকুমারের শ্যামা, অন্নদা নন্দন।
অন্নদার সুত হেম, অনুকূল হন।
শ্যামাচরণের সুত সুরেন্দ্র জন্ময়।
রাজকিশোরের গঙ্গা, উদয় তনয়।
উদয়চাঁদের জন্মে আনন্দ নন্দন।
আনন্দের রামচন্দ্র বংশধর হন,
করুণা, মহিমাচন্দ্র, কৈলাস জন্ময়।
গঙ্গাদাস-সুত প্যারী, হরি, শশী হয়,
অনুজ বসন্ত বটে কোটাপাড়া রন,
প্যারীমোহনের জন্মে হরেন্দ্র নন্দন।

রমাকান্ত—সুত রামভদ্র-বংশ।

রামভদ্র-সুত প্রাণবল্লভ জন্ময়,
রামদাস, হরিদেব অতঃপর হয়।

প্রাণবল্লভের সুত বাসুদেব হন,
অতঃপর কৃষ্ণদেব জনমে নন্দন।
বাসুদেব-বংশধর বিজয় জন্ময়।
বিজয়রামের সুত রামনিধি হয়।
রামনিধি-সুত কালীকান্ত জনময়।
কালীকান্ত হ'তে প্যারীমোহন তনয়।
প্যারীমোহনের জন্মে অশ্বিনী নন্দন,
মাইজপাড়ায় বটে বাসের ভবন।
কৃষ্ণদেব-সুত রাম, কামদেব হন,
কমল, বিজয়, কালী, রাজনারায়ণ।
কমলের সুত রাধাকৃষ্ণ জনময়।
রাধাকৃষ্ণ বংশধর পীতাম্বর হয়।
পীতাম্বর হ'তে গুরুচরণ নন্দন,
অপর তনয় গঙ্গাচরণ সুজন।
গুরুচরণের সুত ললিতমোহন।
গঙ্গাচরণের সুত আশুতোষ হন।
রামদেব-সুত হরি, সুন্দর নন্দন,
তিলক, কেবলকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ হন।
কেবল কৃষ্ণের রামবল্লভ তনয়,
রাজচন্দ্র, কৃষ্ণ, রামকানাই জন্ময়।
রাজচন্দ্র-পুত্র হয় স্বরূপ, ঈশান,
বাকাল ও রূপাতলি হয় বাসস্থান।

দশম অধ্যায়।

বন্দ্য খরদহ মেল।

ভগীরথ-সুত শ্রীমন্ত-বংশ।

শ্রীমন্তের পুত্র রাম, রামনাথ হয়।
রামচন্দ্র-সুত গঙ্গা, রাঘব জন্ময়।
রাঘবচন্দ্রের পুত্র রামনারায়ণ,
রামদেব আর কৃষ্ণচরণ নন্দন।
রামনারায়ণ-সুত গোবিন্দ জন্ময়।
তৎসুত অনিরুদ্ধ দীন, হরি হয়।
কৃষ্ণচরণের পুত্র রামনাথ হন,
রামেশ্বর, রামভদ্র, রামানন্দ হন,
রামগোপাল ও যাদবেন্দ্র জনময়।
রামগোপালের পুত্র নয় জন হয়—
অভিরাম, বৈদ্যনাথ, হরি, কৃষ্ণরাম,
গোবিন্দ ও মণি, কাশী শিব, রূপরাম।
রামেশ্বর-বংশধর হয় তিন জন—
গঙ্গারাম, রাজারাম, রামরাম হন।
গঙ্গারাম বংশধর নয় জন হয়—
রামচন্দ্র, দুর্গারাম, কেশব জন্ময়,
নন্দরাম, রামানন্দ, হরিনারায়ণ,
রঘুনাথ, কৃষ্ণদেব, শেখর নন্দন।
রামকেশবের পুত্র ভবানীশঙ্কর,
জগত, গোবিন্দ, শ্যাম, প্রাণ, মনোহর।

রামানন্দবাগীসের মাণিক তনয়।
রাজারাম-বংশধর মনোহর হয় :
রামরাম-সুত রঘু, সন্তোষ জন্ময়,
বিষ্ণু, দয়া, কৃপারাম কৃষ্ণ ও বিজয়।
বিষ্ণুরাম-সুত কালীপ্রসাদ জন্ময়,
আরও জন্মে রামলোচন তনয়।
কালীপ্রসাদের পুত্র সদাশিব হয়,
তদনুজ ষষ্টীদাস রসিক জন্ময়।
কৃপারাম-বংশধর রামকান্ত হন।
রামকান্ত হ'তে জন্মে ঠাকুর নন্দন,
হারানন্দ, শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র হয়,
বোড়াল নামক গ্রামে বসতি করয়।
সন্তোষের পুত্র রাধা, হরিনারায়ণ,
রামধন ও নিমাই, মাণিক, লোচন।
রাধামোহনের পুত্র হয় চারি জন—
শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, ভগবান রন,
অপর ঈশ্বরচন্দ্র জনমে তনয়,
বসুরহাটেতে বটে বাসস্থান হয়।
অভিরাম সুত কৃষ্ণপ্রসাদ জন্ময়,
অতঃপর জন্মে কৃষ্ণগোবিন্দ তনয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ-সুত রামগঙ্গা-বংশ।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র রামগঙ্গা হন।
রামগঙ্গা-বংশধর হয় সাত জন—

নীলমণি জগন্নাথ, ব্রজ, রাজ হয়,
প্রাণকৃষ্ণ, স্বরূপ ও যুগল তনয়।
প্রাণকৃষ্ণ-সুত কৃষ্ণ, রাজীবলোচন,
রাজমোহন ও চন্দ্রমোহন নন্দন।
চন্দ্রমোহনের হরমোহন তনয়,
মহিমা, নবীন, চণ্ডী, আনন্দ জন্মায়।
মহিমার পুত্র আশু, রমণী জন্মায়,
আর দুর্গাকুমার ও গোপাল তনয়।
চণ্ডীচরণের পুত্র ললিত, ভুবন,
রাখাল, বসন্ত, রাসবিহারী নন্দন।
নবীনচন্দ্রের পুত্র বিধু, নিবারণ,
তারকচন্দ্র ও হরপ্রসন্ন নন্দন।
হরমোহনের পুত্র শ্রীমধুসূদন।
মধুসূদনের পুত্র বিশ্বেশ্বর হন।
আনন্দের পুত্র গঙ্গা, নিকুঞ্জমোহন।
দুর্গাকুমারের পুত্র দধি, শিশু হন,
গোপালচন্দ্রের পুত্র বিরেশ্বর জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর সুরেশ্বর তাহার কনিষ্ঠ।
আশু হ'তে হেমন্ত ও বসন্ত সন্তান,
ইল্লা, বার্থী ও বাকাল হয় বাসস্থান।
জগন্নাথ-সুত রূপ, কৃষ্ণচন্দ্র হন,
শম্ভু, রামচন্দ্র, কালী, ঈশ্বর নন্দন।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রাজকুমার জন্ময়,
ভারত, কৈলাসচন্দ্র, বৈকুণ্ঠ তনয়,

প্রসন্ন, করুণাকান্ত, ভৈরব নন্দন,
অতঃপর কালিদাস, অন্নদাচরণ।
ভারতচন্দ্রের পুত্র হরেন্দ্রকুমার।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র অশ্বিনীকুমার।
বৈকুণ্ঠের পুত্র শশি, গিরীন্দ্র, সতীশ,
যশোদা, রাজেন্দ্র, বিনো, বিপিন, জ্যোতীশ।
বিনোদের বংশধর কিরণ তনয়,
বজ্রযোগিনীতে বটে বাসস্থান হয়।
ভৈরবের পুত্র কুঞ্জ, ললিতমোহন,
চন্দ্রকুমার ও গঙ্গা, অধর নন্দন।
প্রসন্নকুমার-সুত নিশিকান্ত হয়,
আর চন্দ্রকুমার ও বরদা তনয়।
রাজকুমারের পুত্র হিরণকুমার,
সুরেন্দ্রকুমার আর শ্রীহরকুমার।
করুণাকান্তের পুত্র পাঁচকড়ি হন,
অনুজ শৈলেন্দ্রনাথ জনমে নন্দন।
অন্নদার পুত্র রামানন্দ, শ্যামলাল,
মাখন, মণিন্দ্রচন্দ্র আর চুণিলাল।
রামচন্দ্র-বংশধর মদনমোহন,
অতঃপর জন্মে গুরুচরণ নন্দন।
গুরুচরণের কালীমোহন তনয়,
আইরল গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রূপচন্দ্র-বংশধর হন শিবচন্দ্র,
অপর গিরিশচন্দ্র আর কাশীচন্দ্র।

কাশীনাথ-সুত হয় ললিতমোহন।
রাসবিহারীর পরে ভুবনমোহন।
রাসবিহারীর সুত অসীতারঞ্জন,
কলসকাঠীতে বটে বাসের ভবন।
ঈশ্বরচন্দ্রের সুত কৈলাস, রজনী,
বিহারী, মহিমাচন্দ্র, দীননাথ গণি।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র ললিত মোহন,
অক্ষয়, বিনোদ আর জন্মে নিবারণ।
নিবারণ-বংশধর অখিল জন্মায়,
অতঃপর জনমিল অমল তনয়।
দীননাথ-সুত পূর্ণ ও চিন্তাহরণ,
গিরিজা, শরৎচন্দ্র, মাইজপাড়া রন।
যুগলকিশোর-সুত আনন্দ অগ্রজ,
শ্যাম ও নবীনচন্দ্র তাঁহার অনুজ।
শ্যাম-সুত জ্ঞানচন্দ্র ও লালমোহন,
অনুজ রাখালচন্দ্র ও ক্ষেত্রমোহন।
লালমোহনের পুত্র ললিতমোহন,
অনঙ্গ, যোগেন্দ্র আর জ্যোতিরিন্দ্র হন,
অপর গোপালচন্দ্র জনম লভয়,
থালিয়া নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
রাখালচন্দ্রের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ হন,
সিদ্ধেশ্বর, কালিদাস অতঃপর রন,
জ্ঞানেন্দ্র, সতীশচন্দ্র জনমে নন্দন,
আমগাঁও গ্রামে বটে বাসের ভবন।

নীলমণি সুত কুল-চন্দ্রচন্দ্র হয়,
রামকান্ত শিব হরশঙ্কর তনয়।
কুল-চন্দ্র-বংশধর বিশ্বেশ্বর হন,
তাঁহার তনয় কৃষ্ণ পিঙ্গলাকাঠী রণ।
হরশঙ্করের পুত্র দুর্গাদাস হন,
অক্ষয়, হারাণ, কালী, কোলাগ্রামে রন।

রামগঙ্গা সুত স্বরূপ-বংশ।

স্বরূপচন্দ্রের সুত হয় দশ জন—
রামকানাই, গোবিন্দ, মদনমোহন,
লোকনাথ, কালাচাঁদ, বিহারী, গিরিশ,
অপর মোহন রাজ কনিষ্ঠ হরিশ।
রাজকিশোরের সুত ঈশ্বর, গোলোক,
হরমোহনের পুত্র জনমে তিলক।
গোলোকচন্দ্রের হয় প্রতাপ নন্দন,
হরিমোহন ও রাসি, মদনমোহন,
আরজন্মে কুলচন্দ্র-ও গোপীমোহন।
প্রতাপ-তনয় হরি, হেমচন্দ্র হ'ন,
নেপাল, গোপালচন্দ্র, বঙ্কিম নন্দন,
দোহার গ্রামেতে হয় বাসের ভবন।
মদনের সুত মনমোহন জন্মায়,
মনর রমেশ-সুত কালাপ্রধা রয়।
লোকনাথ-বংশধর ললিতমোহন,
প্রতাপ, অতুল আর শরৎ নন্দন।

প্রতাপের বংশধর অবনী জন্ময়।
অবনী হইতে জন্মে যোগেশ তনয়।
অতুলের হীরালাল, মুকুন্দ তনয়,
দোহার ও কোলাগ্রামে বাসস্থান হয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র রমেশ জন্ময়,
কাঁটিয়াল গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
বঙ্গের গোপাল-সুত তৎসুত হয়—
অমৃতকুমার রামভদ্রপুর রয়।
মুকুন্দের বংশধর জনমে মাখন।
কানাইর হরেন্দ্র ও অমৃত নন্দন।
মোহন-অপত্য মণি, হরলাল হয়,
দোহার নামক গ্রামে বসতি করয়।
কালাচাঁদ-সুত রাধাকুমার জন্ময়,
ইছাপুরা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
তিলকচন্দ্রের জন্মে অনাথ নন্দন,
মালকদিয়া গ্রামেতে বাসের ভবন।
মদনমোহন সুত কেদার অক্ষয়,
নিখিল, উমেশচন্দ্র তারা শশী হয়।
কেদার-তনয় হয় নির্ম্মল বিমল,
বরিশাল বাস করে কনিষ্ঠ অমল।
হরিশচন্দ্রের পুত্র কালিদাস বড়,
অনুজ বিপিনচন্দ্র জন্মে অতঃপর।

বন্দ্য কৃষ্ণচরণ-সুত রামভদ্র-বংশ।

রামভদ্র-সুত রামশরণ জন্মায়,
জয়রাম, নন্দরাম, নিধিরাম হয়।
নন্দরাম হ'তে রামকিশোর নন্দন,
প্রাণনাথ, রামকৃষ্ণ, আর সনাতন।
রামকিশোরের পুত্র সুন্দর জন্মায়,
রাধাকান্ত ও বিনোদ, রামহরি হয়।
রাধাকান্ত-বংশধর গঙ্গানারায়ণ।
গঙ্গানারায়ণ-সুত মদনমোহন,
শিবচন্দ্র আর বংশীবদন জন্মায়।
মদনমোহন হ'তে শ্রীনাথ তনয়,
বসন্ত, রজনী আর সনত নন্দন।
বংশীবদনের পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ,
গোবিন্দ, বরদা আর জনমে তনয়।
গোবিন্দের পুত্র রাই, সারদা জন্মায়।
বরদার পুত্র জন্মে ললিতমোহন।
বসন্তের অরুণ ও অম্বিকা নন্দন।
গণেশ, রজনী-সুত। সনতের হয়—
বংশধর নিরঞ্জন রমেশপুর হয়।

নন্দরাম-সুত রামকৃষ্ণ-বংশ।

রামকৃষ্ণ-বংশধর শিবচন্দ্র হয়,
অতঃপর জগন্নাথ, তিনু জন্মায়।

শিবচন্দ্র-ব শধর রামচন্দ্র হন।
রামচন্দ্র সুত জন্ম অম্বিকাচরণ।
অম্বিকাচরণ সুত ত্রিপুরাচরণ,
বিহারীলাল ও শ্যামাচরণ নন্দন।
ত্রিপুরাচরণ-সুত হেমাঙ্গ, ধীরাঙ্গ,
অরুণাঙ্গ, ললিতাঙ্গ, গৌরাঙ্গ, দেবাঙ্গ।
বিহারীলালের পুত্র নির্মলাঙ্গ হয়,
অতঃপর অমলাঙ্গ, বিমল তনয়।
শ্যামাচরণের পুত্র হয় তিন জন—
তরুণাঙ্গ, অনীলাঙ্গ, অনঙ্গমোহন,
হুগলি, গরলগাছা বাসস্থান ছিল,
বর্ত্তমান কলিকাতা বাসধাম হল।
প্রাণনাথ-সুত ষষ্ঠী, রাজচন্দ্র হন,
রামকান্ত, বল, কাশী, সন্তোষ নন্দন।
রামকান্ত-বংশধর শিবচন্দ্র হয়,
ঢাকুরিয়া গ্রামে বটে বসতি করয়।
ষষ্ঠীদাস-সুত শম্ভু, দেবনারায়ণ,
অতঃপর ভোলানাথ, কৃষ্ণনারায়ণ।
শম্ভুচন্দ্র—বংশধর মদনমোহন,
অপর গোবিন্দ, বঙ্গ, দুর্গাপুর রন।
রাজচন্দ্র-বংশধর গোপীনাথ হন;
তৎসুত রঘু, কাশী, রাধানাথ রন।
কাশীনাথ হ'তে হয় অমৃত তনয়।
অমৃতলালের পুত্র শিবদাস হয়,

আনন্দীরামের রামলোচন নন্দন;
তৎসুত দৈবনাথ, রামধন হন,
অনুজ মোহনচাঁদ। তার গোবর্দ্ধন,
আরও শ্রীনাথ, মধুসূদন নন্দন।
রামধন-সুত কালীপ্রসাদ জন্ময়,
অপর গোপীনাথ জনম লভয়।
রামরাম-সুত হরিপ্রসাদ জন্ময়,
মাণিকচাঁদ ও গৌরমোহন তনয়,
রামজয়, গৌরহরি, ভবানী নন্দন,
মৃত্যুঞ্জয়, সদাশিব, রঘুনাথ হন।
মৃত্যুঞ্জয়-বংশধর কালিদাস হয়,
তদনুজ মতিলাল, অঘোর জন্ময়
মতি-সুত হীরালাল, অঘোরের হয়—
হেম, ব্রজ, ভগবান পুত্র জনময়।
রামজয়-সুত হয় পার্ব্বতীচরণ,
অনুজ আনন্দচন্দ্র জনমে নন্দন।
পার্ব্বতীচরণ সুত অম্বিকাচরণ।
আনন্দচন্দ্রের হয় রাখাল নন্দন।
রাখালের পুত্র ফণিভূষণ জন্ময়।
গৌরহরি হ'তে বঙ্কুবিহারী তনয়।
বঙ্কুবিহারীর পুত্র হয় চারিজন—
রাখাল, দেবেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্র নন্দন,
তদনুজ রঘুনাথ জনমে তনয়।
রাখালচন্দ্রের পুত্র সতীশ জন্ময়।

শ্যামসুন্দরের চণ্ডীপ্রসাদ তনয়,
অনুজ গোকুলচন্দ্র জনম লভয়।
চণ্ডীপ্রসাদের পুত্র ছয় জন হয়—
বৈদ্যনাথ, রমানাথ, মহেশ তনয়,
মোহন, গোলোক, উমাচরণ নন্দন।
বৈদ্যনাথ-সুত হয় মাধব সুজন।
মাধবের পুত্র কৃষ্ণমোহন অগ্রজ,
আনন্দমোহন জন্মে তাহার অনুজ।
নয়নের জগন্নাথ পুত্র জনময়,
রামসুন্দর ও কালীপ্রসাদ তনয়।
দেবনারায়ণ-সুত গিরিধর হন,
আর দুর্গা, কালী, রামমোহন নন্দন।

বন্দ্য কৃষ্ণচরণ-সুত রামনাথ—বংশ।

রামনাথ হ'তে রাম গোবিন্দ নন্দন,
শুক, বিষ্ণু রঘুদেব, রামরাম হন।
বিষ্ণুরাম-বংশধর হয় তিন জন—
রূপরাম, রামকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ নয়ন।
রামকৃষ্ণ-সুত রাজবল্লভ, কিশোর,
কন্দর্প, মুকুন্দ, রামজীবন, অমর।
রামজীবনের পুত্র জন্মে পীতাম্বর,
রামগোপাল ও রামচাঁদ, দুর্গাবর,
শম্ভুচন্দ্র, ব্রজরাম, ভৈরব জন্মায়,
রামসুন্দর ও মদনকুমার তনয়।

দুর্গাপ্রের বংশধর হয় এক জন—
তনয় গিরিশচন্দ্র যোগ দিতে রন।
মুকুন্দরামের পুত্র নীলকণ্ঠ হয়,
অতঃপর জন্মে প্রাণ বল্লভ তনয়।
নীলকণ্ঠ-সুত কালীপ্রসাদ জন্মায়,
অপর জগৎরাম গোকুল তনয়।
জগৎরামের পুত্র দেবনারায়ণ।
গোকুল-তনয় রাধা, শম্ভুচন্দ্র হন।
কালীপ্রসাদের বিশ্ব ভৈরব নন্দন,
প্রেমচাঁদ, নবকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ।
রঘুদেব সুত কালীশঙ্কর জন্মায়,
রামবল্লভ ও সুধারাম রামজয়।
রামজয় হ'তে রামমোহন সন্তান,
প্রাণকৃষ্ণ, হরচন্দ্র, গোপাল তনয়।
রামমোহনের পুত্র হয় তিন জন—
গোলোক, কমল কান্ত মনসাচরণ।
মনসা-তনয় রাম পার্ব্বতীচরণ,
শ্যামা, উমা, গুরু, রাধা, সূর্য্যনারায়ণ,
রজনী, নবীনচন্দ্র, অভয় চরণ,
ভগবতী, রামকান্ত, মণিকণ্ঠ রন।
রামচরণের পুত্র চন্দ্রকান্ত হন।
চন্দ্রকান্ত-সুত নিশি, কলসকণ্ঠী রন।
রজনীর অনুকুল, যোগেন্দ্র নন্দন,
বাকাল নামক গ্রামে বাসের ভবন।

পার্ব্বতীর বিহারী ও শরৎ নন্দন,
গাকড়িয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
সূর্য্য-সুত রায়, কালী, রাজেন্দ্র অক্ষয়,
উজিরপুরেতে বটে বাসস্থান হয়।
গোপালের বংশধর হয় তিন জন—
আনন্দ ও কুলচন্দ্র, উমেশ নন্দন।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র অক্ষয় জন্মায়।
কুলচন্দ্র হ'তে জন্মে গিরিশ তনয়।
গিরিশের নাগ ও শরৎ নন্দন,
ইল্লাগ্রামে হয় বটে বাসের ভবন।
কালীশঙ্করের পুত্র রাজনারায়ণ।
রাজনারায়ণ হ'তে কিঙ্কর নন্দন।
রামকিঙ্করের রামকানাই জন্ম।
রামকানাইর পুত্র তিন জন হয়—
ভোলানাথ, রামচন্দ্র, হরিশ নন্দন।
ভোলানাথ বংশধর কুঞ্জলাল হন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
দীননাথ, হলধর, রজনী নন্দন।
দীননাথ বংশধর সারদা জন্মায়।
কুঞ্জলাল হ'তে জন্মে জুরাণ তনয়।
রজনীকান্তের পুত্র অশ্বিনী সুজন।
হলধর সুত মণ আনন্দমোহন।
হরচন্দ্র-বংশধর জন্মে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন হ'তে স্বর্ণকুমার নন্দন,

অপর বিপিনচন্দ্র জনমে তনয়,
পাংশা গ্রামে ইহাদের বাসস্থান হয়।
প্রাণকৃষ্ণ-বংশধর আনন্দমোহন,
কৃষ্ণনাথ, নীলমণি, ইল্লাগ্রামে রন।

রামনাথ-পুত্র রামগোবিন্দ-বংশ।

রামনাথ সুত রামগোবিন্দ সুজন।
রামগোবিন্দের রামদুলাল নন্দন।
দুলালের জগন্নাথ, শ্রীনাথ তনয়।
জগন্নাথ-বংশধর ঈশ্বর জন্ময়।
ঈশ্বরচন্দ্রের হয় আদিত্য নন্দন।
আদিত্যচন্দ্রের জন্মে সুত পাঁচ জন—
রামলাল, নিশিকান্ত ও ষষ্ঠীচরণ,
হরলাল আর জন্মে বিহারী নন্দন।
বিহারীর কালীপদ জনমে তনয়।
রামলাল-সুত বেণীমাধব জন্ময়,
অনুজ সতীশচন্দ্র জনমে নন্দন,
বাজিতপুরেতে বটে বাসের ভবন।
ষষ্ঠীচরণের পুত্র বেচারাম হয়,
উজিরপুরেতে বটে বসতি করয়।

মেল সর্ব্বানন্দী বন্দ্য দেবানন্দ-বংশ।

মনোহর, জিতামিত্র, শ্রীমন্ত, শ্রীপতি,
দেবানন্দ সহোদর পুরুষ বিংশতি।

দেবানন্দ হন প্রাপ্ত মেল সর্ব্বানন্দ।
দেবানন্দ-বংশধর হয় গঙ্গানন্দ।
গঙ্গানন্দের ভবানীদাস সুত হয়।
ভবানীদাসের জন্মে রাঘব তনয়।
রাঘবের পুত্র রামবল্লভ জন্ময়।
রামবল্লভের দুর্গাচরণ তনয়।
দুর্গাচরণের পুত্র রামদাস হন।
রামদাস-বংশধর রামগঙ্গা রন।
রামগঙ্গা হ'তে জয়শঙ্কর নন্দন,
তাহার মোহন সুত নলচিরা রন।
মোহনচন্দ্রের হয় দ্বারিকা তনয়।
দ্বারিকানাথের পুত্র ছয় জন হয়—
দেবেন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, পার্শ্বনাথ হন,
হেরম্ব, জ্যোতীন্দ্রনাথ, জিতেন্দ্র নন্দন।

বন্দ্য ঘটী কাটাদিয়া দাসু গোষ্ঠী

মজুমদার-বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রের আদি (১) ভট্টনারায়ণ।
দ্বিতীয় পুরুষ তার (২) বরাহাদি হন।
(৩) বৈনত (৪) সুবুদ্ধি পরে (৫) সুভিক্ষ জন্ময়,
তার (৬) মকরন্দ হ'তে (৭) ভয়াপহ হয়।
(৮) ধবলের (৯) মহাদেব (১০) মকরন্দ হন।
সুকুলীন মকরন্দ-সুত দাসু রন।

কাটাদিয়া দাস্থ-সুত হয় বার জন--
বনমালী, বটু, মধু, নরসিংহ রন,
মাধব, মুরারি, গাঢ়, জন, অভ্যাগত,
পর, বাসু, দয়া হয় তৎপরাগত।
(১২) বনমালী-সুত (১৩) বাণী ক্রমে সুত হন,
১৪ ভব ১৫ জিতু ১৬ দিগম্বর ১৭ সর্ব্বানন্দ রন,
১৮ ভরতস্ত ১৯ গৌরীনাথ পর ২০ চণ্ডীবর,
২১ বিশ্বেশ্বর ২২ রাম হয় ২৩ রমানাথ পর।
২৪ গোপীনাথ-সুত ২৫ রাম, রাজীবলোচন।
রাজীবের জন্মে ব্রজবল্লভ নন্দন।
ব্রজ-সুত রামচন্দ্র, শ্রীধর জন্ময়,
রাম মজুমদারের উপাধি লভয়।
রামচন্দ্র-সুত চারি রঘুরাম বড়,
মুকুন্দ ও রামকৃষ্ণ, গঙ্গারাম পর।
রঘুরাম-সুত রামসন্তোষ অগ্রজ,
অতঃপর রামরাম তাহার অনুজ।
সন্তোষের-বংশধর হয় তিন জন—
পরাণ, জীবনকৃষ্ণ, বোধনারায়ণ।
পরাণের পুত্র রামকানাই জন্মায়,
অতঃপর জন্মে ব্রজকিশোর তনয়।
রামকানাইর পুত্র শশি ও রজনী।
রজনীর পুত্র হরি, ভৈরব, যামিনী।
ব্রজকিশোরের মধুসূদন নন্দন।
মধুর তনয় জন্মে শ্রীবিধুভূষণ।

মুকুন্দরামের পুত্র রামধন হয়।
রামধন হ'তে রামমাণিক্য তনয়,
কালীকাপ্রসাদ, দেবী, রামানন্দ হন,
রামজয়, রামকান্ত, রাজনারায়ণ।
কালীকাপ্রসাদ-সুত শম্ভুচন্দ্র হয়;
তৎসুত বিষ্ণুচন্দ্র জনম লভয়।
বিষ্ণু-সুত চন্দ্র, লালমোহন জন্ময়।
চন্দ্রমোহনের জন্মে সতীশ তনয়।
দেবীপ্রসাদের পুত্র হয় দীপচন্দ্র,
কাশীনাথ, ভোলানাথ, আর জয়চন্দ্র।
কাশীনাথ-সুত লক্ষ্মী, নিত্যানন্দ হন।
জয়চন্দ্র হ'তে শশি, বসন্ত নন্দন।
বসন্তের পুত্র রাম, দুর্গা জনময়।
ভোলানাথ হ'তে হরচরণ তনয়।
হরচরণের শ্যাম, প্রসন্ন নন্দন।
প্রসন্নকুমার-পুত্র যোগেন্দ্রমোহন।
রামানন্দ হ'তে গঙ্গাপ্রসাদ নন্দন।
গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র অম্বিকাচরণ।
অম্বিকার বিহারী ও যোগেশ তনয়,
চিন্তা আর বিশ্বেশ্বর, নকুল জন্ময়।
রাসবিহারীর মনমোহন নন্দন,
দ্বিতীয় পুত্রের নাম হয় পঞ্চানন।
রামকান্ত-বংশধর ভৈরব জন্ময়।
ভৈরবচন্দ্রের পুত্র দীননাথ হয়।

দীননাথ হ'তে জন্মে সুরেন্দ্র নন্দন।
রামমাণিক্যের পুত্র গোপীকান্ত হন,
অতঃপর আর রামকমল নন্দন।
রামকমলের পুত্র আনন্দমোহন।
আনন্দমোহন-সুত জন্মে নিরঞ্জন,
অপর শরৎচন্দ্র, শ্রীমনোরঞ্জন।
রাজনারায়ণ-সুত দুর্গা জনময়।
দুর্গার গোবিন্দচন্দ্র শ্রীনাথ তনয়।
শ্রীনাথের বংশধর নিবারণ হয়।
গোবিন্দের পুত্র হেম, বঙ্কিম জন্ময়।
গঙ্গারাম-বংশধর হয় দুই জন—
সোণারাম অতঃপর প্রেমনারায়ণ।
সোণারাম বংশধর বৈদ্যনাথ হয়,
ভবানীপ্রসাদ আর কনিষ্ঠ তনয়।
বৈদ্যনাথ-বংশধর তিলক অগ্রজ,
অতঃপর জনমিল জগৎ অনুজ।
তিলকচন্দ্রের পুত্র উমেশ জন্ময়,
উমেশের হৃষিকেশ, অমূল্য তনয়।
ভবানীপ্রসাদ-সুত কালীকান্ত হয়।
কালীকান্ত-সুত নিশিকান্ত ও অক্ষয়।
নিশিকান্ত বংশধর আশুতোষ হন।
অক্ষয়ের বংশধর মনসাচরণ।
প্রেমনারায়ণ সুত হয় তিন জন—
পদ্মলোচন ও নন্দ, গোপাল নন্দন।

পদ্মলোচনের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র হয়,
অপর তারকচন্দ্র কৈলাস তনয়।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর ভুবনমোহন,
সীতাকান্ত, সিদ্ধনাম, শ্রীরবিলোচন।
ভুবনমোহন-সুত শ্রীরাম, লক্ষ্মণ।
তারকচন্দ্রের পুত্র ক্ষীরোদমোহন,
অতঃপর সূর্য্যকান্ত জনমে তনয়।
কৈলাসের পুত্র হীরা, জগদীশ হয়।
নন্দকিশোরের পুত্র অনন্তচরণ।
অনন্তের চন্দ্র, মন, অসীতা নন্দন।
গোপালচন্দ্রের হয় প্রসন্ন তনয়।
প্রসন্নকুমার-সুত তরণী জন্মায়।
তরণী-তনয় চন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন,
চতুরা, সুধীর, হর, পাঙ্গাসিয়া রন।
শ্রীধরের সুত আত্মা, নিধিরাম হন।
আত্মারাম হ'তে রামশঙ্কর নন্দন।
রামশঙ্করের রামদুর্ল্লভ তনয়,
অতঃপর রাজচন্দ্র জনম লভয়।
রাজচন্দ্র-বংশধর জন্মে বৃন্দাবন।
নিধিরাম বংশধর শিবচন্দ্র হন।
শিবচন্দ্র-সুত গুরু, তারিণীচরণ।
গুরুচরণের পুত্র দীনবন্ধু হন।
দীনবন্ধু হ'তে জন্মে বিনোদ নন্দন,
হারাণ, জ্যোতীশ, আর পাঙ্গাসিয়া রন।

সাগরদিয়া বন্দ্য রত্নগর্ভ-বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রের আদি ভট্টনারায়ণ,
অধস্তন উনবিংশ পুরুষ গণন।
রত্নগর্ভ নাম ধর বন্দ্য বংশে হয়,
বিল্ব পুষ্করিণী গ্রামে হইল উদয়।
বিল্ব পুষ্করিণী সিদ্ধেশের পুকুর,
তাহাতে বসতি হন বিদ্যায় প্রচুর,
তাহার তনয় রমাবল্লভ জন্মায়।
রমাবল্লভের পুত্র যদুনাথ হয়।
যদুনাথ বংশধর রামচন্দ্র হন।
রামচন্দ্র হ'তে রামগোবিন্দ নন্দন;
তৎসুত দুর্গাদাস তা হ'তে কল্যাণ।
কল্যাণের বংশধর ভবানী বাখান,
ভবানীর অন্য নাম দেবনারায়ণ।
দেবনারায়ণ-সুত হরচন্দ্র হন।
হরের পার্ব্বতীদাস পুত্র জনময়,
বংশ মধ্যে ভট্টাচার্য্য উপাধি লভয়।
পার্ব্বতীর তিন সুত ব্রহ্মানন্দ বড়,
কৈলাস ও মহানন্দ হয় অতঃপর।
ব্রহ্মানন্দ-বংশধর হয় তিন জন—
বিজয়, জগদানন্দ, শীতল নন্দন।
কৈলাসের কালিদাস বংশধর হয়।
মহানন্দ-বংশধর অমলা জন্ময়।

অমলানন্দের জন্মে মণীন্দ্র নন্দন।
অমূল্য, জগদা-সুত কাঁচিয়াগ রন।
কৈলাস তনয়া নাম হেমপ্রভা হন।
কালীবন্ধু গাঙ্গবরে হয়েন অর্পণ।
রাধাচরণের সুত কালীবন্ধু হন,
সহোদর তিন সহ নলচিরা রন।

দিগ্‌বিজয় ভট্টাচার্য্য—বংশ।

শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে বংশজ নন্দন।
নাম রামগোবিন্দ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন;
তৎসুত দিগ্বিজয়, অবিলম্ব হন।
দিগ্বিজয়-বংশধর হয় চারি জন—
জগ, রত্ন, রামজয়, দুর্লভ বিজয়।
রামজয়-সুত বিশ্ববিজয় জন্মায়,
অতঃপর আর সৃষ্টিবিজয় সুজন।
বিশ্ববিজয়ের উমাশঙ্কর নন্দন,
সহোদর আর পৃথ্বিবিজয় জন্মায়।
উমাশঙ্করের চিন্তাহরণ তনয়।
চিন্তাহরণের সুত অমূল্য জন্ময়।
চিন্তার সহধর্ম্মিণী শশিমুখী হয়,
তাহার তনয়া নাম হয় বিনোদিনী,
শাস্ত্র মতে সম্প্রদানে কুলীন ঘরণী,
গাঙ্গ মনোমোহনেতে হল সম্প্রদান,
নলচিরা গ্রাম হয় তার বাসস্থান।

স্মৃতিবিজয়ের ষষ্ঠীবিজয় নন্দন।
ষষ্ঠী-সুত কালী, তারাপ্রসন্ন সুজন।
কালীপ্রসন্নের সুত হয় তিন জন—
মধু আর যদুনাথ অনুজ ভুবন।
তারাপ্রসন্নের পুত্র নগেন্দ্র অগ্রজ,
সুরেন্দ্র, ধীরেন্দ্রলাল তাহার অনুজ।
দুর্লভবিজয় পুত্র বঙ্গ ও ঈশ্বর।
বঙ্গের কুমার গৌর, গোলোক প্রবর।
গৌরের জগৎ আর শরৎ নন্দন।
জগৎবিজয়-পুত্র অবনীমোহন।
রত্নবিজয়ের জন্মে মাণিক্য তনয়।
মাণিক্যের বংশধর চন্দ্রনাথ হয়।
চন্দ্রনাথ হ'তে হরিবিজয় নন্দন।
হরির মহেন্দ্র-সুত উজিরপুর রন।

ফুকুরা ভট্টাচার্য্য-বংশ।

শাণ্ডিল্য ভট্টের বংশে হয় আখণ্ডল,
কবিরাজ মহামান্য বংশের উজ্জ্বল।
বংশ মধ্যে রাঘবেন্দ্র বিদ্যাবান রন,
বাচস্পতি উপাধিতে মহাবিজ্ঞ হন;
তৎসুত রামনাথ বিদ্যার প্রভাবে,
তর্কবাগীশোপাধি লভে আসি ভবে।
রামনাথ হ'তে রামজীবন নন্দন,
শাস্ত্র অধ্যয়নে হন তর্কপঞ্চানন;

তৎসুত রামভদ্র বহু শাস্ত্র পড়ি,
তর্কসিদ্ধান্ত হন টোলে পাশ করি।
রামভদ্র হ'তে রামলোচন নন্দন,
তর্কভূষণের উপাধি করেন গ্রহণ,
তাহার গোলোক পুত্র সাগর বিস্তার,
দক্ষিণারঞ্জন-সুত জনমে তাহার,
বিদ্যা বলে শিরোরত্ন উপাধি লইল,
তাহার তনয় তিন জনম লভিল,
কুলদারঞ্জন বড় ছিল ভট্টাচার্য্য,
কলেজেতে পাশ করি হ'ন ন্যায়াচার্য্য,
রমণী, সুখদা জন্মে কনিষ্ঠ নন্দন,
ফুকুরা গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।

বন্দ্য রূপনারায়ণ-বংশ।

শত্রুমিত্র-সুত বাণী শিকদার জন্মায়।
বাণী শিকদারের পুত্র হরিনাথ হয়।
হরিনাথ পুত্র জন্মে রূপনারায়ণ,
অতঃপর রামকৃষ্ণ জনমে নন্দন।
রূপনারায়ণ-পুত্র হয় সাত জন—
কৃষ্ণপ্রসাদ ও গোপী, রমেশ নন্দন,
গঙ্গারাম, বলরাম, প্রাণনাথ হয়,
রামনাথ ও কানাই জনমে তনয়।
কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র রামরুদ্র হন,
শুকদেব, রামজয় অপর জীবন।

রামজয়-পুত্র রামভদ্র, শ্যাম হয়
রাজা, রাধা ও জগৎবল্লভ তনয়
শ্যামসুন্দরের সুত দীপচন্দ্র হন
গোবিন্দপ্রসাদ আর রতন নন্দন।
গোবিন্দপ্রসাদ-সুত দয়াল জন্ময়,
ভগবান রামচন্দ্র, গোপীচন্দ্র হয়।
রামদয়ালের সুত নীলকান্ত হন,
বরদা রজনী, শ্যাম, উমাকান্ত রন।
বরদা-তনয় হরিপ্রসন্ন জন্ময়।
রজনীর মণীন্দ্র ও ক্ষিতেন্দ্র তনয়।
শ্যামাকান্ত বংশধর জন্মে বলরাম,
রুদ্রকর গ্রামে বটে হয় বাসধাম।
কালাই-তনয় রঘুনন্দন জন্ময়।
রঘুনন্দনের রামশঙ্কর তনয়।
রামশঙ্করের পুত্র গঙ্গা জনময়।
গঙ্গার ফটিক, রামকিশোর তনয়।
রামকিশোরের পুত্র হয় বৃন্দাবন,
আরও জনমে কালীকুমার নন্দন।
বৃন্দাবন-সুত হয় অম্বিকাচরণ।
অম্বিকার আশুতোষ জনমে নন্দন।
আশুতোষ বংশধর সুরেশ, রমেশ,
বর্ত্তমানে বাসস্থান কাশীপুর দেশ।
কালীকুমারের কালীপ্রসন্ন নন্দন;
তৎসুত ভবতোষ ছয়গাঁও রন।

দীর্ঘাঙ্গী বা দীঘারি-বংশ।

শাণ্ডিল্য দীঘারি বংশে রামভদ্র হন,
রামেশ্বর, রামকৃষ্ণ জনমে নন্দন,
অতঃপর রামদেব জনমে তনয়;
তৎ-বংশধরগণ দেশান্তর হয়।
রামকৃষ্ণ—সুত রঘুরাম, জনার্দ্দন।
রঘুরাম হ'তে রামচরণ নন্দন।
রামচরণের পুত্র রামরত্ন হয়,
রামহরি, চন্দ্র, রামলোচন জন্ময়।
রামলোচনের পুত্র হরচন্দ্র হন।
হরচন্দ্র হ'তে নীলকমল নন্দন।
নীলকমলের পুত্র রাজেন্দ্রমোহন।
রামরত্ন হ'তে রামদয়াল নন্দন।
রামদয়ালের পুত্র রামচন্দ্র হয়।
রামচন্দ্র-সুত নীলু, বরদা, অক্ষয়।
বরদাকান্তের পুত্র জগদীশ হন,
অপর বিজয় আর বসন্ত নন্দন।

মুকুন্দরাম-বংশ।

রামেশ্বর-বংশধর দুর্গারাম হয়,
গৌরীকান্ত, মুকুন্দ ও কেশব জন্ময়।
মুকুন্দরামের পুত্র গদাধর হন,
আর রাম চক্রবর্ত্তী, গোপীচন্দ্র রন।

রাম চক্রবর্ত্তী-সুত বিষ্ণুদেব হন,
গোবিন্দপ্রসাদ আর জনমে নন্দন।
গোবিন্দের জন্মে রামদুর্ল্লভ তনয় ;
তৎসুত কালাচাঁদ জনম লভয়।
কালাচাঁদ বংশধর জগচ্চন্দ্র হন।
জগৎচন্দ্রের জন্মে গোপাল নন্দন।
গোপীচন্দ্র-বংশধর হয় মৃত্যুঞ্জয়।
মৃত্যুঞ্জয় হ'তে জন্মে ঈশ্বর তনয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
দুর্গাপ্রসন্ন ও উমা, আশুতোষ রন।
বিষ্ণুদেব-সুত রাধামাধব জন্ময়,
তদগ্রজ রাধাকৃষ্ণ জনমে তনয়।
রাধাকৃষ্ণ বংশধর বৈদ্যনাথ হন,
সোণামালা কন্যা রাখি ত্যজেন জীবন।
গঙ্গাধর-বংশধর শিবনারায়ণ,
পুরুষোত্তম ও কৃষ্ণ, রামানন্দ হন।
পুরুষোত্তমের পুত্র শম্ভুচন্দ্র হয়,
অতঃপর কাশীশ্চন্দ্র জনম লভয়।
রামানন্দ সুত কৃষ্ণহরি, নারায়ণ।
কৃষ্ণহরি-বংশধর তারিণীচরণ।
তারিণীর জন্মে রাসবিহারী তনয়,
আরও কুঞ্জবিহারী ও বিপিন জন্ময়।
রাসবিহারীর পুত্র বালক লক্ষ্মণ,
কুঞ্জবিহারীর পুত্র রাম, নারায়ণ।

বিপিনবিহারী-সুত তিনকড়ি হয়,
অতঃপর জনমিল খোকাই তনয়।

দুর্গারাম রায়—বংশ।

দুর্গারাম-সুত কাশীশ্বর, মধু হয়।
কাশীশ্বর-সুত রামগোবিন্দ জন্ময়,
হরিদেব, গঙ্গা, শিব, ও রামশঙ্কর।
শঙ্করের পুত্র রামযুগল প্রবর।
রামযুগলের পুত্র পীতাম্বর হয় ;
তৎসুত রাজ, নবকুমার জন্ময়।
গোবিন্দের পুত্র রঘু, মাণিক্য জন্ময়।
রঘুনাথ বংশধর রাধানাথ হয়।
রাধানাথ হ'তে হর, শ্রীনাথ নন্দন।
শ্রীনাথের পুত্র জন্মে মথুরা সুজন।
মথুরা রায়ের পুত্র জানকী অগ্রজ,
গীতানাথ ও অমূল্য হয় তদনুজ।
শিবপ্রসাদের পুত্র গৌরচন্দ্র হয়।
গৌরচন্দ্র-সুত কালীপ্রসন্ন জন্মায় ;
তৎসুত ভুবন ও বিরাজ, জনাই।
গঙ্গার, তিলক-সুত বিশ্বেশ্বর পাই।
গৌরীকান্ত-বংশধর রমাকান্ত হয় ;
তৎসুত রামগঙ্গা জনম লভয়।
রামগঙ্গা-সুত রাজ, ধর্ম্মনারায়ণ।
ধর্ম্মের গোবিন্দ, চন্দ্রকুমার নন্দন।

চন্দ্র-সুত সূর্য্যকান্ত, রাজ-সুত হয়—
নীলকণ্ঠ নোয়াখালি বসতি করয়।
রামকেশবের পুত্র রামনারায়ণ;
তৎসুত নরোত্তম সুত কৃষ্ণ হন।
কৃষ্ণমঙ্গলের পুত্র ভৈরব তনয়।
ভৈরবচন্দ্রের কালীকুমার তনয়।
কালীকুমারের পুত্র অটল, অক্ষয়।
অক্ষয়কুমার-সুত কার্ত্তিক, বিজয়,
কনিষ্ঠ তনয় রামনরসিংহ হন।
অটলকুমার হ'তে সুশীল নন্দন।

শাণ্ডিল্যে মনোহরজ সমদ্দার-বংশ।

মনোহর, জিতামিত্র, শ্রীমন্ত, শ্রীপতি,
ভট্টনারায়ণ হতে পুরুষ বিংশতি।
মনোহর সুত অচ্যুত, দৈবকী নন্দন,
জগদীশ, গোপাল ও শেখর নন্দন।
দৈবকী নন্দন নামা দৈব ঘটনায়,
পরিবর্ত্ত রহিতকে বংশজত্ব পায়,
পুত্র তার রামানন্দ আচার্য্য তনয়
ভবদেব সমদ্দার তাহার তনয়।
ভবদেব হ'তে হয় মথুর নন্দন।
মথুরের জগৎ ও রাজীবলোচন।
রাজীবের মুকুন্দ ও জানকীজীবন,
মহাদেব, হরিদেব ও শিব নন্দন।

মুকুন্দরামের পুত্র দুই জন হয়—
রত্নেশ্বর, রামরাম, জনম লভয়।
রত্নেশ্বর-ধর্ম্মপত্নী সুবরণা সতী,
বংশধর জগন্নাথ জনমে সুকৃতি,
তদনুজ রঘুনাথ বলি সবে কয়,
কাশী, শম্ভু, কৃষ্ণনাথ তাঁহার তনয়।
শম্ভুনাথ হ'তে জন্মে গোলোক তনয়,
তাহার তনয় হরকুমার জন্মায়।
হরকুমারের পুত্র ধর্ম্মনারায়ণ,
উপেন্দ্র যাহাকে বলে আত্মীয় স্বজন।

জগন্নাথ সমদ্দার-বংশ।

জগন্নাথ-সুত তিন নরোত্তম জ্যেষ্ঠ,
রাঘব, কমলাকান্ত তাহার কনিষ্ঠ।
রাঘবের পুত্র চন্দ্র, মধু ও কানাই।
চন্দ্রের তনয় পোষ্য হরনাথ পাই।
কমলার ফটিক ও ঈশান আলোক।
আলোকচন্দ্রের জন্মে কামিনী সুলোক।
নরোত্তম স্বধর্ম্মিণী সরস্বতী হন ;
তস্যুৎ রাজ, দ্বীপ রূপ, রাম রন।
দ্বীপচন্দ্র পরিণয় রুক্মিণী মিলিল ;
তৎসুত মহেশ ও রঘু, জগ, ছিল।
মহেশের ধর্ম্মপত্নী জগদম্বা হন,
রাজ, চন্দ্রকুমার ও প্রসন্ন নন্দন।

সোদরা সাবিত্রী দেবী, শ্যামা, কাশী হয়।
সাবিত্রীর গর্ভে রাধাচরণ জন্ময়।
রাজ-জায়া রাসমণি, চন্দ্র জায়া বামা,
রূপেতে অতুলনীয়া গুণে নিরুপমা,
প্রসন্ন আনন্দমণি হয় পরিণয়।
রাজকুমারের শশী, বসন্ত তনয়।
চন্দ্রের যোগেশচন্দ্র, যোগেন্দ্র নন্দন।
যোগেশের পুত্র সত্য ও চিত্তরঞ্জন।
প্রসন্নকুমার পুত্র অশ্বিনী, সুরেন্দ্র,
দেবেন্দ্র, হরেন্দ্র পরে কনিষ্ঠ ফনীন্দ্র।
অশ্বিনীর বংশধর সুধাংশু বিনয়।
দেবেন্দ্র-তনয় উষা বালক জন্ময়।
রঘুমণি-বংশধর বরদা-অগ্রজ,
চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, গণেশ অনুজ।
বরদার পুত্র রস, হর, হেম হন।
দীনেশ, রমেশ হয় গণেশ-নন্দন।
রাজচন্দ্র-সুত গৌর, জয়চন্দ্র হয়।
গৌরচন্দ্র-বংশধর তারিণী জন্ময়,
পুত্র তার চতুষ্টয় রাই হন জ্যেষ্ঠ,
ললিত, গোপাল পর ভূপাল কনিষ্ঠ।
রাইচরণের পুত্র প্রথম মহেন্দ্র,
অমৃত, ক্ষীরোদ, ইন্দ্রলাল ও ধীরেন্দ্র।
ললিতের বিভূতি ও নিকুঞ্জ তনয়।
জয়চন্দ্র-বংশধর রাজেন্দ্র জন্ময়।

রাজেন্দ্র-তনয় জন্মে অমূল্য জীবন।
রামচন্দ্র-সুত মণিচন্দ্র ও মোহন।
মণিচন্দ্র-সুত কালী, সতীশ, অক্ষয়।
মোহনচন্দ্রের পুত্র কুঞ্জচন্দ্র হয়।
কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জ, বনবিহারী নন্দন,
ধন্য জগন্নাথ তব বংশধরগণ,
স্বকুলীনে কন্যাদান স্ববংশে গ্রহণ,
ছিল যার মহাব্রত হতেছে পালন,
কন্যা বিক্রী পরিবর্ত্ত তোমা বংশে নাই,
হবেওনা কোন দিন করুন গোসাঁই।

শিবচরণ সমদ্দার-বংশ।

শিবচরণের পুত্র হয় দুই জন—
রামশরণ ও রামবল্লভ নন্দন।
রামশরণের পুত্র সূর্য্য, গৌরী হন,
কালীকাপ্রসাদ আর বাশীরাম রন।
সূর্য্যদাসে-যশোবন্ত রাজেন্দ্র তনয়।
রাজেন্দ্র-তনয় রামসুন্দর জন্মায়,
অতঃপর রামরাজা, বিষ্ণুর নন্দন।
রামসুন্দরের পুত্র হয় তিন জন—
চন্দ্র, সনাতন, হরমোহন তনয়।
চন্দ্রমোহনের পুত্র রসিক জন্মায়।
রসিকচন্দ্রের জন্মে প্রবোধ নন্দন,
অপর সুবোধ আর জন্মে হারাধন।

সনাতন-সুত সভা ও ভবরঞ্জন।
চিন্তাহরণের পর গোপাল নন্দন।
সভারঞ্জনের হল পুত্র চতুষ্টয়,
জ্ঞান, চিত্ত, সত্য, কালু জনম লভয়।
চিন্তার সত্যেন্দ্র আর ধীরেন্দ্র নন্দন।
হরমোহনের মণি, কামিনীমোহন।
রামরাজা-সুত দীন, অম্বিকাচরণ।
দীননাথ হ'তে প্যারী, কৈলাস নন্দন।
প্যারীমোহনের পুত্র মতিলাল হয়,
অপর গোবিন্দলাল জনমে তনয়।
অম্বিকার পঞ্চ সুত লালু, পঞ্চানন,
উপেন্দ্র, ক্ষীরোদ, দুর্গামোহন নন্দন।
রামকিঙ্করের পুত্র নিত্যানন্দ হয়;
তৎসুত জলধর জনম লভয়।
যশোবন্ত-সুত রামকুমার অগ্রজ,
অতঃপর জনমে নন্দকুমার অনুজ।
নন্দকুমারের পুত্র প্রসন্ন, তারিণী,
দুর্গা, কালী, শ্রীনাথ ও নিশিকান্ত গণি।
কালীকিশোরের পুত্র হৃষিকেশ হয়,
তদনুজ আশুতোষ জনম লভয়।
শ্রীনাথের কেদার ও শীতল নন্দন,
বিরাজ, মাধব আর তুলসীচরণ।
তারিণীর চারি সুত রমণী অগ্রজ,
সুবল, বঙ্কিম আর নিকুঞ্জ অনুজ।

নিশিকান্ত-সুত দুই নগেণ, জিতেন।
প্রসন্নের দুই পুত্র নলিনী, ধীরেন।
গৌরীকান্ত-সুত প্রাণ, তিলক জনময়।
তিলকচন্দ্রের জন্মে হরিশ তনয়।
হরিশের পুত্র উমা, অন্নদা, অক্ষয়।
প্রাণ-সুত তারা, পদ্মলোচন জন্ময়।
তারা-সুত হরনাথ, রজনী জন্ময়।
রজনীর মনো, হরি, বিপিন তনয়।
হরনাথ হ'তে হয় সতীশ নন্দন।
পদ্মলোচনের পুত্র মণিচন্দ্র হন।
মণিচন্দ্র-সুত কালী ও শ্যামাচরণ।
কালীর ভূপেন্দ্র আর জানকী নন্দন।
কালীপ্রসাদের রাধামোহন তনয়;
তৎসুত ভগবান জনম লভয়।
ভগবান-সুত জজ্ঞেশ্বর ও বসন্ত।
জজ্ঞেশ্বর-সুত পার্শ্ব, শ্যামা, সূর্য্যকান্ত।
রমাবল্লভের রাজমোহন প্রপৌত্র,
তাহার গোবিন্দচন্দ্র জনমিল পুত্র।
গোবিন্দচন্দ্রের জন্মে কেশব নন্দন,
বাগদা গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।

জানকীজীবন-বংশ।

জানকীজীবন হ'তে ত্রিপুরুষ গত,
চতুর্থেতে নিম, বিশ্ব, দুই উপনিত।

বিশ্বনাথ-সুত রাধা, দীননাথ হয়।
দীননাথ-সুত অনুকূল জনময়।

মহাদেব সমদ্দার-বংশ।

মহাদেব-সুত চন্দ্রশেখর জন্ময়,
তৎসুত সোণারাম জনম লভয়।
সোণারাম-সুত গঙ্গা আর রামজয়।
গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র জয়চন্দ্র হয়।
জয়চন্দ্র হ'তে সীতা, গোবিন্দ তনয়;
তৎসুত কামিনী ও অশ্বিনী, অক্ষয়।
রামজয় হ'তে কৃষ্ণকিশোর জন্মিল।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র নীলাম্বর ছিল।
নীলাম্বর-সুত তিন নিবারণ জ্যেষ্ঠ,
অতঃপর চন্দ্রনাথ, বসন্ত কনিষ্ঠ।

হরিদেব সমদ্দার—বংশ।

হরিদেব-সুত রামগোপাল জন্ময়,
অতঃপর বলরাম জনম লভয়।
গোপালের বৈদ্যনাথ, বিদ্যা সুত হয়।
বিদ্যাধর হ'তে শিব, শম্ভু জনময়।
শম্ভু-সুত ষষ্ঠী, চণ্ডীচরণ জন্ময়।
ষষ্ঠীচরণের পুত্র নীলকান্ত হয়।
শিব হ'তে রামমণি, ঈশ্বর নন্দন।
ঈশ্বরের পুত্র উমা, শশিকান্ত হন।

উমাকান্ত-সুত কৃষ্ণলাল জনময়।
শশির শ্রীধর আর সুধীর তনয়।
রামমণি হ'তে রাজকুমার নন্দন।
রাজকুমারের পুত্র নলিনীমোহন।

জগৎ সমদ্দার-বংশ।

জগতের মণিরাম জনমে তনয়;
তৎসুত ঘনশ্যাম, রামদাস হয়।
ঘনশ্যাম-সুত রামগঙ্গা, সুধা হয়,
অতঃপর রামানন্দ, দর্পনারায়ণ।
রামগঙ্গা-সুত দুই যুগল, কেবল,
বরদা, কেবল-সুত অতীব সরল।
বরদার কুমুদ ও অশ্বিনী তনয়,
কনিষ্ঠ অনাথবন্ধু জনম লভয়।
দর্পনারায়ণ-সুত হয় দুই জন—
রামজীবন ও রামলোচন নন্দন।
রামজীবনের কালীকুমার তনয়।
কালীকুমারের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়।
রামদাস-বংশধর হয় রামধন।
রামধন হ'তে রামগতি জন্ম লন।
রামগতি-সুত রামদুলাল জন্ময়।
দুলালের রাজ, ইন্দু, কহিনী তনয়।
কহিণীর পুত্র হর, কুঞ্জ, প্রিয়লাল,
রাজকুমারের পুত্র খটু, কৃষ্ণলাল।

বন্দ্য মনোহর-পুত্র গোপাল-বংশ।

গোপালের রঘুনাথ, মথুর নন্দন।
মথুরার কামদেব সুত জন্ম লন।
কামদেব-বংশধর জন্মে রামেশ্বর :
তৎসুত রাম, কৃষ্ণ ও রামশঙ্কর।
শঙ্করের শিবরাম, রামনারায়ণ,
রামভদ্র আর দুর্গাপ্রসাদ নন্দন।
শিব-সুত কৃষ্ণ, নীলমাধব নন্দন।
নীলমাধবের পুত্র নন্দ, রাজ হন।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত কালীকিঙ্কর জন্মায়।
নন্দ-সুত বৃন্দাবন-সুত হর হন।
রাজ হ'তে জগবন্ধু জনমে নন্দন।
রামনারায়ণ-সুত হয় তিন জন—
শ্যামসুন্দরের পর রামানন্দ হন,
অতঃপর রামকান্ত জনমে নন্দন।
রামকান্ত-সুত শম্ভু, গোপী, দ্বীপচন্দ্র,
অতঃপর রাজচন্দ্র আর রূপচন্দ্র।
শম্ভুচন্দ্র-সুত দুর্গাচরণ জন্ময়।
দুর্গা হ'তে উমাকান্ত, রজনী তনয়।
উমাকান্ত-বংশধর কুলচন্দ্র হন।
রজনীর জন্মে বিশ্ব, নকুল নন্দন।
রাজেন্দ্র-তনয় জন্মে পার্ব্বতীচরণ।
পার্ব্বতীচরণ হ'তে শরৎ নন্দন।

শ্যামসুন্দরের কালীচরণ নন্দন,
তাহার অপত্য রাজমোহন সুজন।
রাজমোহনের পুত্র শ্রীমনোমোহন,
অনুজ সুরেন্দ্রচন্দ্র জনমে নন্দন।
রামভদ্র-বংশধর দুই জন হয়—
কাশীনাথ, বিশ্বনাথ জনমে তনয়।
দুর্গাপ্রসাদের পুত্র সদানন্দ হয়,
তাহার তনয় নীলমণি জনময়।
নীলমণি হ'তে দুর্গামোহন নন্দন।
কাশীনাথ-বংশধর ভবানীচরণ।
ভবানীচরণ-সুত বৈকুণ্ঠ জন্ময়।
বৈকুণ্ঠচন্দ্রের হয় যোগেশ তনয়।
কালীকিঙ্করের চণ্ডীচরণ তনয়,
গুরুপ্রসাদ ও হরচরণ জন্ময়।
চণ্ডীচরণের তারাপ্রসন্ন তনয়।
হরচরণের পুত্র জনমে অক্ষয়,
বসতি গদাধরদি অতি মহামতি,
খ্যাতিপন্ন জমিদার আছে জনশ্রুতি।
রঘুনাথ হ'তে রামমাণিক্য তনয়।
রামমাণিক্যের পুত্র তিলক জন্ময়,
অতঃপর দীননাথ জনমে নন্দন।
দীননাথ হ'তে কালীচরণ সুজন,
আরও জনমে শ্যামাচরণ তনয়,
ইহাদের মাদ্রা গ্রামে বাসস্থান হয়।

রামচন্দ্র হ'তে হরিবল্লভ নন্দন।
হরিবল্লভের পুত্র মহাদেব হন।
মহাদেব-সুত রামেশ্বর জনময়;
তৎসুত রাধাকান্ত জনম লভয়।
রাধাকান্ত হ'তে জন্মে প্রসন্ন নন্দন;
তৎসুত সারদা ও অম্বিকাচরণ,
আরও জনমে রামচরণ তনয়,
রঙ্গশ্রী গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।

মনোহর-পুত্র চন্দ্রশেখর-বংশ।

চন্দ্রশেখরের পুত্র রমানাথ হয়,
অপর কমলনারায়ণ জনময়।
কমলের বংশধর রামভদ্র হন
অতঃপর শিবরাম জনমে নন্দন।
শিবরাম-সুত কাশী, রাজীবলোচন,
রামকান্ত, কৃষ্ণরাম, মুকুন্দ নন্দন।
রামলোচনের পুত্র সূর্য্যদেব হন।
সূর্য্যদেব-সুত রঘু, প্রাণনাথ রন।
রঘুনাথ-বংশধর রামচন্দ্র হন,
পদ্মলোচন ও রামলোচন নন্দন।
রামচন্দ্র-বংশধর চন্দ্রনাথ হয়
অপর তিলকচন্দ্র জনমে তনয়।
চন্দ্র-সুত মহেশ ও গোবিন্দ সুজন।
মহেশচন্দ্রের কালীপ্রসন্ন নন্দন।

পদ্মলোচনের পুত্র কমল জন্ময়।
অম্বিকা, অন্নদা, উমা, কমল-তনয়
কৃষ্ণরাম হ'তে দুর্গা, জীবন তনয়।
দুর্গারাম-বংশধর সোণারাম হয়।
সোণারাম-বংশধর গঙ্গারাম হন।
গঙ্গারাম হ'তে শিবশঙ্কর নন্দন।
শিবশঙ্করের পুত্র ত্রিলোচন হয়,
কাশীশচন্দ্র আর কালীকুমার জন্ময়;
কাশীশচন্দ্র হ'তে কৃষ্ণ, বিপিন নন্দন,
কাশীপুর গ্রামে বটে বাসের ভবন।

বাগধা ভট্টাচার্য্য-বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বটে বংশজ প্রধান,
গোপালকৃষ্ণের তিন জনমে সন্তান,
প্রথম দ্বিতীয় তার বাইসারি রন,
তৃতীয় রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য হন,
আচার্য্য বংশের কন্যা করেন গ্রহণ,
তদবধি বাগধায় বাসের ভবন।
রত্নেশ্বর বংশধর শ্রীধর জন্ময়,
তৎসুত রামরাম জনম লভয়।
রামরাম-সুত হয় জয়নারায়ণ,
অপর শ্রীকান্ত, রামহরি জন্ম লন।
রামহরি হ'তে রামকিশোর নন্দন,
কালী, রবি ও আলোক সহোদর হন।

রাধাকান্ত-সুত রামকানাই জন্ময়।
রামকানাইর পুত্র রামচন্দ্র হয়,
অম্বিকা, প্রসন্ন, শ্যামাচরণ নন্দন ;
রামচন্দ্র-বংশধর জন্মে নারায়ণ,
ভুবনমোহন আর শিবকালী হন।
অম্বিকাচরণ-সুত হয় পঞ্চানন।
প্রসন্নের গদাধর জনমে তনয়।
শ্যামার গোবিন্দ আর কার্ত্তিক তনয়।
নারায়ণ-বংশধর কেদার, বিজয়।
ভুবনমোহন হ'তে নকুল তনয়,
শ্রীধর, দেবেন্দ্র আর জনম লভয়।
রমাকান্ত—সুত বিষ্ণু, নবীন জন্ময়।
রামসুন্দরের মধু, মহিমা নন্দন,
বাগধা গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভরদ্বাজ শ্রীহর্ষ-বংশ।

ভরদ্বাজ গোত্র আদি শ্রীহর্ষ জন্ময় ;
তৎসুত ধান্দু, জন, লাল, রাম হয়।
(২) ধান্দু বা শ্রীগর্ভ হন পুরুষ দ্বিতীয় ;
তৎসুত (৩) শ্রীনিবাস পুরুষ তৃতীয়,
৪ আরবের ৫ ত্রিবিক্রম ৬ কাক সাধু সপ্ত,
৮ জলাশয় ৯ বাণেশ্বর, গুই দশ প্রাপ্ত।

১১ মাধবের কোলাহল দ্বাদশ মিলন;
তৎসুত উৎসাহ, গরুড় কুলীন।
উৎসাহ হ'তে জন্মে আয়িত নন্দন,
আর মহাদেব আদি চতুর্দ্দশ জন
আয়িতের উদ্ধব ও লৌলিক নন্দন।
উদ্ধবের পুত্র শিয়ো আর বিকর্ত্তন।
শিয়ো-সুত তিন জন নৃসিংহ, ভাবর,
রামকুমার তৃতীয় অতি মনোহর।
নৃসিংহের বংশধর গর্ভেশ্বর হন,
তাহার মুরারি ওঝা ক্রমে নন্দন;
তৎসুত অনিরুদ্ধ আর বনমালী।
বন-সুত কৃত্তিবাস কবি করে কেলি।
অনিরুদ্ধ-বংশধর লক্ষ্মীধর হন,
পুরুষ একবিংশতি বলিয়া গণন;
তৎসুত দুর্গাবর, ত্রিলোচন, নর,
মনোহর, লোক, কিনু ও কমলাকর;
মনোহর ফুলিয়ায় তিন পুত্র হয়,
সুষেণ, জগদানন্দ, গঙ্গানন্দ কয়।
গঙ্গানন্দ-সুত দুই বাসু, রামাচার্য্য,
রামাচার্য্য-সুত ছয় ঠাকুর ব'লে গ্রাহ্য।
রাঘবেন্দ্র, গোপীনাথ, বিশ্বেশ্বর, কাশী,
গোপাল, পার্ব্বতীনাথ হয় বঙ্গবাসী।
রাঘবেন্দ্র-বংশধর পাঁচ জন হয়—
নীলকণ্ঠ, যাদবেন্দ্র, শ্রীকান্ত তনয়,

মহাদেব ও মাধব অপর নন্দন,
ঠাকুর বংশের কুলে অগ্রগণ্য হন।

নীলকণ্ঠ-পুত্র আট জনের নাম।

গঙ্গাধর, রঘুনাথ, মুকুন্দ, শ্রীধর,
বিষ্ণু, রতি, রাধাকান্ত আর রামেশ্বর।
বিষ্ণুর তনয় রামদেব, নারায়ণ।
রামদেব-সুত শ্যাম, ও কৃষ্ণ জীবন,
সীতারাম, খেলারাম, পাঁচু, জনময়,
অপর কন্দর্প, রাজকিশোর তনয়।
নারায়ণ-বংশধর রামকান্ত আর,
শঙ্কর, মুলুকচাঁদ জনমে কুমার।

রামদেব-সুত শ্যামসুন্দর-বংশ।

শ্যামসুন্দরের রামগোবিন্দ তনয়,
কালীশঙ্কর ও রামকিশোর জন্ময়।
রামকিশোরের পুত্র রামচাঁদ হন,
জগচ্চন্দ্র, কানাই ও আনন্দমোহন।
রামচাঁদ হ'তে রামকেশব তনয়,
বৈকুণ্ঠ ও রামতনু, কমল জন্ময়।
রামকমলের মধুসূদন নন্দন;
তৎসুত নীলরত্ন ও কেশীসূদন,
সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র আর জনমে তনয়,
নিলু সুত শিব, দুর্গা আমগাও রয়।

বৈকুণ্ঠ-তনয় তিন প্রাণকৃষ্ণ বড়,
গোপী ও অনাথবন্ধু হয় অতঃপর।
গোপীকৃষ্ণ-র শশধর গিরীন্দ্র তনয়।
অনাথবন্ধুর পুত্র পাঁচ জন হয়—
উপেন্দ্র, ফটিকচন্দ্র, রমণীরঞ্জন,
অপর গোবিন্দবন্ধু ও চন্দ্রমোহন।
রমণীরঞ্জন-সুত বীরেশ, রমেশ,
অতঃপর জনমিল যোগেশ সুরেশ।
ফটিকচন্দ্রের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস,
অতঃপর হৃষিকেশ মাইজপাড়া বাস।
উপেন্দ্রনাথের জন্মে সত্যেন্দ্র নন্দন,
[illegible]বেন্দ্র, রমেন্দ্র [illegible] কনককান্তি [illegible]ন।
জগৎচন্দ্রের রাধামোহন নন্দন,
লালচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ তাহাপর হন।
রাধামোহনের পুত্র হরচন্দ্র হন,
সোভাবাজারেতে হয় বাসের ভবন।
গোবিন্দের পুত্র রাধা ও রামশঙ্কর,
শিব, গৌরী, বিশ্ব, জয়, ভবানীশঙ্কর।
রাধাকৃষ্ণ সুত প্রাণ, [illegible], হরি হন,
অপর ঠাকুরদাস জনমে নন্দন।
ঠাকুরদাসের রাজকুমার তনয়।
রাজকুমারের পুত্র শ্রীরাম জন্মায়।
শ্রীরামের কালী, হরি, অপূর্ব্ব, বিনয়,
গোপাল, [illegible], [illegible], শ্রীধর তনয়।

গৌরীশঙ্করের উমাশঙ্কর নন্দন,
শিবপ্রসাদ ও ষষ্ঠী বা দুর্গাচরণ।
শিবপ্রসাদের পুত্র আনন্দ, বদন,
রামচন্দ্র গিরিশচন্দ্র, ঈশ্বর, ভুবন।
আনন্দের জন্মে সর্ব্ব, প্রসন্ন নন্দন,
অপর অঘোরনাথ আমগ্রাম রন।
সর্ব্ব-সুত আশুতোষ জনমে নন্দন।
আশু-সুত ঠাকুর ও বিষ্ণু, রমা হন।
অঘোরের পুত্র শ্যামাধব, মন হয়।
প্রসন্নের পুত্র চন্দ্রকুমার জন্ময়।
ভুবনমোহন-সুত গঙ্গা রামদাস;
তৎসুত নীলকান্ত বেলগরে বাস।
বদন-তনয় নব, অম্বিকাচরণ,
কালীকুমার ও কালী আইরল রন।
কালীকুমারের পুত্র মাথন অগ্রজ,
অপর গোবিন্দলাল তাহার অনুজ।
মাথনলালের পুত্র গোপীনাথ হন,
কলিকাতাতে হয় বাসের ভবন।
ঈশ্বরের বিহারী ও অন্নদা নন্দন।
বিহারীলালের পুত্র দীনেশ সুজন।
ষষ্ঠী বা দুর্গার গুরুচরণ নন্দন,
আর ষষ্ঠী, শশী, চন্দ্র ও প্যারীমোহন।
গুরুচরণের পুত্র অভয়াচরণ,
অম্বিকা, অন্নদা আর ভবানীচরণ।

চন্দ্রমোহনের জন্মে বসন্ত সন্তান,
সাতক্ষিরা গ্রামে বটে হয় বাসস্থান।
রামকানাইর পুত্র ঈশান জন্মায়।
ঈশানচন্দ্রের গিরি, হরিশ্চ তনয়।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্র নাম,
নকিপুর গ্রামে বটে হয় বাসধাম।
রাজকিশোরের পুত্র শিবানন্দ হন,
লভিয়ে কেশরকুলি মধ্যদেশ রন।

রামদেব-সুত সীতারাম-বংশ।

সীতারাম-সুত ব্রজকিশোর জন্মায়,
সদাশিব, শুকদেব, রামরাম হয়,
শঙ্কর, বিজয়রাম, রাজচন্দ্র হন,
কৃষ্ণচন্দ্র আর রামলোচন নন্দন।
শুকদেব-সুত হয় একাদশ জন—
কাশী, গোর, শম্ভুচন্দ্র, তারিণীচরণ,
গোপীনাথ, রামজয়, জগতমোহন,
কমলা, তারণ, দুর্গা ও কালীচরণ।
জগমোহনের ব্রজ, স্বরূপ নন্দন।
স্বরূপচন্দ্রের পুত্র উমা, রাধা হন,
মহিমাচন্দ্র ও শ্যামাচরণ জন্মায়।
শ্যামের ফটিকচন্দ্র,অনাথ তনয়।
উমাচরণের পুত্র আশু, কালীধন।
মহিমার পুত্র মধু, ভগবতী হন.

অতঃপর নারায়ণ, জানকী তনয়,
ইহাদের বাসস্থান খোলকেতে হয়।
ভগবতী হ'তে মতি নন্দন প্রবীর।
নারায়ণ-সুত জন্মে সুধীর, অধীর।
মধুসূদনের পুত্র সতীশ জন্ময়,
থাপুরা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
গোপীনাথ-সুত তারাচরণ জন্ময়।
তারাচরণের জন্মে উমেশ তনয়।
তারণ-তনয় নবকান্ত জনময়।
নবকান্ত হ'তে জন্মে বিহারী তনয়।
গৌরসুন্দরের পুত্র হয় চন্দ্রকান্ত,
অপর ঈশানচন্দ্র আর বাণীকান্ত।
ঈশানের হরিষত, অনাথ নন্দন।
বাণীকান্ত-বংশধর প্রিয়নাথ হন।
কালীচরণের পুত্র শিব, উমা, শশী,
শিব সুত অম্বিকা হন বেন্দাগ্রাম বাসী।
অম্বিকার পুত্র ষষ্ঠী। তৎসুত হয়—
মুকুন্দলালের পুত্র জ্যোতীশ জন্ময়।
উমাচরণের মণিমোহন নন্দন,
শশী-সুত জন্মে চন্দ্র, বজ্রযোগী রন।

মহাযোগেশ্বর শুকদেব-সুত শম্ভু-বংশ। ৩২০ পৃঃ

শম্ভু-সুত জয়, কৃষ্ণ, মহেশ, মদন,
নীল, কালী, গৌর, গুরুপ্রসাদ নন্দন।

কালী সুত বিশ্বেশ্বর, ভারত জন্ময়,
তারক, যামিনীকান্ত অপর তনয়।
বিশ্বেশ্বর হ'তে জন্মে গোপাল তনয়,
অপর দীনেশচন্দ্র জনম লভয়
জয়চন্দ্র হ'তে হর, কমল নন্দন,
অনাথ কমল সুত কোন্নগ্রামে রন।
মহেশের শশধর, বিহারী প্রসন্ন,
বিপিন, সতীশ, চন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন।
কালীপ্রসন্নের পুত্র সুরেন্দ্রমোহন,
দ্বিজেন্দ্রনাথের পর ললিত নন্দন।
বিহারীর ব্রহ্মানন্দ জনমে নন্দন
অতঃপর যোগানন্দ কলাকাঠী রন।
প্রসন্নের চারি সুত নালু নিবারণ,
লালমোহন ও ইন্দু কাশীপুর রন।
গুরুপ্রসাদের জন্মে রসিক নন্দন।
মদনের পুত্র হরলাল নিবারণ,
কামাখ্যা, তারক, হরি ও রাজমোহন।
তারপাসা, বজ্রযোগী বাসের ভবন।
গৌরমোহনের পুত্র পঞ্চদশ জন—
শশী, গঙ্গা, প্যারী, রাই, পরেশমোহন,
মথুরা, উপেন্দ্র, রাম, কিশোরী, কামিনী,
ললিত, অন্নদা, রাজ, দৈব, ইন্দ্র, বেণী।
গঙ্গামোহনের পুত্র মোহিনীমোহন,
আউটসাহীতে বটে বাসের ভবন।

মুখ সীতারাম-সুত কৃষ্ণচন্দ্র-বংশ।

কৃষ্ণচন্দ্র-সুত চারি হরিনাথ হন,
রঘুনাথ, রাধানাথ, কানাই নন্দন।
হরিনাথ-বংশধর হয় বার জন—
চন্দ্রনাথ ও ভারত, গোলোক, বদন,
পীতাম্বর, শম্ভুনাথ, কালীকা, আনন্দ,
জগত ও কাশী, শ্যামাচরণ গোবিন্দ।
চন্দ্রনাথ-বংশধর দ্বারিকা, রজনী।
ভারতচন্দ্রের পুত্র ঈশানকে গণি।
ঈশানের বংশধর হয় তিন জন—
বিলাস, শীতল আর শরৎ নন্দন।
দ্বারিকানাথের জন্মে মহেন্দ্র তনয়,
বর্ত্তমান বাসস্থান মানপাশা হয়।
পীতাম্বর-সুত পূর্ণ, প্রসন্ন জন্ময়,
মথুরা ও চন্দ্রকান্ত জনম লভয়।
পূর্ণচন্দ্র হ'তে সত্য, বিপিন নন্দন,
সেনহাটী গ্রামে হয় বাসের ভবন।
বিপিনবিহারী-সুত প্রফুল্ল জন্ময়।
সত্যচরণের জন্মে অমূল্য তনয়।
মথুরার পুত্র হরিবিলাস, অশ্বিনী।
অশ্বিনীকুমার-সুত গৌরচন্দ্র গণি।
গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র পূর্ণচন্দ্র হন,
অগ্রজ বিহারীলাল জনমে নন্দন।

রঘুনাথ-সুত গঙ্গাগোবিন্দ, ঈশান,
নীল, নন্দ, লালচাঁদ, ঈশ্বর সন্তান;
গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র মহেশ জন্ময়,
অপর হারাণচন্দ্র জনমে তনয়।
কনাইর পুত্র শ্যামাচরণ জন্ময়,
কালিদাস, কালী, নীলকমল তনয়,
অতঃপর ভোলানাথ জনমে নন্দন;
কালিদাস-বংশধর অম্বিকাচরণ।
শ্যামাচরণের গুরুপ্রসাদ নন্দন।
গুরু-সুত দীননাথ রামসিদ্ধি হন।
রামলোচনের পুত্র হয় পাঁচ জন—
হরচন্দ্র, গৌরচন্দ্র, রাজীবলোচন,
মদনচন্দ্রের পরে লালচন্দ্র হন।
গৌরচন্দ্র-বংশধর দৈবচন্দ্র হন।

সীতারাম-সুত সদাশিব-বংশ।

সদাশিব-সুত হয় ভবানীশঙ্কর,
রামতনু, গোরাচাঁদ, লক্ষ্মী অতঃপর।
গোরাচাঁদ-সুত জন্মে প্রবোধ, ঈশ্বর,
খরদহ বাসস্থান বিদিত নগর।
ভবানীশঙ্কর সুত রামনারায়ণ,
উমা, রামা আর শ্যামাচরণ নন্দন।
রামনারায়ণ হ'তে বরদা তনয়।
বরদার বাণী, উগ্র, নীলকণ্ঠ হয়,

পঞ্চানন আর উমাশঙ্কর নন্দন,
বাণীকণ্ঠ-সুত জন্মে গিরিজাভূষণ।
উগ্রকণ্ঠ-সুত সিতিকণ্ঠ জনম্বয়,
ইহাদের বাসস্থান চাঁদরাতে হয়।
লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত ঈশ্বর জন্ময়,
দীন ও ফকিরচাঁদ, গোপাল তনয়।
দীননাথ বংশধর নীলাম্বর হন,
ছরাট গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।
ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র হয় দুই জন,
বিষ্ণুচরণের হয় গোলদিং ভবন।
যাদবচন্দ্রের কালীঘাট বাসস্থান,
যাদবের রামচন্দ্র জনমে সন্তান।
করুণাকান্তের হয় রাজাপুর ধাম।
আনন্দবিহারী গ্রাম ডোমসার নাম।
রামধন ও কেদার ও মধুসূদন,
মধুর তনয় আশু কলস্কামি রন।

মুখ সীতারাম—সুত বিজয়-বংশ।

বিজয়রামের পুত্র জগন্নাথ বড়,
হরপ্রসাদ ও রাধাকান্ত অতঃপর।
জগন্নাথ হ'তে গুরুপ্রসাদ নন্দন,
প্রাণ, উমা, গৌরী, গুরু, কাশী, পূর্ণহন।
গুরুপ্রসাদের নীলকমল তনয়,
লোকনাথ, কুল, প্যারী, ঈশ্বর জন্ময়।

ঈশ্বরের সুত চারি নবীন, রাজেন্দ্র,
অতঃপর আশুতোষ জনমে হরেন্দ্র।
নবীনচন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র,
হরেন্দ্রের বংশধর জনমে নগেন্দ্র,
রাজেন্দ্র-সুত হীরেন্দ্র, প্রভাত, কানাই
রেণু ও নগেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ বলাই;
নীলকমলের শশী, রজনী নন্দন
মথুরা, প্রসন্ন রাজ, নিশি, চন্দ্র হন।
শশী-বংশধর চিন্তাহরণ তনয়।
মথুরার শ্রীনাথ ও দেবেন্দ্র তনয়,
নগেন্দ্র, জানকীনাথ, ভোলানাথ হয়,
অনুজ শীতলচন্দ্র জনম নন্দন।
প্রসন্নচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
অমৃত ও হর্ষনাথ আর নিবারণ,
নিশিকান্ত-সুত জ্ঞান, বঙ্কিম তনয়,
রজনীর সুরেশ ও দীনেশ তনয়।
অতঃপর জগদীশ জনমে নন্দন,
চন্দ্রকান্ত-বংশধর হয় পাঁচ জন—
দুর্গাকান্ত, উমাকান্ত সূর্যকান্ত আর,
শ্যামাকান্ত, রমাকান্ত জনমে কুমার।
রাজকুমারের হরকুমার তনয়।
হেমন্তকুমার আর জনম লভয়।
কালীপ্রসাদের পুত্র তারিণী জন্ময়।
তারিণীচরণ সুত জগদীশ হয়।

গৌরিপ্রসাদের জন্মে অন্নদা তনয়,
অন্নদাপ্রসাদ-সুত কালী জনময়,
ধানকোরা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
গুরুর তনয় রাম, সীতা, যদু হন,
রামচরণের জন্মে বিহারী নন্দন,
কাঁচিয়াল গ্রামে বটে বাসের ভবন।
উমাচরণের পুত্র সারদাচরণ।
সারদার জন্মে রাজকুমার নন্দন,
আশুতোষ, পঞ্চানন, অবিনাশ হন,
নিরদ, জুগান আর গাকড়িয়া বন।
হরপ্রসাদের জন্মে অন্নদা তনয়,
শ্রীনাথ ও শিব, উমা, কমল জন্ময়।
শ্রীনাথ-তনয় জন্মে প্রসন্ন সুজন।
প্রসন্নের বিপিন ও ললিত নন্দন।
অন্নদাপ্রসাদ সুত সারদা জন্ময়।
শিবপ্রসাদের পুত্র তিন জন হয় —
তারিণী, প্রসন্ন, কালীচরণ জন্ময়।
তারিণীর পূর্ণ, সীতা, কেবল তনয়।
সীতানাথ বংশধর ললিতমোহন,
অতঃপর হরি, প্যারী জনমে নন্দন।

মুখ সীতারাম-সুত শঙ্কর-বংশ।

শঙ্করের পুত্র চণ্ডীচরণ জন্ময়,
উদয়, ফকিরচাঁদ জনমে তনয়

ফকিরচাঁদের জন্মে শীতল নন্দন।
শীতলচন্দ্রের পুত্র হয় পাঁচ জন—
রজনী, অঘোরনাথ, শরৎ জন্ময়,
অতঃপর পূর্ণচন্দ্র, কামিনী তনয়।
পূর্ণচন্দ্র-সুত হয় ফটিক, নলিনী,
চণ্ডীর তনয় গৌরী, জয়দেব, গণি।
জয়দেব হ'তে হয় অমৃত তনয়।
অমৃতলালের সুত যোগেন্দ্র জন্ময়।
উদয়চাঁদের পুত্র প্রাণনাথ হন,
অপর কমলাকান্ত জনমে নন্দন।
কমলাকান্তের পুত্র তারিণীচরণ,
কাশীচন্দ্র, গৌরীকান্ত, গোলোক নন্দন।
তারিণীর পুত্র রাজবিহারী জন্ময়,
বিক্রমপুরেতে বটে বাস স্থান হয়।

মুখ সীতারাম-সুত রামরাম-বংশ

রাম-সুত লক্ষ্মী, গৌরী, কমলা জন্ময়।
লক্ষ্মীর শ্রীনাথ, ভগবান, রাম হয়।
গৌরীকান্ত-বংশধর জন্মে চন্দ্রকান্ত,
অতঃপর দুর্গাকান্ত আর অন্নকান্ত।
ভগবান-সুত দুর্গা, মদনমোহন,
আদিত্য, আনন্দ, দীননাথ, বৃন্দাবন।
আদিত্যচন্দ্রের পুত্র কামিনী জন্ময়।
দুর্গাচরণের পুত্র অনুকূল হয়।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ,
অপর প্রতাপচন্দ্র, প্যারী, নিবারণ।
প্রতাপের পুত্র রাজমোহন জন্ময়।
দীননাথ হ'তে ব্রজ, গোপাল তনয়।
ব্রজলাল-সুত বনয়ারীলাল হয়,
অগ্রজ মিহিরলাল জনমে তনয়।
রাজচন্দ্র হ'তে হরগোবিন্দ নন্দন।
হরগোবিন্দের পুত্র হয় সাত জন—
জগবন্ধু, জগচ্চন্দ্র, ঈশান, মোহন,
শম্ভুচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, ভারত নন্দন।
জগবন্ধু বংশধর শিবদাস হয়।
শিবদাস-সুত ব্রহ্মানন্দ জনময়।
বসন্ত, বিহারী, শশিভূষণ, নন্দন,
অতঃপর বনমালী বংশধর হন।
ব্রহ্মানন্দ-বংশধর হন কালিদাস।
বিহারীর বংশধর জন্মে দুর্গাদাস।
জগচ্চন্দ্র-সুত দুর্গাচরণ জন্ময়,
অপর মহিমাচন্দ্র জনমে তনয়।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র আশুতোষ হন,
পূর্ণচন্দ্র ও নবীন জনমে নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র বংশধর মতিলাল হন।
মতির কানাইলাল বংশধর হন।
নবীনচন্দ্রের শচ্চীদানন্দ তনয়।
শম্ভুচন্দ্র-বংশধর ভগবান হয়।

ভারতচন্দ্রের জন্মে প্রসন্ন নন্দন,
কুকুটিয়া গ্রামে হয় বাসের ভবন।

মুখ রামদেব—সুত পাঁচু-বংশ।

পাঁচু-সুত মহাদেব, ভৈরব জন্ময়,
আরও জনমে নন্দকুমার তনয়।
মহাদেব-সুত দেবীপ্রসাদ তন্ময়,
তারাচাঁদ, চণ্ডী, দুর্গাপ্রসাদ তনয়,
বিশ্বনাথ আর কালীচরণ নন্দন।
কালী-সুত ব্রহ্মানন্দ, রামচন্দ্র হন।
ব্রহ্মানন্দ-সুত চন্দ্রমোহন জন্ময়,
অপর মহিমাচন্দ্র, কৈলাস তনয়।
রাম-সুত গঙ্গাহরি, প্রতাপ, ঈশ্বর,
বৃন্দাবন, কালী, মধু, শ্রীনাথ, শঙ্কর।
গঙ্গাহরি-বংশধর যামিনী, রমণী।
মধু-সুত শশিকান্ত, সতীশ, কামিনী।
মহিমার বংশধর রসিক অগ্রজ,
অতঃপর নারায়ণ তাহার অনুজ।
কৈলাসের পুত্র নীলরতন জন্মায়,
চন্দ্রমোহনের জন্মে সুরেন্দ্র তনয়।
বিশ্বনাথ-সুত কালাচাঁদ জনময়,
সুন্দরদী, বাকপুর বাসস্থান হয়।
নন্দকুমারের পুত্র কাশীনাথ হন;
তৎসুত জন্মে দুর্গা, পার্ব্বতীচরণ,

অতঃপর আর শ্যামাচরণ জন্মায়,
শ্যামার নেপাল আর গোপাল তনয়।
দুর্গাচরণের বামাকুমার নন্দন,
পুন্দরদী, স্থলগ্রামে বাসের ভবন।
পার্ব্বতীচরণ-সুত রামচন্দ্র হন,
সপর্য্যায় কুল ক'রে পঞ্চসার রন।
ভৈরবচন্দ্রের পুত্র হয় চারি জন—
গৌর, রূপ, হরচন্দ্র ও জগমোহন।
রূপ-সুত ক্ষেত্র, গুরু, অভয়াচরণ।
ক্ষেত্র-সুত যদু, ষষ্ঠী, অমু, রাই হন।
গৌরচন্দ্র-সুত হরি, রামচন্দ্র হয়,
কালীচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস তনয়।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর হয় তিন জন—
নিবারণ, আর শ্যামা, শীতল নন্দন।
নিবারণ-সুত হর্ষনাথ, চন্দ্র হয়,
ভবতারণ ও দীনতারণ তনয়।
শ্যামাচরণের পুত্র সুরেন্দ্র, জ্যোতীন্দ্র,
ভোলানাথ হর্ষনাথ, দিগেন্দ্র, উপেন্দ্র,
চন্দ্রনাথ, সুধাংশু ও নরেন্দ্র তনয়,
খান্দারপাড়ায় বটে বাসস্থান হয়।
শীতল-তনয় রাম, ভরত, লক্ষ্মণ,
অপর আগরটায় বাকাল স্থাপন।
কালী হ'তে মধু আর গোপাল তনয়,
ধলিয়াকোটায় বটে বাসস্থান হয়।

জগমোহনের পুত্র বিশেশ্বর হয়,
অতঃপর গুরুদাস জনমে তনয়।
হরচন্দ্র-সুত কৃষ্ণ, কমলা অন্বয়,
কালীকান্ত, চন্দ্রনাথ, ভারত তনয়।
কালীকান্ত-সুত গুরুচরণ অন্বয়,
ষষ্ঠী, গিরি, শ্রীশ আর প্রসন্ন তনয়।
গুরুচরণের জন্মে যাদব নন্দন,
সারল গ্রামেতে বটে বাসের ভবন।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র জন্মে পঞ্চানন,
হরিদাস, নীলকান্ত, যামিনী নন্দন।
শ্রীশচন্দ্র-সুত নিশি, শরৎ জনম,
নীলচন্দ্র, উমেশ ও সতীশ তনয়।
কৃষ্ণমোহনের পুত্র উমেশ অন্বয়,
অনুজ কেদার, গঙ্গা, শ্যামাকান্ত হয়।
উমেশচন্দ্রের জন্মে মহেন্দ্র নন্দন।
অমৃতলালের পুত্র হয় পাঁচজন—
সীতানাথ, রামলাল, অঘোর নন্দন,
অপর কেশবলাল, শ্যামলাল হন।
চন্দ্রনাথ-বংশধর যজ্ঞেশ্বর হন,
অপর আনন্দচন্দ্র বাগহাট রন।
কমলাকান্তের তারাপ্রসন্ন নন্দন,
কালী, বামা, কুলচন্দ্র, হর, কালীধন।
কালীকান্ত-সুত মধুসূদন অন্বয়,
অপর ত্রৈলোক্যনাথ জনম লভয়।

তারাপ্রসন্নের পুত্র হয় তিন জন—
রসিক, শরৎচন্দ্র, জাহ্নবীচরণ।
রসিকের সুরেন্দ্র ও মণীন্দ্র তনয়।
শরৎচন্দ্রের পুত্র দুই জন হয়—
রমেশ, ক্ষিরোদচন্দ্র জনমে নন্দন,
তারাকুপী গ্রামে বটে বাসের ভবন।

মুখ রামদেব—সুত কন্দর্প-বংশ।

কন্দর্পের পদ্মনাভ, শ্রীকান্ত নন্দন।
শ্রীকান্ত-তনয় চারি ভবানী, লোচন
অতঃপর গৌরী, রামশঙ্কর নন্দন।
ভবানী-তনয়, গঙ্গা রাজনারায়ণ,
রামশঙ্করের পুত্র গুরু, দীন হয়,
সৃষ্টিধর, হরচন্দ্র, কানাই তনয়।
রামকানাইর পুত্র প্রাণনাথ হন।
লোচনের র মধুর মহেন্দ্র নন্দন।
মহেন্দ্রের জন্মে বিপ্রচরণ তনয়;
তৎসুত বঙ্ক, ভূপ, বিপিন জন্ময়।
পদ্মনাভ-সুত হয় বলরাম বড়,
জগন্নাথ, গোকুলনাথ আর বংশধর।
বলরাম-বংশধর রামচন্দ্র হন,
অতঃপর জনমিল অভয়াচরণ।
রামচন্দ্র-বংশধর রামকৃষ্ণ হন,
ঈশ্বর, গোবিন্দচন্দ্র জনমে নন্দন।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র কুমুদিনী হয়,
অপর শীতলচন্দ্র, বরদা তনয়।
শীতলচন্দ্রের পুত্র প্রতাপ, ললিত।
কুমুদিনী সুত হয় যামিনী, তরিত।
ঈশ্বরের গিরিশ ও প্রভাত নন্দন।
রত্নকৃষ্ণ-বংশধর হয় চারি জন—
দ্বারিকা, জানকীনাথ, অম্বিকাচরণ,
আরও জনমে নীলকমল নন্দন।
অম্বিকার প্রিয়নাথ, উপেন্দ্র, অক্ষয়,
তনয়গণের বাস রসুলপুর হয়।
শরৎ, সারদা, মনোরঞ্জন-তনয়,
অতঃপর আর লালমোহন জন্ময়।
জানকীনাথের পুত্র নিশিকান্ত হন।
দ্বারিকার বংশধর হয় ছয় জন—
ত্রৈলোক্য, বরদাকান্ত, সারদাচরণ,
নারায়ণ ও রাজেন্দ্র, অক্ষয় নন্দন।
অভয়াচরণ সুত প্রসন্ন জন্ময়,
অতঃপর জন্মে শশিভূষণ তনয়।
প্রসন্নচন্দ্রের জন্মে প্রহ্লাদ নন্দন,
তাহার অগ্রজ রাজকুমার সুজন।
শশিভূষণের পুত্র আদিত্য জন্মায়,
কিশোরীমোহন আর জনমে তনয়।
জগন্নাথ-বংশধর শম্ভুচন্দ্র হন।
শম্ভুর তারিণী, গুরু, প্রতাপ মদন।

গুরু-সুত কৃষ্ণচন্দ্র, জানকী তনয়।
মদনের জন্মে লালমোহন তনয়।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর হয় চারি জন—
অবিনাশ, কালীপদ, শ্যামাপদ হন,
তদনুজ তারাপদ জনম লভয়,
বাইঘা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
লোকনাথ বংশধর হরচন্দ্র হন,
নাগেশ্বার, চন্দ্রযোগী বাসের ভবন।

রামদেব-সুত কৃষ্ণজীবন-বংশ।

কৃষ্ণজীবনের পুত্র হয় ছয় জন—
জয়গোপাল ও মধুসূদন, মদন,
বাসুদেব, নন্দ, রামগোপাল তনয়।
মধুসূদনের কালীচরণ তনয়।
কালীচরণের কাশী, ঈশ্বর নন্দন,
আর উমাশঙ্কর ও জগতমোহন।
ঈশ্বরচন্দ্রের শ্যামাচরণ নন্দন।
উমাশঙ্করের পুত্র পিতাম্বর হন।
বাসুদেব হ'তে দুর্গাপ্রসাদ নন্দন,
আর চণ্ডীচরণ ও পার্ব্বতীচরণ।
পার্ব্বতীচরণ-সুত আনন্দ জন্ময়।
চণ্ডীচরণের জন্মে ঈশ্বর তনয়।
দুর্গাপ্রসাদের পুত্র জন্মে উমানাথ,
ভগবান, জগচ্চন্দ্র, রাম, চন্দ্রনাথ।

রামগোপালের পুত্র হরিহর হন।
হরিহর-সুত গৌরী, প্রাণনাথ রন।
জয়গোপালের পুত্র কাশীনাথ হয়,
অতঃপর মনোহর জনম লভয়।
মদনগোপাল-সুত রঘুনাথ হন,
হরিনাথ, হরনাথ জনমে নন্দন।
রঘুনাথ হ'তে শিব, আনন্দ তনয়।
হরিনাথ-সুত তিন জনম লভয়,
ঈশ্বর, কৈলাসচন্দ্র, বিষ্ণুচন্দ্র হন।
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মে গোবিন্দ নন্দন,
রামকৃষ্ণ ও নবীন জনমে তনয়।
নবীনচন্দ্রের পুত্র প্রিয়নাথ হয়।

নারায়ণ-পুত্র রামকান্ত-বংশ।

রামকান্ত-সুত রামসুন্দর জন্মায়,
রামকিশোর ও রামকানাই তনয়।
রামসুন্দরের পুত্র জন্মে বৃন্দাবন,
কাশীনাথ, শম্ভুনাথ, হরিনাথ হন।
বৃন্দাবন-সুত রাম, কৃষ্ণ, ভগবান,
ঈশ্বর, স্বরূপ, রাধা, ও শ্যামা সন্তান।
ঈশ্বরের ব্রজনাথ, অনাথ, অমর,
বিলাস, রজনী, শশী, মধু বংশধর।
অমরচাঁদের জন্মে বসন্ত নন্দন,
বিভোগ নামক গ্রামে বাসের ভবন।

ব্রজনাথ-বংশধর সীতানাথ হন,
অতঃপর জন্মে কালীপ্রসন্ন নন্দন।
অনাথবন্ধুর রাজমোহন তনয়,
দক্ষিণারঞ্জন আর অতঃপর হয়।
রাজমোহনের পুত্র বাসুদেব হন,
আর চন্দ্রমোহনও কলসকাঠী রন।
বিলাসচন্দ্রের পুত্র সুরেশ তনয়,
ভাঁরপাশা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর কাশীচন্দ্র হয়,
কান্তচন্দ্র, রঙ্গ, চন্দ্র, মহেশ তনয়।
মহেশের মহিমা ও ভারত নন্দন,
সতীশ, মহিমা সুত অনাথ সুজন।
কান্ত-সুত প্রভাত ও হরিশ, গগন।
হরিশচন্দ্রের জন্মে মহেশ নন্দন।
কাশীচন্দ্র-সুত গিরি, জগদীশ হন,
রসিক, মাধব, দীন ও গুরুতারণ।
রসিকের বৈদ্যনাথ সুরেশ তনয়,
অপর যোগেশচন্দ্র জনম লভয়।
গিরিশ-তনয় আশু, নিরদবরণ,
বীরেশ্বর ও অতুল, খগেন্দ্র নন্দন।
নিরদবরণ-সুত নীলকণ্ঠ হয়।
বীরেশ্বর হ'তে ছয় জনমে তনয়,
বিজয়, মাধব, ইন্দুভূষণ নন্দন,
অনন্ত, বিনয়, বেণী কলসকাঠী রন।

রাসুর তনয় চারি বিশ্বেশ্বর হয়,
রামেশ্বর. রাম, কালীকুমার তনয়।
রামকুমারের চন্দ্রমোহন তনয়,
অপর তনয় রাজমোহন জন্ময়।
চন্দ্রমোহনের পুত্র পূর্ণচন্দ্র হন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর প্রবল, মাখন,
অনুজ প্রভাতচন্দ্র, যদুনাথ হয়।
বিশ্বেশ্বর সুত দুর্গা, প্রতাপ জন্ময়।
রামেশ্বর হ'তে লালু ও প্যারীমোহন,
অনাথ ও নিশিকান্ত বংশধর হন।
কালীকুমারের পুত্র সীতানাথ হয়,
অনুজ বৈকুণ্ঠনাথ জনমে তনয়।
বৈকুণ্ঠনাথের পুত্র কাঙ্গালীচরণ,
কাঁচিয়াল গ্রামে বটে বাসের ভবন।
স্বরূপ-তনয় হরি, উমা জন্ময়।
হরিচরণের জন্মে বিনোদ তনয়।
শ্যামাচরণের জন্মে গোপাল নন্দন,
ফটিক, আনন্দ, দীননাথ জন্ম লন।
ফটিকের হেম, গোবিন্দ, মাখন সন্তান।
আনন্দের পুত্র শশী, নেপাল, হারাণ।
রাধাচরণের রাজবিহারী তনয়,
নবীন, দ্বারকানাথ জনম লভয়।
রাজবিহারীর রায়বিহারী নন্দন।
নবীনের পুত্র শশিভূষণ সুজন।

ভগবান-বংশধর আনন্দ জন্ময়,
অপর ঈশানচন্দ্র জনমে তনয়।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র ললিত, মদন,
অপর জানকীনাথ, যোগেশ নন্দন।
মদনমোহন-সুত সতীশ জন্ময়,
আউটসাহিতে বটে বাসস্থান হয়।

রামকান্ত-সুত রামকিশোর-বংশ।

রামকিশোরের শিবপ্রসাদ নন্দন;
তৎসুত রামরাম, রাজীবলোচন,
ত্রিলোচন আর রাজকুমার নন্দন,
আরও জনম লভে কমললোচন।
রাজীবের বিশ্বচন্দ্র বংশধর হয়।
বিশ্বচন্দ্র-সুত প্যারীমোহন জন্ময়।
কমললোচন সুত চন্দ্রকান্ত হয়,
রাজচন্দ্র, ঈশান ও মথুরা তনয়।
রাজচন্দ্র হ'তে জন্মে শীতল নন্দন।
ত্রিলোচন-সুত গিরি, জগচ্চন্দ্র হন।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র ত্রিপুরা'চরণ,
অতঃপর জটাধর, দীনেশ নন্দন।
জগৎচন্দ্রের পুত্র শশী জনময়,
ইহাদের বাসস্থান কাঁচিয়াল হয়।

মুখ রামকানাই-বংশ।

রামকানাইর পুত্র কৃষ্ণরাম হন,
গঙ্গারাম আর পদ্মলোচন নন্দন,
বৃন্দাবন, জগ, হরমোহন, বিজয়।
পদ্মলোচনের দুর্গা প্রসাদ তনয়।
কৃষ্ণরাম-সুত গৌরীপ্রসাদ তনয়,
তারিণী, আনন্দচন্দ্র, কমল তনয়।
আনন্দের কালাচাঁদ, গিরিশ তনয়।
বিজয়ের-বংশধর নিতাই তনয়।

নারায়ণ-সুত মুল্লুকচাঁদ-বংশ।

মুল্লুকচাঁদের পুত্র গোপাল তনয়,
অতঃপর জনমিল মাণিক তনয়।
গোপাল-তনয় শিব, অন্নদাচরণ,
অতঃপর কৃষ্ণ, হরিপ্রসাদ নন্দন।
কৃষ্ণপ্রসাদের নীলু, কমলা তনয়,
কালী, গুরু, চন্দ্রকান্ত, গোবিন্দ তনয়।
কমলাকান্তের পুত্র ভগবান হন,
আর দীন, কালীবন্ধু জনমে নন্দন।
ভগবান-বংশধর প্রসন্ন তনয়।
কালী হ'তে হরি, হর, অনাথ তনয়,
মধুসূদন ও রাসবিহারী নন্দন,
খলিশাকোটায় বটে বাসের ভবন।

হরবন্ধু-সুত মনমোহন জন্ময়,
পালং নগর মধ্যে বাসস্থান হয়।
অনাথের নিবারণ, নিরঞ্জন তনয়,
হিজলতলা ও নলচিরা বাস হয়।
মধু হ'তে বিধু, হরপ্রসন্ন নন্দন,
উজিরপুরেতে হয় বাসের ভবন।
চন্দ্রকান্ত-সুত নব, ভোলানাথ হন,
গিরিশ ও রাধা, রামকুমার নন্দন।
রামকুমারের পুত্র আনন্দ জন্ময়,
অশ্বিনী, কামিনী বাস চাঁদসীতে হয়।
নবকুমারের পুত্র অম্বিকাচরণ,
অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণ পালং গ্রামে রন। ১
নীলমণি-সুত উদয়চাঁদ জন্ময়।
গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র হরিবন্ধু হয়।
হরিপ্রসাদের পুত্র গঙ্গা, কালী হন।
গঙ্গার ভুবন গিরি, নবীন, রমণ।
নবীনের পুত্র কালীপ্রসন্ন অগ্রজ,
বাগবাজার বসতি বলাই অনুজ।
কালীচরণের পুত্র হয় দুই জন—
প্রসন্নকুমার, শ্যামাচরণ নন্দন।
প্রসন্নকুমার-সুত দ্বারকা জন্ময়।
শ্যামাচরণের রামচরণ তনয়।
শিবচরণের হরচরণ নন্দন,
অতঃপর বীরেশ্বর ভবে জন্ম লন।

হরচরণের পুত্র উমা, শ্যামা হন।
উমাচরণের বামাচরণ নন্দন।
বীরেশ্বর-সুত বিশ্বেশ্বর, রমেশ্বর,
তারক, কেদার, উমেশ্বর, যোগেশ্বর।
বিশ্বেশ্বর-সুত অমৃত ও রামেশ্বর।
তারকেশ্বরের পুত্র হয়. সুরেশ্বর,
অপর ভুবনেশ্বর জনমে তনয়।
রমেশ্বর-সুত কালীচরণ জন্মায়।
কেদারেশ্বরের জন্মে ত্রিপুরা নন্দন,
অতঃপর মুক্তেশ্বর, শৈলেশ্বর হন।
যোগেশ্বর-সুত চারি জ্ঞানেশ্বর হন,
কুমুদ, নীরদ, কিম্বা কালীঘাট জন।
মাণিক-তনয় দেবী, দুর্গা রামরাম,
অপর আনন্দচন্দ্র জন্মে দয়ারাম।
দুর্গাপ্রসাদের গৌরীপ্রসাদ তনয়।
গৌরী-সুত ঈশান ও উমেশ জন্মায়।
গোকুল, রমেশ, হরি জনমে নন্দন।
উমেশচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
মহিমা, প্রসন্ন গুরুচরণ নন্দন।
গোকুলচন্দ্রের পুত্র অন্নদাচরণ,
অপর নরেন্দ্রনাথ, প্রমথ জন্মায়,
কালীঘাট, সানগর বাসস্থান হয়।

নারায়ণ সুত নিমুনামাশঙ্কর-বংশ।

শঙ্কর-তনয় রাম, রাধানাথ হন,
রামনাথ আর কৃষ্ণকিশোর নন্দন।
রামনাথ-সুত রমা, কালীনাথ হয়,
চন্দ্রকান্ত, গঙ্গাকান্ত, জনমে তনয়।
রমানাথ-সুত গৌরীকান্ত, নীলমণি।
কালীনাথ-সুত শিবনাথ, গুণমণি।
শিবের সুরেশচন্দ্র জনমে তনয়।
গঙ্গাকান্ত-বংশধর তিন জন হয়—
রমেশ, তারণচন্দ্র, নবীন নন্দন।
তারণের পুত্র ননী বেণগরে রন।
রাধানাথ-সুত কৃষ্ণনাথ জনময়,
অপর শ্রীনাথ, রামকুমার তনয়।
শ্রীনাথের পুত্র হরিকিশোর জন্ময়,
আরও জনমে নবকুমার তনয়।
হরিকিশোরের রামমোহন নন্দন;
কৃষ্ণনাথ-বংশধর রামরাম হন।
রামকুমারের পুত্র হয় আট জন—
গোলোক, আনন্দচন্দ্র, তারক, মদন,
মহানন্দ, গুরুদাস, শিবচন্দ্র হয়,
অপর দ্বারকানাথ জনমে তনয়।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র নীলকান্ত হন,
কেদার, কমলাকান্ত, শশিকান্ত রন।

নীলকান্ত-বংশধর বিপিন জন্মায়,
কানরগাঁও গ্রামেতে বসতি করয়।
কমলাকান্তের পুত্র দীনবন্ধু হন,
গোলোকবিহারী-সুত হয় চারি জন—
পুলিনবিহারী আর বীরেশ্বর হয়,
অনন্ত, বৈকুণ্ঠনাথ জনমে তনয়।
তারকচন্দ্রের জন্মে প্রসন্ন নন্দন।
রাজেন্দ্র, প্রসন্ন-সুত পালং গ্রামে রন।
মদনগোপাল-সুত উমেশ জন্মায়,
চিন্তাহরণ ও প্রিয়মোহন তনয়।
উমেশের চারুচন্দ্র, যাদব নন্দন।
প্রিয়মোহনের পুত্র রমণীমোহন।
শিব-সুত তরুণ ও করুণা জন্মায়,
অতঃপর পরীক্ষিত জনমে তনয়।
রামচন্দ্র বংশধর একাদশ জন—
দুর্গা, শিব, গৌরী, কালী, মহেশ নন্দন,
রামেশ্বর, হরচন্দ্র, কাশীচন্দ্র হন,
তিলক, আনন্দচন্দ্র, বৈদ্যনাথ রন।
শিবচন্দ্র বংশধর মহেশ জন্মায়।
মহেশচন্দ্রের জন্মে মহিম তনয়।
কালীপ্রসাদের দুর্গাচরণ তনয়,
জগচ্চন্দ্র, গুরুদাস অতঃপর হয়।
জগৎচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ।
হরচন্দ্র বংশধর হয় তিন জন—

কালী, তারাপ্রসন্ন ও অভয়াচরণ।
তারাপ্রসন্নের পুত্র হয় তিন জন—
গিরিজাপ্রসন্ন আর বিরজাপ্রসন্ন,
অতঃপর জনমিল নগজাপ্রসন্ন।
আনন্দচন্দ্রের জন্মে বিপিন তনয়,
প্রতাপকাটিতে বটে বাসস্থান হয়।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র হয় সাত জন—
কালী, হরিকিঙ্কর ও রামনিধি হন,
কালীপ্রসাদ ও রামলোচন তনয়,
অপর তারকচন্দ্র, তিতু জনময়।
কালীকিঙ্করের পুত্র দীনবন্ধু হন।
হরিকিঙ্করের চন্দ্রমোহন নন্দন,
রাসবিহারী ও গুরুচরণ, ঈশান,
পরীক্ষিত আর রাধামাধব সন্তান।
চন্দ্র-সুত বিধু রামভদ্রপুর হয়।
নিধি হ'তে কৈলাস ও ঈশ্বর তনয়।

নীলকণ্ঠ-সুত শ্রীধর ঠাকুর-বংশ।

২৭। শ্রীধর ঠাকুর-সুত হয় তিন জন—
২৮। রামকৃষ্ণ, বাণেশ্বর, রামনারায়ণ।
রামকৃষ্ণ-সুত নন্দ, গুরুদেব হয়, ২৯।
অপর গোবিন্দ, প্রাণবল্লভ জন্ময়।
৩০। প্রাণবল্লভের পুত্র আনন্দী, সুন্দর।
সুন্দররামের পুত্র শ্রীকালীশঙ্কর,

রামহরি, মৃত্যুঞ্জয়, ভবানীচরণ,
কৃষ্ণকান্ত আর চণ্ডী, তারিণীচরণ।
রামহরি-সুত হয় জয়নারায়ণ,
বিজয়নারায়ণ ও ইন্দ্রনারায়ণ।
জয়নারায়ণে-কালীপ্রসাদ নন্দন।
কালীপ্রসাদের পুত্র গোবিন্দমোহন,
হর, রাজ, চন্দ্র, রায়মোহন তনয়।
ইন্দ্রনারায়ণ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র হয়,
গোপীনাথ আর চন্দ্রকুমার, ঈশান।
কৃষ্ণচন্দ্র হ'তে জন্মে কৈলাস সন্তান।
ঈশানচন্দ্রের জন্মে প্রসন্ন নন্দন।
প্রসন্নের পুত্র ননী, সারদা পাতা রন।
কৈলাসচন্দ্রের ফণিভূষণ নন্দন,
তদগ্রজ পূর্ণচন্দ্র আমগাঁও রন।
ভবানীর পুত্র দেবীচরণ জন্মায়।
দেবী হ'তে হর, শিব, ঠাকুর তনয়।
তারিণীপ্রসাদ-সুত হয় উমানাথ,
গিরিজাপ্রসাদ আর জন্মে গৌরীনাথ।
গিরিজার রাম, তারাপ্রসাদ জন্মায়।
তারাপ্রসাদের বাণীপ্রসাদ তনয়।
বাণীপ্রসাদের পূর্ণপ্রসাদ নন্দন,
কৃষ্ণনগরেতে বটে বাসের ভবন।
২৯। শুকদেব-বংশধর সোণারাম হন,
কৃপারাম, পীতাম্বর, নীলমণি রন।

সোণা-পুত্র লোক, দয়া, দীননাথ হন।
লোকনাথ-বংশধর হরিনাথ রন।
হরি হ'তে কৃষ্ণনাথ জনমে নন্দন।
দয়ার ঈশান পুত্র ন'দেবাসী হন।
নীলমণি-বংশধর গোরাচাঁদ হন।
গোরাচাঁদ-সুত জন্মে অন্নদাচরণ।
অন্নদাচরণ-সুত বৈকুণ্ঠ জন্মায়,
উমাকান্ত, চন্দ্রকান্ত তাহার তনয়।
কৃপারাম হ'তে গৌর, মদন জন্মায়,
গৌর-সুত প্রেমচাঁদ, তা হ'তে অক্ষয়।
নন্দ-সুত মল্লুকচাঁদ, লক্ষ্মী, নারায়ণ,
যুগল, কেবল, ব্রজ, জগন্নাথ হন।
জগন্নাথ-সুত লালমোহন জন্মায়,
অতঃপর জন্মে গুরুপ্রসাদ তনয়।
গুরুপ্রসাদের দেবী, জীবন, বদন,
প্রেম, নবী, গঙ্গা, কালী, ঈশ্বর নন্দন।
যুগল-তনয় তারাচাঁদ জনময়।
কেবলরামের পুত্র রামতনু হয়,
রামমোহন, জীবন, নরসিংহ হন।
রামতনু হ'তে জন্মে মহেশ নন্দন।
মহেশচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্রনাথ হয়,
প্রসিদ্ধ মণ্ডলষ্ট্রীটে বসতি করয়॥

মুথ নন্দ-সুত মুল্লুকচাঁদ-বংশ।

৬০। মুল্লুকচাঁদের রামকানাই তনয়,
গোপাল, লোচন, রামপ্রসাদ কুমার।
রামকানাইর পুত্র কমল, শ্রীকান্ত,
নব, রামকুমার ও জন্মে নীলকান্ত।
কমলপ্রসাদ-সুত তারিণীচরণ,
লক্ষ্মীকান্ত আর শ্যামমোহন নন্দন।
শ্যাম-সুত পীতাম্বর তা হ'তে ভুবন।
রামপ্রসাদের জন্মে মহেশ নন্দন,
রাধাকৃষ্ণ আর দেবীপ্রসাদ সুজন।
মহেশের জন্মে রামচরণ নন্দন।
রামচরণের পুত্র আনন্দ হয়।
আনন্দের কৈলাস ও রজনী তনয়,
জানকী, শরৎচন্দ্র, বসন্ত নন্দন।
শ্রীকান্তের উমা, দেব, অম্বিকাচরণ।
দেবীপ্রসাদের পুত্র প্রেমচাঁদ হয়।
প্রেমের মহেন্দ্রনাথ জনমে তনয়।
মহেন্দ্রনাথের শশী, নগেন্দ্র নন্দন।
রামকুমারের পুত্র গিরিশ সুজন।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র যদুনাথ হয়,
কালীঘাট, সানগরে বসতি করয়।

মুখ নন্দ-সুত লক্ষ্মী-বংশ।

৩০। লক্ষ্মীনারায়ণ-সুত রামজয় হন,
কৃষ্ণ, হরি, মাণিক ও সুন্দর নন্দন।
রামজয় হ'তে জন্মে গোবিন্দ নন্দন,
গঙ্গাধর, বিশ্বনাথ ও বংশীবদন।
গঙ্গাধর সুত শ্যাম, রামচাঁদ হয়।
কৃষ্ণ হ'তে রামরত্ন, শ্রীরাম তনয়।
রামরত্ন-সুত দুর্গা, অভয়াচরণ,
রামগোপালের পর দ্বারিকা নন্দন।
অভয়াচরণ-সুত বীরেশ্বর হন।
দুর্গাচরণের পুত্র পূর্ণচন্দ্র রন।
রামগোপালের পুত্র হয় দশ জন—
কালীপদ, বামাপদ, নিরদবরণ,
নীলমণি, কুঞ্জলাল, ভূপতি, অক্ষয়,
বিন্দুলাল, নিবারণ, অন্নদা তনয়।
শ্রীরাম-তনয় মধু, হেরম্ব জন্ময়।
হেরম্বের বংশধর হেমচন্দ্র হয়।
মধুসূদনের পুত্র মহেন্দ্র, অক্ষয়,
অপর প্রসন্ন, হরিমোহন জন্ময়।
মহেন্দ্রের হরি, নন্দ, তুলসী নন্দন,
বরিশাল, শোভাবাজারে বাসের ভবন।
মাণিকের পুত্র আট মদনমোহন,
রামধন, রামনিধি, শ্রীরাম নন্দন,

রামকিশোর, ও কৃষ্ণকিশোর তনয়,
রামমোহন, ও হরগোবিন্দ জন্ময়।
রামমোহনের রাধাবল্লভ নন্দন,
দীনবন্ধু ও বিনোদ, জগবন্ধু হন।
রাধাবল্লভের পুত্র অনুকূল হন।
সুরেশ, বিনোদ-সুত ময়নগর রন।
মদনমোহন-সুত কুশ জনময়।
কুশের ত্রৈলোক্যনাথ, তারিণী তনয়।
রামনিধি-সুত মধুসূদন জন্ময়,
রামকমল ও রামকুমার তনয়।
দীননাথ, চন্দ্রনাথ, জনমে নন্দন,
ক্ষিদিরপুরেতে হয় বাসের ভবন।
রামকুমারের পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়।
মধু-সুত অঘোর ও আশু, মৃত্যুঞ্জয়।
রাজকিশোরের পুত্র উমেশ, ঈশান,
অতঃপর বিষ্ণুচন্দ্র জনমে সন্তান।
বিষ্ণু-সুত দ্বারিকা ও অনুজ যোগেন্দ্র।
দ্বারিকার চারি সুত প্রথম উপেন্দ্র।
সুরেন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ ফণীন্দ্র।
যোগেন্দ্রনাথের পুত্র পটল, যতীন্দ্র।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়,
আরও জনমে কালীপ্রসাদ তনয়।
কালীর তনয় হেমচন্দ্র জনময়।
হেম হ'তে প্রফুল্ল ও প্রবোধ তনয়।

বিশ্বেশ্বর হ'তে নবগোপাল নন্দন,
অখিল, খেলসচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র হন।
অখিলচন্দ্রের পুত্র নিত্য, ননি, ব্রজ,
ক্ষিরোদ, গোপাল হয় সবের অনুজ।
খেলসচন্দ্রের চাঁদ, গোপাল নন্দন,
ক্ষিদিরপুরেতে হয় বাসের ভবন!
হরগোবিন্দের পুত্র দিগম্বর হন,
কুমুদ, জানকী, প্যারীমোহন নন্দন।
দিগম্বর-সুত সত্যচরণ জন্ময়।
জানকীনাথের জন্মে যাদব তনয়।
কুমুদের নীলমণি, রাখাল নন্দন,
অতঃপর জনমিল ললিতমোহন।
প্যারীমোহনের পুত্র হরিপদ হন,
ক্ষিদিরপুরেতে বটে বাসের ভবন।

শ্রীধরঠাকুর-পুত্র বাণেশ্বর-বংশ।

২৮। বাণেশ্বর-সুত নকু, কানু ও ভুবন,
কানুর অপর নাম কৃষ্ণদেব হন।
কৃষ্ণদেব-সুত রামসুন্দর জন্ময়,
বলরাম, তনুরাম, লোচন তনয়,
কাশীনাথ, রঘুনাথ, কানাই নন্দন,
রামচন্দ্র, আর রামকিশোর সুজন।
কাশীনাথ-সুত রামমোহন জন্ময়।
রামমোহনের পুত্র রামগতি হয়,

তাহার জগৎচন্দ্র, ভৈরব নন্দন,
গিরিশ, মহেশচন্দ্র, বৈদ্যনাথ হন।
জগৎচন্দ্রের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়,
অন্নদা, শরৎচন্দ্র, কেদার জন্ময়।
বিশ্বেশ্বর-বংশধর হয় দুই জন—
প্রফুল্ল, অমূল্য আর জনমে নন্দন।
অন্নদাচরণ-সুত দেবেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল তনয় সুরেন্দ্র।
কেদারের পুত্র মনোরঞ্জন জন্ময়,
চবাদি নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।
গিরিশচন্দ্রের চিন্তাহরণ নন্দন,
ললিতমোহন বাস বীরনারায়ণ।

মুখ রতিকান্ত ঠাকুর-বংশ।

রতিকান্ত-বংশধর বাণেশ্বর হন।
বাণের সন্তোষ, প্রাণবল্লভ নন্দন।
প্রাণবল্লভের কালীশঙ্কর তনয়,
শক্তিরাম, হরেকৃষ্ণ, রামরাম হয়,
নরসিংহ ও আনন্দীরাম জনময়।
শক্তিরাম-বংশধর পাঁচ জন হয়—
ব্রজকিশোর ও রামমোহন তনয়,
গৌরী, দেবী আর লালমোহন জন্ময়।
ব্রজ-সুত রঘুমণি কৃষ্ণচন্দ্র হন।
রঘু হ'তে হরিশ্চন্দ্র, আনন্দ নন্দন.

শ্রীনাথ, শ্রীরাম, নবকান্ত জনময়,
নবীন, তারণ, মধুসূদন তনয়।
শ্রীরামের জন্মে লালগোপাল তনয়।
মধুসূদনের পুত্র মহেন্দ্র জন্ময়।
গৌরীচরণের পুত্র গুরুদাস হন,
কালী, তারা, দুর্গা, শিব, বদন নন্দন,
নীলমণি, কালিদাস রামচন্দ্র হন।
দেবী-সুত শিবচন্দ্র, পিতাম্বর রন,
অপব মহেশচন্দ্র, দিগম্বর হয়।
মহেশ-তনয় সীতা, গোপাল জন্ময়।
গোপালের ভূতনাথ, উমেশ, বিজয়।
শিবচন্দ্র-বংশধর তের জন হয়—
শ্রীগোপাল, জগবন্ধু, পূর্ণচন্দ্র হয়,
কালীচরণ ও কালীকিঙ্কর তনয়,
তারণ, বিহারী, রাম, রাখাল জন্ময়,
প্রসন্ন পুরুশোত্তম, উমা, শ্যামা হয়।
লালমোহনের পুত্র হয় দশ জন—
হরচন্দ্র, ভগবান, অভয়াচরণ,
ভৈরব, আনন্দ মধু জয়নারায়ণ,
শ্যামা, হলধর, তারাশঙ্কর নন্দন।
হলের শ্রীনাথ, উমাচরণ তনয়।
ভৈরব-তনয় কালীচরণ জন্ময়।
কালীর অঘোরনাথ জনমে নন্দন,
নেয়ালনপাড়া বটে বাসের ভবন।

আনন্দচন্দ্রের পুত্র সারদা জনময়,
অন্নদা, বরদা, কালীপ্রসন্ন তনয়।
হরেকৃষ্ণ-বংশধর তিন জন হয়—
রামচন্দ্র, শিবচন্দ্র আর রামজয়।
রামচন্দ্র-বংশধর সীতারাম হন,
অতঃপর প্রভুরাম, গঙ্গানারায়ণ।
সীতারাম-সুত মধুসূদন জন্ময়,
অপর প্রতাপচন্দ্র, জলধর হয়।
প্রতাপের যদুনাথ, গিরিশ নন্দন,
উমেশ পুরুষোত্তম কোলড়া ভবন।
উমেশের সাতকড়ি জনমে নন্দন।
শিবচন্দ্র-সুত দাশরথী জন্ম লন।
রামজয়-সুত জন্মে গণেশ, ভবানী,
চন্দ্রশেখর ও রামগোপালকে গণি।
রামগোলের বেণী সারদা তনয়,
অঘোরনাথ ও তারাকুমার জন্ময়।
ভবানীচরণ হ'তে নৃসিংহ নন্দন।
গণেশের বংশধর হয় বার জন—
রামচন্দ্র, জগবন্ধু, গোবিন্দজীবন,
বৈকুণ্ঠ, কাঙ্গালী, শশী ও রামচরণ,
রাধা, উমা ছোট রামচরণ নন্দন,
অপর জানকীনাথ ও রাধাজীবন।
বৈকুণ্ঠচন্দ্রের পুত্র হরিদাস হয়।
রাধাচরণের পুত্র রাজেন্দ্র জন্ময়।

কাঙ্গালীর বামা, শ্যামাচরণ নন্দন।
রামচরণের সত্য, নিরদবরণ।
জগবন্ধু-সুত ব্রজ, বিন্দুলাল হন,
রাধিকা, রাখাল আর হরিদাস রন।
ব্রজলাল-সুত রাম, বলরাম হন,
বাকুলে, হুগলি জিলা বাসের ভবন।
রাধাজীবনের হরিচরণ তনয়।
উমার তনয় সত্যচরণ জন্ময়।
গোবিন্দজীবন-সুত আশুতোষ হন,
বৃন্দাবন, শরৎচন্দ্র ক্ষিদিরপুর রন।
রামরাম-সুত নন্দ, রামনিধি হয়,
অপর গোকুলচন্দ্র জনম লভয়।
রাধাকান্ত-সুত চাঁদ, রাজা, জয়রাম,
রাজা-সুত সুন্দর ও চাঁদ, রামরাম।

২৭। মুখ গঙ্গাধর ঠাকুর-বংশ।

গঙ্গাধর-সুত গোপী, রূপনারায়ণ,
রামভদ্র, রামদেব ও রামজীবন।
গোপীরমণের পুত্র দশ মনোহর,
রামচন্দ্র, রঘুপতি, ~~কৃষ্ণ~~ বা শঙ্কর,
আত্মারাম, শ্রীবল্লভ ও গৌরীচরণ,
গোপাল, প্রাণবল্লভ ও রামচরণ।
রঘুপতি-সুত নিধি, ও রামসুন্দর,
ভবানী ও শিব, দেবী ও রামকিশোর।

নিধিকৃষ্ণ-সুত চণ্ডী ও পদ্মলোচন।
চণ্ডীচরণের কালী, তারিণী নন্দন।
কালীপ্রসাদের পুত্র মহেশ জন্ময়,
কুলদা, উমেশ, পূর্ণ, তারক তনয়।
পূর্ণানন্দ-সুত শিব ও শ্যামাশঙ্কর।
বীরভূম জিলাবাসী গিরিজাশঙ্কর।
তারিণীপ্রসাদ-সুত হয় গঙ্গানন্দ,
জগদা, বিমলা, শ্যাম ও বগলানন্দ।
জগদানন্দের পুত্র কামিনীকুমদ,
শ্যামা, উমা, গৌরী আর কমলাকুমদ।
শ্যামাকুমদের শিবপ্রসাদ জন্ময়,
আরও জনমে জ্যোতিপ্রসাদ তনয়।
গঙ্গানন্দ-বংশধর উপেন্দ্র, মহেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল কুমার দেবেন্দ্র।
বগলানন্দের পুত্র মৃগাঙ্কশেখর,
বিভূতি, অমৃত, সত্য, ললিতশেখর,
অতঃপর সুধা, ইন্দু ও চন্দ্রশেখর,
ভবানীপুরেতে বাস বিদিত নগর।
পদ্মলোচনের পুত্র সারদা অগ্রজ,
অন্নদাপ্রসাদ জন্মে তাহার অনুজ।
সারদাপ্রসাদ-সুত বরদা অগ্রজ,
অতঃপর পরানন্দ জনমে অনুজ।
বরদানন্দের পুত্র অবিনাশ হয়,
অতঃপর অনুকূল অপূর্ব্ব জন্ময়।

ভবানীচরণ-সুত পার্ব্বতীশঙ্কর,
অপর মাণিক জন্মে ও রাধাশঙ্কর।
পার্ব্বতীর পুত্র ক্ষেত্র অপর মদন।
তারাশঙ্করের নীলমাধব নন্দন,
অপর গোপালচন্দ্র জনমে তনয়,
ইঁহাদের বাসস্থান শালি গ্রামে হয়।
গোপালচন্দ্রের পুত্র জগচ্চন্দ্র হন,
বিপিন, বিহারী আর দামোদর রন।
মাণিকের-বংশধর জনমে অক্ষয়,
ছিমহাটি গ্রামে বটে বসতি করয়।
দেবীচরণের পুত্র গোরাচাঁদ হয়।
গোরা-সুত কালিদাস, গোলোক জন্ময়,
নিমচাঁদ, সীতানাথ অপর নন্দন।
নিমচাঁদ-বংশধর ভোলানাথ হন।
ভোলানাথ-সুত নবকুমার জন্ময়।
কালিদাস-বংশধর জনমে অক্ষয়।

গোপীরমণ-সুত গৌরীচরণ-বংশ।

গৌরী-সুত আট জন হরেকৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণ আর সীতারাম,
দুলাল ও ব্রজ, রামকিশোর তনয়।
কৃষ্ণকিঙ্করের জন্ম সর্ব্বশেষে হয়।
ব্রজকিশোরের পুত্র হয় চৌদ্দ জন—
বন নব, কালী, হরি, গঙ্গাহরি হন..

রামচাঁদ, কৃষ্ণ, শিব, রামকৃষ্ণ হন
দয়ারাম ও ভৈরব, গোলোক সুজন,
রুদ্রপ্রসাদ ও রামকানাই নন্দন।
গঙ্গা হ'তে কালীকান্ত ও পদ্মলোচন।
হরেকৃষ্ণ-বংশধর হয় আট জন—
শম্ভু, দেব, নন্দ, শিব, ভবানীচরণ,
গোপাল, গোবিন্দ, রামসুন্দর প্রবীন।
দেবনাথ-সুত দুর্গা, গোবিন্দ, নবীন।
দুর্গাদাস হ'তে জন্মে শ্রীমন্ত তনয়।
শ্রীমন্তের বংশধর রাখাল জন্ময়।
নবীনচন্দ্রের পুত্র প্রসন্ন জন্ময়।
প্রসন্নচন্দ্রের জন্মে যতীন্দ্র তনয়।
গোবিন্দচন্দ্রের কালীপ্রসন্ন নন্দন,
ভগবতী ও রসিক, দীন, হারাধন।
কৃষ্ণচন্দ্র-বংশধর শিবচন্দ্র নাম,
সাতগাছি, চুপিনারা, যশা বাসধাম।
নন্দলাল হ'তে জগমোহন নন্দন।
জগমোহনের পুত্র হয় পাঁচ জন—
জয়, রাজ, নব, নবীকৃষ্ণ ও বিজয়।
জয়কৃষ্ণ-সুত হরমোহন জন্ময়,
প্যারীমোহন ও রাজমোহন নন্দন।
হরমোহনের পুত্র শিবনারায়ণ,
অপর তনয় রাসবিহারী জন্ময়।
শিবনারায়ণ হ'তে অবনী তনয়।

প্যারীমোহনের পুত্র রাজেন্দ্র, মাখন,
অতঃপর চিনিলাল জনমে নন্দন।
রাজার উপাধি প্যারী করেন ধারণ,
উত্তরপাড়ায় বটে বাসের ভবন।
রাজমোহনের পুত্র সুরেশ জন্ময়,
অপর প্রবল আর পরেশ তনয়।
রাজকৃষ্ণ-সুত হরি, বিশ্বেশ্বর, কাশী,
অতঃপর মনোহর উত্তরপাড়া বাসী।
হরিহর-সুত জ্যোৎকুমার জন্ময়।
মনোহর হ'তে জন্মে ধীরেন্দ্র তনয়।
নবকৃষ্ণ-বংশধর সূর্য্যনারায়ণ,
প্রতাপ, পরাণ, হর, রামনারায়ণ।
বিজয়-তনয় শ্যাম, গঙ্গানারায়ণ।
নবীকৃষ্ণ হ'তে জন্মে উপেন্দ্র নন্দন।
হরপ্রসন্নের পুত্র শশাঙ্কমোহন,
রমণী তাহার পুত্র পালং গ্রামে রন।

মুখ গঙ্গাধর-সুত রামভদ্র-বংশ।

রামভদ্র-সুত হরি, শুকদেব হন,
বাসুদেব, জয়দেব, ভুবনমোহন।
হরিদেব হ'তে হয় নিমাই নন্দন।
শুকদেব-সুত শ্যাম, রামকান্ত হন,
অপর হৃদয়রাম জনমে তনয়।
হৃদয়রামের রামমোহন জন্ময়।

রামমোহনের পুত্র গঙ্গানারায়ণ,
অতঃপর নব, রাজকুমার নন্দন।
গঙ্গা-সুত কালীপদ, করালীচরণ,
ত্রৈলোক্যনাথ ও শশিভূষণ, ভুবন,
আরও জনমে মধুসূদন তনয়।
মধুসূদনের পুত্র যজ্ঞেশ্বর হয়,
ভুবনেশ্বর ও রাজরাজেশ্বর হন।
কালীপদ-সুত গৌরী, নিত্য, নন্দ রন।
নিত্যানন্দ-সুত ভব, আশুতোষ হন।
শশী-সুত সিদ্ধেশ্বর, রামেশ্বর রন।
ভুবনমোহন-সুত নবীন জন্ময়,
জিরাট, পোলবা সালখিয়া বাস হয়।
নবকুমারের পুত্র রাখাল, মাখন।
রাজকুমারের পুত্র চন্দ্রনাথ হন,
অনুজ বিহারীলাল জনমে তনয়।
চন্দ্রনাথ-বংশধর নগেন্দ্র জন্ময়।
জয়দেব হ'তে নিমচাঁদ জনময়,
শ্যামবাজারেতে বটে বাসস্থান হয়।

মুখ রামেশ্বর ঠাকুর-বংশ।

রামেশ্বর-বংশধর হয় আট জন—
ষষ্ঠীদাস, রত্নেশ্বর, শিবরাম হন,
রামগোবিন্দের পর হয় কালীশ্বর,
রামশরণ ও রামচন্দ্র, বিশেশ্বর।

শিবরাম-সুত রামগোপাল জন্ময়,
রাধাকৃষ্ণ ও সন্তোষ, গোকুল তনয়।
সন্তোষের বংশধর বিনোদ জন্ময়।
বিনোদের রামরাম, লক্ষ্মণ তনয়।
রামরাম-সুত সাত নন্দ, পঞ্চানন,
রমানাথ, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ হন,
অপর তিলকচন্দ্র, হরচন্দ্র হন।
রামগোপালের রামচরণ নন্দন।
গদাধর, রামহরি, রামনিধি হয়,
কৃষ্ণকান্ত, নফু, দেবী, কেবল তনয়।
গদাধর-সুত পূর্ণ, সদানন্দ হন।
দেবীচরণের পুত্র গৌরী জন্ম লন।
রামহরি-বংশধর মুক্তারাম হয়,
রামতনু, তারাচাঁদ, রমণ জন্মায়,
অপর ঠাকুরদাস জনমে নন্দন,
রামনিধি-সুত সাতু, রামতনু হন।
কৃষ্ণকান্ত-বংশধর মাণিক, ঈশান,
হরিশ, আনন্দ, মধু, গোবিন্দ সন্তান।
মাণিকের বংশধর কালীকৃষ্ণ হন,
অপর দ্বারকা, কালীপ্রসন্ন নন্দন।
দ্বারকানাথের সুত জিতেন্দ্র, অক্ষয়,
কলিকাতা, কালীঘাট বাসস্থান হয়।

মুখ রামেশ্বর-সুত বিশ্বেশ্বর-বংশ।

বিশ্বেশ্বর-সুত কৃষ্ণকান্ত ও বিজয়,
শুকদেব, রামকান্ত, দুলাল, শঙ্কর,
অতঃপর সীতারাম, কেশব জন্ময়।
শুকদেব হ'তে কৃষ্ণ, জানকী তনয়।
জানকীরামের পুত্র রামহরি, জয়,
বলরাম ও ভৈরব জনমে তনয়।
রামজয়-বংশধর ভোলানাথ হন,
অতঃপর রামতনু ও কৃষ্ণজীবন।
কেশব-তনয় কৃষ্ণ, অমরাম হয়,
অতঃপর জনমিল লক্ষ্মণ তনয়।
লক্ষ্মণ-তনয় জন্মে গঙ্গা, রঘুরাম,
কৃপারাম ও মহেশ, শম্ভু, প্রভুরাম।
গঙ্গারাম-বংশধর রামরত্ন হন,
অতঃপর কালীপদ, ধরণী নন্দন।
রামরত্ন বংশধর ভোলানাথ হয়,
গিরিশ, কেদারনাথ জনমে তনয়।
গিরিশের বংশধর মহেন্দ্র জন্ময়।
ভোলানাথ-হ'তে হয় তারক তনয়।
কেদারনাথের জন্মে নগেন্দ্র নন্দন,
কালীপদ-বংশধর যদুনাথ হন।
যদুনাথ সুত হরি, কৃষ্ণ, বিষ্ণুদাস,
গণেশ, কেশবচন্দ্র ও তুলসীদাস।

পুলিন, গণেশ-সুত বিনোদ, নলিন।
হরিদাস-সুত হয় বঙ্কিম বিপিন।
ধরণীর পুত্র রাই, আনন্দ জন্মায়।
আনন্দের পুত্র আশু বাস সিমলায়।
কৃপারাম-সুত হয় ইন্দ্রনারায়ণ,
আর কালী, দুর্গাদাস বেহালায় রন।
ইন্দ্রনারায়ণ হ'তে মহেশ তনয় ;
তৎসুত নারায়ণ, ভূদেব জন্মায়,
অনুজ প্রভাতচন্দ্র জনমে নন্দন।
নারায়ণচন্দ্র-সুত অমরেন্দ্র হন।
কালীকুমারের পুত্র কান্তিচন্দ্র হন।
দুর্গাদাস-সুত রামচন্দ্র, কৃষ্ণধন,
ঈশ্বরচন্দ্র ও রাজকুমার তনয়,
ঈশ্বরের সুত হরিচরণ জন্মায়।
রাজ-সুত শরচ্চন্দ্র, বিনোদ জন্মায়।
শরতের নিরঞ্জন, বিজয় তনয়।
রামচন্দ্র-সুত হরি। কৃষ্ণ-সুত হর,
বাস কালীঘাট, নিমতলা, সানগর।
রামরাম-সুত জন্মে দর্পনারায়ণ,
দেবী, নন্দকুমার ও নন্দনারায়ণ ;
কৃষ্ণরাম-সুত হয় [illegible] নীচরণ,
আর শিবচন্দ্র, কৃষ্ণ[illegible] নন্দন।
কৃষ্ণকিশোরের পুত্র [illegible],
জগৎরাম, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ।

জগৎরাম-বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র হন।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত হয় হরিনারায়ণ,
নীলমণি, হলধর, রামরত্ন হন,
কাশীনাথ, মধু, রামপ্রসাদ নন্দন।
কাশীনাথ সুত রামকানাই জন্মায়,
অতঃপর চন্দ্রনাথ জনমে তনয়।
রামকানাইর জন্মে কেশব তনয়,
আরও গোবিন্দচন্দ্র, ভোলানাথ হয়।
কেশবচন্দ্রের জন্মে হারাণ নন্দন।
হারাণের পুত্র হরি বাগবাজার রন।
গোবিন্দের বংশধর দেবেন্দ্র জন্মায়,
চাতরা গ্রামেতে বটে বাসস্থান হয়।
রাধাকৃষ্ণ-বংশধর হয় গোরাচাঁদ,
অতঃপর পীতাম্বর আর তারাচাঁদ।
গোরাচাঁদ হতে নন্দকুমার নন্দন,
অতঃপর তেজচন্দ্র বাগবাজার রন।
নন্দকুমারের পুত্র জানকী জন্মায়,
অপর পুরুষোত্তম, বটকৃষ্ণ হয়।
তেজচন্দ্র-বংশধর গুরুপদ হন,
বাগবাজারেতে বটে বাসের ভবন।
গঙ্গানারায়ণ-সুত মদনমোহন,
রামধন রাম, কৃষ্ণমোহন নন্দন।
রামমোহনের পুত্র জন্মে কালিদাস।
কালিদাস-বংশধর হয় হরিদাস।

কৃষ্ণমোহনের পুত্র আনন্দ জন্মব,
অপর ঈশ্বরচন্দ্র জনম লভয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের শ্যামাচরণ নন্দন,
শ্যামাচরণের পুত্র দেবেন্দ্রচরণ।
সচ্চিদানন্দ-বংশধর নরোত্তম হন।
নরোত্তম হ'তে পদ্মলোচন নন্দন।
পদ্মলোচনের পুত্র গৌরীকান্ত হয়।
গৌরীকান্ত হ'তে রামকানাই তনয়
তৎসুত কাশীচন্দ্র, মহেশ জন্মায়,
অপর ঈশ্বরচন্দ্র জনমে তনয়।
মহেশচন্দ্রের হরকিশোর নন্দন,
নবকিশোর ও প্যারীমোহন সুজন,
হরকুমার ও কালীপ্রসন্ন জন্মায়,
টেংরাকোপি গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

মুখ মনোহর-সুত জগদানন্দ-বংশ।

জগদানন্দের পুত্র রামভদ্র হয়,
অনুজ অনন্ত, জ্ঞান, প্রসন্ন জন্মায়।
অনন্তের রঘুনাথ, শ্রীহরি নন্দন।
রঘুর পুরুষোত্তম জনমে সুজন।
পুরুষোত্তমের পুত্র হয় দুই জন—
বাণেশ্বর, গঙ্গাধর জনমে নন্দন।
বাণ-সুত রামচন্দ্র ও পদ্মলোচন।
রাম-সুত রাজারাম, মহাদেব হন,

জয়দে[illegible] তনয়।
জ্ঞাতে[illegible]শ্বর জন্মায়।
বলভদ্র-বংশে[illegible] যদুনাথ হন।
যদুর অচ্যুত আর রাজেন্দ্র নন্দন।
রাজ-সুত [illegible] বায়, রামেশ্বর হন।
রঘুনাথ বংশের রামদেব রন।
রামদেব-সুত শুক, নন্দ জনময়।
শুকদেব হ'তে পাচু, গোপাল তনয়।
পাচু-সুত হরিহর, মাধব জন্মায়,
আরও জনমে রামকানাই তনয়।
কানাইর পুত্র কালীকিশোর, রতন;
কালী কিশোরের শ্যামাচরণ নন্দন;
তৎসুত জন্মে হরি [illegible] তনয়।
হরিহর-সুত শি[illegible] জন্মায়।
মাধবচন্দ্রের পুত্র হয় সাত জন—
হরিশ, মহেশ, নীলকমল নন্দন,
[illegible]কমল ও শ্যামাচরণ নন্দন,
অপর আনন্দচন্দ্র, জয়নারায়ণ।
হরিশ-তনয় জন্মে মহিম, মোহন।
মহেশের পুত্র রাম, হরেকৃষ্ণ হন।
রামচরণের পুত্র চন্দ্রকান্ত হন,
যোগেন্দ্র, বিহারীলাল জিবাটীতে রন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিশ্বেশ্বর গোষ্ঠী বলরাম-বংশ।

ফুলিয়ায় বিশো-সুত গোবিন্দ ঠাকুর;
তৎসুত বলরাম ও রুদ্র ঠাকুর,
অতঃপর জনার্দ্দন জনম লভয়।
বলরাম ঠাকুরের চারি পুত্র হয়—
ভৃগুরাম, জয়রাম, রামনারায়ণ,
আরও জনমে রঘুনন্দন নন্দন।
রঘুনন্দনের পুত্র হয় চারি জন—
জগন্নাথ, দুর্গারাম, নন্দরাম হন,
অপর তনয় রামগোপাল জন্মায়।
জগন্নাথ-বংশধর পাঁচ জন হয়—
নৃসিংহ, আনন্দীরাম, বিনোদ নন্দন,
রামপ্রসাদের পর রামকৃষ্ণ হন।
নৃসিংহ-তনয় তিন রামহরি বড়,
রামলোচন ও রামসুন্দর সোদর।
রামলোচনের পুত্র হয় সাত জন—
গুরুপ্রসাদ ও চণ্ডী, রামদেব হন,
কৃষ্ণমোহনের পর ধর্ম্মনারায়ণ,
বৈদ্যনাথ, রামধন জনমে নন্দন।

রামলোচন-সুত গুরুপ্রসাদ-বংশ।

গুরুপ্রসাদের পুত্র রামচন্দ্র হন,
বিশ্বনাথ আর নীলকমল নন্দন।
রামচন্দ্র হ'তে দুর্গাচরণ জন্মায়।
দুর্গাচরণের পুত্র ছয় জন হয়—
বসন্ত, শরৎচন্দ্র, অশ্বিনী নন্দন,
নিবারণ, বিশ্বেশ্বর, সারদাচরণ।
বসন্ত-অপত্য কালী, কেদার জন্মায়,
সিদ্ধেশ্বর, জনার্দ্দন, রতন তনয়।
নিবারণ-বংশধর অগ্রজ জিতেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল কুমার ধীরেন্দ্র,
ইহাদের বাসস্থান হয় কাশীপুর।
নীলকমলের পুত্র কাশী ও মথুর।
মথুরার তিন সুত তারিণী অগ্রজ,
দুর্গাকুমারের পর কালী তদনুজ।
তারিণীচরণ সুত দেবেন্দ্র, গগন।
দুর্গা'র তনয় ভব গাকড়িয়া রন।

মুখ রামলোচন-সুত ব্রজ-বংশ।

ব্রজমোহনের পুত্র দীননাথ হয়,
রামবিহারী ও দীনবন্ধু জনময়।
দীননাথ-বংশধর সীতানাথ হন।
বন্ধু হ'তে কাশী, উমাচরণ নন্দন,

বক্রেশ্বর, কালী, হরি ও কালীচরণ।
কালীচরণের হয় মুকুন্দ নন্দন,
বিপিনবিহারী, কুঞ্জ আর জন্ম ক্লন।
রাসবিহারীর পুত্র জন্মে কালাধন,
অতঃপর নন্দলাল জনমে নন্দন,
শোলক নামক গ্রামে বাসের ভবন।
নন্দের চন্দ্রকুমার ও সূর্য্য তনয়,
মানপাসা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

রঘুনন্দন-সুত দুর্গারাম-বংশ।

দুর্গারাম হতে রামপ্রসাদ জন্ময়,
রামচন্দ্র, শ্যামা, রামশরণ তনয়।
রামচন্দ্র হ'তে রামদুলাল নন্দন,
বিশ্বনাথ, নীলমনি, কৃষ্ণ, বিষ্ণু হন।
দুলাল-তনয় হরি, সূর্য্যনারায়ণ,
বাঞ্ছারাম, মৃত্যুঞ্জয়, রাজনারায়ণ।
হরিনারায়ণ-সুত হয় চারি জন—
হারাণ, ভারত, কাশী, হরানন্দ হন।
হারাণচন্দ্রের পুত্র তারক জন্ময়।
হরানন্দ হ'তে চন্দ্রকুমার তনয়;
অশ্বিনীকুমার জন্মে তাহার নন্দন,
কোরামারা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
কাশীনাথ হ'তে গঙ্গাচরণ নন্দন;
তাহার তনয় হয় শ্রীমধুসূদন,

মুকুন্দ, রমেশচন্দ্র, নয়নারায়ণ,
কাশীপুর, রূপাতলী বাসের ভবন।
মৃত্যুঞ্জয়-বংশধর পীতাম্বর হয়;
তৎসুত বিশ্বাম্ভর জনম লভয়।
বিশ্বাম্ভর-সুত শশিভূষণ তনয়,
কাঁঠাপাড়া গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

বলরাম সুত ভৃগুরাম-বংশ।

ভৃগুরাম সুত কৃষ্ণ, গঙ্গা, রামরাম,
অপর সুন্দররাম ও অযোধ্যারাম।
কৃষ্ণরাম বংশধর রামেন্দ্র, উদয়,
রামকান্ত, নন্দ, গৌরীচরণ তনয়,
অপর ভবানী, গঙ্গাপ্রসাদ নন্দন,
মনোহর, কৃপারাম ও পদ্মলোচন।
গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র রামগতি হন,
হরি, দেবী, কালী, চণ্ডীপ্রসাদ নন্দন,
রঘুনাথ আর শিবপ্রসাদ তনয়,
আরও জনমে রামকানাই তনয়।
রামগতি-সুত রাধামোহন তনয়,
হৃদয়, গোপালকৃষ্ণ, জগচ্চন্দ্র হয়,
ভৈরব, গোলোকচন্দ্র, লোকনাথ হন,
কালীবর, শঙ্কর, রামসুন্দর নন্দন।
ভৈরবচন্দ্রের পুত্র মহেশ তনয়।
মহেশের কালী, উমাচরণ তনয়।

কালীচরণের পুত্র নরনারায়ণ,
অপর অনন্তরাম ও মধুসূদন।
লোকনাথ-সুত শশিভূষণ জন্মায়,
হরচন্দ্র, মহানন্দ, ফটিক তনয়,
অতঃপর কালাচাঁদ ও চন্দ্রমোহন,
নবীনচন্দ্র ও হরিমোহন নন্দন।
শশিভূষণের পুত্র রসিক, উমেশ,
অপর জনমলয় তনয় যোগেশ।
যোগেশের বংশধর সুশীল জন্মায়।
উমেশচন্দ্রের জন্মে অশীত তনয়।
রসিকচন্দ্রের পুত্র নীলমণি হয়,
রূপাতলী গ্রামে বটে বসতি করয়।
মহানন্দ বংশধর নিশিকান্ত হন,
আর রাজকুমার ও অনাথ নন্দন।
নিশিকান্ত-সুত হয় জ্ঞানদারঞ্জন,
অপর সারদা আর বরদাচরণ।
রামসুন্দরের পুত্র দীনবন্ধু হন,
কালীকান্ত, প্যারী আর হরিশ নন্দন।
হরিশের নবীন ও মোক্ষদা নন্দন।
গোলোকের ব্রজ, হরি ও জগমোহন।
জগমোহনের পুত্র নীলকান্ত হন,
আরও জনমে শশিভূষণ নন্দন।
শশিভূষণের পুত্র কামাক্ষ্যা সুজন,
মাখন ও মতিলাল শ্রীহরিমোহন।

কামাক্ষ্যার পুত্র ক্ষেত্রমোহন জন্মায়,
অপর সতীশচন্দ্র জনমে তনয়।
হরিমোহনের পুত্র কেদার অগ্রজ,
অতঃপর জনমিল নেপাল অনুজ।
নীলকান্ত হ'তে হয় নৃপেন্দ্র নন্দন,
ইছাপুরা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
রামকানাইর পুত্র জগবন্ধু হয়।
জগবন্ধু হ'তে জন্মে রোহিণী তনয়।
রোহিণীকান্তের পুত্র মতিলাল হন,
হরি, হীরালাল আর পালং গ্রামে রন।

গোবিন্দ-সুত রুদ্র ঠাকুর-বংশ।

রুদ্র-সুত রাধা, শিব, রূপ, রাম হন।
রূপনারায়ণ সুত কৃষ্ণচন্দ্র রন।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রাজারাম জনময়,
তৎসুত শিবরাম জনমে তনয়।
শিবরাম হ'তে রামকিশোর নন্দন।
রামকিশোরের পুত্র রাধাকৃষ্ণ হন।
রাধাকৃষ্ণ-বংশধর আনন্দ জন্মায়।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র তিন জন হয়—
চন্দ্র, কালী আর শশিকুমার নন্দন।
চন্দ্রকুমারের পুত্র জন্মে রামধন।
শশির তনয় রাসবিহারী জন্মায়,
অপর পোটক, লালু নলচিরা রয়।

মুখ গোপীনাথ-সুত কৃষ্ণঠাকুর-বংশ।

গোপীনাথ-বংশধর হয় দুই জন—
গোবিন্দ ঠাকুর, কৃষ্ণ ঠাকুর নন্দন।
কৃষ্ণঠাকুরের রাধাবল্লভ নন্দন,
রামচন্দ্র, রাধাকান্ত, রূপনারায়ণ।
রামচন্দ্র-বংশধর অভিরাম হন,
ঘনশ্যাম, রাজারাম, কন্দর্প নন্দন।
অভিরাম-বংশধর অনন্ত জন্মায়।
অনন্তরামের রামকানাই তনয়,
রামকিশোর ও রামসুন্দর নন্দন।
রামকানাইর পুত্র রামনারায়ণ।
রামনারায়ণ হ'তে ভৈরব নন্দন,
তাহার তনয় শ্যামা, পার্ব্বতীচরণ।
শ্যামাচরণের পুত্র কালীপদ হয়,
শরচ্চন্দ্র ও অরুণ, গোপাল তনয়।
পার্ব্বতীচরণ-সুত যুগল জন্মায়,
ভূদেব, সুরেন্দ্র, শিবপ্রসাদ তনয়।
ঘনশ্যাম-সুত সীতা, অযোধ্যা জন্মায়।
অযোধ্যারামের কালী, কমলা তনয়।
কালীশঙ্করের পুত্র জন্মে কাশীনাথ,
অতঃপর রাধানাথ আর বিশ্বনাথ।
কমলাকান্তের পুত্র তারাচাঁদ হন,
দুর্গাচরণ ও গুরুচরণ নন্দন।

সীতারাম-বংশধর হয় রামজয়,
রামজয়-সুত কৃষ্ণ, শ্রীনাথ জন্ময়।
কৃষ্ণানন্দ-বংশধর রাজনারায়ণ,
নসিরাম, হীরালাল অপর নন্দন।
নসিরাম-সুত হরিপ্রসন্ন জন্ময়,
আর চন্দ্রভূষণ ও জনমে তনয়।
রাজনারায়ণ-সুত কালীনাথ হন,
অতঃপর রামনাথ শান্তিপুর রন।
কন্দর্পের বংশধর রামবাস্তু হন,
মনোহর, মুক্তারাম জনমে নন্দন।
রামকান্ত-সুত রামকানাই জন্ময়,
জগন্নাথ আর রামকমল তনয়।
জগন্নাথ হ'তে রামরতন নন্দন,
অতঃপর বনমালী ভবে জন্ম লন।
রামরতনের প্রাণবল্লভ তনয়,
অতঃপর দীননাথ, রামনাথ হয়।
দীননাথ-বংশধর শরচ্চন্দ্র হয়,
বসন্তকুমার আর জনম লভয়।
মনোহর-বংশধর জয়নারায়ণ,
হরানন্দ, রাম, শিবপ্রসাদ নন্দন,
রাজীবলোচন, কৃষ্ণ, ধর্ম্মনারায়ণ,
রামধন, শম্ভু, রামমোহন নন্দন।
হরানন্দ-বংশধর কালীপদ হন,
অপর আনন্দচন্দ্র বরিয়াটি রন।

কৃষ্ণ ঠাকুর-সুত রাধাকান্ত-বংশ।

রাধাকান্ত হ'তে হয় শ্রীরাম তনয়,
অপর সন্তোষরাম, জয়রাম হয়।
শ্রীরাম তনয় রামরাঘব জন্ময়,
আর শ্যামা, কাশীশ্বর জনম লভয়।
রামরাঘবের পুত্র শিব, কালী হন,
রামচন্দ্র, গঙ্গাধর, মৃত্যুঞ্জয় রন।
শিবচরণের মধুসূদন তনয়।
মধুর তনয় দুর্গাচরণ জন্ময়;
তৎসুত পূর্ণচন্দ্র, রাজ, কালী হন,
চন্দ্র, হরি, শশী আর রজনী নন্দন।
পূর্ণচন্দ্র-বংশধর জিতেন্দ্র জন্ময়।
জিতেন্দ্রনাথের জন্মে শ্রীধর তনয়।
চন্দ্রকুমারের সুত জনমে উপেন্দ্র,
অপর তনয় রাসবিহারী, জ্যোতিন্দ্র।
হরিচরণের সুত সুরেন্দ্র জন্ময়।
রাজকুমারের পুত্র নন্দ ও অক্ষয়,
আর কুঞ্জ ও রোহিণী জনমে নন্দন,
ইঁহা ও দেহেরগাতি বাসের ভবন।

মুখ শ্রীরাম-সুত কাশীশ্বর-বংশ

কাশীশ্বর সুত পদ্ম, রাধানাথ হন,
গোপাল, সুন্দর, রামকুমার নন্দন।

রাধানাথ হ'তে রামকুমার নন্দন
রামধন, পদ্ম, রামসুন্দর, লোচন।
রামসুন্দরের পুত্র লোকনাথ হয়,
জনার্দ্দন আর গঙ্গা, গোবিন্দ তনয়।
রামধন-বংশধর রামচন্দ্র হন,
অপর মহেশচন্দ্র জনমে নন্দন।
মহেশচন্দ্রের পুত্র রজনী জন্ময়,
অপর প্রসন্নচন্দ্র, বসন্ত তনয়।
রজনীনাথের সুত উপেন্দ্র অনুজ,
নিবারণচন্দ্র জন্মে তাহার অগ্রজ।
নিবারণচন্দ্র-সুত মুকুন্দ জন্ময়।
বসন্তকুমার হ'তে জানকী তনয়।
প্রসন্নের কালী, হরিপদ জনময়,
হিজলতলা ও বিরভূমে বাসহয়।
গোপালচন্দ্রের শিবপ্রসাদ তনয়,
শিবপ্রসাদের কৃষ্ণপ্রসাদ জন্ময়।
কৃষ্ণপ্রসাদের বিষ্ণুচরণ নন্দন।
বিষ্ণুর হরিশচন্দ্র বংশধর হন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র প্রসন্ন জন্ময়;
তাহা হ'তে চন্দ্রনাথ, প্রমথ তনয়।
কালীচরণের গৌর, শ্রীকান্ত তনয়।
শ্রীকান্ত-তনয় গৌরীচরণ জন্ময়।
গৌরীচরণের জন্মে আনন্দ নন্দন,
গারুড়িয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।

জয়রাম-সুত হরি, রাম, গঙ্গা হন।
হরিপ্রসাদের পুত্র বিশ্বেশ্বর রন।
বিশ্বেশ্বর-বংশধর জগন্নাথ হন।
জগতের দীননাথ, নবীন নন্দন।
নবীনচন্দ্রের পুত্র তারক জন্মায়।
তারকচন্দ্রের পুত্র চারি জন হয়—
কালীপদ, ইন্দু, সত্যভূষণ, অক্ষয়,
রহমতপুর বটে বাসস্থান হয়।
দীননাথ হ'তে জন্মে অমৃত নন্দন,
হাবেলী, কারাপারায় বাসের ভবন।

মুগ রূপনারায়ণ-বংশ।

রূপনারায়ণ-সুত হরি, রতি, রাম,
বসুদেব ও অনন্ত, বেনু, রাজারাম,
রামবল্লভ, প্রতাপ, ইন্দ্রনারায়ণ,
রামনারায়ণ, আর নরনারায়ণ।
হরিরাম-সুত রামকিশোর জন্ময়,
রামনাথ, কৃষ্ণরাম জনমে তনয়।
রামনাথ হ'তে রামশঙ্কর নন্দন,
আরও জনমে রামরত্ন, পঞ্চানন।
পঞ্চানন-সুত গোপী, কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
গোপী-সুত কালী, জয়চন্দ্র জনময়।
জয়চন্দ্র-বংশধর তারিণীচরণ,
ঈশান, প্রসন্ন, কালীকুমার নন্দন।

ঈশানের পুত্র রাম, সারদাচরণ,
হরি, শ্যাম, দুর্গা আর বরদাচরণ।
তারিণী-তনয় রাইচরণ জন্মায়।
কালীকুমারের জন্মে ললিত তনয়।
কাশীনাথ-বংশধর হরচন্দ্র হন।
হরচন্দ্র-সুত পূর্ণচন্দ্র জন্ম লন,
অপর আনন্দচন্দ্র আর সনাতন।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র চন্দ্র, রাজ হন।
চন্দ্র-সুত স্বর্ণ, সূর্য্যকুমার জন্মায়।
সূর্য্যকুমারের পুত্র হরলাল হয়।
রাজকুমারের জন্মে উমেশ নন্দন,
অপর নরেন্দ্রচন্দ্র ও কালীরঞ্জন।
সনাতন হ'তে জন্মে গোপাল নন্দন,
দ্বিতীয় তনয় তাঁর অনুকূল হন।
গোপালচন্দ্রের পুত্র হয় পাঁচ জন—
রমেশ, গোবিন্দচন্দ্র ও মনোমোহন,
অতঃপর কালচাঁদ, খোকাই জন্মায়,
কাশীপুর গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
কৃষ্ণদাস বংশধর নীলকণ্ঠ হয়,
উঁহার [illegible] নন্দদুলাল তনয়,
[illegible] জন্মে রামমাণিক্য নন্দন।
ন[illegible] লক্ষ্মণ ও কান্তিনারায়ণ।
[illegible]-সুত রামচাঁদ হয়;
[illegible] নন্দ জনম লভয়।

পরমানন্দের কালীকুমার নন্দন।
কালীকুমারের পুত্র রেবতীমোহন,
অতঃপর জনমিল অসীত রঞ্জন,
নরিয়া গ্রামেতে ঘটে বাসের ভঞ্জন।
শ্রীধর-তনয় রামমোহন, অমর।
কিশোর-তনয় জয়, ধন, রাম, নর।
রামজয়-সুত ব্রজ, অভয়াচরণ,
মাধবচন্দ্র ও রামসুন্দর নন্দন।
রামসুন্দরের পুত্র জগবন্ধু হয়,
আর জন্মে দীনবন্ধু, ঈশ্বর তনয়।
জগবন্ধু হ'তে কালীমোহন নন্দন।
দীনবন্ধু-সুত রাম, শশিকান্ত হন,
প্রতাপ, রঞ্জনীকান্ত, যামিনী তনয়।
ঈশ্বরের পুত্র মধু, আনন্দ জন্ময়।
ব্রজসুন্দরের পুত্র প্যারী জনময়,
হরমোহন ও গোপী গাঙ্গুড়িয়া রয়।
রামনাথ-সুত রামজগন্নাথ হন,
শঙ্কর সন্তোষ, পাঁচু, রামরত্ন রন।
রামশঙ্করের পুত্র শম্ভুচন্দ্র হয়।
শম্ভু হতে জগচ্চন্দ্র, কানাই জন্ময়।
কানাইর পুত্র রাজ, আনন্দমোহন,
হরমোহন ও কালীমোহন নন্দন।
জগচ্চন্দ্রের পুত্র স্বরূপ জন্ময়;
তাহার রজনীকান্ত, সারদা তনয়।

পাঁচু-সুত গোপী, রাজকিশোর জন্মায় ;
তৎসুত কাশীনাথ, বিশ্বনাথ হয়।
রামরত্ন-বংশধর রাজচন্দ্র হয় ;
তৎসুত সদাশিব জনম লভয়।
জগন্নাথ হ'তে গঙ্গাপ্রসাদ নন্দন।
গঙ্গা-সুত স্বরূপ ও ভগবান হন॥
হরমোহনের পুত্র শরৎ জন্মায়,
অবিনাশ, মহেশচন্দ্র জনম লভয়।
শরৎচন্দ্রের পুত্র হর্ষনাথ হন,
আর তারা, হরি, বিধুভূষণ নন্দন।
কালীমোহনের জন্মে যোগেশ তনয় ;
তৎসুত রমণী ও সুরেন্দ্র জন্মায়।
রঘুদেব হ'তে জন্মে বৈষ্ণব তনয়,
অতঃপর রামনিধি জনম লভয়।
রামনিধি হ'তে জন্মে গোলোক নন্দন।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র মহিমা সুজন।
মহিমাচন্দ্রের নন্দকুমার তনয়,
অপর ফটিকচন্দ্র জনম লভয়।
নন্দকুমারের পুত্র কার্ত্তিক, অক্ষয়,
আধুনা নামক গ্রামে বাসস্থান হয়।

রূপ-সুত রাজারাম-বংশ।

রাজা-সুত কাশী, প্রাণ, রামকৃষ্ণ হন,
রামনাথ, শরণ ও জয়নারায়ণ।

রামকৃষ্ণ-সুত হরি, শিব, জয় হয়।
হরিশচন্দ্রের পুত্র তিলক জন্ময়,
কালাচাঁদ, বঙ্গচন্দ্র জনমে নন্দন,
অতঃপর জনমিল জগত্মোহন।
তিলকচন্দ্রের কালীপ্রসন্ন নন্দন,
ঈশান ও মধু, শশী, বিষ্ণুচন্দ্র হন।
ঈশানচন্দ্রের পুত্র কুল, গঙ্গা হয়।
কুলচন্দ্র হ'তে জন্মে শরৎ তনয়।
মধুর তনয় যদু, গোপাল জন্ময়,
কাকুরকাঠীতে বটে বাসস্থান হয়।
শশিভূষণের পুত্র চন্দ্রনাথ হন;
তৎসুত মতিলাল, প্রসন্ন নন্দন।
প্রসন্নের পুত্র ষষ্ঠী, ঠাকুর জন্ময়।
জুরাণ, মতির পুত্র কুলকাঠী রয়।
জয়নারায়ণে-রামশঙ্কর নন্দন,
কিশোর, সুন্দর, রামকান্ত জন্ম লন।
রামশরণের পুত্র দেবনারায়ণ,
রাজ, প্রেমনারায়ণ, সন্তোষ নন্দন।
সন্তোষ-তনয় শম্ভু, কীর্ত্তিনারায়ণ।
রাজ-সুত গঙ্গা আর ধর্ম্মনারায়ণ।
প্রাণ-সুত গতিকৃষ্ণ, যুগল জন্ময়।
জগমোহনের কালী, পার্ব্বতী তনয়।
রামরাম-সুত চন্দ্র, সূর্য্যনারায়ণ,
ভবানীপ্রসাদ, গঙ্গা, রাজনারায়ণ।

সূর্য্যনারায়ণ-সুত রাজকৃষ্ণ হন,
অতঃপর রামগতি, রাধানাথ হন।
রাধানাথ-বংশধর উমাকান্ত হয়।
উমাকান্ত-সুত রাজকুমার জন্ময়।
ভবানীপ্রসাদ-সুত ব্রজ, রাজচন্দ্র,
বদন, ভৈরব, জগ. চাঁদ, দ্বীপচন্দ্র।
বদনের পুত্র রামকুমার জন্ময়।
রামকুমারের জন্মে ৫.সন্ন তনয়।

মুখ রূপ-সুত রামবল্লভ-বংশ।

রামবল্লভের পুত্র রঘুনাথ হন,
রামরাম, বিদ্যাধর, দর্পনারায়ণ;
মনোহর আর রামমানিক্য তনয়।
রঘুনাথ-সুত রামসুন্দর জন্ময়.
কালিদাস, বিশ্বনাথ, ভোলানাথ হন,
গোলোক, গোপাল আর জনমে নন্দন।
বিশ্বনাথ হ'তে জন্মে ফটিক নন্দন।
ফটিকের পুত্র যদু, মধু, কৃষ্ণ হন।
যদুনাথ বংশধর তিন জন হয়—
যতীন্দ্র, নগেন্দ্র, শশিকান্ত জনময়।
মধু-সুত অনুকূল, সুরেন্দ্র নন্দন,
শীতল, রমেশ আর কলসকাঠী রন।
কালিদাস-সুত পদ্মলোচন জন্ময়,
কেবল, ফকীরচাঁদ জনম লভয়।

পদ্মের তারিণী, লক্ষ্মী, তিলক তনয়,
ভগবান, নীল, কালী বংশধর হয়।
ভগবানচন্দ্র-সুত বিশ্বেশ্বর হয়।
তারিণীর রামচন্দ্র, কৈলাস তনয়।
কৈলাসের জন্মে তারাপ্রসন্ন নন্দন,
অতুল, তারকচন্দ্র, জাহ্নবীচরণ,
আর ও জনমে হরিচরণ নন্দন,
কলসকাঠীতে হয় বাসের ভবন।
কেবলের শিবনাথ ঈশান তনয়।
তিলকের পুত্র কৃষ্ণকুমার জন্ময়।
গোপালের সুত রামচরণ জন্ময়,
নীলমণি, রূপচন্দ্র, মাধব তনয়,
স্বরূপ, তিলকচন্দ্র জনমে নন্দন।
রামচরণের সুত গোলোক সুজন,
গোকুল, মহেশ, গৌর, স্বরূপ জন্ময়,
আর পদ্মলোচন ও জনমে তনয়।
পদ্মের প্রসন্নচন্দ্র জনমে নন্দন।
প্রসন্নচন্দ্রের সুত নিশিকান্ত হন,
উমেশ, রমেশচন্দ্র, সুরেশ তনয়,
কাগারথারায় বটে বাসস্থান হয়।
গৌর-সুত কৈলাস ও কাশীচন্দ্র হন।
কাশীর তনয় হরি আর নিবারণ।
রামসুন্দরের দুর্গাচরণ নন্দন।
দুর্গাচরণ-সুত অভয়াচরণ।

অভয়াচরণ-সুত নবীন জন্ময়;
তৎসুত হেমচন্দ্র ইদিলপুর রয়।
গোকুলের কালী, নীলকমল তনয়।
মহেশচন্দ্রের পুত্র নবীন জন্ময়।
নবীনচন্দ্রের জন্মে কামাখ্যাকুমার,
অশ্বিনী, ক্ষিরোদ আর অক্ষয়কুমার।
নীলমণি-সুত রামকুমার জন্ময়,
কমল, চাঁদ ও চন্দ্রকুমার তনয়।
রামকুমারের কালীকুমার নন্দন,
বিক্রমপুরেতে বটে বাসের ভবন।
দর্পনারায়ণ-সুত চন্দ্রনারায়ণ,
অতঃপর কালী, গৌরীশঙ্কর নন্দন।
কালীশঙ্করের পুত্র উদয় জন্ময়।
গৌরী-সুত রামচাঁদ; কাশীচন্দ্র হয়।
মাণিকের বংশধর শিবচন্দ্র হন,
রামলোচন ও রামকানাই নন্দন।
শিব-সুত হরচন্দ্র; গোবিন্দ জন্ময়।
রামলোচনের জন্মে আনন্দ তনয়।
নরনারায়ণ-সুত রাম, রামকান্ত;
কেশব, শেখরচন্দ্র বংশে অতি শান্ত।
রামনারায়ণ-সুত শম্ভুচন্দ্র হন,
কার্ত্তিক তনয় আর গোপালকুল রমণ।

মুখ্য রূপ-সুত রতিরাম-বংশ।

রতিরাম-সুত নন্দকিশোর জন্ময়,
মহাদেব, নিধিরাম, আনন্দী তনয়,
অপর অযোধ্যারাম জনমে নন্দন।
নন্দকিশোরের সুত মনোহর হন,
নীলকণ্ঠ, প্রাণকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র আর,
পদ্ম ও কন্দর্প, রামগোবিন্দ কুমার।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত রাধামোহন জন্মায়;
তৎসুত রামতনু ভগবান হয়।
রামতনু-সুত জন্মে অম্বিকাচরণ,
ভগবান হ'তে হয় রসিক নন্দন।
অম্বিকাচরণ-সুত মধু জনময়,
অপর ঠাকুরচাঁদ জনমে তনয়,
নীলরত্ন, জগবন্ধু, ধনাই নন্দন,
উজিরপুরেতে হয় বাসের ভবন।
পদ্মলোচনের পুত্র হরিশ্চন্দ্র হন,
গৌর, জয়চন্দ্র গৌরসুন্দর নন্দন।
গৌরসুন্দরের পুত্র বৈকুণ্ঠ জন্ময়।
বৈকুণ্ঠচন্দ্রের হরিচরণ তনয়।
গৌরচন্দ্র-বংশধর কাশীচন্দ্র হন।
কাশী-সুত নিবারণ ও হরিমোহন।
হরিমোহনের পুত্র বীরেন্দ্র জন্ময়,
দেহেরগতিতে বটে ব সম্থান হয়।

জয়চন্দ্র বংশধর হয় তিন জন—
মহেশ, আলোকচন্দ্র, মহাদেব হন।
মহেশের মোহন ও বৈকুণ্ঠ তনয়।
বৈকুণ্ঠের পুত্র গঙ্গাচরণ জন্মায়।
মোহনচন্দ্রের হয় গোপাল নন্দন।
আলোকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দ সুজন।
মহাদেব হ'তে মধুসূদন নন্দন,
অপর আনন্দচন্দ্র, রামচন্দ্র হন।
আনন্দচন্দ্রের জন্মে তিতেন নন্দন।
রামের অমূল্য পুত্র চন্দ্রহাস হন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র জগতমোহন,
আলোক, গোলোক, বিষ্ণু ও গৌরমোহন।
জগমোহনের পুত্র গঙ্গাদাস হন.
অতঃপর কালিদাস কালীঘাট হন।
আলোকের কৃষ্ণ, রাসবিহারী তনয়।
রাসের রসিক, লক্ষ্মী. ললিত জন্মায়।
গোপাল, গোলোক সুত আর রামন।
গোপালের অনুকূল, অতুল নন্দন।
কন্দর্পের পুত্র রাজকিশোর জন্মায়।
রাজকিশোরের পুত্র রামনিধি হয়;
তৎসুত প্রাণনাথ, ব্রজনাথ হন,
হরনাথ ও তারিণী জনমে নন্দন।
তারিণীনাথের চণ্ডীচরণ তনয়।
চণ্ডীর অমূল্য পুত্র গোপবাসি হয়।

প্রাণনাথ হ'তে জন্মে শ্রীধর নন্দন।
ব্রজনাথ-বংশধর যদুনাথ হন।
হরনাথ হ'তে জন্মে উপেন্দ্র নন্দন,
অনুজ দেবেন্দ্রনাথ মহেন্দ্রাদী রন।

নন্দ-সুত রামগোবিন্দ-বংশ।

রামগোবিন্দের পুত্র শম্ভুচন্দ্র হন,
শিবপ্রসাদ ও কালীশঙ্কর নন্দন।
শম্ভুর তনয় ব্রজকিশোর জন্মায়।
ব্রজকিশোরের জন্মে ঈশ্বর তনয়।
ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মে প্রতাপ নন্দন,
অপর কৈলাসচন্দ্র সহোদর রন।
প্রতাপচন্দ্রের পুত্র জনমে অক্ষয়,
কাশীপুর গ্রামে বটে বসতি করয়।
কালীশঙ্করের জন্মে তিলক নন্দন।
তিলকচন্দ্রের পুত্র হয় চারি জন—
তারিণী, পার্ব্বতী, শ্যামাচরণ জন্ময়,
অতঃপর জন্মে উমাচরণ তনয়।
তারিণী তনয় দুর্গা ও রামমোহন,
শরৎচন্দ্রের পর জন্মে নিবারণ।
দুর্গামোহনের পুত্র মাখন জন্ময়,
যদুনাথ, শিশু, মনোরঞ্জন তনয়।
পার্ব্বতীচরণ-সুত কালী, চিন্তা হন।
উমাচণের পুত্র নিশিকান্ত রন,

নলিনী, কেশবলাল, বামন জন্মায়।
শ্যামাচরণের জন্মে প্রভাত তনয়,
অপর যোগেন্দ্রনাথ জন্মে নন্দন,
মড়মহলেতে হয় বাসের ভবন।
নীলকণ্ঠ-সুত রাধা, গঙ্গাধর হন।
গঙ্গাধর হ'তে হন্মে তিলক নন্দন।
তিলকচন্দ্রের পুত্র আলোক হন্ময়।
আলোকচন্দ্রের শ্যামাচরণ তনয়,
অপর জন্মায় রাধ চরণ নন্দন,
ইহাদের গৈলা গ্রামে বাসের ভবন
প্রাণকৃষ্ণ-বংশধর মহেশ জন্মায়।
মহেশচন্দ্রের কালীকুমার তনয়।
কালীকুমারের চিন্তাহরণ নন্দন,
খলিশাকোটায় বটে বাসের ভবন।
মনোহর বংশধর জন্মে কালাচাঁদ,
দ্বিতীয় পুত্রের নাম হয় গোরাচাঁদ।

মুখ্য রতিরাম-সুত নিধি-বংশ।

নিধিরাম-বংশধর রামনারায়ণ,
পুরুষোত্তম ও শোভা, দুর্গাদাস হন,
ভগবান, জগন্নাথ, কাশী, হারাধন,
সোণারাম আর রামমোহন নন্দন।
কাশীনাথ হ'তে জন্মে তিলক নন্দন।
তিলকচন্দ্রের পুত্র জগৎমোহন।

জগমোহনের পুত্র অন্নদাচরণ,
বিপিন, তরঙ্গ, তারা, কাশীপুর বন।
সোণারাম-সুত গোরী, ভবানীশঙ্কর,
অপর উদয়চন্দ্র ও রামশঙ্কর।
ভবানীশঙ্কর-সুত অভয়াচরণ।
উদয়ের রাধা, শিব, কিশোর নন্দন।
রাধামাধবের নবকুমার তনয়।
শিব-সুত প্যারী, রাজমোহন তনয়।
রামশঙ্করের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র হন,
অপর আনন্দচন্দ্র জনম লভয়।
পুরুষোত্তমের পুত্র শম্ভু, হরনাথ,
অপর মাধবচন্দ্র লোক বৈদ্যনাথ,
দুর্লভ, অমরকৃষ্ণ, রবি, মৃত্যুঞ্জয়,
রাধামোহন ও রামলোচন তনয়।
রামের তনয় রাজা, মাণিক কানাই।
কানাইর পুত্র উমা, ঈশ্বর, বলাই।
মাধব তনয় গৌর, হর, দুর্গা হন।
গৌর হ'তে কাশীনাথ শ্রীনাথ নন্দন
ভগবান সুত কালী, লক্ষ্মী, পীতাম্বর,
গঙ্গা রাম, পদ্ম, নীল, মাণিক, কিশোর
পীতাম্বর-বংশধর অভয়াচরণ।
অভয়ের কালী, বিশো, বসন্ত নন্দন;
গঙ্গা-সুত জগচ্চন্দ্র; তৎসুত কালী,
অপর প্রসন্নচন্দ্র আর বনমালী।

সূর্য্যদাস-বংশধর রাধানাথ হয় ;
তৎসুত উমাকান্ত জনম লভয়।
উমাকান্ত-সুত রাজকুমার জন্ময়,
অতঃপর প্যারী, রামমোহন তনয়।
অযোধ্যারামের পুত্র রামনারায়ণ,
গঙ্গা, কৃষ্ণ, রঘু, লক্ষ্মী, কাশীনাথ হন।
রামকৃষ্ণ বংশধর বৈদ্যনাথ হয় ;
তৎসুত রামচন্দ্র শিব জনময়।
রাম হ'তে রামতনু দুর্লভ তনয়,
তৎসুত আনন্দ ও মদন জন্ময়।

মুখ বর্ত্তি-সুত আনন্দীরাম-বংশ।

আনন্দীরামের পুত্র রঘুনাথ হন,
কৃষ্ণ, রবি, বক্সী, নর, লক্ষ্মণ, নয়ন।
রঘু-সুত রামচন্দ্র জগন্নাথ হয়।
রামচন্দ্র সুত গঙ্গাপ্রসাদ জন্ময় ;
তৎসুত গৌর কৃষ্ণ, হেমচন্দ্র হন।
কৃষ্ণচন্দ্র-সুত কালী ও দুর্গাচরণ।
লক্ষ্মণের পুত্র দুর্গা, দেবী জনময়।
দেবী হ'তে কৃষ্ণ গৌর, জগত তনয়।
কৃষ্ণ-বংশধর রাম, গোবিন্দ সুজন ;
গোবিন্দের নীলমণি জন্মে নন্দন।
নীলমণি সুত মধুসূদন জন্ময়।
মধুর তনয় রাম, পীতাম্বর হয়।

নয়নের তিতুরাম জনমে নন্দন।
তিতু-সুত মাণিক্য ও পীতাম্বর হন।
রামমাণিক্যের চন্দ্রমোহন নন্দন,
অপর গোবিন্দচন্দ্র ব্রজনাথ হন।
চন্দ্রমোহনের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়,
অপর কেদারনাথ জনমে তনয়।
বিশ্বেশ্বর-বংশধর অগ্রজ নগেন্দ্র,
রাধিকা অনন্ত আর জনমে সুরেন্দ্র।
কেদারের জনার্দন জনমে তনয়।
গোবিন্দের বংশধর তিন জন হয়—
নিকুঞ্জ, যতীন্দ্র, শম্ভু চরণ নন্দন,
গাকুড়িয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
মহাদেব-সুত প্রাণনাথ রামকান্ত,
পতিরাম, জগন্নাথ আর প্রাণকান্ত।
প্রাণনাথ-বংশধর রামরত্ন হন,
অতঃপর ভোলানাথ জনমে নন্দন।
পতিরাম-সুত রামকিশোর জন্মন,
কমল ও কালী, নীলু, লোচন তনয়।

মুখ মুরহর তর্কবাগীশ-বংশ।

গোপাল ঠাকুর-সুত হয় তিন জন—
মহেশ, অচ্যুত আর রাজেন্দ্র নন্দন।
অচ্যুতের রামদেব জনমে তনয়;
মহেশের বংশধর মুরহর হয়।

মুরহব তর্ক-সুত হয় সাত জন—
মথুরেশ, রাম... জনমে নন্দন,
চন্দ্রচূড়, ষষ্ঠীদাস, রামকৃষ্ণ হয়,
রঘুদেব, রামনাথ জনমে তনয়।
মথুরেশ-বংশধর রত্নেশ্বর হন।
রত্নেশ্বর-সুত কালু নন্দ নামে জন,
লক্ষ্মী ও মুলুকচাঁদ জনমে তনয়,
ইহ দের বাসস্থান হুগ লতে হয়।

মুগ মধুসূদন তর্কালঙ্কার-বংশ।

কাশীশ্বর ঠাকুরের পুত্র রমা হন,
জগদীশ, হরিহর ও রঘুনন্দন।
রমানাথ-সুত মধুসূদন জন্মায়,
অপর পরমানন্দ, বিষ্ণুচন্দ্র হয়।
মধুসূদনের রামজীবন নন্দন,
জয়, শিব, রাম ভদ্র ও রামচরণ।
রামজীবনের পুত্র রঘুদেব হয়,
লক্ষণ কেবলরাম জনমে তনয়।
রঘুদেব-বংশধর জন্মে ...রাম,
অতঃপর রামচন্দ্র আর বাঞ্ছারাম।
রামচন্দ্র-বংশধর শিবচন্দ্র হয়,
কালীনাথ, ...মচাঁদ অপর তনয়।
শিবচন্দ্র-সুত জন্ম পার্ব্বতীচরণ,
জানকীনাথ ও নবকিশোর নন্দন।

নবকিশোরের পুত্র বিশ্বেশ্বর হয়,
দীনবন্ধু, চন্দ্রকান্ত, অনাথ তনয়,
দ্বারিকা, রজনীকান্ত, জগবন্ধু হন,
দুর্গাপ্রসন্ন ও রামকুমার নন্দন।
দ্বারিকানাথের হরচরণ তনয়,
আর রাজমোহন ও সারদাপ্রসাদ হয়।

মুখ্য মনোহর-পুত্র সুরেশ-বংশ।

সুরেশ পণ্ডিত হ'তে তিন বংশধর,
শিবাচার্য্য ও ভবানী, কানাই ঠাকুর।
শিবাচার্য্য হ'তে হয় তিন বংশধর,
যজ্ঞেশ্বর, রামেশ্বর, আর গোপীশ্বর।
রামেশ্বর-বংশধর হরেশ্বর হন,
হরিবংশ, রঘুবংশ, রামদেব হন।
যজ্ঞেশ্বর হ'তে জন্মে পুত্র তিন জন—
মথুরেশ, বলরাম ও মধুসূদন।
রামদেব-বংশধর জয়কৃষ্ণ হয়,
দীনেশ্বর, রামরাম, শ্রীকৃষ্ণ তনয়।

মুখ্য যজ্ঞেশ্বর সুত মথুরেশ-বংশ।

মথুরেশ হ'তে যদুনন্দন নন্দন,
জনার্দ্দন, মুকুন্দ ও রূপনারায়ণ।
যদুনন্দনের সুত শিবরাম হয়,
কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম, হৃদয় তনয়।

শ্রীরাম সুত নন্দকিশোর জন্মন।
অতঃপর হরেকৃষ্ণ রাজেন্দ্র তনয়
নন্দকিশোরের পুত্র রাধাকান্ত হন,
অপর রাজীব, রামজীবন নন্দন।
রাধাকান্ত-বংশধর বেচারাম হয়,
শ্যামচাঁদ, রামচন্দ্র উদয়, জন্ময়।
বেচারাম-সুত লোকনাথ জন্ময়
অনুজ মহেশচন্দ্র জনম লভয়।
লোকনাথ-বংশধর জন্মে শ্রীচরণ,
অম্বিকা, কৈলাস চন্দ্র অপর নন্দন।
কৈলাসচন্দ্রের পুত্র নিশিকান্ত হন।
অম্বিকা-তনয় শশী নারাকুপী রন।
শ্রীচরণ বংশধর মতিলাল হন,
হিজলতলায় বটে বাসের ভবন।
উদয়চাঁদের জন্মে অখিল নন্দন,
জগবন্ধু, কৃষ্ণবন্ধু ও চন্দ্রমোহন।
জগবন্ধু বংশধর হয় আট জন—
নারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ,
শ্রীচরণ, রাম, কালী মথুরা তনয়,
হাজুনা গ্রামেতে বটে বসতি করয়।

মুখ রামদেব-সুত বানেশ্বর-বংশ।

বানেশ্বর বংশধর হয় চারি জন—
রামরাম বিনোদ, শ্রীরাম, জীবন।

রামরাম-বংশধর সীতারাম হন,
রামকৃষ্ণ, রতিকান্ত, তিলক নন্দন।
সীতারাম-বংশধর হয় সাত জন—
বঙ্গচন্দ্র, রাম, রবিলোচন নন্দন,
আনন্দচন্দ্রের পর ব্রজ, রাজ, রাম,
পশ্চাৎ কিশোর, যোগে হয় পূর্ণ নাম।
বঙ্গচন্দ্র-বংশধর হয় তিন জন—
রামকৃষ্ণ, শম্ভুনাথ, গোকুল নন্দন।
গোকুলচন্দ্রের পুত্র স্বরূপ, মদন,
অপর দ্বারকানাথ জনমে নন্দন।
রামকৃষ্ণ-সুত গোপ, ও পদ্মলোচন।
দীপচন্দ্র, হরচন্দ্র, বংশধর হন।
পদ্মলোচনের পুত্র হয় চারি জন—
রজনী, বৈকুণ্ঠনাথ, গিরি, নিবারণ।
রজনীনাথের পুত্র ব্রজেন্দ্র, উপেন্দ্র,
জিতেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র আর জনমে ভূপেন্দ্র
ব্রজেন্দ্র-তনয় দুই অবনী রঞ্জন,
অতঃপর জন্মে ভবরঞ্জন নন্দন।
বৈকুণ্ঠের পুত্র চারি জন্মে জগবন্ধু,
অমূল্য নরেন্দ্রনাথ আর দীনবন্ধু।
নিবারণ-পুত্র চারি নগেন্দ্র, ধীরেন্দ্র,
অতঃপর জনমিল রবীন্দ্র, জিতেন্দ্র।
গিরিশচন্দ্রের জন্মে হরেন্দ্র নন্দন,
মণীন্দ্র, মহেন্দ্র আর তারাকুপি রন।

হরচন্দ্র-বংশধর রামচন্দ্র হয়,
পাঁচু, মধুসূদন ও তারক তনয়।
দীপচন্দ্র হতে জন্মে পুত্র দুই জন—
বিষ্ণু ও মোহনচন্দ্র জনয়ে নন্দন।
বিষ্ণু-পুত্র উমেশ ও রসিক তনয়।
উমেশের প্রহ্লাদ ও ললিত তনয়।
রসিকের পুত্র মতি চারু ও সতীশ,
প্রভাত, ক্ষিতীশচন্দ্র অনুজ জ্যোতিষ।
সতীশের জন্মে প্রাণকুমার নন্দন।
মোহনচন্দ্রের পুত্র কালীপদ হন।
গৌরচন্দ্র বংশধর তারিণীচরণ।
তারিণীচরণ-সুত বিশ্বেশ্বর হন,
শরৎ, কামিনী, রাধাচরণ, অক্রূর।
রাধা-সুত বিহারী ও বিনোদ তনয়।
মদনের বংশধর অম্বিকাচরণ,
আর জন্মে কালাচাঁদ ও রাইচরণ।
অম্বিকাচরণ-সুত হয় চারি জন—
মঙ্গল, অনাথ, মণি, ফেলাই নন্দন।
স্বরূপের পুত্র চন্দ্র কৈলাস তনয়।
কৈলাসের সূর্য্যকান্ত, বরদ তনয়।
চন্দ্র-বংশধর গঙ্গা, অন্নদাচরণ,
ধূলগাঁও, বাকপুর বাসের ভবন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

খরদহ মুখোপাধ্যায়-বংশ।

মুখবংশে উৎসাহ সুকুলীন হন;
তৎসুত মহাদেব, আদিত্যাদি রন।
মহাদেব হ'তে বিশ্ব, ঈশ্বর নন্দন।
বিশ-সুত ভব; তৎসুত পশ হন।
পশ-সুত কৃষ্ণচন্দ্র; তৎসুত হয়—
মহেশ্বর; তৎসুত হরি জনময়।
হরিওঝা-সুত যোগেশ্বর, দিগম্বর,
কামদেব নামে জন্মে আর সহোদর।
খরদহ মেলপ্রাপ্ত হন যোগেশ্বর;
তৎসুত ত্রিবিক্রম, জানকী, শঙ্কর,
ক্রম, মুকুন্দরাম, রুক্মিণী জন্ময়,
অপর কমলাপতি জনমে তনয়।
শঙ্কর-অপত্য পঞ্চ জন্মে পূর্ণানন্দ,
রাঘব, কুমুদা, সুরা ও নয়নানন্দ।
নয়নানন্দের পুত্র শিবরাম হন,
তদনুজ রামভদ্র জনমে নন্দন।
রামভদ্র-সুত কৃষ্ণবল্লভ জন্ময়,
অতঃপর গোপীজনবল্লভ তনয়।
কৃষ্ণবল্লভের পুত্র রামনারায়ণ,
রঘুনন্দন ও মধুসূদন নন্দন,

আর প্রাণবল্লভ ও রাজীব তনয়।
মধুসূদনের পুত্র তিন জন হয়—
৪০৩পৃ গঙ্গাধর, রামচন্দ্র, যাদুরাম হন ;
রামচন্দ্র-বংশধর হয় আট জন—
সন্তোষ, গোবিন্দ, রামপ্রসাদ, জীবন, ৪০১ পৃঃ
কৃষ্ণ, নন্দ, রামরাম ও কালীচরণ।
নন্দরাম-সুত প্রাণ, রামকান্ত বড়,
শ্রীকান্ত, আনন্দী, কৃষ্ণ, ভবানীশঙ্কর
প্রাণকান্ত সুত দুর্গা, ভবানীচরণ,
অপর কমলাকান্ত, রামনারায়ণ।
দুর্গাচরণের পুত্র কৃষ্ণনাথ হন,
অপর গোলোকনাথ, কালীনাথ রন ;
কৃষ্ণনাথ-সুত রাজমোহন জন্মায়,
মনোমোহন ও প্যারীমোহন তনয়,
অপর তনয় জন্মে কিশোরীমোহন,
বিভাগ নামক গ্রামে বাসের ভবন।
ভবানীচরণ-সুত হয় চারি জন—
জগবন্ধু, ব্রজ, হরি, শিবনাথ রন।
ব্রজনাথ-সুত পার্শ্বনাথ, দুর্গানাথ,
জানকী, মহেন্দ্রনাথ, সীতা, হরনাথ।
পার্শ্বনাথ বংশধর নীলরত্ন হয়,
অপর উপেন্দ্রনাথ, অমূল্য জন্মায়।
দুর্গানাথ-সুত দুই জিতেন্দ্র, হরেন্দ্র।
সীতানাথ-বংশধর যোগেন্দ্র, উপেন্দ্র,

মণীন্দ্র, রাজেন্দ্র আর বৈদ্যনাথ হয়।
হরনাথ-বংশধর প্রসন্ন জন্ময়।
প্রসন্নচন্দ্রের পুত্র ললিতমোহন,
কাশীপুর, যশোহরে বাসের ভবন।
মহেন্দ্রের পুত্র সতী ও মনোমোহন,
মোহিনী, হারাণ আর আমগ্রামে রন।
হরিনাথ-সুত লালমোহন জন্ময়,
খালিয়া নামক গ্রামে বসতি করয়।
শিবনাথ হ'তে কালীপ্রসন্ন নন্দন।
কমলা-তনয় কালী, কাশীনাথ হন।

মুখ নন্দরাম-সুত শ্রীকান্ত-বংশ।৩

শ্রীকান্তের পুত্র রাজকিশোর জন্ময়,
ভৈরব, যুগল, রামকুমার তনয়।
রাজকিশোরের জন্মে হরিশ নন্দন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র ভোলানাথ হন।
ভোলানাথ-সুত বিষ্ণুচরণ জন্ময়।
যুগলকিশোর-সুত চারি জন হয়—
গৌর, কৃষ্ণ, হরচন্দ্র, দিগম্বর হন।
হরচন্দ্র-সুত বাণী, গঙ্গানারায়ণ।
বাণী হ'তে চন্দ্রকান্ত, অনন্ত নন্দন,
অপর রজনী কাশীপুরেতে ভবন।
কৃষ্ণ-সুত কালাচাঁদ, মথুরা, হারাণ।
হারাণের বিশ্বেশ্বর জনমে সন্তান।

কাপাচাঁদ-বংশধর পার্ব্বতীচরণ,
গাঙ্গড়িয়া গ্রামে বটে বাসের ভবন।
গৌরচন্দ্র-বংশধর জয়চন্দ্র হন।
ভৈরবচন্দ্রের পুত্র হয় ছয় জন—
গৌরচন্দ্র, হরচন্দ্র, কীর্ত্তিচন্দ্র হন,
ঈশান, গোকুলচন্দ্র আর বৃন্দাবন।
বৃন্দাবন-সুত কালীচরণ জন্ময়,
গঙ্গাদাস, ভগবান, গুরুদাস হয়।
গঙ্গাদাস-সুত ইন্দুভূষণ জন্ময়।
ইন্দুভূষণের পুত্র হৃষীকেশ হয়।
হৃষীকেশ হ'তে জন্মে ক্ষিরোদ নন্দন,
অপর নগেন্দ্রচন্দ্র কাশীপুর রন।
গৌরচন্দ্র-সুত চন্দ্রমোহন জন্ময়।
চন্দ্রমোহনের পুত্র তিন জন হয়—
কৈলাস, বিপিনচন্দ্র, অবিনাশ হন।
হরচন্দ্র-বংশধর হয় চারি জন—
যজ্ঞেশ্বর, কাশী, উমা, গিরিশ জন্ময়।
কাশীর গগন, হেম জনমে তনয়।

রামকুমারের জন্মে আনন্দ নন্দন,
অপর যাদবচন্দ্র বংশধর হন।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ,
শীতল, অনাথবন্ধু ও কালীচরণ।
অনাথবন্ধুর পুত্র প্রমথ, অক্ষয়,
রহমতপুর বটে বাসস্থান হয়।

অম্বিকাচরণ-সুত নিশিকান্ত হয়,
সুরেশ, মন্মথনাথ জনমে তনয়।
নিশিকান্ত বংশধর বিশ্বেশ্বর হন।
বাউ ও বাথরকাঠী বাসের ভবন।

রামচন্দ্র-সুত রামপ্রসাদ-বংশ।

রামপ্রসাদের পুত্র হয় পাঁচ জন—
রামজয়, শ্যামজয়, মৃত্যুঞ্জয় হন,
ধনঞ্জয়, কৃষ্ণকান্ত অপর নন্দন।
ধনঞ্জয়-বংশধর হয় চারি জন—
নীলচাঁদ, তারাচাঁদ, হরচন্দ্র হয়,
আর গঙ্গানারায়ণ জনম লভয়।
তারাচাঁদ-সুত গঙ্গা, হরানন্দ হন,
মাধব, স্বরূপচন্দ্র, বাসুদেব রন।
হরানন্দ-সুত যদু, বিহারী জন্মায়।
গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র দুই জন হয়—
বংশধর হৃষীকেশ ও রামতারণ।
রামতারণের জন্মে বিনোদী নন্দন।
হৃষীকেশ হ'তে জন্মে সুরেন্দ্র নন্দন,
মোহিনী, প্রফুল্লচন্দ্র খালিয়ায় রন।
মাধবচন্দ্রের পুত্র চন্দ্র, নিবারণ,
রাধিকা, গিরিশচন্দ্র, অবিনাশ হন।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র নীলকণ্ঠ হন,
অমৃত, গোপাল আর নৃপেন্দ্র নন্দন।

রসিক, স্বরূপ-সুত ও চাঁদমোহন।
রসিকমোহন হ'তে আনন্দ নন্দন,
অতঃপর বিশ্বেশ্বর জনমে তনয়।
চাঁদমোহনের পুত্র ছয় জন হয়—
কার্ত্তিক, অমূল্য, কালী ও মণিমোহন,
বাসুদেব, কৃষ্ণকান্ত, নন্দকিশোর রন।
বিহারীর বংশধর হীরালাল হয়,
কাশীপুর গ্রামে বটে বসতি করয়।
গঙ্গানারায়ণ সুত জগত জন্ময়।
জগতচন্দ্রের জন্মে বরদা তনয়।
বরদা তনয় মধু, যদুনাথ হন,
গোবিন্দ, শরৎ আর শোভাবোধ রন।

নৃপ রামচন্দ্র-সুত জীবন-বংশ।

রামজীবনের পুত্র হয় দুই জন –
কালীশঙ্করের পর উদয়নারায়ণ।
কালীশঙ্করের পুত্র গোপাল জন্ময়।
গোপালের বংশধর চারি জন হয় –
গোলোকচন্দ্র ও গোপীমোহন নন্দন,
গঙ্গানারায়ণ আর রামনারায়ণ।
গোপীমোহনের পুত্র রাখাল জন্ময়।
গঙ্গানারায়ণ-সুত-নীলমণি হয়।
উদয়নারায়ণের পুত্র নীলু, শম্ভুচন্দ্র,
রামরাম, চাঁদ, ভগ, কৃষ্ণ, বঙ্গচন্দ্র,

তারিণী, ভৈরব, লালু, মহেশ, ঈশান,
বিশ্ব, নবকুমার ও গোলোক সন্তান।
নীলমণি সুত কালাচাঁদ, যদু হয়,
প্রাণ ঈশ্বর, রামকুমার তনয়।
যদুনাথ-পুত্র জন্মে ভুবনমোহন,
কালা হ'তে মতি, হীরা, বিহারী নন্দন,
গোলোকের-সুত রাধা ও গোপীমোহন।
রাধাকিশোরের পুত্র নরসিংহ হন।
গোপীর তনয় গুরুদাস জনময়।
নরসিংহ দাস হ'তে প্রকাশ তনয়,
তদনুজ অনুকূল জনমে নন্দন,
শান্তিপুর, জিরাটেতে বাসের ভবন।
বিশ্ব সুত রাজকৃষ্ণ, কৈলাস জন্মায়।
কৈলাসের দাশরথী জনমে তনয়।
রামচাঁদ হ'তে কালীপ্রসাদ নন্দন ;
তৎসুত-বৈদ্যনাথ ভবে জন্ম লন।
নবকুমারের পুত্র নন্দলাল হয়,
তাহার যোগেন্দ্রনাথ জনমে তনয়।
শম্ভুর অঘোরনাথ জনমে নন্দন.
কলিকাতা নগরিতে বাসের ভবন।
বঙ্গচন্দ্র-বংশধর পঞ্চদশ জন—
দ্বারিকা, রসিক, দুর্গাচরণ, মদন,
শ্যামাচরণ ও কালীপ্রসন্ন নন্দন.
জগবন্ধু, দীনবন্ধু, দ্বি শ্যামাচরণ.

অনাথ, মহিমাচন্দ্র, বলরাম হয়,
সদানন্দ, বিশ্বনাথ, নবীন তনয়।
দুর্গাচরণের পুত্র যদুনাথ হন,
অপর কেদারনাথ, ভুবনমোহন।
যদুনাথ-সুত প্রিয়নাথ জনময়,
রহমৎপুরে বটে বাসস্থান হয়।
কালীপ্রসন্নের পুত্র শ্রীশচন্দ্র হয়,
অমৃত ও আশুতোষ অপর তনয়।
শ্রীশের কেশব আর সুরেশ নন্দন।
অমৃতলালের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় হন,
অপর পবিত্রচন্দ্র জনমে তনয়,
পাঙ্গাসিয়া গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
সদানন্দ-সুত জন্মে বীরেন্দ্র, অক্ষয়,
অপর নৃপেন্দ্রনাথ বাস বাগধায়।
দ্বারিকার সুত কালীকুমার, দেবেন্দ্র,
শিসঙ্গল বাসস্থান অনুজ সুরেন্দ্র।
জগবন্ধু-বংশধর কেদার জন্ময়,
আটপারা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
মহেশ, রসিক-সুত বিহারি ভবন।
শ্যামার তনয় বেণী কাশীধাম রন।
দ্বি শ্যামাচরণ-সুত সতীশ জন্ময়,
কাঞ্চনপারায় বটে বাসস্থান হয়।
অনাথের কালীধন, দেবেন্দ্র তনয়,
গারুড়িয়া গ্রামে বটে বসতি করয়।

মহিমার ধনঞ্জয় ও মনোরঞ্জন,
তনয় বিপিনচন্দ্র খলিশাকোটা রন।
নবীনের পুত্র শশী আর নিবারণ,
উজিরপুরেতে বটে করেন যাপন।
বিশ্বনাথ-বংশধর শ্রীহরিমোহন,
রমৎপুরেতে বটে বাসের ভবন।

কৃষ্ণবল্লভ-সুত রঘুনন্দন বংশ।

রঘুর তনয় বিষ্ণু, খেলা, শিব হন।
খেলারাম হ'তে হরিমোহন নন্দন।
হরিমোহনের ব্রজমোহন তনয়।
ব্রজ-সুত তারাচাঁদ, কমল জন্ময়।
তারা-সুত রাজনাথ কমলের হয়—
মাধব, গোপাল, নিলু জনমে তনয়।
গোপাল তনয় কৃষ্ণ, জীবন মোহন,
নিরঞ্জন ও পরেশ মাইজপাড়া রন।
বিষ্ণুরাম-বংশধর কৃষ্ণরাম হন।
কৃষ্ণরাম হ'তে রামকানাই নন্দন।
রামকানাইর দুর্গাপ্রসাদ তনয়।
দুর্গাপ্রসাদের পুত্র ঈশ্বর জন্ময়।
ঈশ্বরচন্দ্রের মধুসূদন নন্দন,
অপর প্রসন্নচন্দ্র ভবে জন্ম লন।
প্রসন্নচন্দ্রের চিন্তাহরণ তনয়,
কান্দী নাম গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।

মধুর প্রমোদ, মনোরঞ্জন নন্দন,
সুকুমার ও কুমুদ পৈলা গ্রামে রন।
শিবের ভুবনেশ্বর জনমে তনয়।
ভুবন তনয় রাজকিশোর জন্ময়;
তৎসুত রামচাঁদ হ'তে দুই জন—
বিশ্বেশ্বর আর রামদুলাল নন্দন।
দুলাল তনয় চন্দ্রমাধব জন্ময়।
বিশ্বেশ্বর হ'তে উমা, প্রসন্ন তনয়,
চন্দ্রকান্ত ও সারদা আর জন্ম লন।
চন্দ্রকান্ত হ'তে জন্মে রাখাল নন্দন।
প্রসন্নের শিব, সীতা, যদু ও অক্ষয়,
অটল, যোগেশ, দ্বিজ, ললিত তনয়।
অটলের জনময় নিকুঞ্জ নন্দন,
বাটাজোর গ্রামে হয় বাসের ভবন।

মধুসূদন-সুত গঙ্গাধর-বংশ।

গঙ্গাধর-বংশধর সন্তোষ জন্ময়,
রূপনারায়ণ, রামজীবন তনয়।
রূপনারায়ণে-রামশরণ নন্দন।
রামশরণের নন্দদুলাল সুজন,
রামসুন্দর ও রামলোচন জন্ময়।
নন্দ হ'তে গোরাচাঁদ, কানাই তনয়।
রামকানাইর পুত্র বংশীধর হন।
গোরার ভুবন, কৃষ্ণ, কিশোরী নন্দন।

ভুবনমোহন-সুত অন্নদা জন্ময়,
নবীন, আনন্দচন্দ্র অপর তনয়।
আনন্দের পঞ্চানন, হরি সুত হন।
পঞ্চানন হ'তে জন্মে জ্ঞানেন্দ্র নন্দন।
নবীনচন্দ্রের পুত্র হয় তিন জন—
রাধিকা, দেবেন্দ্রনাথ আর নারায়ণ।
রাধিকাপ্রসাদ সুত মন্মথ হন।
অন্নদাচরণ-সুত আশুতোষ হন,
বিশ্বেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর অপর নন্দন।
আশুতোষ হ'তে জন্মে গোবিন্দ সুজন।
রামসুন্দরের পুত্র হয় নয় জন—
কালাচাঁদ, ভোলানাথ, বিশ্বনাথ হন,
রাধানাথ, ভগবান, গোবিন্দ, ঈশ্বর,
কাশীনাথ ও আনন্দ জন্মে অতঃপর।
আনন্দচন্দ্রের জন্মে গিরিশ নন্দন ;
তৎসুত গোপীকৃষ্ণ ত্রিবেণীতে রন।
গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিহারী জন্ময়।
বিহারীলালের পুত্র তিন জন হয়—
রামলাল, মতিলাল, উপেন্দ্র নন্দন।
উপেন্দ্রের কেশব ও কিশোরীমোহন।
কালাচাঁদ-সুত উমাচরণ জন্ময়,
অতঃপর জন্মে হরিচরণ তনয়।
উমাচরণের জন্মে রাজেন্দ্র নন্দন।
রাজেন্দ্রনাথের পুত্র হয় দুই জন—

দ্বিজেন্দ্র, নৃপেন্দ্রনাথ জনমে তনয়,
খাসবাড়ী গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রামলোচনের পুত্র মদনমোহন,
রামকৃষ্ণ, কালী, গুরুপ্রসাদ নন্দন।
মদনমোহন-সুত হরিশ জন্মায়।
হরিশের অবিনাশ জনমে তনয়।

কৃষ্ণবল্লভ-সুত রামনারায়ণ-বংশ।

রামনারায়ণ-সুত বিশ্বেশ্বর হন।
বিশ্বেশ্বর হ'তে রামকিশোর নন্দন।
রামকিশোরের পুত্র হয় চারি জন—
রামগোবিন্দ ও কালীচরণ নন্দন,
দুর্গাচরণের পর রামচন্দ্র ছিল।
কালীচরণের পুত্র কাশী জনমিল।
কাশীপ্রসাদের পুত্র সাত জন হয়—
তারিণী, ভবানী, তারাশঙ্কর জন্মায়,
উমা, পুর, শ্যামা, গৌরীশঙ্কর নন্দন।
তারাশঙ্করের পুত্র হয় পাঁচ জন—
পরেশ, ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রমথনাথ,
অতঃপর আশুনাথ ও হেমাদ্রীনাথ।
প্রমথনাথের পুত্র বড় ননিলাল,
মধ্যম ক্ষিরোদলাল পরে নিত্যলাল।
ননির প্রভাতনাথ, প্রফুল্ল নন্দন,
অপর প্রবোধনাথ মুড়াগাছা রন।

হরি-সুত কামদেব পণ্ডিত-বংশ।

কামদেব-সুত হয় একাদশ জন—
সুধাকর, সুনন্দন, কিম্বা ত্রিলোচন,
অনিরুদ্ধ, মৃত্যুঞ্জয়, ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ,
মধু ও শ্রীধর, বাণী, ভরত, বৈকুণ্ঠ।
ভাস্কর-তনয় ভদ্র, বল্লভ জন্ময়।
বল্লভের চৈতন্যদাস, শঙ্কর তনয়;
তা হ'তে মুরাই রামগোবিন্দ, জীবন।
রামগোবিন্দের পুত্র বলরাম হন;
তৎসুত লক্ষ্মীকান্ত, সন্তোষ জন্ময়,
রামানন্দ, খেলারাম, শ্রীকান্ত তনয়।
লক্ষ্মী হ'তে কৃষ্ণ, রামপ্রসাদ নন্দন,
মাণিক্য, মুকুন্দ, রামকান্ত, জন্ম লন।
রামমাণিক্যের পুত্র রঘুনাথ হন।
রঘুনাথ হ'তে পদ্মলোচন নন্দন।
পদ্মের গোবিন্দচন্দ্র বংশধর হয়;
ললিতমোহন জন্মে তাহার তনয়,
অতঃপর জনমিল জানকীজীবন,
জাতশালা গ্রামে বটে বাসের ভবন।
মুকুন্দ-তনয় চন্দ্রশেখর জন্ময়;
তৎসুত কাশীনাথ জনম লভয়।
কাশী হ'তে পীতাম্বর; তৎসুত হয়—
চন্দ্রকুমারের পরে প্রসন্ন জন্ময়।

চন্দ্রকুমারের কুঞ্জবিহারী নন্দন।
প্রসন্ন-তনয় জন্মে ললিতমোহন,
রামকান্ত অন্য নাম রামরত্ন ছিল ;
তাহার তিলকচন্দ্র পুত্র জনমিল।
তিলকচন্দ্রের পুত্র অম্বিকাচরণ ;
নেপাল, ভূপাল হয় তাহার নন্দন।
নেপালের সুশীল ও সুধীর তনয়,
কাশীপুর গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রামপ্রসাদের রামমাণিক্য তনয়।
মাণিক্যের পুত্র রামকুমার জন্মায় ;
তৎসুত ভগবান, কৈলাস, হারাণ,
অখিল, শীতল, জগ ও হরি সন্তান :
হারাণচন্দ্রের পুত্র অশ্বিনী জন্মায়,
অমৃত, নকুল, কুঞ্জ, কেদার তনয়।
ভগবান হ'তে হয় দ্বারিকা নন্দন,
অতঃপর জনমিল শ্রীজ্ঞানরঞ্জন।
দ্বারিকানাথের পুত্র অমৃত, উদয়।
কৈলাসের হেম, ফণী, বসন্ত তনয়।
বসন্তের আশুতোষ জনমে নন্দন।
অখিলের পুত্র হীরা, মতিলাল হন।
শীতলের নিরঞ্জন ও ভবরঞ্জন,
আরও জনমে রাইচরণ নন্দন।
জগমোহনের পুত্র রুহিণী জন্মায়,
কালাচাঁদ ও শরৎ, মাখন তনয়।

হরিমোহনের জন্মে হিরণ্য নন্দন,
নলচিরা, আমগাঁও, মানপাশা বন।

মুখ কামদেব-সুত শ্রীধর-বংশ।

শ্রীধরের পুত্র রতি, লোকনাথ হন,
পুরাই, হৃদয়, জগ, জগদীশ বন।
হৃদয়ের পুত্র চাঁদ, কৃষ্ণদাস হয়,
অপর বল্লভ, মেল বল্লভী জন্মায়।
চাঁদ-সুত রত্নেশ্বর কাশীশ্বর হন,
রামানন্দ, রামেশ্বর জনমে নন্দন।
রত্নেশ্বর-বংশধর ভুবন জন্মায়,
অপর রাজেন্দ্র, রুদ্র জনমে তনয়।
ভুবনেশ্বরের পুত্র মহাদেব হন,
রামদেব, রঘুদেব, রঘু যদু বন।
মহাদেব-সুত হয় হরিদেব নাম,
কৃষ্ণদেব, বাসুদেব, আর বলরাম।
কৃষ্ণদেব-বংশধর ভবানীচরণ।
কালীচরণের পর প্রসাদ নন্দন।
ভবানীচরণ-সুত গদাধর হয়,
বিষ্ণুরাম আর রামপ্রসাদ জন্মায়।
বিষ্ণু হ'তে সৃষ্টিধর জনমে নন্দন।
সৃষ্টি-সুত গৌর, হর ও কৃষ্ণমোহন।
গৌর হ'তে চন্দ্র, রাসবিহারী নন্দন,
অশ্বিনী, হারাণ, রাম ও গঙ্গাচরণ।

রাসবিহারীর পুত্র তিন জন হয়—
রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র আর মহেন্দ্র তনয়।
রাজেন্দ্র-তনয় কালা, পত্তাকীচরণ।
মহেন্দ্র-তনয় জন্মে খোকা, নারায়ণ
চন্দ্রকান্ত-বংশধর গোপাল জন্ময়।
অশ্বিনীর নিবারণ, বামা সুত হয়।
রামচরণের পুত্র কৃষ্ণকান্ত হন।
হরমোহনের পুত্র বনমালী হন।
কৃষ্ণমোহনের পুত্র অন্নদাচরণ,
বিহারী ও বিশ্বেশ্বর আনন্দমোহন।
রাখাল, বিহারী-সুত চন্দ্রশর হন।
আনন্দচন্দ্রের পুত্র ফটিক, রাখন।

যোগেশ্বর সন্ততি
মুখ কাশী মুন্সী-বংশ ১৩

যোগেশ্বর বংশধর মুকুন্দ জন্ময়।
মুকুন্দরামের হয় অচ্যুত তনয়।
অচ্যুতানন্দের পুত্র গৌরীকান্ত হন।
গৌরীকান্ত-বংশধর জগদীশ হন।
জগদীশ-সুত জন্মে মুন্সী কাশীশ্বর,
বংশজ প্রধান হন সমাজ ভিতর।
কাশীমুনসীর রামগোবিন্দ তনয়।
রামগোবিন্দের পুত্র মুকুন্দ জন্ময়।
মুকুন্দের বংশধর রঘুনাথ হয়,
রঘুর অপর নাম সন্তোষ বলয়।

রামসন্তোষের শিবপ্রসাদ নন্দন।
শিবপ্রসাদের পুত্র রাজচন্দ্র হন ;
তৎসুত শ্যামা, গুরু, তারিণীচরণ,
অপর মাণিক্য জন্মে কনিষ্ঠ নন্দন।
শ্যামাচরণের শশী, অম্বিকা তনয়।
গুরু-সুত ক্ষেত্র, কৃষ্ণ, ত্রৈলোক্য জন্মায়।
তারিণীর জন্মে লক্ষ্মী, যামিনী নন্দন,
অপর অনন্ত শেষ বাস তেরদোণ।

আচার্য্য-শেখরী হরি মুখ-বংশ।

শ্রীহর্ষ বংশেতে পূর্ব্বে লিখা বিকর্ত্তন।
বিকর্ত্তন-বংশধর জন্মে নারায়ণ ;
তৎসুত ধিপো হ'তে বশিষ্ঠ তনয়।
বশিষ্ঠের বিষ্ণু হ'তে লম্বোদর হয় ;
তাঁহা হ'তে নরসিংহ-সুত ভদ্র হন।
বলভদ্র-বংশধর দৈবকী নন্দন।
দৈবকীর বংশধর ভবানী জনম,
হরিহর, হরি, রমা, ভবানী-তনয়।
হরি-সুত দুর্গারাম, রাজা, রঘু, রাম,
অপর গোবিন্দরাম ও রাঘবরাম।
দুর্গার মুকুন্দ, কাশী, কেশব তনয়।
মুকুন্দের রামকৃষ্ণ, প্রসাদ জন্মায়।
রামপ্রসাদের পুত্র যুগল পঞ্চানন।
যুগলকৃষ্ণের রামকুমার নন্দন।

রামকুমারের চন্দ্র, ঈশান তনয়।
ঈশানের পুত্র হরকুমার জন্মায়,
বসন্ত, প্রসন্ন আর রজনী সুজন।
বসন্তের জনমিল সুরেশ নন্দন।
হরকুমারের জন্মে দেবেন্দ্র তনয়;
রজনীকান্তের পুত্র মুকুন্দ জন্মায়।
চন্দ্রকুমারের পুত্র অশ্বিনী অগ্রজ,
কুসুম, ললিত জন্মে তাহার অনুজ।
অশ্বিনীকুমার হ'তে নরেশ নন্দন।
কুসুমের বংশধর জিতেন্দ্রমোহন।
ললিতমোহন হ'তে নিকুঞ্জ তনয়,
নলচিরা গ্রামে বটে বাসস্থান হয়।
রামকৃষ্ণ-বংশধর বিনোদ জন্মায়;
গোবিন্দপ্রসাদ জন্মে তাহার তনয়।
গোবিন্দের জন্মে রাধামাধব তনয়,
অপর গোলোকচন্দ্র জনম লভয়।
রাধামাধবের নীলকমল নন্দন;
তৎসুত দুর্গা, গুরু, অম্বিকাচরণ।
অম্বিকাচরণ-সুত প্রভাত জন্মায়,
অমূল্য, জুরাণ, জন্মে তাহার তনয়।
গুরুচরণের মনোরঞ্জন নন্দন,
অতঃপর জনমিল রমণীরঞ্জন।
গোলোকচন্দ্রের পুত্র আনন্দ জন্মায়,
রামচন্দ্র আর গঙ্গাচরণ তনয়।

আনন্দচন্দ্রের আত্ম, গোপাল নন্দন,
জিতেন, রমেশচন্দ্র, অবিনাশ হন।
গঙ্গা হ'তে উপেন্দ্র ও সুরেন্দ্র নন্দন,
অমৃত, ব্রজেন্দ্র আর দুর্গাদাস হন।
হরিহর-সুত আত্মা, শ্রীরাম তনয়।
শ্রীরামের বিষ্ণু, কৃষ্ণদেব সুত হয়।
বিষ্ণুদেব-সুত জগন্নাথ, বলরাম।
জগন্নাথ-সুত কাশীনাথ, রাজারাম
কাশীনাথ-বংশধর নিত্যানন্দ হন
তাহার কৈলাসচন্দ্র জনমে নন্দন।
কৈলাসের বিশ্বেশ্বর, সারদা তনয়।
কৃষ্ণদেব-বংশধর রঘুরাম হয়।
রঘুরাম হ'তে রামদুর্লভ নন্দন;
তাহার তনয় কৃষ্ণমঙ্গল সুজন,
অপর গোলোকচন্দ্র, পীতাম্বর হয়;
কৃষ্ণমঙ্গলের প্রিয়, মথুরা তনয়।
প্রিয়নাথ-বংশধর দীনেশ, সুরেশ,
অতঃপর জনমিল উমেশ, যোগেশ।
গোলোকের দেবনাথ বংশধর হন;
বিপিন, শরৎ তাঁর বিলাস নন্দন।
পীতাম্বর হ'তে চন্দ্র, দ্বারিকা তনয়,
নগড়পারা ও কাশীপুর বাস হয়।
রাজারাম-বংশধর শিবচন্দ্র হন।
শিবচন্দ্র-সুত জন্মে গঙ্গানারায়ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বাৎস্যগোত্র ছান্দর-বংশ।

বাৎস্যে ছান্দরমুনি পুরুষ প্রবীণ ;
তৎসুত আট জন আর পৌত্র তিন,
রবি, কবি, বিশ্বম্ভর, সুরভী, শ্রীধর,
মহাযশ আর ধীর, নির বা শঙ্কর,
এই আট পুত্র হয় পৌত্র নারায়ণ,
গুণাকর, মনোহর এগার গণন।
ধীর (রবি) পুতিতুণ্ড গাঁইপ্রাপ্ত হন.
তৎসুত জৈমিনীর পুত্র শান্তি হন।
শান্তি সুত তমোপহ : তৎসুত হয়—
লক্ষ্মীধর হ'তে বলভদ্র জনময়।
বল সুত অংশুল বা মৎস্যল হন :
তাহার বলভাচার্য্য জনমে নন্দন।
বল্ল সুত নীলাম্বরে উৎসাহ কন ;
তাহার তনয় জন্মে পুতি গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধনাচার্য্য-সুত শিবো নাম হয় ;
পীতাম্বর নামে জন্মে তাহার তনয়।
পীতাম্বর হ'তে জন্মে শ্রীরাম নন্দন ;
তৎসুত চক্রপাণি, পঞ্জ, রাজ হন।
পঞ্জের নিতাই সুত ; তৎসুত হয় —
ত্রিবিক্রম হ'তে জন্মে কংশারী তনয় ;

তা হ'তে পরমানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণের সদানন্দ বংশধর হন।
সদা-সুত গঙ্গা; তৎসুত রাম হয়।
রামচন্দ্র হ'তে নারায়ণ জনময়।
নারায়ণ-বংশধর রামদেব হন,
পুতিতুণ্ড বংশ মধ্যে সুকুলীন জন।

শ্রীরাম-সুত চক্রপাণি-বংশ।

চক্রপাণি-সুত জন্মে বশিষ্ঠ শ্রীধর,
জটা, শশিধর, ব্যাস, পুণ্ডরী, ভূধর।
ব্যাস সুত কুবেরের হিরণ্য তনয়।
হিরণ্য গর্ভের সুত হৃষীকেশ হয়।
হৃষীকেশ হ'তে জন্মে শ্রীমন্ত নন্দন,
বাকুদিয়া গ্রামে হয় দাসের ভবন।
শ্রীমন্তের কৃষ্ণানন্দ, বিষ্ণুরাম হয়,
রামানন্দ আর কৃষ্ণপ্রসাদ তনয়।
কৃষ্ণানন্দ হ'তে রামকমল জন্মায়।
রামকমলের রামচরণ তনয়।
রামচরণের পুত্র রামনিধি হন।
নিধি-সুত রামরমণ ও কৃষ্ণজীবন।
রামরমনের পুত্র মহাদেব হয়;
তৎসুত রামর'মে, তিতুরাম কয়।
তিতু-সুত প্রাণকৃষ্ণ, সূর্য্যনারায়ণ।
প্রাণ হ'তে রাম, রামসুন্দর নন্দন।

রাম-সুত নবীন ও গিরিশ জন্ময়।
নবীনচন্দ্রের জন্মে ধীরেন্দ্র তনয়।
গিরিশচন্দ্রের পুত্র জনমে জিতেন্দ্র,
সুরেন্দ্র, যতীন্দ্র, ক্ষেত্র অপর নগেন্দ্র।
রামসুন্দরের পুত্র শুকদাস হন;
তৎসুত বৃন্দাবন ও মধুসূদন,
গোপাল, গোবিন্দ, কাশী, ঈশ্বর জন্ময়,
হোসেনপুরেতে বটে বাসস্থান হয়।
কৃষ্ণজীবনের পুত্র রামেশ্বর হন,
রামরাম রামানন্দ অপর নন্দন।
রামেশ্বর পুত্র রামশঙ্কর জন্ময়,
তৎসুত রামকান্ত জনম লভয়।
রামকান্ত-বংশধর প্রাণনাথ হয়।
প্রাণনাথ সুত গোপীমোহন জন্ময়।
গোপীর যাদব, গঙ্গা, মাধব নন্দন।
গঙ্গাচরণের পুত্র উপেন্দ্র সুজন।
যাদবের বিশ্বেশ্বর জনমে সন্তান,
নলচিরা (কলাবাড়ী) হয় বাসস্থান।
কৃষ্ণপ্রসাদের রামজীবন তনয়;
তৎসুত রামেশ্বর, রাম, রমা হয়।
রামদেব-বংশধর রামভদ্র হন;
তৎসুত রামনাথ, রাধা, দুর্গা হন।
রামনাথ-সুত কৃষ্ণ, গোপী, গঙ্গা হয়।
কৃষ্ণচন্দ্র হ'তে কালীচরণ তনয়।

কালীচরণের পুত্র গোকুল সুজন।
গোকুলের হরিশ্চন্দ্র, ঈশ্বর নন্দন।
হরিশচন্দ্রের পুত্র গোলোক জন্মায়।
গোলোকের কালীবন্ধু জনমে তনয়।
কালীবন্ধু-সুত চিন্তা, ঈশ্বরের হয়—
জগবন্ধু নামে পুত্র জনম লভয়।
জগবন্ধু হ'তে বাণীভূষণ নন্দন।
গোপীনাথ-সুত দেবীপ্রসাদ সুজন।
দেবীপ্রসাদের শিবশঙ্কর নন্দন।
শিবের মহেশচন্দ্র তনয় সুজন।
মহেশচন্দ্রের জন্মে কৈলাস তনয়;
তৎসুত শশী, কুঞ্জ, বিনোদ, অক্ষয়।
গঙ্গাচরণের পদ্মলোচন নন্দন।
পদ্মলোচনের পুত্র বিশ্বেশ্বর হন।
বিশ্বেশ্বর হ'তে জন্মে যোগেন্দ্র তনয়।
রমাকান্ত-বংশধর মহাদেব হয়;
তাহার তনয় রাম, জগন্নাথ হন;
তৎসুত বাসুদেব, জয়দেব রন।
বাসুদেব হ'তে রাজকিশোর তনয়;
তৎসুত জগচ্চন্দ্র, চণ্ডী জনময়।
চণ্ডীর সতীশ, কালী, নর, নিবারণ।
জগতচন্দ্রের জন্মে বিপিন নন্দন।
রামেশ্বর-বংশধর রামনারায়ণ;
তাহা হ'তে বাণেশ্বর গোবিন্দ নন্দন।

বাগেশ্বর-সুত রামগোবিন্দ জন্ময়,
রাম, রাজচন্দ্র, রামকিশোর তনয়।
রামগোবিন্দের রামদুর্লভ নন্দন।
রামদুর্লভের পুত্র গঙ্গাদাস হন।
রাজচন্দ্র হ'তে রামকমল তনয়।
রামকমলের পুত্র ভগবান হয়।
ভগবান সুত চন্দ্র, ঠাকুর জন্ময়।
চন্দ্রমণি হ'তে জন্মে অবনী তনয়।
রামকিশোরের রাধামাধব নন্দন;
তারিণীশঙ্কর, জয় তৎসুত হন।
জয়শঙ্করের পুত্র শশী জনময়।
শশিভূষণের জন্মে গোবিন্দ তনয়।
তারিণীশঙ্কর-সুত রামচন্দ্র হন,
চন্দ্রকুমার ও শ্যাম, রসিক নন্দন।
রামচন্দ্র হ'তে নন্দ, গোপাল জন্ময়।
চন্দ্রের সুরেন্দ্র আর সতীশ তনয়।
রসিকের মনো আর জ্ঞানদা নন্দন,
নলচিরা গ্রামে বটে বাসের ভবন।